ত্রয়োবিংশতি বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ॥ ১৩৭৯

॥ সূচী ॥

মূল্য : প্রতি সংখ্যা — ৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য — ৪'০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ।

মূল্য ২০ টাকা

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনাচক্রের বিবরণ। মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S. R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন। মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ৺শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃত সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিদ্যা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক।

মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী বাণী বসু সঙ্কলিত। ১৮৯১ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,০০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা।

মূল্য ৭ টাকা

সবগুলি বইয়েই 'গ্রন্থাগার দিবস' পক্ষে ৫০% কমিশন দেওয়া হবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২৩, সংখ্যা ১৩ } { ১৩৮০, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

সম্পাদকীয়

'গ্রন্থাগারের' ত্রয়োবিংশতি বর্ষে পদার্পণ

একে একে ২২ বছর অতিক্রম করে ২৩ বছরে পা দিল গ্রন্থাগার পত্রিকা। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশের পর অনেক বাধা বিপত্তি আর হাত বদলের মাঝে আজকের এরূপে গ্রন্থাগার প্রকাশিত। ত্রৈমাসিক গ্রন্থাগারের প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু (১৩৫৮-৬১)। তার পর একে একে বিভিন্নজনের সম্পাদনায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এই পত্রিকার। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর পর সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬১-৬২), শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬২-৬৩) শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৬৩-৬৯), শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত (১৩৬৯-৭১) শ্রীচঞ্চলকুমার সেন (১৩৭১-৭২) এবং শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৩৭২-৭৬)। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে বর্তমান সম্পাদক তার অনভিজ্ঞ হাতে এর দায়িত্ব নিয়েছে।

প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময় পত্রিকার দুজন সহকারী সম্পাদকও ছিলেন : শ্রীমনোজ নিয়োগী (১৩৫৮-৫৯) ও শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৫৮-৫৯)। এরপর দীর্ঘদিন পত্রিকার আর কোন সহকারী সম্পাদক ছিলেন না। এইপদে ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে শ্রীমতী গীতা মিত্র কাজ করেছেন ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা থেকে সহকারী সম্পাদকের পদকে সহযোগী সম্পাদক (Associate editor) পদে পরিবর্তিত করা হয়; সে সময় থেকে ঐ পদের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ।

পত্রিকার আত্মপ্রকাশ কাল থেকে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এক, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রথম মাসিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করলো। পত্রিকার দ্বিতীয় পরিবর্তন হল এর সঙ্গে মুদ্রিত প্রবন্ধের ও নির্বাচিত বিচারের ইংরেজীতে চুম্বক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। দীর্ঘদিন থেকে অবাঙালী পাঠক ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকার অনুরোধে পত্রিকায় সবশেষে ইংরেজী চুম্বক দেওয়া শুরু হল ১৩৭৮

বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে। যদিও প্রকৃত অর্থে চুম্বক বলতে যা বোঝায়, সবসময় তা হয়ে ওঠে না, তবুও কেবল এক সীমিত গণ্ডীর পাঠকের মধ্যে পত্রিকার প্রচারকে আটকে না রেখে বৃহত্তর গণ্ডীতে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ইংরেজী সারসংক্ষেপের ব্যবস্থা। এই নতুন অংশ সংযোজনের ফলে পত্রিকার মান কতটা উন্নত হয়েছে সেটা নির্ভর করবে পাঠকদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর কিন্তু সার্বিকভাবে পত্রিকার উপযোগিতা যে বেড়েছে,—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দীর্ঘ ২২ বছর ধরে 'গ্রন্থাগার' মাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র হিসাবেই কাজ করেনি, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদেরও মুখপত্র হয়ে কাজ করছে। একাজের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তার জন্য একতরফা পত্রিকাকে দোষারোপ করা বোধহয় ঠিক হবেনা। বিভিন্ন সময় আমরা ভাল প্রবন্ধের অভাব বোধ করেছি, আবার কোন কোন সময় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বা গ্রন্থাগার কর্মীর সংবাদ ঠিকমত না আসায় তা পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া আর্থিক অসুবিধাও থাকে। পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় যে হারে বেড়ে চলেছে, সেই হার তো দূরের কথা, তার এক দশমাংশ হারেও পত্রিকার জন্য আয় বাড়েনি। হয়তো এজন্য পত্রিকার পরিচালনায় যাঁরা আছেন তাঁদের দায়ী করা যেতে পারে, কিন্তু দূরের যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া সম্ভব, তাঁদের সাহায্যই বা পাচ্ছি কোথায়? ভাল প্রবন্ধ বা পত্রিকার জন্য দু একটি বিজ্ঞাপন, তার কোনটাই তো আমাদের কাছে আশানুরূপ নয়।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের বক্তব্য তুলে ধরতে যে পত্রিকাকে আমরা মাধ্যম করেছি, তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। তাই পত্রিকার নতুন বছর শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি। গত ২২ বছরে গ্রন্থাগার জগতে ঘটেছে বিপুল পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজ 'গ্রন্থাগারের।' আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও আমরা কতটুকু সাফল্য লাভ করেছি, সেটাই আজকের আলোচ্য। ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন করে আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রয়োজন সকলের সার্বজনীন সহযোগিতা, মাত্র কয়েকজনের সীমিত সামর্থে যা কখনই সম্ভব নয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘদিনের দাবী, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, সে সম্পর্কে আজও কোন আশার বাণী পাওয়া যায়নি সংশ্লিষ্ট মহল থেকে; সম্প্রতি আবার জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে শুরু হয়েছে নানা রকম সরকারী পর্যায়ের টানাপোড়েন, রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নেই কোন সমন্বয়, কর্মীদের নেই উপযুক্ত বেতন, পদমর্যাদা ও চাকুরির নিরাপত্তা। সব মিলিয়ে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কোন আশার আলোই দেখা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে তাই আমাদের দরকার পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে নতুন আলোর সন্ধানে এগিয়ে যাওয়া। আর 'গ্রন্থাগার' হয়ে উঠুক আমাদের আলোর মশাল।

প্রাচীন এক সরকারি রিপোর্টে
স্কুল লাইব্রেরির কথা

প্রমীলচন্দ্র বসু

আমাদের দেশের উপেক্ষিত ও অবহেলিত স্কুল লাইব্রেরি সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা অথবা আন্দোলনের খবর আজকাল কখন কখন পত্র পত্রিকাদিতে নজরে পড়ে। ভাবগতিক দেখে মনে হয় স্কুল লাইব্রেরি সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা বুঝি সাম্প্রতিক কালে সবে শুরু হ'চ্ছে বা হ'য়েছে। আসলে কিন্তু এধারণা ঠিক নয়। একশ' বছরেরও আগে চিন্তাশীল ও প্রগতিপন্থী কোন কোন শিক্ষাবিদ্ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি যে এদেশে এবিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে শতাধিক বৎসর পূর্বে সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিটির রিপোর্টের পৃষ্ঠায়।*

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলার শিক্ষা অধিকর্তা (Director of Public Instruction) শ্রী ডবলিউ, জি, ইয়ং (W. G. Young) স্কুলের উন্নতির উপায় নির্ধারণের জন্যে সাতজন সদস্যের এক কমিটি নিযুক্ত করেন। ঐ সাতজন সদস্যের ছ'জনই ছিলেন বিদেশী। মাত্র একজন ছিলেন ভারতীয়, বাঙালী। বাঙালী সদস্যের নাম বাবু পিয়ারী চরণ সরকার। স্বনামধন্য রেভারেণ্ড লং সাহেবও কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। অপর পাঁচজন সদস্যের নাম সর্বশ্রী এইচ্, উড্রো (H Woodrow), আর, বি, চ্যাপম্যান (R. B. Chapman), আর হ্যাণ্ড (R. Hand), জে, কে, রজার্স (J. K. Rogers), এবং হজ্‌সন প্রাট্ (Hodgson Pratt)

২৫শে জুলাই (১৮৫৬) তারিখে শিক্ষা অধিকর্তা (ইয়ং সাহেব) কমিটির সদস্যদের পত্রযোগে জানিয়ে দিলেন পরবর্তী মাসের ৫ তারিখে কমিটির প্রথম অধিবেশন হবে। সেই সাথে কমিটির যে সব প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে কমিটির সাহায্য ও পরামর্শ প্রয়োজন তার এক তালিকাও তিনি দিলেন। প্রধানতঃ ন'টি বিষয় বিবেচনার জন্য কমিটিকে অনুরোধ জানান হ'ল। এদের মধ্যে ইংরেজী স্কুল, ইংরেজী-বাংলা স্কুল, এবং বাংলা স্কুল—এই তিন রকম স্কুলের পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষা পদ্ধতি, ছাত্রের সাহায্যে শিক্ষাদান সম্ভব ও সঙ্গত কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। নয় দফা বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষভাবে সপ্তম দফাটি ছিল স্কুল লাইব্রেরি ও ব্যক্তিগত পাঠরুচি সম্পর্কে। এই বিষয়ের উল্লেখ শিক্ষা অধিকর্তার পত্রে নিম্নোক্তভাবে ছিল, স্কুল এবং স্কুল লাইব্রেরিকে অবলম্বন ক'রে স্কুলের ছাত্রদের এবং অন্যান্য (সাধারণ) লোকের ব্যক্তিগত পাঠরুচিকে কি উপায়ে সর্বোত্তমভাবে উৎসাহিত এবং উন্নত করা যেতে পারে সে বিষয়ে এবং তৎসহ সামান্য কিছু চাঁদার বিনিময়ে স্কুল লাইব্রেরি সর্বসাধারণের (ব্যবহারের) জন্য উন্মুক্ত করে দেবার প্রস্তাবও (বিবেচ্য)।

*ক'লকাতার বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চন্দ সরকার নিযুক্ত এই কমিটির প্রতিবেদনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর সৌজন্যে [illegible] আমার সুযোগ হয়।

কমিটির প্রথম অধিবেশনে শ্রীহজসন্ প্রাট্ কমিটির সভাপতি এবং শ্রীআর হাও সেক্রেটারি নিযুক্ত হ'লেন। পরে শ্রীজে, কে, রজার্স কয়েক সপ্তাহ সেক্রেটারির কাজ ক'রেছিলেন। প্রথমে প্রতি সপ্তাহে দু'বার, পরে সপ্তাহে তিনবার ক'রে কমিটির অধিবেশন হ'ত। এইভাবে পাঁচমাস ধ'রে কমিটির কাজ চ'লেছিল। অবশেষে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে কমিটি শিক্ষা অধিকর্তার কাছে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন।

স্কুল লাইব্রেরি এবং পাঠরুচি সৃষ্টি সম্বন্ধে কমিটি তাঁদের বক্তব্য রিপোর্টের ৬১ অনুচ্ছেদ থেকে ৬৪ অনুচ্ছেদ মোট এই চারটি অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া রিপোর্টের পরিশিষ্টাংশে (Appendix I) স্কুল লাইব্রেরি সম্বন্ধে দ্বাদশটি বিধি সুপারিশ করেন। এ বিষয়ে কমিটির বক্তব্য এবং প্রস্তাবিত নিয়মাবলী কি রকম ছিল তা' জানলে সে যুগে লাইব্রেরি সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিকোণ এবং চিন্তাভাবনা কি ধরণের ছিল তা' অনেকটা বুঝতে পারা যাবে। তাই কমিটির সেই বক্তব্য এবং প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর মোটামুটি একটা বয়ান এখানে দেওয়া হ'ল।

ছাত্রদের সাধারণ পাঠরুচিকে উৎসাহিত করার জন্যে দক্ষিণ বাংলার (South Bengal) স্কুল সমূহের পরিদর্শকের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সম্বন্ধে কমিটির অভিমত জানার যে ইচ্ছা শিক্ষা অধিকর্তা প্রকাশ ক'রেছেন রিপোর্টের ৬১ অনুচ্ছেদে সে কথার উল্লেখ ক'রে বলা হ'য়েছে যে নিম্নোক্ত উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য সর্বোৎকৃষ্টভাবে সিদ্ধ হ'তে পারে। প্রতিবার শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার পূর্বে বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক মশায় ইতিহাস, গল্প-উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থের এক তালিকা প্রণয়ন ক'রবেন। শিক্ষাবর্ষকালে ব্যক্তিগত পাঠের জন্য প্রত্যেক স্কুলের সর্বোচ্চ দুই শ্রেণীর ছাত্রদের এই তালিকা থেকে অনধিক তিনখানা বই নির্বাচন ক'রে নেবার স্বাধীনতা থাকবে। বার্ষিক পরীক্ষার সময় একটা নির্দিষ্ট দিনে যে কোন ছাত্র পরীক্ষকদের উপস্থিতিতে বই বা লিখিত নোট না দেখে নির্বাচিত বই-এর একখানির অথবা একাধিক বইএর বিশ্লেষণ (analysis) লিখতে পারবে। এইভাবে লিখিত বিশ্লেষণ গুলির মধ্যে স্থানীয় কমিটির মতে যেগুলি পুরস্কার পাবার উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হবে সেগুলির জন্যে 'গ্রন্থ-পুরস্কার' দেওয়া হবে। বিশ্লেষণের উৎকর্ষ অনুযায়ী প্রত্যেক পুরস্কারের মূল্য নির্ধারিত হবে। পুরস্কারগুলিকে 'লাইব্রেরি পুরস্কার' বলা হবে। তবে পুরস্কারের ধরণ এবং মূল্য এমন হওয়া চাই যাতে ছাত্রদের কাছে পুস্তকগুলি একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষার আকর্ষণীয় বস্তু ব'লে মনে হয়।

স্কুলের ছাত্র ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির পাঠরুচি উন্নয়ন সম্পর্কে রিপোর্টের ৬২ অনুচ্ছেদে কমিটির অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হ'য়েছে সদরের যে সকল শহরে (Sudder Station) সর্বসাধারণের জন্য কোন গ্রন্থাগার নেই সেখানে মাসিক অন্যূন দু'আনা চাঁদার বিনিময়ে জেলা স্কুল লাইব্রেরিটি সর্বসাধারণের পাঠাগার হিসাবে উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া হবে। প্রত্যহ বিদ্যালয়ের কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের শেষে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত চাঁদাদাতাদের (গ্রন্থাগারে) প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। এজন্যে একজন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হবেন এবং তাঁর বেতন স্কুলের উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে দেওয়া হবে। গ্রন্থাগারিক স্কুলের খাতাপত্র ও হিসাবাদিও রাখবেন। কমিটির এটাও অভিমত যে স্কুল গৃহে লাইব্রেরির পড়ার সুযোগ ছাড়াও পূর্বে উল্লেখিত চাঁদা অপেক্ষা কিছু বেশী হারে

চাঁদা দিলে চাঁদাদাতাদের লাইব্রেরির বই ধার দেওয়াও যাবে। তবে এই রকম সুবিধা ভোগ করার সুযোগ ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন প্রধান শিক্ষকের ইচ্ছাধীন থাকবে এবং এই সুবিধা পরিষ্কারভাবে এই সর্তাধীন থাকবে যে চাঁদাদাতাদের অধিকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের গ্রন্থব্যবহারের অগ্রাধিকারকে কোনমতে ক্ষুণ্ণ ক'রবে না। স্থানীয় কমিটি কর্তৃক পূর্বে অনুমোদিত একমাত্র নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে জনসাধারণ স্কুল লাইব্রেরি ব্যবহার ক'রতে পারবেন।

রিপোর্টের ৭৩ অনুচ্ছেদে বলা হ'য়েছে পাঠাগার আলোকিত করার ব্যয় অবশ্যই চাঁদা থেকে নির্বাহ করা হবে! তবে এই ব্যয় সঙ্কুলানের পক্ষে চাঁদা যদি পর্যাপ্ত না হয় তা' হ'লে পাঠাগার সন্ধ্যাবেলাতেই বন্ধ ক'রে দিতে হবে।

লাইব্রেরি সম্পর্কে শেষ অনুচ্ছেদটিতে অর্থাৎ ৭৪ অনুচ্ছেদে বলা হ'য়েছে যে কাজের জন্য বিদ্যালয় খোলা থাকার সময়ে তো বটেই, তা ছাড়া জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাঠাগার যখন খোলা থাকবে তখনও শিক্ষক ও ছাত্রদের লাইব্রেরীতে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে।

রিপোর্টের অন্যত্র বলা হ'য়েছে যে ছুটির দিন এবং শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বিদ্যালয়ের কার্যকাল হবে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। শনিবারের কার্যকাল বেলা ১০ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত।

কমিটি স্কুল লাইব্রেরির জন্য যে দ্বাদশটি নিয়ম সুপারিশ করেন সেগুলি এই রকম :—

১। যে সময়টা স্কুলের কার্যকাল, লাইব্রেরি সে সময় অবশ্য খোলা থাকবে। (স্কুল লাইব্রেরিকে) জন সাধারণের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার হিসাবে খোলা রাখার জন্য স্থানীয় কমিটি যে সময় নির্দিষ্ট ক'রে দেবেন সে সময়েও লাইব্রেরি খোলা থাকবে।

২। স্কুলের অন্তর্ভুক্ত সকলের ব্যবহারের জন্যই (স্কুল) লাইব্রেরির অস্তিত্ব। (তবে) যাঁরা মাসিক চাঁদা দেবেন এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন মেনে চ'লবেন ব'লে লিখিত ভাবে জানাবেন, তাঁদেরও এখানে জন সাধারণের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার হিসেবে প্রবেশাধিকার থাকবে।

৩। লাইব্রেরি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। তাঁর দ্বারা মাসিক অনধিক কুড়িটাকা বেতনে নিযুক্ত একজন গ্রন্থাগারিক অথবা কেরাণী তাঁকে (লাইব্রেরির কাজে) সাহায্য ক'রবেন।

৪। লাইব্রেরিয়ান নিম্নলিখিত রূপ চুক্তি সম্পাদন করবেন এবং অন্ততঃ একজন বিত্তবান ও সুপরিচিত স্থানীয় অধিবাসী লাইব্রেরিয়ানের প্রতিভূ (guarantee) হিসাবে চুক্তিতে অনুমোদন জ্ঞাপক স্বাক্ষর দিবেন :—

"আমি (ক'খ) (অমুক) সরকারি স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক (গ,ঘ) কর্তৃক কোম্পানীর টাকায় (এত) টাকা মাসিক বেতনে বিদ্যালয়ের লাইব্রেরির দায়িত্ব গ্রহণে নিযুক্ত হ'য়ে আমার উপর ন্যস্ত বিশ্বাস উৎসাহ ও বিশ্বস্ততা সহকারে আমার পূর্ণ বিচার বুদ্ধি অনুসারে এবং শিক্ষা অধিকার স্থানীয় কমিটি অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট বা যা নির্দিষ্ট হবে এমন বিধানাবলী অনুসারে পালন করার জন্য এতদ্বারা নিজেকে প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধ ক'রছি। আমি লাইব্রেরিতে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকা বিষয়ে সময়নিষ্ঠ (punctual) হব এবং আমার

দায়িত্বে রক্ষিত গ্রন্থ, মানচিত্র, যন্ত্রাদি সংরক্ষণের কাজে সতর্কতাসহ যত্নবান হব ব'লেও প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিবদ্ধ হ'চ্ছি।

আমার তত্ত্বাবধানে রাখা কোন সম্পত্তি খোয়া গেলে অথবা তার ক্ষতি হ'লে কমিটি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের আদেশ দানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই ক্ষতি পূরণের মূল্য পরিশোধ ক'রবো ব'লে আমি এতদ্বারা নিজেকে, আমার উত্তরাধিকারীদের, পরিচালকদের (administrators) এবং স্বত্বনিয়োগীদের (assignees) দায়বদ্ধ ক'রছি। এবিষয়ে বিচ্যুতি ঘটলে অতিরিক্ত শাস্তি হিসাবে কোম্পানীর টাকার পূর্ণ একশ' টাকা অথবা স্থানীয় কমিটি ঐ পরিমাণ টাকার যে অংশ বিচার পূর্বক আমাকে দেবার জন্য নির্ধারণ ক'রে দেবেন সেই টাকা দেব ব'লে আমি এতদ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'চ্ছি।

(স্বাক্ষর) ক, খ
লাইব্রেরিয়ান

উপরোক্ত চুক্তিপত্রের শর্তাধীনে চুক্তিসম্পাদন ক'রে ক,খ (এত) টাকা বেতনে (অমুক) সরকারী বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হওয়ায় আমি নিজেকে তাঁর জামিনদার (surety) হিসাবে দায়বদ্ধ ক'রছি।

(স্বাক্ষর) চ,ছ

৫। ছাত্রদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সময়ের সাথে এবং লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য কর্ম যথাযথ ভাবে পালনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে ছাত্রদের গ্রন্থাগারে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে।

৬। নিম্নে বর্ণিত নিয়মানুসারে বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সকলকে গৃহে বই নিয়ে যেতে দেওয়া হবে:

(ক) কোন ব্যক্তি সাধারণতঃ এবং প্রধান শিক্ষকের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত এক সঙ্গে এক প্রস্থের (set) অধিক বই বাড়ী নিয়ে যেতে পারবেননা।

(খ) শিক্ষকেরা তাঁদের নেওয়া বইএর জন্যে অথবা তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে কারও নেওয়া বই এর জন্যে ঐ উদ্দেশ্যে রক্ষিত এক রেজিস্ট্রী বইতে রসিদ দেবেন। ঐ রেজিস্ট্রি বইতে গ্রন্থ গ্রহীতার নাম, গ্রহীতার শ্রেণীর নাম, গ্রন্থের অবস্থা, যে তারিখে গ্রন্থ গ্রহণ করা হচ্ছে সে তারিখ এবং গ্রন্থ প্রত্যর্পণের তারিখের উল্লেখ থাকবে। সবশেষে ঐ সকল বিষয়ের সমর্থনে লাইব্রেরিয়ানের স্বাক্ষর থাকবে। জনসাধারণের গ্রন্থাগারের চাঁদাদাতা হিসাবে যাঁরা বই নেবেন তাঁরাও অনুরূপ ভাবে বই নেবার স্বীকৃতি জানাবেন।

গ) চব্বিশ পেজী ফর্মায় তৈরী বই (a duodecimo volume) এক সপ্তাহের বেশী ষোল পেজী ফর্মা বই (an octavo) পনের দিনের বেশী এবং আট পেজী ফর্মার বই (a quarto) এক মাসের বেশী রাখা চ'লবেনা।

ঘ) কোন বই একজনের কাছ থেকে সরাসরি অন্য আর একজনকে দেওয়া চ'লবেনা। প্রতিক্ষেত্রে বই প্রথমে লাইব্রেরিয়ানের কাছে প্রত্যর্পণ ক'রতে হবে।

ঙ) অভিধান, জ্ঞানকোষের বই প্রভৃতি সন্ধানী গ্রন্থ (books of reference) কোন কারণেই প্রতিষ্ঠানের বাইরে নেওয়া যাবেনা।

৭। বাইরে নিয়ে যাওয়া গ্রন্থের রেজিষ্ট্রি বই প্রতি শনিবারে প্রধান শিক্ষকের নিকটে পেশ ক'রতে হবে।

৮। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারে (সংগৃহীত) বই-এর এক গ্রন্থসূচী (catalogue) প্রণয়ণ করবেন। গ্রন্থসূচীর একটি স্তম্ভে (column) বইগুলি পুরাণো, পূর্বে ব্যবহারের পর সংগৃহীত (second hand) অথবা নূতন তার উল্লেখ থাকবে। অপর একটি স্তম্ভে যে সকল বই হারিয়ে যাবে তার উল্লেখ থাকবে। তৃতীয় একটি স্তম্ভে যে সকল লোক বই হারিয়ে যাবার জন্যে বা বই-এর ক্ষতির জন্যে দায়ী তাদের নামের উল্লেখ থাকবে চতুর্থ স্তম্ভে ক্ষতি পূরণের জন্যে অর্থাদি প্রদানের উল্লেখ থাকবে।

৯। গ্রন্থাসূচীটি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কতিপয় শাখায় বিভক্ত হ'য়ে সাজান হবে। প্রত্যেক শাখার বইগুলি লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজান থাকবে এবং একটি স্তম্ভে (column) কোন্ তাকের কোন্ জায়গায় কোন্ বই আছে তা' এক একটি ভগ্নাংকের (fraction) দ্বারা নির্দেশিত হবে। ভগ্নাংকের লব দ্বারা প্রতিটি বই-এর অবস্থানের নির্দিষ্ট তাক এবং হরের দ্বারা ঐ তাকে বইটির অবস্থিতির নির্দিষ্ট স্থান নির্দেশিত হবে। একই বিষয়ের বইএর জন্যে একাধিক তাক থাকলে বর্ণমালার বর্ণ ব্যবহার ক'রে তাদের পার্থক্য জানাতে হবে। সাহিত্য ইতিহাস গণিত ইত্যাদির কথার লেবেল এঁটে প্রতিটি তাককে পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত ক'রতে হবে। কোন তাকে একাধিক বিষয়ের বই থাকলে তাকের উপরে বিষয়গুলির পৃথক পৃথক অবস্থান ক্ষেত্র একই প্রথায় চিহ্নিত করতে হবে।

১০। কোন ব্যক্তি কোন বই হারিয়ে ফেললে তিনি হয় ঐ বই-এর পরিবর্তে অনুরূপ ভাল অবস্থায় ঐ বই আর একখানি দেবেন, নতুবা বই এর দাম দেবেন। বইখানি যদি এক গ্রন্থ (set) বইএর কোন অঙ্গ গ্রন্থ হয়, তা হ'লে তাঁকে বইএর সমগ্র গ্রন্থটির দাম দিতে হবে।

১১। বই ফেরতের জন্য প্রধান শিক্ষকের প্রতি স্বাক্ষর সহ গ্রন্থাগারিক তাগিদ পত্র পাঠালে তিনদিনের মধ্যে বই ফেরৎ দিতে হবে।

১২। স্থানীয় কমিটি প্রতিবৎসর দশেরার ছুটির জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হবার পূর্বে লাইব্রেরি এবং লাইব্রেরির খাতাপত্র পরিদর্শন ক'রবেন। এরূপ পরিদর্শনের পূর্ণ এক সপ্তাহ পূর্বে লাইব্রেরির সমস্ত বই লাইব্রেরিতে ফেরত আনিয়ে নিতে হবে। প্রতিবার এরূপ পরিদর্শনান্তে লাইব্রেরির অবস্থা (শিক্ষা) অধিকর্তাকে সম্যকভাবে জানাতে হবে।

রিপোর্টটি এবং রিপোর্টে প্রস্তাবিত লাইব্রেরির নিয়মাবলী দৃষ্টে কতকগুলি চিন্তা সহজেই মনে আসে। প্রথমেই এই ভেবে বিস্মিত হ'তে হয় যে শতাধিক বছর পূর্বেও এদেশে স্কুল লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার লোকের একান্ত অভাব ছিল না।

স্কুল লাইব্রেরির সহায়তায় ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত গ্রন্থপাঠের উৎসাহ ও পাঠরুচি সৃষ্টি করার এবং তা' বৃদ্ধির জন্য যে আগ্রহ ও পরিকল্পনার পরিচয় এখানে পাওয়া যায় আজ বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পাদে আমাদের দেশে সে পরিচয় দুর্লভ ব'ললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না।

গ্রন্থাগারের অবাধ ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণার যে প্রকাশ এই রিপোর্টে লক্ষ্য করা যায় তা' থেকে সে যুগেও গ্রন্থাগারের মূলনীতি যে কিছু সংখ্যক লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সেই দূরবর্তী যুগে যখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন আনুষ্ঠানিক চর্চা ছিল না তখনও গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগের এবং গ্রন্থসূচী প্রণয়নের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খাড়া করার সুস্পষ্ট প্রয়াসের অস্তিত্ব এই রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থাগারের তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুভূতি কত গভীর হ'লে তবে স্কুল লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ সর্বসাধারণকে দেবার দ্বিধাহীন প্রস্তাব করা সম্ভব তা' অনুধাবনের বিষয়।

জনসাধারণকে স্কুল লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ দেবার ব্যবস্থা যাতে অযথা জটিল বা অসুবিধাজনক না হ'য়ে সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে থাকতে পারে অথচ সে ব্যবস্থা যাতে স্কুলের সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থের হানিকর না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা—পরিকল্পনাকারীদের বিচক্ষণতার নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করে।

গ্রন্থাগারিক নিয়োগের খসড়া চুক্তিপত্রটি অবশ্য কৌতুহলোদ্দীপক এবং সম্ভবতঃ বর্তমান যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হ'লে এযুগে অচল এবং হয় তো বা কিছুটা উপহাস যোগ্য বলেও মনে হ'তে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগে ও অনেক সময়ে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত সর্তের কথা শোনা যায় বা দেখা যায় তার তুলনায় শতাধিক বছর পূর্বের এই ধরণের চুক্তি তুচ্ছ বলেই মনে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

মঞ্জরী বসু

ভূমিকা: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে। কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও। কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।"

সুতরাং শিক্ষিত সমাজে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে গ্রন্থাগার। শিশু গড়ে ওঠার মূলেও রয়েছে এই গ্রন্থাগারের দান।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

শিশুবিকাশের গোড়ার দিকে কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না। প্রথম সম্বন্ধ তার বাবা মায়ের সঙ্গে। সেই পরিচয় থেকেই তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে থাকে। তারপর শিশু সংসারের অন্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে। গৃহের পরিচিত পরিবেশের গণ্ডী কেটে বার হবার পরেই শিশুর পরিচয় হয় বিদ্যালয়ের পরিবেশের সংগে। কিন্তু বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে আছে নিয়ম শৃংখলা আইন কানুনের কড়াকড়ি। এই নিয়ম শৃংখলার মধ্যে শিশুর মন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অভাবে বিষিয়ে ওঠে। সে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, বিদ্যালয়ের নিয়মশৃংখলা মেনেও চলে, তবু এর মাঝে তার মন কিছু সময়ের জন্য মুক্তির আস্বাদ, স্বাধীনতার আস্বাদ পেতে চায়। নিজের পছন্দ অনুযায়ী পড়া, নিজের যে বই ভাল লাগে এমন বই পড়া, এ সবের সুযোগ সে পেতে পারে একমাত্র বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। সুতরাং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে প্রত্যেক শিশুর মধ্যে বিকাশমুখী যে, ব্যক্তিত্ব রয়েছে তাকে বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার: বর্তমান অবস্থা

আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে আজ ছোট গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই গ্রন্থাগারের পক্ষে সত্যিকারের গ্রন্থাগারের কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ এই সব গ্রন্থাগার এযাবত কেবল শিক্ষকদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষকতা করবার জন্যই তাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন। গ্রন্থাগারিকতা তাঁদের বৃত্তি নয়। গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু-সংগঠনের জন্য প্রয়োজন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের।

বেসরকারী বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

আমাদের দেশে এমন অনেক বেসরকারী বিদ্যালয় আছে যেখানে গ্রন্থাগার বলতে বোঝায়

২।৩ টি বই-এর আলমারী। সেখানে পোকাধরা কিছু বই-এর সংগ্রহ আছে এবং হয়তো বছরে সামান্য কিছু বই কেনার ব্যবস্থা আছে। তবে তার সংখ্যা নেহাতই কম। গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক একটি ঘরেরও প্রয়োজন মনে করেননি সেখানকার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষরা। পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করতে এলে এই সব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা প্রধানা শিক্ষিকারা খাতায় কলমে তাঁদের গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন পরিদর্শকের কাছে। যদিও সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা বছরে একদিনও বই পায় না তবুও খাতায় কলমে দেখানো হয় ছাত্রছাত্রীদের বই দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত। এ ধরণের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের কল্পনা করা দুরাশা। খুব জোর একজন Certificate in Library Science শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক কোন কোন বেসরকারী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত আছেন, তবে তাঁর প্রধান কাজই হচ্ছে শিক্ষকতা করা। Teacher-cum-Librarian হিসাবে সাধারণতঃ তাঁকে রাখা হয়। গ্রন্থাগারের কাজ করার জন্য হয়তো তাঁকে শেষের ২।১ টি ক্লাশ থেকে ছুটি দেওয়া হয়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে পুস্তক নির্বাচন সম্ভব হলেও পুস্তকের বর্গীকরণ (Classification), পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন (Cataloguing) এবং ছাত্রছাত্রী-দের বই দেওয়া এবং তাঁদের কাছ থেকে বই ফেরৎ নেওয়ার কাজ করা সম্ভব হয়না। এক কথায় এধরণের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু—সংগঠন এবং পরিচালন সম্ভব হয় না।

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

কিছু কিছু সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক ঘর আছে। একজন পুরাসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিকও হয়তো আছেন। বেসরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের তুলনায় সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অবস্থা কিছুটা উন্নত। বিশেষতঃ কলকাতায় কিছু কিছু সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক আছেন। তবে পশ্চিমবাংলার বেশীর ভাগ সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের অবস্থাই বেসরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সমতুল্য। না আছে ছাত্রছাত্রী দের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক সম্ভার, না আছে ছাত্রছাত্রীদের পছন্দ মতো বই পড়ার স্বাধীনতা। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারেরও যে প্রয়োজন আছে বা থাকতে পারে এবিষয়ে কর্তৃপক্ষ একেবারেই অবহিত নন। তাই পুরা সময়ের গ্রন্থাগারিকের পদও বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে সৃষ্টি হয়নি।

সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অবস্থা কিছুটা আশাজনক। কারণ সেখানে ইচ্ছে করলে আধুনিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারের সংগঠন ও পরিচালনা সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে সচেষ্ট বা উৎসাহী হলে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন সম্ভব হবে। সরকারী সাহায্যের পরিমান এ ধরণের গ্রন্থাগারে অন্যান্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের তুলনায় অনেক বেশী। সেজন্য সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজের পরিধি কিছুটা বেশী। এখানে পুস্তক নির্বাচন করার পর পুস্তক বিক্রেতাকে পুস্তক সরবরাহ করতে অর্ডার দেওয়া হয়। পুস্তক সরবরাহ হলে তালিকা মিলিয়ে পুস্তক সংখ্যা অনুসারী পুস্তক পরিগ্রহণ খাতায় (Accession Register) জমা করা

হয়। এরপর পুস্তকের বর্গীকরণ করা হয় এবং পুস্তক তালিকা প্রণয়নও করা হয়। সপ্তাহে ৬ দিন প্রত্যেক ক্লাশে বই দেওয়া নেওয়ার ব্যবস্থাও এধরণের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দেখা যায়। সুতরাং সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা কিছুটা কম বলা যেতে পারে।

সরকারী বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। পশ্চিমবঙ্গের সব সরকারী বিদ্যালয়ে এখনো গ্রন্থাগারিক নেই। এর ফলে সরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আজও অবহেলিত। যে সমস্ত সরকারী বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক আছেন সেখানেও তিনি গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সংগঠন এবং পরিচালনা করতে পারেন না। কারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা বা সংগঠন করতে যে সমস্ত উপকরণ দরকার তা গ্রন্থাগারিককে সরবরাহ করা হয় না। এর ফলে সরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিককে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারী বিদ্যালয়গুলি বেশীর ভাগই প্রাচীন। সুতরাং এসমস্ত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তকের সংখ্যা, নেহাত কম নয়। অথচ বইগুলি নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে। এই সরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি এতদিন শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। শিক্ষকরা তো বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নন। তাই এ সমস্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তকের ক্রমিক সংখ্যা লেখারও প্রচলন ছিল না। পুস্তকের জাতিবিচার শিক্ষকদের খুশীমতো করা হয়েছে দেখা যায়! গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকাও এই কারণেই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন উপযোগী হয়নি। তাই যে সমস্ত সরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত আছেন তাঁদের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করা কোন রকমেই সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড়কথা সুন্দর করে গ্রন্থাগারের পরিচালনা ও সংগঠন করতে যে সমস্ত উপকরণের দরকার তাও এখানে গ্রন্থাগারিক পান না। গ্রন্থাগারিকের কাজে সাহায্য করার জন্য নেই কোন সহকারী বা সাহায্যকারী। ছাত্রছাত্রীকে পুস্তক দেওয়া এবং নেওয়ার কাজ গ্রন্থাগারিক-কেই করতে হয়। প্রত্যেক ক্লাশের জন্য সপ্তাহে ১টি পিরিয়ড থাকে বই দেওয়া নেওয়ার জন্য। চার পাঁচটি শ্রেণীতে বই দেওয়া নেওয়া করতেই কাজের বেশীরভাগ সময় চলে যায়। তাই প্রত্যেক সরকারী বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের কাজে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজন একজন সহকারীর, এই সহকারী ছাত্রছাত্রীকে সপ্তাহে একদিন বই দেওয়া নেওয়ার কাজ করবেন। আর গ্রন্থাগারিক সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলবেন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে।

সষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কয়েকটি সুপারিশ।

সুতরাং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে এবং সুন্দর ভাবে গড়তে প্রয়োজন হবে নিম্নলিখিত জিনিষগুলির :

(১) গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক ঘর।

(২) গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

(৩) একজন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক এবং একজন সাহায্যকারী।

(৪) পুস্তক নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক (Book Selection Tools)

(৫) ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী পুস্তক লিপিবদ্ধ করার পরিগ্রহণ খাতা বা Accession Register.

(৬) Withdrawal Register.

(৭) পুস্তকের বর্গীকরণ করতে হবে বিষয় অনুযায়ী। এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজন পুস্তক বর্গীকরণ বিষয়ক পুস্তক।

(৮) পুস্তকের তালিকা প্রণয়নেরও খুব প্রয়োজন। পুস্তকের তালিকা দেখলে বোঝা যাবে একজন লেখকের কি কি বই গ্রন্থাগারে আছে, অথবা একটি বিশেষ বিষয়ের উপর ক'খানি বই আছে। তাই পুস্তক তালিকার প্রয়োজন আছে। অতএব বিষয়ের যাবতীয় সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন করার সময় গ্রন্থাগারিককে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে। কোন্ কোন্ বিষয়ের Reference বই গ্রন্থাগারে রাখা দরকার তা ঠিক করবেন সেই সেই বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষিকরা। তাছাড়া থাকবে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী গল্পের বই। বুদ্ধিকুশলী গ্রন্থাগারিক গড়ে তুলবেন গ্রন্থাগার এবং শিক্ষক শিক্ষিকা চেষ্টা করবেন বই এবং ছাত্রদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে। সুতরাং Eric Leyland এর ভাষায় আমরা বলতে পারি "School Library is not an educational luxury but an integral part of School life. This precept is acquiring more and more stupport as the years pass."

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার পত্রিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার পত্রিকার নতুন বছরের চাঁদা আরম্ভ হল। পত্রিকার অসংখ্য গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ করি, আপনারা ১৩৮০ বঙ্গাব্দের চাঁদা না পাঠিয়ে থাকলে এখনই পাঠান। পত্রিকার চাঁদা সব সময় অগ্রিম দেয়।

ডাক যোগে চাঁদা পাঠাতে হলে পরিষদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা-১২ এই ঠিকানায় বা নিজে এসে দিতে গেলে, পি, ১৩৪, সি, আই, টি, স্কিম—৫২, কলিকাতা-১৪ এই ঠিকানায় বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮-৩০ মধ্যে দিতে পারেন।

আপনাদের আরও ভালভাবে সেবার জন্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুণ।

পরিষদ ভবন
১০ জুলাই, ১৯৭৩।

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'

পত্রিকা পর্যালোচনা

॥ জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ (১৯৪৭-১৯৭২) ॥

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী সংগঠন তাঁদের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সঙ্কলনটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান। এতে যে শুধু গ্রন্থাগারের কর্মীরাই তাঁদের নিজস্ব সমস্যা ইত্যাদিকে তুলে ধরেছেন তা নয়, বহু শিক্ষাবিদ ও প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের মূল্যবান রচনারও সঙ্কলন করেছেন। এতে মোট তেরটি বাংলা ও আটটি ইংরাজি নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। উল্লিখিত একুশটি রচনার মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও জাতীয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে আটটি, জীবনী-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঁচটি, শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে দুটি, ও অর্থনীতি, সমাজতত্ব, নাট্য-আন্দোলন সংবিধান, ভাষা-তত্ব ও ক্রীড়া বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে একটি করে। খ্যাতনামা ও প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নেপাল মজুমদার ও নারায়ণ চৌধুরী—এঁরা প্রত্যেকেই জীবনী-বিষয়ক যে রচনাগুলি লিখেছেন তা তথ্য সমৃদ্ধ ও মননশীলতার পরিচয় বহনকারী। শ্রীনেপাল মজুমদারের 'শ্রীনিকেতনের শিল্পভাণ্ডার—রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' প্রবন্ধটি তাঁর বিখ্যাত 'ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' নামক সুবিশাল গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের একটি অংশ। ডিরোজিও সম্বন্ধে শ্রীপল্লব সেনগুপ্তের প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও প্রামাণ্য তথ্য-সমৃদ্ধ।

গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে যে আটটি রচনা রয়েছে তার মধ্যে সব চাইতে মূল্যবান হলো শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ'। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাম্প্রতিক যে চিত্র এতে ফুটে উঠেছে তা মোটেই সুখের নয়। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে পাড়ার ছোট ছোট বেসরকারী গ্রন্থাগার পর্যন্ত সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থিতি, তাদের মূল সমস্যা ও তার প্রতিকারের পথ সম্বন্ধে শ্রীরায় চৌধুরীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্লেষণ অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের 'রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।— "যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী, পরিকল্পনা কর্মসূচীর অভাবের ফলে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেওয়ার পরিবর্তে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একটি কর্মতৎপরতা বিহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগারের পাঠক, গ্রন্থাগার পরিষদের বক্তব্যগুলি সম্পর্কে শুধু অবহেলাই দেখানো হয়নি, এই গ্রন্থাগারটি যাতে স্বীয় ভূমিকা পালন না করতে পারে সে ভাবেই যেন এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করা হচ্ছে।"

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বর্তমানে দিল্লীর লোকসভা থেকে শুরু করে দেশের ব্যাপক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আলোচনামুখর। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে সমস্যা দূর করার পরিবর্তে যা করতে যাচ্ছেন তা দেখে অতি দুঃখে একটি গ্রাম্য ছড়ার কথা মনে পড়েছে—

"এখান থেকে মারলাম তীর, লাগল কলাগাছে
হাঁটু দিয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল রে বাবা।"

জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে, কেন্দ্রীয় সরকার যা করতে চাচ্ছেন তাতে

আরও নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই চিকিৎসা সংকটের ফেরে পড়ে আমাদের জাতীয় গৌরব জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাণটি এবার না যায়!

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে গত দেড় বছরে অর্ধ শতাধিক লেখা কলকাতার নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, বিধানসভাতেও প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে; মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বহুবার। এখানকার সমস্যাটি জাতীয় গ্রন্থাগারের মত অত ব্যাপক ও জটিল নয়। সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে অতি সহজেই এই গ্রন্থাগারটিকে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। কিন্তু আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে রাজ্য শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এখনও নীরব ও নিষ্ক্রিয়।

'ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী' সম্পর্কে ইংরাজীতে লিখিত এস'বি ঘোষের লেখা প্রবন্ধটির বক্তব্য আমাদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লিখিত আকর গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট কর্মীমহল ও কর্তৃপক্ষের পর্বত প্রমাণ অক্ষমতা ও ব্যর্থতার একটি সুন্দর নিদর্শন। গ্রন্থপঞ্জীটি শুধু যে ত্রুটিপূর্ণ ও অনিয়মিত তাই নয়, এটি মোটেই একটি নির্ভরযোগ্য আকরগ্রন্থ হয়ে উঠতে পারেনি। যে আদর্শ নিয়ে (অর্থাৎ ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি) ১৯৫৮ সাল থেকে এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জীটি যাত্রা শুরু করেছিল আজ ষোলো বছর পরেও কেন সেই লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছেও এটি পৌঁছতে পারছে না সংশ্লিষ্ট কর্মীমহলকে আমি তা ভাবে দেখতে অনুরোধ করব। আমার মন্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করবার জন্য আমি সুনির্দিষ্ট কিছু উদাহরণ দিতে চাই। কোনো বছরেই প্রকাশিত সমগ্র ভারতীয় গ্রন্থাবলীর সূচী এই গ্রন্থপঞ্জীটিতে পাওয়া যাবে না। ১৯৭১-এ প্রকাশিত ভারতীয় গ্রন্থাবলীর শতকরা দশভাগও ১৯৭১-ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। শতকরা দশভাগ কিংবা তারও কম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯৭২ এর খণ্ডে, বাকী শতকরা দশভাগ পাওয়া যাবে ১৯৭৩ এ, আর অবশিষ্ট শতকরা ৭০ ভাগ কোনোদিনই এই গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। বি. এন. বিতে ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত সমগ্র পুস্তকাবলীর নিখুঁত ও নির্ভুল বিবরণ পাওয়া যায়। আই. এন. বি.কে সেই অনুযায়ী যদি কেউ ভারতীয় পুস্তকাবলীর প্রামাণ্য-সূচী বলে ধরে নেন, তাহলে তাঁকে প্রতারিত হতে হবে। যে কোনো বছরে প্রকাশিত সমগ্র ভারতীয় গ্রন্থরাজির শতকরা মাত্র দশভাগের গ্রন্থপঞ্জী এই 'ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী'। এই লজ্জা ও গ্লানিকর কর্মদক্ষতার প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন আর কালবিলম্ব না করে।

ডঃ কান্তি পাকরাশীর "বাংলাদেশ: জনতত্ত্ব ও জৈবিক সামাজিক তথ্য" প্রবন্ধটিতে অত্যন্ত মূল্যবান প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাঙলাভাষায় সমাজতত্ত্ব—বিষয়ক রচনা ও গ্রন্থাদি আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। 'জাতীয় গ্রন্থাগারের কয়েকটি দিক' প্রবন্ধটি (লেখক অথবা সংকলকের কোন নাম দেওয়া নেই) গ্রন্থাগারটির বিকাশের নানা সংখ্যাতত্ত্ব তালিকায় ভরপুর। লেখক আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

পরিশেষে আমরা জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের দীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনাকরি। গ্রন্থাগারের সেবা যে সমাজেরই সেবা এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাঁরা আরো নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য পালন করুন, এই আমাদের বাসনা। স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করে কর্মী পরিষদ একটি যথার্থ কাজ করেছেন।

সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিভাষা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সড়ক বা শরণি, সরণি, সরণী, শরণী, বর্ত্ম, মার্গ, বীথি সরাণ, রাস্তা, গলি, অলিগলি, বীথিকা জনপথ রাজপথ, গণপথ, রাণীপথ, পাংশুকূলী, পন্থা, অধ্বন, পৎসল ইত্যাদি প্রতিশব্দিত পথ সংস্কৃতিক রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামরিক *সামাজিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপনের এক বিশেষ উপায়। ইংরাজিতে বৃটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশন সংকলিত সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং পরিভাষা— Glossary of Highway Engineering Terms (BSS 892 : 1954) পুস্তিকাটিতে সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যবহৃত শব্দ নির্ণয়ে ছয়টি মুখ্য ভাগ আছে যেমন :—

১। সড়কের শ্রেণী বিভাগ।

২। প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব।

৩। গঠন কার্য।

৪। নির্মান উপাদান।

৫। রাস্তা নির্মাণের যন্ত্রপাতি।

৬। পরিবহন ও যান চলাচল।

সড়কের শ্রেণীবিভাগে তেত্রিশটী ভিন্ন সংজ্ঞা আছে। বাংলাভাষাতেও সংস্কৃতের আধারে সড়কের বহু প্রতিশব্দ বিদ্যমান। এই রাস্তাকেই ইতালিতে বলে 'ভিয়া', ফরাসীতে বলে 'রু' ও 'বুলিভার্ড', জার্মানীতে বলে 'ষ্ট্রাসে', ও 'অটোবান'। বর্তমানে অবাধ, অচ্ছেদ পথ মার্কিণ মুলুকে 'সুপার হাইওয়ে', 'ফ্রীওয়ে' 'এক্সপ্রেসওয়ে,' 'স্কাইওয়ে' থ্রু-ওয়ে, "টার্ণ 'পাইক,' পার্কওয়ে' প্রভৃতি নামে অভিহিত।

'বিশ্বকর্মাবাস্তুশাস্ত্র' মতে গ্রামের পথকে নানাভাগে ভাগকরা যায়। যে পথ গ্রামকে বেষ্টন ক'রে আয়তাকারে সন্নিবিষ্ট তাকে বলে 'মঙ্গলবীথি'। বীথি বলতে রাস্তার দুধারে সারি বন্দী গাছের ইঙ্গিত আছে। এর পরের শ্রেণী হ'ল 'মহাবীথি'—যা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রসারিত। পূর্বপশ্চিমে প্রসারিত মহাবীথির কেন্দ্র পথটাকে 'ব্রহ্মবীথি' বলা হয়। গ্রামের মুখ্য প্রবেশ পথটিকে বলা হয় রাজবীথি। এর দুটি উপবীথি আছে। যে সবগুলি রাজবীথিকে ছেদ করে তাকে 'নারাচ' পথ বলা হয়। যে পথগুলি উত্তরদিকে খোলা সেগুলি সাধারণতঃ নাতিদীর্ঘ। এদের বলা হয় ক্ষুদ্রপথ, অর্গলপথ, বা বামনপথ। পুর-অঞ্চলকে বেষ্টন করে যে-পথ, তাকে পুরবীথি বলা হয়। 'বীথির' সাধারণতঃ নাম রথ্যা। এর ধাতুগত অর্থ হ'ল, যে পথে রথ চলে। তাই এর নাম 'রথ্যা'।

'ময়মতম্' নামক আকর স্থাপত্যগ্রন্থে নানা শ্রেণীর গ্রামে নানা দৈর্ঘ্যের রাস্তা ও সেগুলি কত প্রশস্ত হবে তারও এক বিশেষ নির্দেশ আছে। যথা:—

মঙ্গল গ্রামে—৪০০ হাত দীর্ঘ—৮ হাত প্রস্থ

প্রস্তর গ্রমে—৮০০ „ „ —১০ হাত প্রস্থ

বাহুলীম গ্রামে—৮০০ „ „ —১২ „ „

পরাগ গ্রামে—২০০০ „ „ —১২ „ „

চতুর্থমুখ, পূর্বমুখ,

ও মঙ্গল গ্রাম—২০০০ „ „ —১২ „ „

'স্মৃতিশাস্ত্রে'ও পথের পরিচ্ছন্নতা যে চন্দ্র সূর্যালোকের ও বায়ু সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে তারও উল্লেখ পাই। "পথ্যানস্ত বিশুদ্ধ্যস্তি সোম সূর্যাও মারুতৈ"—বিষ্ণুসংহিতা। প্রাচীন পথকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

১) রাজবর্ত্ম, রাজমার্গ, রাজপথ বা রাজবীথি। মহাকবি কালিদাস এই রাজপথকে একটু কাব্যিক ধাঁচে বলেছেন 'নরপতি পথ' তাঁর মেঘদূত কাব্যে, দেবীপুরাণে উক্ত আছে যে রাজবর্ত্ম দশধনু বা চল্লিশহস্ত প্রশস্ত হবে যাতে হস্তীযুক্ত শকট ও মানুষের সহজ যাতায়াত চলে,

'ত্রিংশ ধনুংষি বিস্তীর্ণো দেশমার্গস্তু তৈ কৃতঃ।

বিংশ ধনু গ্রামমার্গঃ সীমামার্গ দর্শেবতু ॥

ধনুষি দশবিস্তীর্ণা শ্রীমান রাজপথ কৃতঃ।

নৃবাজি রথনাগনামগুম্বনিঃ সমুচ্চর॥" —ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ,' দেবীপুরাণেও অনুরূপ রাজপথ ও বীথির একই বর্ণনা রয়েছে। শুক্রাচার্য মহানগরীতে শুধু 'পাদ্ম্য' অর্থাৎ পথচারীর পথ ও বীথি অর্থাৎ তরুচ্ছায়া স্নিগ্ধ অল্পপরিসর পথ নির্মাণের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন।

২) দেশমার্গ বা দিশামার্গ:—দেশ হ'তে দেশান্তরে যাবার পথ। বিষ্ণুপুরাণে এটি প্রস্থে ৩০ ধনু অর্থাৎ ১২০ হাত বা ১৮০ ফুট বলে বর্ণিত। ডাঃ গণনাথ ঝা এর মতে নগর হ'তে নগরে যাবার পথ ১০০ ফুট ও একগ্রাম হ'তে অন্যগ্রামে যাবার পথ ৬০ ফুট হ'বে।

৩) গ্রামমার্গ—গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে যাবার পথ। এটী শাস্ত্রমতে বিশধনু হ'লেও চলে অর্থাৎ ৮০ হাত বা ১২০ ফুট।

৪) সীমামার্গ—যে পথ নগর বা গ্রামের প্রান্তদেশ দিয়ে নগর বা গ্রামকে বেষ্টন ক'রে চলে যায় তা'কে সীমামার্গ বলে। এখন এটাকে 'রিংরোড' বা 'পেরিফেরিয়াল রোড' বলা হয়। এটী ১০ ধনু অর্থাৎ ৪০ হাত বা ৬০ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত।

৫) শাখাপথ—মূল রাজপথ থেকে বৃক্ষের শাখার অনুরূপ যে সব পথ নির্গত হয় তাদের শাখারথ্যা বা শাখাপথ বলা হয়। কেউ কেউ উপশাখা পথকে উপরথ্যিকাও বলে।

৬) জঙ্ঘাপথ—পাহাড়ের উপর দিয়ে বিস্তৃত পথকে 'জঙ্ঘাপথ' বলে। পর্বতের উপর দিয়ে

চড়াই পায়ে হাঁটার পথকে 'পাকদণ্ডীও' বলা হয়। অর্থাৎ এইরকম খাড়াইপথে গমনাগমনে দণ্ডের প্রয়োজন হয় এবং বহু পাক খেতে খেতে পাহাড়ে উঠতে হয়।

৭) সুড়ঙ্গপথ—পর্বতের মধ্য দিয়ে খোদিত পথকে 'সুড়ঙ্গপথ' বলা হয়। ইংরাজীতে একে 'টানেল' বলা হয়।

'বিশ্বকর্মা বাস্তুশাস্ত্রে' মার্গলক্ষণ কথন, মার্গশালা লক্ষণ কথনম অধ্যায়, হঠাৎ শুরু হ'ল।

দুর্গমার্গ স্থাপনীয় স্থলমান কাৎকাচিৎ।

পঞ্চদণ্ড প্রমাণেন হীনমস্ত ন সুখপ্রদ : ॥ ১ ॥

পঞ্চদণ্ডের অর্থাৎ ৩০ ফুটের কম যেন কোনও রাস্তা না হয়। কিন্তু টীকাকার শ্রীমৎ অনন্তকৃষ্ণ ভট্টারক বিরচিত 'প্রমাণ বোধিনী' ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে সাধারণ পথ দশদণ্ডের অর্থাৎ ৬০ ফুটের কম না হয়। পথ নির্মাণের কৌশলও লিপিবদ্ধ আছে এখানে অর্থাৎ স্পেসিফিকেশন (Specification) :

"মধ্যোন্নতিঃ পার্শ্বনিম্নং ঘনকম্পন সংস্কৃতম ॥ ৬ ॥

শিলাখণ্ডৈঃ কুষ্টিখণ্ডৈ ধনৈমেদুর কম্পনম্

গজপাদৈঃ অশ্বপাদৈ মর্দিতং দৃঢ়ীকৃতম ॥ ৭ ॥"

অর্থাৎ দুইপাশে নিম্ন, মধ্যভাগ উন্নত, পাথরের টুকরা ও ইঁটের টুকরা দিয়ে এবং বিশেষ মজবুত করতে হবে যাতে হাতী ও ঘোড়ার পায়ের দাগ না বসে যায়।

এতেও শেষ নয়। পথের দুধারে কি রকম গাছ বসাতে হ'বে তারও নির্দেশ আছে।

বর্তমানে নির্মানের দায়িত্বের উপর রাস্তার বিভিন্ন বিভাগ আছে। যেটি কেন্দ্রীয় সরকারের করণীয় সেটি হল জাতীয় সরণি (ন্যাশান্যাল হাইওয়ে), যে-গুলির নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্ব রাজ্য-সরকারের সেগুলির নাম রাজ্যসরণি (স্টেট হাইওয়ে); আবার যেগুলির অবস্থিতি মুখ্যতঃ জেলার মধ্যে আবদ্ধ সেগুলিকে জেলাসরণি (ডিস্ট্রীক্ট হাইওয়ে বা রোড) বলে।

শাস্ত্রমতে মহানগরীতে ন্যূনপেক্ষে সতেরোটি (১৭) মুখ্য রাজপথ এবং বহুসংখ্যক প্রশস্ত পথের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। তেমনি মধ্যম শ্রেণীর নগরীতে নয়টি মুখ্য রাজপথ থাকার প্রয়োজন। নিগম নগরে পূর্বপশ্চিমী রাস্তার সংখ্যা চল্লিশটি এবং উত্তর দক্ষিণ প্রসারী পথের সংখ্যা কুড়িটা। ন্যূনপক্ষে এর তিনদণ্ড প্রশস্ত মাপতে দণ্ডকে রাজদণ্ড বলে নেবার নিয়ম ফলে বর্তমান মানদণ্ডে পথের প্রস্থ হ'ল ছত্রিশ ফুট অর্থাৎ কমপক্ষে তিনসারি গাড়ী যাবার ব্যবস্থা এর মধ্যে রয়েছে।

ইংরাজিতে যে তেত্রিশটী পথের প্রতিশব্দ ও সংখ্যার উল্লেখ আছে তার বাংলায় যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব কিনা দেখা যাক্।

Highway রাজপথ, জনপথ
Road রাস্তা, মার্গ
Street পথ, সরণি, রাস্তা
Private Street একান্ত পথ
Loop Road ঘুরপথ, লুপপথ
Diversion অপবর্তন
Occupation Road দখলী রাস্তা
Accomodation Road সংযোগপথ

Single purpose Road একক ব্যবহারের রাস্তা

Motorway মোটর পথ

Trunk Road মুখ্যপথ, মুখ্যসরণি

Classified Road শ্রেণী বিভক্ত রাস্তা

County Road গ্রাম্য পথ

Dictrict Road জেলা সড়ক

Claimed Road দায় রাস্তা

Delegated Road ন্যস্ত রাস্তা

Radial Road অর-পথ

Ring Road চক্রপথ, অঙ্গুরি পথ পরিধিপথ, বেষ্টনপথ

Bye Pass Road বিকল্পপথ ভিন্নপথ, অন্যপথ

(Relief/loop Road)

Service Road কৃত্যকপথ, সেবাপথ

Bridle Road অশ্বপথ

Lane গলি, অলি

Footpath পাদপথ

Foot Way সংরক্ষিত পাদপথ

Cyde Track সাইকেল পথ

Cul-de-Sac একমুখো রাস্তা

Tow Path তীরবর্তী রাস্তা

Cause Way নদীবক্ষে পাকা আড় রাস্তা

Major Road প্রধান সড়ক

Minor Road অপ্রধান সড়ক

Right-of-way পথের দাবী, চলার দাবী

Easement স্বথলীসত্ত্ব

Wayleave অতিক্রমন-অনুমতি

এইবার ইংরাজি বর্ণানুক্রমিক সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যবহৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হ'ল।

Abrasion অপঘর্ষণ

—Test অপঘর্ষণ পরীক্ষা

Absolute volume পরম আয়তন বা পরম ঘনমান

—Weight নিরপেক্ষ ভার বা ওজন

Absorption বিশোষণ, শোষণ

—, effect of বিশোষণ ফল

Abutment প্রান্তাধার

—cellular সেলুলার প্রান্তাধার

—, gravity অভিকর্ষ প্রান্তধার

—, hinged কীলক সন্ধি প্রান্তাধার

— Pier প্রান্তাধার প্রস্তম্ভ

—, U-Type U-প্রান্তাধার

Acceleration lane ত্বরণ পথ

Accelerator ত্বরক

Accident দুর্ঘটনা

—, classification of দুর্ঘটনার শ্রেণী বিভাগ বা বর্গীকরণ

—, cost of দুর্ঘনার মূল্যায়ণ

—, pedestrain পথচারী দুর্ঘটনা

Accomodation Bridge উপযোজন সেতু

—, road পথ

Actual volume প্রকৃত আয়তন

—, weight প্রকৃত ভার বা ওজন

Adhesive Agent আসঞ্জন বস্তু

Adhesion আসঞ্জন বা অসম সংযোগ

Admixture সংমিশ্রণ

Adsorption অধিশোষণ
Advance Direction Sign আসন্ন দিক নির্দেশ চিহ্ন
Aerial map বিমান মানচিত্র
Aerial Survey বিমান জরিপ, বিমান সমীক্ষা
Afflux জলোত্থান
Aggregate সমাহার, সমুচ্চয়
—, coarse স্থূল সমাহার
—crushing Test স্থূল উপাদান বিচূর্ণন পরীক্ষা
—, fine সূক্ষ্ম সমাহার
Agitating Lorry/Truck সঞ্চরণ শীল লরী/ট্রাক
Air compressor বায়ু প্রেষক
Alignment মার্গরেখা ; নিশানা ; নিদর্শন রেখা
—, posts, pegs মার্গখুঁটি কীলক
—, stones নিশানা বা সীমানা প্রস্তর
Analysis বিশ্লেষণ
—, burmister বার্মিষ্টার বিশ্লেষণ
—, life বিশ্লেষণী আয়ু
—mechanical যান্ত্রিক বিশ্লেষণ
—, sieve বিশ্লেষণী চালুনী
—, soil ভূমি বা মাটি বিশ্লেষণ
Angle of curvature বক্রতা কোণ
— of friction ঘর্ষণ কোণ
— of repose বিরাম কোণ/বিশ্রাম কোণ
Angledozer এঙ্গেল ডোজার
Apex distance of a curve বক্রশীর্ষ দূরত্ব
Apex of a curve বক্রশীর্ষ
Apron এপ্রোণ
Aqueduct জলসেতু
Arch খিলান
—, elastic স্থিতিস্থাপক খিলান
—, elliptical উপবৃত্তাকার খিলান
—, parabolic পরবলীয়/অধিবৃত্তিক খিলান
—, ring খিলান বলয়
—, rise খিলানের উচ্চতা/উত্থান/উন্নতি,
—, segmental বৃত্তাংশীয় খিলান
—, semicircular অর্ধবৃত্তীয় খিলান
—, skew তির্যক/তেরছা খিলান
—, stone খিলান প্রস্তর
—, three pinned ত্রিশঙ্কু খিলান
—, two pinned দ্বিশঙ্কু খিলান
Asphalt এসফল্ট
— clinker কর্কর/কাঁকর
— rolled বেল্লিত এসফল্ট
—, lake এসফল্ট হ্রদ
—, mastic ম্যাষ্টিক এসফল্ট
—, natural প্রাকৃতিক এসফল্ট
—, petroleum পেট্রোলিয়াম এসফল্ট
—, refined পরিশুদ্ধ/শোধিত এসফল্ট
—, rock খনিজ এসফল্ট/প্রস্তর এসফল্ট
—, sand বালুকা এসফল্ট
—, sheet এসাল্টের পুরু চাদর
Asphaltic cement এসফল্টীয় সিমেন্ট
Asphal tite এসফল্ট টাইট
Attrition সংঘর্ষণ
—test সংঘর্ষণ পরীক্ষা
Avenue বীথি, কাননবীথি, তরুবীথি বৃক্ষবীথি, মার্গ, সড়ক
Auger-Soil মৃত্তিকা খোদী আগর

'B'

Backacter পরিখা খনন যন্ত্র
Back filling (n) খাত ভরা
,, (Vb) খাত ভরণ
Back water পশ্চাত জলতল
— —curve পশ্চাত রেখা
— —level পশ্চাত জলতল মাত্রা
Ballast প্রস্তরখণ্ড, খোয়া, গিটি
Bank বাঁধ
Banking মৃত্তিকা স্তূপীকরণ
—fill বাঁধ ভরাই
— —, guide নির্দেশক বাঁধ
Barrier বাধা, রোধক
Base course তল-নিশতল রন্ধা
Basalt বেসাল্ট
Base-exchange বেস বদল, বেস বিনিময়
—, line ভূমি রেখা, পীঠ রেখা
Batch heater রাস্তা নিমানের উপাদান উত্তপ্তক
Baching plant ভিন্ন উপাদান সংমিশ্রণ যন্ত্র
Batter হেলান, ঝোকা
Bay-waiting অপেক্ষমান যান আশ্রয়
Beam কড়ি, ধরণ
—test বীম পরীক্ষা
Bearing ধারক, ধারণ, বহন
—capacity ধারণ ক্ষমতা, বহণ ক্ষমতা
— —, safe নিরাপদ ধারণ ক্ষমতা
—, fixed নির্দিষ্ট ধারক, অনড় ধারক
—, hinged কীলক সন্ধি ধারক
—, load, safe নিরাপদ ধারণ ভার
—, magnetic চুম্বকীয় দিককোণ
—, rocker দোলন বেয়ারিং/ধারক
—, roller বেলন বেয়ারিং/ধারক
—, sliding বিসর্পণ ধারক
Bench উপপীঠ, পিঁড়ি, বেঞ্চি
Bench mark নির্দেশ তলচিহ্ন
—, G. T. S. (Great Trignomentrical survey). (জি, টি, এস) নির্দেশ তলচিহ্ন, মহা ত্রিকোণ মিতিয় সমীক্ষণ নির্দেশ তলচিহ্ন
—, temporary অস্থায়ী নির্দেশ তল-চিহ্ন
Benching উপপীঠ নির্মান
Berm বর্ম, উপতট, বাঁধ
Binder বন্ধনী, সংবন্ধক, সংযোজক
Bitumen বিটুমেন
—, filled মিহিগুঁড়াযুক্ত বিটুমেন
—, fluxed বিগলিক বিটুমেন
—, mecadom বিটুমেন মেকাডম
—, emulsion অবদ্রব বিটুমেন
—, lime চুণ বিটুমেন
Bituminous material বিটুমেন জাতীয় পদার্থ
—, underseal. বিটুমেনী অধোমুদ্রণ
Black cotton soil কালো কাপাসী মাটি
Blacking up কৃষ্ণায়ন
Blastfng (n). বিস্ফোরণ
Blade grader ফলক গ্রেডার
Bleeding উৎস্রবণ
Blind alley. অন্ধগলি, কাণাগলি
Blindage রন্ধ্র পূরক
Blinding (n.) রন্ধ্র পূরক

Blinding (vb), রন্ধ্র পূরণ/ভরণ

Block pavind Stone পাথরের থাম নির্মিত রাস্তা

Blotter wood কাঠের শোষক

Boiler বয়লার

—, bitumen বিটুমেন বয়লার

—, tar টার বয়লার

Bollard নিরোধ স্তম্ভ (বোলার্ড)

Bond বন্ধন ; বাঁধন

Boning তলেক্ষণ

—rod তলেক্ষণ দণ্ড

Bore-hole বেধছিদ্র/বেধগহ্বর

Borrow pit মাটি সংগ্রহ স্থান, মাটি আহরণ স্থল

Boulder বোলডার ; পাথরের চাঁই

Box Gauge মাপের বাক্স

—, spreading ছড়াবার বাক্স

Bracing বন্ধনী

Brake efficiency ব্রেক সামর্থ্য ; ব্রেক ক্ষমতা ; গতি রোধক দক্ষতা

—reaction time গতিরোধক প্রতিক্রিয়া কাল

Braking distance গতিরোধক দূরত্ব

—force coefficient গতিরোধক বল গুণাঙ্ক

Breaching section ছিন্ন, খণ্ডিতঅংশ

Breaker, Road রাস্তা চূর্ণক

Brick ইট, ইষ্টক

—paving ইট বিছানো রাস্তা

Bridge সেতু, পুল, সাঁকো

—, arch খিলান সেতু

—, balanced cantilever. সুস্থিত প্রসারণী সেতু

—, bascule উত্তোলন সেতু

—, boat নৌসেতু বা ভাসাপুল

—, clearance সেতু ভুক্তান্তর // সেতু ভুক্তি অবকাশ

—, deck পাটাতন পুল

—, floating ভাসমান পুল

—, foot পদযাত্রী সেতু

—, girder গার্ডার সেতু

—, ideal location for সেতুর আদর্শ স্থান নির্ণয়

—, irish (causeway) সেতুক

—, iron and steel লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত সেতু

—, loading সেতুর ভারসহতা

— Class A,B A ও B শ্রেণীর

—, over উপরিস্থিত সেতু ; উচ্চস্থিত সেতু

—, pontoon পন্টুন পুল

—, rigid frame দৃঢ়বন্ধ কাঠামোর সেতু

—, road rail রেল-রাস্তা সেতু

—, skew. তির্যক সেতু, বাঁকা সেতু

—, slab স্ল্যাব সেতু, পাটাতন সেতু,

—, Submersible নিমজ্জনী সেতু

—, Suspension ঝুলন সেতু

—, T-beam T-আকৃতির কড়ির সেতু

—, timber কাষ্ঠ সেতু / দারুময় সেতু

—, trestle মঞ্চিকা সেতু

—, truss কাঠামো সেতু

—, under অধোমার্গ সেতু

Bridle path (bridgeway) অশ্বপথ সেতু

Brownian movement [illegible]

Building line ভবন নির্মাণ সীমা/রেখা
Bulking. বর্ধিষ্ণুতা, বৃদ্ধিপ্রাপ্তি
Bulldozer বুলডোজার
Bunching সারিবদ্ধ চলা
Buoyancy প্লবতা ; প্লাবিতা; উৎপ্লাবকতা
Bus stand বাসের ছাড়ার জায়গা
—stop বাস-বিরাম ; বাসষ্টপ ; বাস থামার স্থান
Bush hammer বুশ হাতুড়ি
Buttress বপ্র, পোস্তা

'C'

Caisson কেশন্
Camber কেম্বর,
Cantilever প্রসারণী
Capacity (road) পারঙ্গমতা, পারগতা
Capillarity কৈশিকত্ব
Capital recovery মূলধন প্রতিলব্ধি
Car park গাড়ী প্রতীক্ষাস্থল
Carpet কার্পেট, চাটাই
Carriage way যানপথ, শকট রাস্তা
—, duel দ্বৈত গাড়ী' চলার পথ
—, marking পাশাপাশি চলার পথের বিভাজন রেখা
Catch pit গ্রাহী গহ্বর
Catchment area আবাহ ক্ষেত্র / আহরণ ক্ষেত্র
—, basin আবাহ ক্ষেত্র
Cattle grid পশু প্রবেশ নিরোধ ব্যবস্থা
Cauldron বড় কড়াই
Causeway (irish bridge) সেতুক
—, flush তল সেতুক
—, high leval উচ্চস্থিত সেতুক
—, raised উত্থিত সেতুক

Cement সিমেণ্ট
—, bauxite বক্সাইট সিমেণ্ট
—, blast furnace „ মারুত চুল্লী
—, high alumina উচ্চ অ্যালুমিনা সিমেণ্ট
—, high early strength উচ্চ শীঘ্র সামর্থ সিমেণ্ট
—, hydraulic উদক সিমেণ্ট
—, normal setting সাধারণ শক্ত হওয়া সিমেণ্ট
—, portland পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট
—, quick setting দ্রুত দৃঢ়ীভবন সিমেণ্ট ; দ্রুত জমাটি সিমেণ্ট
—, rapid hardening শীঘ্র কঠিন হওয়া সিমেণ্ট
Cementing material, natural নৈসর্গিক সংযোজক পদার্থ
—, value সংযোজনমান
Centre line মধ্যরেখা
—, line peg মধ্যরেখা নির্ণয়ক খুঁটি
—, peg মধ্যরেখার খুঁটি
—, of curvatare বক্রতা কেন্দ্র
Central reserve মধ্য সংরক্ষণ
Centering (false work)
— (N.) সেণ্টারিং
— (Vb.) সেণ্টারিং করা
Check level পরীক্ষণ তলমান
Chip দানা, ক্ষুদ্রখণ্ড
Chipping (n.) দানা, পাথরকুচো
„ (V) চিলতে তোলা
Claimed Road দায়-রাস্তা
Clamshell শুক্তিকা খননে ক্লামসেল সংযুক্তি

Classification of soil মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ
Classified Road শ্রেণী বিভক্ত রাস্তা
Clay মাটি, মৃত্তিকা
Clearance ভূক্তান্তর
Clearing পরিষ্করণ
Coal tar pitch কোলটার পিচ
Coat আস্তরণ / আবরণ
—, base নিম্ন আস্তরণ
—, bottom নিম্ন আস্তরণ
—, non-skid অমসৃণ আস্তরণ / অপিচ্ছিল আস্তরণ
—, prime অন্তর প্রলেপ
—, seal শেষ প্রলেপ, শীলপ্রলেপ
—, tack আশ্লেষ প্রলেপ
—, top শেষ বা উপরকার আস্তরণ
—, wearing উপরকার আস্তরণ, ক্ষয়রোধক প্রলেপ
Coefficient of contraction সংকোচন গুণাঙ্ক
—, of discharge নিঃসরণ গুণাঙ্ক
—, of wear ক্ষয়ের গুণক
—, of roughness or rugosity রুক্ষতার গুণক
—, permeability ভেদ্যতার গুণাঙ্ক/গুণক
—, sideway force পার্শ্বিক বল গুণাঙ্ক
—, uniformity সমতার গুণাঙ্ক
Coffer dam কফার বাঁধ
Cohesiometer test সংসক্তিমাপক-পরীক্ষা
Cohesion সংসক্তি, সমসংযোগ
Cohessive soil সংসক্ত মৃত্তিকা
Colloid কোলয়েড
Column স্তম্ভ ; থাম
Combined system মিশ্র পদ্ধতি
Compaction পেষাই করণ ; মর্দন ; ঠাসানো; গাদানো
—, degree of নিঃসারতার মাত্রা, মর্দন মাত্রা, ঠাসার মাত্রা
Compactor, kneading সংপীড়ক
Compacting factor test নিঃসরতার মাত্রা পরীক্ষা
Concrete কংক্রীট
—, asphalt rubber এসফল্ট রবার কংক্রীট
—, asphaltic এসফল্টীয় কংক্রীট
—, bleeding কংক্রীট জল উৎলাপন
—, cold laid asphaltic শীতলস্থিত, এসফল্টীয় কংক্রীট
—, cold plant mix শীতল যন্ত্র মিশ্রণ কংক্রীট
—, finisher কংক্রীট পরিষ্কারক
—, hot mix cold laid asphaltic তপ্তমিশ্রিতশীতল স্থাপিত এসফল্ট কংক্রীট
—, hot mix hot laid asphaltic তপ্তমিশ্রিত ও তপ্ত বিন্যস্ত এসফল্ট কংক্রীট
—, hot tar গরমটার কংক্রীট
—, lime চুনের কংক্রীট
—, mixer কংক্রীট মিশ্রক
—, tilting হেলানো কংক্রীট মিশ্রণ যন্ত্র
—, non-tilting স্থির-

Concrete paver কংক্রীট সড়ক নির্মাণ যন্ত্র
—, pavement thickness কংক্রীট চাতালের বেধ
—, prestressed পূর্ব পীড়নযুক্ত কংক্রীট
—, reinforced প্রবলিত বা রিণফোর্সড কংক্রীট
—, cement রিনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রীট
—, spreader কংক্রীট বিস্তারণ যন্ত্র
—, tar rubber টার রবার কংক্রীট
—, vibrating machine কংক্রীট কম্পন যন্ত্র
Conglomerate পিণ্ডীভূত দানা
Consistency গাঢ়তা, ঘনতা
—, index ঘনতার সূচাঙ্ক
Consolidation একীকরণ, সমানকরণ, মর্দন
Construction নির্মাণ ; গঠন
—, method নির্মাণ বিধি, গঠন নিয়ম, বা ধারা
— —, mix in place স্বস্থানে মিশ্রণের নির্মাণ বিধি
— —, stationary plant স্থায়ী নির্মাণ যন্ত্র
— —, travelling plant সচল নির্মাণ যন্ত্র
Contact area. সংযোজন ক্ষেত্র, সংযোগক্ষেত্র
Content, moisture soil মৃত্তিকার আর্দ্রতার পরিমান
—, optimum moisture নিয়মিত „
Control line নিয়ন্ত্রণ রেখা
Core অস্থি
Core Cutter অস্থিকর্তক
Control, Manual হস্তনিয়ন্ত্রণ
„ , signal সঙ্কেত নিয়ন্ত্রণ
„ , traffic যান নিয়ন্ত্রণ
Controller নিয়ামক
Conveyor পরিবাহক
Course, regulating সমানীকরণ স্তর
„ , racking র‍্যাকিং স্তর
Creep, Cattle পশুচলাচলের তলপথ
Cross-section প্রস্থচ্ছেদ
Crude tar অশোধিত আলকাতরা
Crushing test, aggregate রাস্তার উপাদানের বিচূর্ণন পরীক্ষা
Cube test, mortar মসলার ঘনক পরীক্ষা
Curtain wall পর্দা প্রাচীর, ক্ষীণ প্রাচীর
Curve, grading সমাহার নির্ণক রেখাচিত্র
Cut, traffic পথচ্ছেদ

'D'

Dead load অচলভার
Delegated road ন্যস্ত রাস্তা, অর্পিত রাস্তা
Demand দাবী
density, dry শুষ্কাবস্থায় ঘনত্ব
„ maximun dry শুষ্কাবস্থায় সর্বাধিক ঘনত্ব
Depth of Manhole নরগহ্বরের গভীরতা
Detecting equipment, Vehicle যান গণকযন্ত্র
Detector pad, Vehicle যানগণকপ্যাড

[ক্রমশঃ]

বার্তা বিচিত্রা

সাহিত্য পুরস্কার

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও অমৃত পত্রিকা প্রদত্ত 'শিশির কুমার পুরস্কার' পেয়েছেন শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গবেষণামূলক পুস্তকের জন্যই এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। 'মতিলাল পুরস্কার' পেয়েছেন শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র।

আনন্দ পুরস্কার

১৩৭৯ সালের সাহিত্য কৃতির জন্য আনন্দ পুরস্কার সমিতি প্রদত্ত 'প্রফুল্ল স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এবং 'সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

সুধীরচন্দ্র পুরস্কার—

প্রতি বছরই মৌচাকের পক্ষ থেকে শিশুসাহিত্যে পুরস্কার দেওয়া হয়। এবার ১৩৭৯ সালের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়।

উল্টোরথ পুরস্কার—

বিশিষ্ট কবি হিসাবে শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপধ্যায় ১৩৭৯ সালের উল্টোরথ পুরস্কারটি পেয়েছেন।

জয়বাংলা পুরস্কার—

বেঙ্গল পাবলিশার্স কর্তৃক প্রদত্ত ১৩৭৯ সালের পুরস্কারটি পেয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতী নীলিমা ইব্রাহিম।

কালিদাসের রচনা অনুবাদ

মহাকবি কালিদাসের নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রম ও মেঘদূত কাব্য সংস্কৃত থেকে জর্জিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বইটির ভূমিকায় কালিদাসের কাব্য ও নাটক সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডীন নির্বাচন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির ডীন পদের জন্য সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছেন। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য এবং বিভিন্ন সময়ে পরিষদের সভাপতি, সহসভাপতি, এবং যুগ্ম সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন।

সঙ্কলয়ত্রী : মিনতি চক্রবর্তী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদ গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিকের জন্য বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে উপযুক্ত প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীদের অন্যূন উচ্চমাধ্যমিক বা প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তবে উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীদের বয়স ৪০ বছরের অধিক হবেনা। সহকারী গ্রন্থাগারিককে সাধারণতঃ বিকাল ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করতে হবে।

আবেদন পত্র পাঠানোর শেষ তারিখ ২৮ জুলাই, ১৯৭৩ (রাত ৮-৩০ মিঃ) পর্যন্ত। আবেদন পত্র পরিষদের কর্মসচিবের নামে ডাকযোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭০০০১২ বা নিজহাতে পরিষদের সাধারণ কার্যালয়ে পি, ১৩৪, সি, আই, টি, স্কিম-৫২, কলিকাতা-৭০০০১৪ কার্যকালীন দিনে বৈকাল ৪-৩০ মিঃ থেকে রাত ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।

কেবল উপযুক্ত প্রার্থীদেরই মনোনয়ন বা পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে তবে এই জন্য কোন ভাতা বা রাহা খরচ দেওয়া হবে না।

এই পদের জন্য মাসিক সর্বমোট টা ১৮০'০০ দেওয়া হবে।

পরিষদ ভবন
১৮ জুন, ১৯৭৩

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদ কথা

কার্য নির্বাহক সমিতির সভা

(১) শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে গত ২৩ শে মে, ১৯৭৩ কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ১৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল যে ৺সুশীল ঘোষ স্মৃতি বক্তৃতামালা পরিষদের পক্ষে প্রকাশ করবেন সুবর্ণরেখা। এই প্রসংগে আরও স্থির হয় যে বইয়ের দামের উপর ১০% রয়্যালটি পরিষদের প্রাপ্য হবে এবং মোট এগারশত কপি ছাপা হবে।

(২) শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত ৩০ শে মে, ১৯৭৩ কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মোট দশ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং সাংগঠনিক ও অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সঙ্কলন : তুষারকান্তি সান্যাল

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কাশীপুর ইন্সটিটিউট

কাশীপুর ইন্সটিটিউটের পরিচালনায় লাইব্রেরীর ঘরে মনোজ্ঞ এক রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান হয়। ক্লাবের সভাপতি শ্রীজীবেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সম্পাদক শ্রীচণ্ডীচরণ মুখার্জি রবীন্দ্রনাথের কর্মধারায় আলোচনা করেন, পরিশেষে সকল সদস্যকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

রবীন্দ্র পাঠাগার, আগরপাড়া

গত ২৮ শে মে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র পাঠাগারের ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়; এদিন পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহটিরও উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বারাকপুর মহকুমার তথ্য ও জনসংযোগাধিকারিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। অন্যান্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীতুষার সান্যাল (যুগ্ম কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভারতবর্ষ পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে শ্রীঘোষ রবীন্দ্র পাঠাগারের উন্নয়নে সকল প্রকার সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীসান্যাল বলেন পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন'। তিনি এই মহকুমার সকল এম, এল, একে এ ব্যাপারে বিধান সভায় বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানান। শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, আগর পাড়ার শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাস অতি প্রাচীন, প্রায় দুশ বছর আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর স্যার উইলিয়ম জোন্স ফোর্ট উইলিয়ম থেকে ঘোড়ায় চেপে আগরপাড়ায় সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বেতার শিল্পী শ্রীপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ধমান

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর

গত ২৭ শে মে ১৯৭৩ রবিবার বিকাল ৪-৩০ মিঃ পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর ষড়বিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি শ্রীশ্যামল সেন (মহাকুমা তথ্যাধিকারি, দুর্গাপুর) মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সভার কার্য পরিচালনা করেন শ্রীসুনীলকুমার দত্তবণিক মহাশয়। প্রধান অতিথি শ্রীঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, (অধ্যাপক গুসকরা মহাবিদ্যালয়) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি তাঁর লিখিত মনোজ্ঞ ভাষণ পাঠান। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে এই ভাষণ সভায় পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানে লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। এরপর

স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার শ্রীঅরুণকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রণবানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় ভাষণ দান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে পাঠাগারের উন্নতির জন্য সকলের সহানুভূতি কামনা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে একটি সার্থক সর্বাঙ্গসুন্দর সংগীতানুষ্ঠান ও নাট্যানুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

রামবাঁধ সাধারণ গ্রন্থাগার, রামবাঁধ

বিগত ২৩-৬-৭৩ তারিখে গ্রন্থাগারের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী গ্রন্থাগার সংলগ্ন ময়দানে উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়।

এই উপলক্ষ্যে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এতদঞ্চলের প্রখ্যাত সমাজসেবী শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরী, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনগর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীদিলীপকুমার বসু। গ্রন্থাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র বসু তাঁর বার্ষিক বিবরণীতে গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত ও আর্থিক পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে অনুরোধ করেন গ্রন্থাগারের পরবর্তী প্রধান কর্মসূচী যথা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রন্থাগারে স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক রাখা, গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত পড়ার ঘরের ব্যবস্থা প্রভৃতির সুষ্ঠু রূপায়ণের অংশীদার হতে। মাননীয় সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয় তাঁদের ভাষণে গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতিতে অতীব আনন্দ প্রকাশ করে স্থানীয় জনসাধারণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এর দ্রুত উন্নতির এবং বিবিধ শুভ প্রচেষ্টার সহায়ক হতে।

হাওড়া

ভারত পাঠাগার, ২৭, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন

বিগত ১৪, ১৫ এবং ১৬ এপ্রিল ভারত পাঠাগারের রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপাচার্যা ডঃ রমা চৌধুরী। মাঙ্গলিক মন্ত্রআবৃত্তি করেন মুরারীমোহন বেদান্ততীর্থ। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র। পাঠাগারের কৃতী সদস্য যথাক্রমে শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি মুরারীমোহন দত্ত এবং পদ্মশ্রী শৈলেন মান্নাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ঘোষ, রামকমল চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত মণ্ডল, কার্তিক দে, স্মৃতিরেখা সেন এবং বাসন্তী ঘোষাল ও সহ-শিল্পীবৃন্দ।

দ্বিতীয় দিন সকাল নয়টায় ডঃ আশা দেবীর সভানেত্রীত্বে কিশোরানন্দানুষ্ঠান হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় কথাশিল্পী শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষের সংবর্ধনা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুনীল রায়, শ্রীমতী রাণী

রায়, এবং কবি গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। পাঠাগারের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন কার্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়, সহঃ-সভাপতি ডঃ রামগোপাল বসু এবং সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ সেন।

তৃতীয় দিন লোকরঞ্জন শাখার সৌজন্যে "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃতি, চাকপোতা

চাকপোতার সংস্কৃতি গত ১৭ই জুন সন্ধ্যায় এক আকর্ষণীয় ও মনোজ্ঞ বিতর্কসভার আয়োজন করেন। বিতর্কের বিষয় ছিল 'সভার মতে সকল রকমের শিল্পই জীবনের জন্য।' বিশিষ্ট কবি সমালোচক নিমাই মান্না স্পীকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। উভয় পক্ষই সূক্ষ্ম ও শাণিত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে এক উন্নতমানের বিতর্কসভার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন। পক্ষে ও বিপক্ষে অংশ নেন সর্বশ্রী অরূপ মান্না (মুভার), কৃষ্ণ কোলে, সমীর মান্না, অসিত পাত্র, উৎপল মান্না, রণজিৎ দোয়ারী (বিরোধী দলনেতা), দিলীপ মান্না, বঙ্কিম চক্রবর্তী, ফেলু দোয়ারী ও তপন মান্না। স্পীকার নিমাই মান্না প্রতিটি বক্তার যুক্তি তর্কের ধারা বিশ্লেষণ করে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। ভোট গ্রহণ করা হলে সরকারী পক্ষ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। সভায় বহু দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

সারস্বত লাইব্রেরী, মাকড়দহ

মাকড়দহের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী শ্রীইন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর পুত্র রেবতী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে সারস্বত লাইব্রেরীকে আনুমানিক দুইহাজার টাকার পুস্তক এবং আলমারি প্রদান করেছেন। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ইন্দুবাবুর দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

ABSTRACTS

The 23rd year of the Granthagar : Editorial.

Begining from the inception of the Granthagar, the Editoria narrates the development of the periodical up to the present state A long way has been passed with various odds and evens, but the Granthagar is still in its way to further progress. To reach its goal and to serve the people at the best, the co-operation of all concerned in Library Science is sought in the Editorial.

[P 1] B. C.

School Library in an old Government Report : Pramilchandra Basu.

In this article Shri Basu refers to the report of the committee appointed by the Director of Public Instrtuctions in the year 1856 to consider the problems and means of development of the schools, the seventh item of consideration being school libraries and reading habit. Clause 61-64 of the report, submitted on the 15th January, 1857, contained recommendations on the subject ; besides it also recommended 12 rules, enumerated in Appendix I.

The recommendations reveal that people were there, even more than hundred years ago, who could feel the basic requirements of a library. It is astonishing that in an age when there was no regular discourses on Library Science, they thought of classification and cataloguing of books and mass participation as well as development of reading habits ; the recommendations speak highly of the foresight of the members of the members of the committee which included the noted Bengalee educationist Babu Peary Charan Sircar.

[P. 3] A.G

On School Libraries of West Bengal : Manjari Basu

While discussing the school library system in West Bengal, Sm. Basu in her article, emphasises on the necessity of school libraries at the outset. Then she describes the present condition of libraries of (a) Private (non-Govt.) schools, (b) Govt-aided school, (c) Govt. sponsored schools and (d) Govt. schools and their problems. She concludes her article with some suggestions for the betterment of the school library system.

[P. 9] A. G.

Terminology of Road Engineering : SudhananaOhattopadhyay

Describing the types and names of the roads, in pre-historic and the early date of history, shri Chattopadhyay presents the terminology of Road Engineering in Bengali. In the 1st part of his article, he covers up to the words begining with 'D' letter

News from the Libraries :

Calcutta : Cossipore Institute ; Rabindra Pathagar.
Burdwan : Pallimangal Library ; Rambandh Sadharan Granthagar.
Howrah : Bharat Pathagar ; Sanskriti ; Saraswat Library.

[P.]

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ॥ আষাঢ়-শ্রাবণ ॥ ১৩৭৯

॥ সূচী ॥

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—·৭৫ পয়সা

বার্ষিক মূল্য—[illegible]

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩-৪ } { ১৩৮০, আষাঢ়-শ্রাবণ
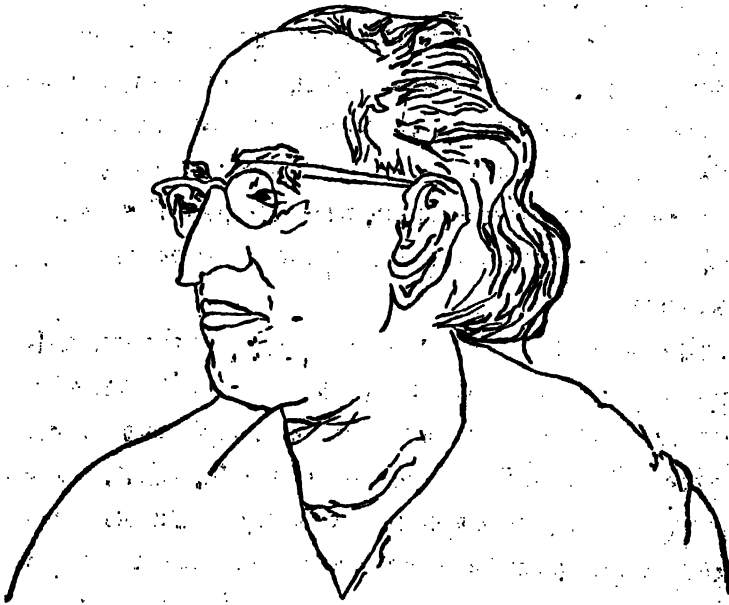
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ মৃত্যু ৮ নভেম্বর, ১৯৭০

দশ বছর বয়স থেকেই বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন, কবিতার মাধ্যমে। একে একে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন বাংলা সাহিত্যের, একে ফলে ফুলে পরিপূর্ণ করে রেখে গেছেন এক নতুন দিক্‌দর্শন। শুধু সাহিত্য সেবাই নয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। এমনকি পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মানপত্রও বিতরণ করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, পরিষদও হারিয়েছে তার এক শুভানুধ্যায়ীকে।

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও সহযোগী সংস্থা

১৯২৫ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত সবিশেষ প্রচেষ্টা করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সর্বতোমুখী করে তোলা ও এই আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সকলকে সামিল হওয়ার জন্ত পরিষদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি পরিষদের কর্মক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় আর পারিপার্শ্বিক অসুবিধার ফলে হয়তো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যে দ্রুতগতির প্রয়োজনীয়তা ছিল তা কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে সময়ে সময়ে।

কিন্তু আজকের সমাজে বিশেষ করে প্রযুক্তিবিকাশের উন্নয়নে তার রকেট-গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে সবকিছুকেই। কিন্তু সার্বজনীন এই বিরাট কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু পরিচালনা কোনও এককের পক্ষে সম্ভব নয়, একাজে প্রয়োজন সকলের সক্রিয় সহযোগিতা, বিশেষ করে কাজটা যখন সকলের জন্যেই। পরিষদ তার কাজের ব্যাপকতা বাড়িয়েছে বিভিন্ন জেলায় জেলায় জেলা শাখা সমূহ গঠন করে, কিন্তু এটাই সব কাজের শেষ কথা নয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির প্রতিনিধি ও অন্যান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা, ডে স্টুডেন্টস হোম, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেরই সহযোগিতা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এক যুগানুযায়ী পরিবর্তন সাধনে।

সমস্ত সহযোগী সংস্থার কাছে আবেদন যেমন তাদের সক্রিয় সহযোগিতার, তেমনি বৃহত্তর সংগঠন হিসাবে পরিষদেরও প্রয়োজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সহযোগী সংস্থার প্রতি। একাজে পারস্পরিক সহযোগিতাই হল মূল কথা। পরিষদ তার নিজ সামর্থানুযায়ী আয়োজন করে বিভিন্ন সভা সমিতি, আলোচনা চক্র, যার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে পারস্পরিক প্রীতি, সৌহার্দ্য আর সহযোগিতার প্রেরণা; যার সুদূরপ্রসারী ফল এই প্রদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নবরূপায়ণের সরণি রচনা। সেই নবরচিত সহযোগিতার পথ ধরে প্রতিটি সহযোগী সংস্থাকে হাতধরাধরি করে এগিয়ে যেতে হবে, সব বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে পরিহার করে, সকল কলুষ তামসতাকে দূর করে, এক লক্ষ্যে এক দৃষ্টে। তবেই হবে উদ্দিষ্ট সাধন। "নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।"

গ্রন্থপঞ্জী : সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অঞ্জলি রায়

গ্রন্থপঞ্জীর উদ্দেশ্য :

গ্রন্থপঞ্জী কোন গ্রন্থকারের বা কোন বিষয়ের রচনার তালিকা মাত্র নয়। গ্রন্থপঞ্জীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য কোন লেখকের বা কোন বিষয়ের রচনায় তথ্যাদিকে এমনভাবে পরিবেশিত করা যাতে সেই পরিবেশনের মধ্য থেকে কোন গবেষক চিন্তাকে উদ্রিক্ত করার খোরাক পান।

কাজেই কোন গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশী।

এই পরিবেশন পদ্ধতি বলতে আমরা সংগৃহীত রচনার তথ্যাদি বিন্যাসের পদ্ধতিকে বলতে পারি। এই বিন্যাস পদ্ধতির কোন সর্বকালীন বা সর্ববিষয়ের রূপ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিষয় অনুসারে এই বিন্যাস পদ্ধতির পরিবর্তন হ'তে পারে এবং বোধহয় তাই হওয়া-ই বাঞ্ছনীয়।

এই বিন্যাস-পদ্ধতি সম্পর্কে কোন বিশেষ নিয়মাদি নির্ধারণ করা এই ভূমিকার লক্ষ্য নয়। কাজেই এই বিন্যাস পদ্ধতির নিয়মাদির প্রশ্নটি আপাততঃ মুলতুবী রেখে আমরা কোন সাহিত্যিকের রচনার তথ্যাদি গ্রন্থপঞ্জীতে কিভাবে পরিবেশিত হ'তে পারে তার সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারি।

সাহিত্য বিষয়টি দু'দিক দিয়ে দেখা চলতে পারে—সাধারণ পাঠকের দিক দিয়ে, এবং কোন গবেষকের দিক দিয়ে। সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি কিংবা রুচি সম্পূর্ণ রকমে আঙ্গিক নির্ভর অর্থাৎ তার আঙ্গিকের (form) দিক দিয়েই সাহিত্যে তথ্যাদি পরিবেশিত পেতে চায়। অন্যদিক তাদের কাছে গৌণ।

গবেষকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তারা গবেষণার জন্য মূলতঃ সাহিত্য রচনার বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। Form বা আঙ্গিক সম্পর্কিত তথ্যাদি তাদের কাছে দ্বিতীয় ধাপের প্রয়োজনের জিনিস।

কিন্তু সাহিত্যের বিষয়ের পরিবেশন অত্যন্ত জটিল রূপ নিয়ে দেখা দেয়। কারণ সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি ; বিষয় তার মধ্যে ইতস্ততঃ লুকানো থাকে মাত্র।

সাহিত্যের কোন বিষয়ে পরিবেশনে দ্বিতীয় জটিলতার কারণ—সাহিত্যের লুকানো বিষয় কণিকাগুলি বিভিন্ন আঙ্গিকের রচনার মধ্যেই ছড়ানো থাকে। কাজেই সাহিত্যিকের মনের কোন ধাপ বা বিষয়ের চিন্তা বিভিন্ন আঙ্গিকের রচনার মধ্য দিয়েই পরিণতি লাভ করতে পারে। সুতরাং কোন সাহিত্যিকের মনের কোন ভাব বা বিষয় সম্পর্কিত চিন্তাগুলিকে সম্পূর্ণ রকমে পেতে হ'লে ঐ ভাব বা বিষয়-সম্পর্কিত রচনাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে পাওয়া একান্ত দরকার।

এই যুক্তিতে আমরা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে,

সাজিয়েছি। আঙ্গিক অনুসারে একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া হ'য়েছে যাতে আঙ্গিকের দিক থেকেও কোন প্রয়োজনীয় তথ্য বা তত্ত্ব সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য না হয়।

এর সঙ্গে একটি আখ্যা অনুযায়ী নির্ঘণ্ট দেওয়া হ'য়েছে যাতে আখ্যা বা শিরোনামটুকু জানা থাকলেও কোন রচনা সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের কোন অসুবিধা না হয়।

বিষয় অনুযায়ী কোন নির্ঘণ্ট দেওয়া হয়নি। কারণ তা করতে হ'লে প্রত্যেকটি রচনাকে এমন কি রচনাংশকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এ কাজ অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্যও বটে; আবার এ কাজের জন্য সমগ্র রচনাবলীর একটি পরিপূর্ণ কালানুক্রমিক তালিকা সর্বপ্রথমেই পাওয়া দরকার সেজন্যও বটে—এই রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'য়েছে।

রচনাবলীকে রচনার কালহিসেবে সাজানো সম্ভব হ'লে বোধহয় কালানুক্রমিকতা সবচেয়ে সার্থকভাবে রক্ষা করা যেতো। কিন্তু রচনাকাল রচনার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা আমাদের দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকের অভ্যাসের বাইরে। ফলে রচনা কালের কালানুক্রমিকতা রচনার তালিকায় নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। সেইজন্য রচনার প্রথম প্রকাশ কালকে আশ্রয় ক'রেই রচনাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হ'য়েছে।

সাহিত্যিককে ঠিকমত অনুধাবন করার জন্য শুধু তার রচনা যথেষ্ট হ'তে পারে না কারণ সাহিত্যিকের রচনাকে ঠিকমত উপলব্ধি করতে হ'লে তাঁর সমসাময়িক ঘটনাবলী—যা তাকে প্রভাবিত ক'রে থাকলে-ও থাকতে পারে—তা মোটামুটি জানা দরকার।

এই সমকালীন ঘটনাপঞ্জীকে একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থপঞ্জীর শেষে যোগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। এর উদ্দেশ্য সমকালীন সময়ের কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনাকে গবেষকের চোখের সামনে তুলে ধরা। ঘটনাগুলি অত্যন্ত নির্বাচিত কাজেই যথেষ্ট না-ও হতে পারে। তবু-এটি কিছু সাহায্য করলে তা-ও উপেক্ষার হ'বে না।

বিভিন্ন রচনাকে প্রকাশকাল হিসেবে গননা করলে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাওয়া যায়:—

১৩২৫—জন্ম।

১৩৩৫—প্রথম রচনা।

১৩৪১—৪৫—৫টি রচনা।

১৩৪৬—৫০—১৯টি রচনা।

১৩৫১—৫৫—৩১টি রচনা।

১৩৫৬—৬০—৩৬টি রচনা।

১৩৬১—৬৫—৩৯টি রচনা।

১৩৬৬—৭০—৮৩টি রচনা।

১৩৭১—৭৫—২৯৬টি রচনা।

১৩৭৬—৭৯—১৩৭টি রচনা।

মোট ৬৪৭টি রচনা।

উপরের হিসাবমতে গ্রন্থকারের প্রায় তিন চতুর্থাংশ রচনা প্রকাশিত হয় শেষের ৯ বৎসরে

এই গ্রন্থপঞ্জীটিতে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মোট ১৪৩টি লিখনকে তালিকাভুক্ত করা হ'য়েছে। বিভিন্ন আঙ্গিক অনুসারে রচনাগুলির সংখ্যা নিম্নরূপ :---

কবিতা.........৮	গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ...১
নাটক.........৫	মননধর্মী রচনা...১
উপন্যাস......৬৬	যুগ্মভাবে...৪
গল্প.........৭২	রম্যরচনা...৩৪৭
আত্মকথা......১	বিবিধ.........৪
চিত্রনাট্য......২	শিশুসাহিত্য......১৩
প্রবন্ধ.........২৩	সম্পাদনা......৪

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী এখনও পাঠক মহলে যথেষ্ট ভাবে পরিচিত নয়, কিন্তু যে-কোন গবেষকের কাছে তাঁর জীবনের মূল কাঠামোটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। শুধুমাত্র সেই কারণেই একটি অতি-সংক্ষিপ্ত জীবনী এরসঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হ'ল যাতে জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাবলীর খোঁজের জন্য অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন না ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে প্রারম্ভিক বক্তব্যের এইখানেই শেষ। এর পর গ্রন্থপঞ্জীর শুরু। গ্রন্থপঞ্জী যদি কোন গবেষকের কাজে লাগে, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নকারীর কাছে তা' অত্যন্ত আনন্দদায়ক হ'বে। তবে গ্রন্থপঞ্জীর এই রূপটি গবেষণায় সাহায্য করার জন্য সর্বোত্তম রূপ নয়। বিভিন্ন রচনার মধ্য থেকে ভাব বা বিষয়ের নির্ঘণ্ট প্রণয়ন ক'রে গবেষণার কাজকে আরও অনেক পরিমাণে সাহায্য করা সম্ভব। সময় ও সুযোগ ঘটলে এই ধরনের নির্ঘণ্ট প্রণয়ন করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা গবেষণায় কি পরিমান সাহায্য করতে পারে তা দেখাতে চেষ্টা করার ইচ্ছে রইল। কোন ভুলত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠকের সমবেদনা প্রার্থনা করি।

যিনি আমার এ-কাজের সর্ববিষয়ের উপদেষ্টা সেই শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায়কে নিবেদন করি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। গ্রন্থপঞ্জীটির ভূমিকা-র ব্যাপারে আমাকে তাঁর-ই শরণাপন্ন হ'তে হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ধমুলার মীনবাশিতে, দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙ্গি গ্রামে।

আদিনিবাস—বরিশাল জেলার বাসুদেব পাড়া গ্রামে।

পোষাকী নাম—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মাতাঠাকুরাণী প্রদত্ত নাম—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

পিতার নাম—প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

দশ বছরের কিশোর কবিতার সরণি বেয়েই আসেন বাংলাসাহিত্যে। শৈশব কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাঙলাদেশ) বিভিন্ন স্থানে। সেই সুযোগেই বাংলার নদনদী, পল্লীজনপদ ও আরণ্যক প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। মেধাবী ও কৃতি ছাত্র।

১৯৪৫ সাল—সাহিত্যজীবন তথা কর্মজীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাসাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ, ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'উপনিবেশ', জলপাইগুড়ি কলেজে অধ্যাপক রূপে প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ। অসাধারণ স্মরণশক্তি পণ্ডিত ও সুবক্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন।

তারপর সিটিকলেজে অধ্যাপনা ও সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে বঙ্গবাসী কলেজে এম. এ. ক্লাস নেওয়া। ১৯৫৫ সালে সাময়িক ও ১৯৫৬ সালে পুরাসময়ের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হ'ন। মৃত্যুকালে বাংলাবিভাগে 'রীডার' পদে কর্মরত ছিলেন।

ক্যালকাটা মেডিকেল কর্তৃক কথাশিল্প নামক গল্প সংকলনে তাঁর 'ইতিহাস' নামক গল্পটি সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে ১০০০ টাকা পুরস্কার লাভ করে। ১৯৬২ সালে 'সাহিত্যে ছোটগল্প' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। গবেষণাটি পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ১৯৬৪ সালে আনন্দ বাজার পত্রিকা-হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড ও দেশ কর্তৃক 'সুরেশচন্দ্র' পুরস্কারলাভ। ঐ বছরেই আনন্দ পুরস্কার লাভ।

পটভূমি ও পরিবেশ রচনায় তাঁকে আঞ্চলিক না বলে সার্বভৌমিক বলাই সমীচীন। বিচিত্র পটভূমিতে বিচিত্র মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। চরিত্র ও বিষয়বস্তুর বিস্ময়কর বৈচিত্র্য, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে উপলব্ধি করার আশ্চর্য দক্ষতা, যে-কোন পরিবেশ উপলব্ধি করার আশ্চর্য দক্ষতা, যে-কোন পরিবেশে বিচিত্রস্বাদী গল্পরচনায় অনায়াস-পটুত্ব; সব মিলিয়ে বিরাট এক শিল্পীমানস। সাহিত্যের প্রতিটি' ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ-লেখনী—তিনি কবি; তিনি নাট্যকার, তিনি ঐতিহাসিক, ছোটগল্পকার, তিনি রসরচনাকার।

বাল্যকালে অঙ্কন-চিত্র, শিল্প, ডাকটিকিট সংগ্রহ ও দীপশলাকার বহিরাবরণ সংগ্রহের প্রতি বিশেষ আগ্রহ। মৃত্যু— ১৯৭০ সালের ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়। সাতসমুদ্র আহরণ করে আনতেন যিনি মাণিক্য তাঁর সেই জ্যোতির্ময় হৃদয়-উত্তপ্ত আমাদের আকাঙ্খাকে স্পর্শ করুক।

নির্দেশিকা:

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকার বন্ধনীতে যে পত্রিকায় রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে তার নাম, তার বর্ষ ও খণ্ড ইংরাজী প্রকাশকাল, বাংলা প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে। সবশেষে বিষয় ভাগ করা হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

ডাক। (মাসপয়লা। ১ব, ২থ; ১৩৩৫, ফা; ২৩৩—২৩৪)। কবিতা

শাশ্বতী। (ভারতবর্ষ। ২৭বঃ, ২থ; ২সং। ১৩৩৫, ফা; ২৩৩-২৩৪)।

অবরুদ্ধ। (দেশ। ১৯৩৪ নভেঃ)। কবিতা

নাগকেশরের ফুল। (বিচিত্রা। ১৩৪৪, অগ্র; ১৯৩৭)। কবিতা

চতুর্থ চণ্ডীদাস। (শনিবারের চিঠি। ১৩৪৪ শ্রা, ১৯৩৮; ৬৪০-৬৪৫)। প্রবন্ধ।

বেদনার হে পথিক। (ভারতবর্ষ। ২৫ বঃ, ২থ; ১৩৪৪ পৌ; ১৭৪)। কবিতা

খোলা চিঠি। (বিচিত্রা। ১৩৪৪, ফা; ১৯৩৭)। কবিতা

ধর্মতত্ত্ব। (শনিবারের চিঠি। ১৩৪৬, বৈ; ১৯৩৯; ৫৩—৫৮)। গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ।

সোশ্যালিষ্ট। (শনিবারের চিঠি। ১৩৪৬; শ্রা, ৫৬৪-৫৭২)। গল্প

ভৌতিক। (শনিবারের চিঠী। ১৩৪৬; ভা, ৭৩৭-৭৪৮)। গল্প

কপালকুণ্ডলা। (শনিবারের চিঠি। ১৩৪৬, আ, ৯০১-৯১৮)। গল্প

মা যা হইবেন। (শনিবারের চিঠি। ১৩৪৬ কা, ১৯৩৯; ১২২-১২৮)। গল্প

প্রেমের কাহিনী। (শনিবারের চিঠি। ১৩৪৬, পৌ, ১৯৩৯; ৩৮৮—৩০৫)। গল্প

ঘূর্ণীপাকের লালনিশান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। ছেলেমহল, ১৯৪০; ১০০ পৃ, চিত্র। (যুগ্মভাবে)

ছলনাময়ী। (শনিবারের চিঠী। ১৩৪৭, বৈ, ১০১-১১৭) গল্প

পুনশ্চ (শনিবারের চিঠী। ১৩৪৭; আ, ৩২০-৩৩৬) গল্প

মহামারী। (শনিবারের চিঠী। ১৩৪৮, শ্রা, ৫০১-৫১৭) গল্প।

স্বপ্নী (ভারতবর্ষ। ২৮বঃ, ১থ, ১৩৪৭; ৪৯২পৃ।) কবিতা

বন্ধনী। (শনিবারের চিঠি। ১৩৪৭; কা, ৮২-৯৪) গল্প

মমি। ১৯৪২।

কালোজল। ১৯৪২।

গ্রামের মেয়ে। (শনিবারের চিঠী। ১৩৪৯, বৈ; ৬৯-৮২)। গল্প

পলাতক। (শনিবারের চিঠী। ১৩৪৯, আ; ২৮৯-৩০৪)।

কঞ্চুক। (শনিবারের চিঠী। ১৩৫০, জ্যৈ; ১২৪-১৩৫)।

রত্তীর ঘাট। (শনিবারের চিঠী। ১৩৫০, আ; ৪৩৮-৪৫২)।

উপনিবেশ। (ভারতবর্ষ। ৩১বঃ, ১থ; ১৩৫০, আ-অ; ২৯-৩৩, ১২১-১২৪, ১৯৫-২০৭, ২৭৭-২৮৬, ৩৬৩-৩৬৭, ৪২০-৪২৩)। উপন্যাস

রজনীগন্ধা। (শনিবারের চিঠী। ১৩৫০ চৈ, ১৯৪৩; ৫১৭-৫৩৩)। গল্প

পিঞ্জর। (শনিবারের চিঠী। ১৩৫১, শ্রা, ২৯০-৩০৪)। গল্প

পিঞ্জর। (কথাসাহিত্য। ১৩৫১ শ্রা, ১৯৪৪, ২৯১-৩০৪)। গল্প

উপনিবেশ। (ভারতবর্ষ। ৩১বঃ, ২খ ; ১৩৫১, পৌ-জ্যৈ ; ১৪-১৫, ৯২-৯৪, ১৭৪-১৭৭, ২৪৯-২৫১, ৩২৬-৩২৯, ৪২০-৪২৩)। উপন্যাস

উপনিবেশ। (ভারতবর্ষ। ৩২বঃ, ২খ, ১৩৫১, আ,-অ ; ১৭-২০, ১২৬-১২৮, ১৬৪-১৬৮, ২৪৯-২৫২)। উপন্যাস

উপনিবেশ। ১ম ভাগ। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪৪। ১২৪। উপন্যাস

উপনিবেশ। (ভারতবর্ষ। ৩২বঃ, ১ খ, ১৩৫১-৫২, পৌ-জ্যৈ, ১০১-১০৪, ১৪৯-১৫১, ২২৬-২২৯, ৩১২-৩১৩)। উপন্যাস

উপনিবেশ। (ভারতবর্ষ। ৩৩বঃ, ১খ, ১৩৫২, আ-অ, ১৩-১৫, ৮০-৮২, ১৫৫-১৫৭, ২৩২-২৩৫, ৩২৯-৩৩১, ৩৬১-৩৬৪)। উপন্যাস

উপনিবেশ। ২য় ভাগ। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪৫। উপন্যাস

ভাঙ্গাবন্দর। কমলা পাবলিশিং হাউস। ১৩৫২, ভাদ্র। ১২৫ পৃঃ গল্প সংকলন

ভাঙ্গাবন্দর।	১—১৭	কবর।	১৮—৩১
তীর্থযাত্রা।	৩২—৪৯।	ছলনাময়ী।	৫০—৬৬
লুচির উপাখ্যান।	৬৭—৭৮	পাণ্ডুলিপি	৭৯—৮৯
নক্র চরিত।	৯০—১১০	আত্মহত্যা।	১১১—১২৫।

দুঃশাসন। কলিকাতা, ১৩৫২, ১৯৪৫ ছোট গল্প সংকলন

দুঃশাসন।	১—১৪	কালোজল।	১৫—৩২
পুষ্করা।	৩৩—৪৪	ভাঙ্গাচশমা।	৪৯—৬০
বন বিড়াল।	৬১—৭৯	খড়্গ।	৮০—৯৮
মাসি।	৯৯—১১২	ডিম।	১১৩—১২৫
পাইন।	১২৬—১৩৪।		

বাংলা ভাণ্ডার। কলিকাতা, কমলা পাবলিশিং হাউস। ১৩৫২, ১৯৪৫, ১২৫ পৃঃ। প্রবন্ধ

মন্ত্রমুখর। কলিকাতা, প্রগতি প্রকাশনী। ১৩৫২, ১৯৪৫ ১১৮ পৃঃ। উপন্যাস

ভোগবতী। কলিকাতা, এস, সি, আড্ডি এণ্ড কোং। ১৯৪৫ ; ৪,১১৮ পৃ ; উপন্যাস।

গল্প লেখার গল্প। (জ্যোতি প্রসাদ বসু, সম্পাদক। ১সং ; বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৫৩ শ্রা ; ১০৭-১১৫)। ২৫ ডি. ১৯৪৫ বেতার বক্তৃতা। আত্মকথা

বনজ্যোৎস্না। কলিকাতা, পুস্তকালয়। ১৩৫৩, ১৯৪৬ ; ৩,১৮৫।

উপনিবেশ। ৩য় ভা. কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ৩য়, ১৩৫৩, ফা ; ১৯৪৬ ; ১৪২।

জন্মান্তর। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ। ১৩৫৩, ১৯৪৬। ৩,১৫০। ১০টি ছোট গল্পের সংকলন

জান্তব। ১-১৫, দুর্ঘটনা। ১৬-৩৩, ফলশ্রুতি। ৩৪-৪৮, জন্মান্তর ৪৯-৬৫, বৃত্ত। ৬৬-৮৩, দুর্লংঘ্য। ৮৪-৯৬ বিভীষণ। ৯৭-১১৩, কানাই। ১১৪-১২৬,

ব্যাধি। ১২৭-১৩৯, একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা। ১৪০-১৫০।

শিলালিপি। (ভারতবর্ষ। ৩৪বঃ, ২ খ, ১ সং। ১৩৫৩ পৌ, ১৯৪৬ ; ৪২-৪৬)।

শিলালিপি। (ভারতবর্ষ। ৩৫বঃ, ২ খ, ১৩৫৪ পৌ-চৈ ; ২০-২৫, ১০৫, ১১১, ২০৮-২১৩, ৩০৭-৩১২।

তারাশঙ্কর। (শনিবারের চিঠি। ১৩৫৪ শ্রা ; ২৭৪-২৭৭)

সূর্য্যসারথি। ১৩৫৪, ১৯৪৭ ; ৪,১৭৬ পৃ। উপন্যাস

মশাল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ;

রোমান্স। কলিকাতা, ১৩৫৪, ১৯৪৭ ; ৪, ১৭৬।

শিলালিপি। (ভারতবর্ষ। ৩৫বঃ, ১৩৫৫, ; ৬১-৬৭)।

শিলালিপি। (ভারতবর্ষ। ৩৬বঃ, ১ খ, ১৩৫৫, শ্রা-জৈ্য ১৯৪৮, ৬১-৬৭, ১২৩-১২৭, ২১৪-২২০, ৩৮০-৩৮৫, ৪৭৭-৪৮১)।

বৈতালিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৫৪, ১৯৪৮। ২, ২০৭।

তিমির তীর্থ ২ সং। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৫৫, ১৯৪৮। ৫,১৫৯।

স্বর্ণসীতা ; ২ সং। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৫৫, ১৯৪৮ ; ১,১৪১।

কালাবদর। কলিকাতা, গ্লোব লাইব্রেরী। ১৩৫৫, ১৯৪৮। ১৪৮।

শ্রেষ্ঠগল্প। ১৯৪৯। ১৯, ২৭৪।

সপ্তকাণ্ড। কলিকাতা, ১৯৪৯। ৬,৯৮। ৭টি গল্পের সংগ্রহ

কালপুরুষ। (শনিবারের চিঠি। ১৩৫৭, ১৯৫০ ; ৫০১-৫০৮)। গল্প

সাগরিক। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৭, বৈ ; ১৯৫০ ; ১১৩-১২১)

সাগরিক। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৭ জৈ্য ১৯৫০ ; ১৫৯-১৬৩)।

সাগরিক। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৭ আ, ১৯৫০ ; ২৩৪-২৩৯)।

সাগরিক। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৭ শ্রা, ১৯৫০, ২৯৩-২৯৭)।

সাগরিক। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৭ ভা ১৯৫০, ৩২৭-৩৩০)।

সাগরিক। (তরুণের স্বপ্ন। শা, সং। ১৩৫৭, ১৯৫০, ৪৫৭-৪৬১)।

সাগরিক। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৭, কা ১৯৫০, ৫৭৪-৫৭৯)।

সাগরিক। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৭ অ, ১৯৫০, ৬২০-৬২৩)।

সাগরিক। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৭ পৌ, ১৯৫০, ৬৭৯-৬৮২)।

সাগরিক। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৭ মা, ১৯৫০, ৭৫৭-৭৬১)।

হাসি। (শনিবারের চিঠী। ১৩৫৮ বৈ-আ, ৬৮৯-৭০১)।

দুরন্ত নৌকাভ্রমন। (অভিষেক। দেবসাহিত্য কুটির, ১৩৫৮, ১৭৮-১৮৯)। শিশু সাহিত্য

দিগ্‌বলয়। (তরুণের স্বপ্ন। ৪, ৯ সং। ১৩৫৮, কা, ১৯৫১, ৫৭৩-৫৭৮)

দিগবলয়। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৮ পৌ ১৯৫১, ৬৫৩-৬৫৭)।

দিগবলয়। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫১, মা ৬৯৮-৭০৪)।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ; জগদীশ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। বেঙ্গল পাবলিশার্স।
১৩৫৬, ভা, ২সং ১৩৫৮ ফা।

বীতংস।	১—১৭	হাড়।	১৮—২৯
নক্রচরিত।	৩০—৪৮	দুঃশাসন।	৪৯—৬০
টোপ।	৬১—৮১	ফলশ্রুতি।	৮২—৯৪
একটি শত্রুর কাহিনী।	৯৫—১১৬	জান্তব।	১১৭—১২৯
উস্তাদ মেহের খাঁ।	১৩০—১৫২	বনজ্যোৎস্না।	১৫৩—১৭৪
পুষ্করা।	১৭৫—১৮৬	দুর্ঘটনা।	১৮৭—২০১
ভাঙ্গাচশমা।	২০২—২১৩	বনতুলসী।	২১৪—২১৬
ইতিহাস।	২১৭—২৪৬	কনে দেখা আলো।	২৪৭—২৬১
দৈনিক।	২৬২—২৭৯		

দিগবলয়। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৮ ফা, ৭৫৭-৭৬১।
লালমাটি। মুকুন্দ পাবলিশার্স। ১৩৫৮, আ, ২৪০। উপন্যাস
একজিবিশন। ডি, এম, লাইব্রেরী। ১৩১৮, ১৫৫। উপন্যাস
একটি অমর রাত্রি। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৫৮, আ ৪৪৭-৪৫২)। গল্প
দুর্ধর্ষ মোটর সাইকেল। (পরশমণি। দেবসাহিত্য কুটির ১৩৫৯, ২৪২-৫০)। শিশু সাহিত্য
প্রদীপ ও প্রজাপতি। (শনিবারের চিঠি। ১৩৫৯ ৭৭-৮৫)। গল্প
নববর্ষ। (শনিবারের চিঠি। ১৩৫৯)। গল্প
সাগরিক। কলিকাতা, সাহিত্য জগৎ। ১৯৫২। ৪, ১৫২। উপন্যাস
বিদিশা। (শনিবারের চিঠি) ১৩৫৯। ৬৩০-৭০৫)। গল্প
রামমোহন। কলিকাতা,-বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৫২। ৮, ১১১। নাটক
কবি মোহিতলাল। (শনিবারের চিঠি। ১৩৫৯। ৫০৩-৫০৪)।
মহানন্দা, ২সং। কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী। ১৯৫৩। ২,৩০৫। উপন্যাস
পদসঞ্চার। (ভারতবর্ষ। ৪০ব, ২খ, ১৩৫৯-৬০, পৌ-জ্যৈ, ৩১-১৪৯, ২২৪-৩১১, ৪০২-৪৯০)।
পদসঞ্চার। (ভারতবর্ষ। ৪১ব, ১খ, ১৩৬০-৬১, পৌ-জ্যৈ, ৬১-৬৫, ১৭৮-১৮২, ২৭৪-২৭৭, ৩৫২-৩৫৬
৪২১-৪২৩,৫৮৬-৫৮৮)
পদসঞ্চার। (ভারতবর্ষ। ৪১ব, ২খ, ১৩৬০ ; ২৪৪-২৪৮, ৩৫১-৩৫৬, ৬৭২-৬৭৭, ৭৯৯-৮০৫)।
খেলনা। (পরিচয়। ১৩৬১, বৈ, ২৭৮-২৮৯)। গল্প
রামমোহন। (পরিচয়। ১৩৬১, বৈ, ৩৬-৪২)। নাটক
অন্তরাগ। (অরবিন্দ। শরৎ সাহিত্যভবন। ১৩৬১ আশ্বিন, ৩৪১-৩৪৮)। গল্প
পদসঞ্চার। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৩৬১, ১মা, ৩২৭।
নদীর নামটি অঞ্জনা। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৬১, আ, ২৬১-২৬৫)। গল্প
রামমোহন। (পরিচয়। ১৩৬১, পৌ, ১০৬-১১৭)। নাটক

লজ্জা। (শনিবারের চিঠি। ১৩৬১ ; ৫৮৪-৫৮৫)। গল্প

রামমোহন। সাক্ষর, ১৯৫৪। ৬০। চিত্র। জীবনী

স্ব নির্বাচিত গল্প। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েটেড ১৯৫৪। ৬, ১২৮। গল্প-সংকলন

জন্মান্তর।	১-১৩	মর্গ।	১৪-২৬
বৃষ্টি।	২৭-৪৪	কালাবদর।	৪৫-৫৫
ধন্বন্তরি।	৫৬-৭০	আবাদ।	৭১-৮৫
সপ্তপদী।	৮৬-১০১	মারীচ।	১০২-১১৮
ভারতী।	১১৯-১৩৮	ইজ্জত।	১৩৯-১৫৩
আল্ খলিফার শেষ খুন।	১৫৪-১৬৬	তৃণ।	১৬৭-১৮০
নিশাচর।	১৮১-১৯৪	মৃত্যুবান।	১৯৫-২১২
রায়সিং ও ঘাটে (এবং আজিজুল)	২১৩-২২৮।		

শ্বেতকমল। কলিকাতা, কুমারিকা। ১৯৫৪; ৪, ২৯৬। উপন্যাস

বনভোজনের ব্যাপার। (ইন্দ্রধনু। দেবসাহিত্য কুটির, ১৩৬২, ১৯৭-২০৮)। শিশুসাহিত্য

পেশোয়ার কি আমীর। (দেবালয়। দেবসাহিত্য কুটির, ১৩৬২, ১০১-১০)। শিশুসাহিত্য

বীতংস। কলিকাতা, বৈতালিক, ১৯৫৫। ৪,২০২। ছোটগল্প

উভয়তঃ। (তরুণের স্বপ্ন। ৮, ১৩৬২, বৈ, ৩৫-৩৭)। গল্প

মরনের মুখোমুখি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত পুনর্মুদ্রন। দেবসাহিত্য-কুটির। ১৯৫৫। ১০৭, চিত্র। (যুগ্মভাবে)। গল্প

একতলা। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৫৫। ৬, ১৩৪। উপন্যাস

সঞ্চারিণী ; ২সং। কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী। ১৯৫৫। ৪, ১৫৯। উপন্যাস

গন্ধরাজ। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫৫। ৬,১৭০। উপন্যাস

কুট্টিমামার দন্তকাহিনী। (জয়যাত্রা। দেবসাহিত্য কুটির, ১৩৬৩, ২৮০-৯০)। শিশুসাহিত্য

খেয়া। (তরুণের স্বপ্ন, ১৩৬৩, আ, ৬৩-৬৭)। গল্প

বাংলা সাহিত্য পরিচয়। কলিকাতা, দেবকুমার বসু। ১৯৫৬। ৬, ৯০। প্রবন্ধ

কাণ্ডারী। (শনিবারের চিঠি। ১৩৬৩)। গল্প

উর্বশী। কলিকাতা, এ, মিত্র সাহিত্য। ১৩৬৩। উপন্যাস

ছুটির আকাশ। ইষ্ট লাইট বুক হাউস। ১৯৫৬। ৪,৯০

সাহিত্য ও সাহিত্যিক। কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী। ১৩৬৩। ১২৮। প্রবন্ধ

অসিধারা। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৬৪। ৪, ২১১। উপন্যাস

ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প। কলিকাতা, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ১৯৫৭। ৬, ১২৩। চিত্র। শিশু সাহিত্য

আশ্রয়া। (কথা সাহিত্য। ৯, ২ সং। ১৩৬৪ ১০৭)। প্রবন্ধ

ভস্মপুতুল। (ভারতবর্ষ। ৪৫, ১খ ; ৪ সং। ১৩৬৪ ; অ ৬, ২৪১ ৩৬৮, ৪৮৯, ৬১৬, ৭৭১) উপন্যাস।

ভাটিয়ালী। (কলিকাতা, কথামালা প্রকাশনী ১৯৫৭। ৬, ১৪৬)। উপন্যাস

Narayan Gangopadhyaya. Banatulsi. (In Humyan Kavir ed. Green & gold. 1957)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্প সংগ্রহ। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ। ১৯৫৭। ৬, ২১৪। গল্পসংগ্রহ

দর্পন।	১—১৯	প্রপাত।	২০—৩৯
আস্তব।	৪০—৫৫	দুর্ঘটনা	৫৬—৭৩
ফলশ্রুতি।	৭৪—৮৯	জন্মান্তর।	৯০—১০৭
বৃত্ত।	১০৮—১২৬	দুর্লংঘ্য।	১২৭—১৩৯
বিভীষণ।	১৪০—১৫৫	ব্যাধি।	১৫৬—১৬৮
একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা।	১৬৯—১৭৯	বাইচ।	১৮০—১৮৯
গোত্র।	১৯০—২০৪	গোখরো।	২০৫—২১৪

চারমূর্ত্তি। কলিকাতা, অভ্যুদয়। ১৯৫৭; ১৩১। শিশুসাহিত্য

বাংলা গল্প বিচিত্রা। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৫৮। ১০,২০৫। প্রবন্ধ

বিদূষক। (শনিবারের চিঠি; ১০৬৫, ৫৬৫)। উপন্যাস

দাম। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৬৫, আ, ৪৬৩-৪৬৬)। গল্প

রূপনারায়ণ। (মনোবীণা। উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির। ১৯৫৮, ১৫ আগ, ১৭৫-১৮৩)। গল্প

সাহিত্যে ছোটগল্প। ডি, এম, লাইব্রেরী। ১৩৬৫, ফা, ৩১৯।

নীলদিগন্ত। কলিকাতা, গোপালদাস পাবলিশার্স। ১৯৫৮। ৬,১২১। উপন্যাস

ভস্মপুতুল। (ভারতবর্ষ। ৪৬ব, ১খ, ৬ সং। ১৩৬৫, আ—অ, ১২৪ ২৩৯, ৬৮৩)। উপন্যাস

ভস্মপুতুল। (ভারতবর্ষ; ৪৬ব, ২খ, ১৩৬৫-৬৬, পৌ-জ্যৈ, ৭৩, ৩৬২, ৫০২) উপন্যাস

ভস্মপুতুল। (ভারতবর্ষ। ৪৭ব, ১খ, ১৩৬৮, আষ-অ, ২১১, ৫৭৭ ৭০৯)। উপন্যাস

বিদূষক। কলিকাতা, লিপিকা। ১৯৫৯। ৪,১২৩। উপন্যাস

রূপসতী। কলিকাতা, বঙ্গ সাহিত্য সংসদ। ১৯৫৯। গল্প সংকলন

ছায়াসঙ্গিনী।	১—৩০	নীলকণ্ঠ	৩১—৪৫
অন্ত্যেষ্টি।	৪৬—৫৪	বাড়ীবদল।	৫৫—৭২
খেলনা।	৭৩—৮৫	পান্থনিবাস।	৮৬—১০০
ক্ষত।	১০১—১২০	করাত।	১২১—১২৭

সাপের মাথায় মণি। কলিকাতা, এভারেষ্ট বুক হাউস ১৯৫৯। ৬,১১২। উপন্যাস

স্বরাজ্যে স্বরাট। (দেশ। ৩৯ সং। ১৩৬৬, ১২৫)। প্রবন্ধ

মেঘরাগ। কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস। ১৯৫৯; ১৩০। উপন্যাস

আতঙ্ক। (শনিবারের চিঠি। ১৩৬৬; ৫৪৬-৫৪৭। গল্প

অসত্য। (শনিবারের চিঠি। ১৩৬৬; ৩৯১-৩৯২)। গল্প

আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ। (তরুণের স্বপ্ন। রবীন্দ্র সং। ১৩৬৬; ৩৪-৩৬)। প্রবন্ধ

চারমূর্তি। কলিকাতা, অভ্যুদয়। ১৯৫৯, এ, ১৩৯। চিত্র। শিশুসাহিত্য

শিলাবতী। কলিকাতা, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস। ১৩৩। উপন্যাস

খুণীর হাওয়া। কলিকাতা, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ১৯৫৯ ; ৪,২৫। উপন্যাস

ছুটির আকাশ। কলিকাতা, ইষ্টলাইট বুক হাউস। ১৯৫৯ ; ৪,৯০। চিত্র। শিশুসাহিত্য

সমালোচনা। (পরিচয়। ১৩৬৬, শ্রা ; ৭৮-৮০)।

পরম্পরা। (তরুণের স্বপ্ন। ১৩৬৬, আ ; ৫১-৫৪)। গল্প

উপনিবেশ ; ৪ সং। ১৩৬৬ মা ; ১৩১। উপন্যাস

ঘণ্টুদার উৎসাহলাভ। (অপরূপা। দেবসাহিত্য কুটির ১৩৬৭ ; ৩২২-৩২)। শিশুসাহিত্য

এক সন্ধ্যায়। (শনিবারের চিঠি। ১৩৬৭, বৈ ; ৭৩-৭৮) নাটিকা

ভস্মপুতুল। কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী। ১৩৬৭ ; ২২৭। উপন্যাস

অর্ধশতাব্দী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত। কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী

১৯৬০। যুগ্মভাবে

স্বনেত্রা। (অভিসার। উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ; ১৯৬০ ; ২৭০-৩০২)। উপন্যাস

কিশোর সঞ্চয়ন। কলিকাতা, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ১৯৬০ ; ৮,১৯৮। উপন্যাস

সরস গল্প। কলিকাতা, নতুন সাহিত্য ভবন। ১৯৬০ ; ৪৪৮। চিত্র। গল্প

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী। ডি, এম, লাইব্রেরী। ১৩৬৭ ; ১৬৪। উপন্যাস

রঞ্জনা। কলিকাতা, বিহার-সাহিত্য ভবন। ১৯৬০ ; ৪,১৩১। উপন্যাস

শুভক্ষণ। কলিকাতা, সুরভি প্রকাশনী। ১৯৬০, ১৩৬৭, ১৭, ১১৬। গল্প সংকলন

কেয়া	১—১৪	সঞ্চার	১৫—৩১
উদ্বোধন	৩২—৪৪	উত্তরপুরুষ	৪৫—৫৬
খুনী	৫৭—৬৮	তিলোত্তমা	৬৯—৮৩
একটি চিঠি	৮৪—৮৯	রেকর্ড	৯০—৯৭
শুভক্ষণ	১০৭—১১৬।		

সাহিত্য ও সাহিত্যিক। (পুনর্মুদ্রিত) কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী। ১৩৬৮ ; ১৪৫। প্রবন্ধ

স্মারক। (মনিমঞ্জরী। উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির। ১৯৬১ সে ; ২৩৭-২৪৪) গল্প

হাসির গল্প। কলিকাতা, এ কে সরকার। ১৯৬১। শিশুসাহিত্য

বন্ধুকে না রাখিলে। (দেশ। ৪৫ সং ১৩৬৮, ২৩ ভা ; ১৯৬১, ৯ সে ; ৫০৯-৫১২। গল্প

একটি অভিনন্দন যোগ্য বই। (পরিচয়। ১৩৬৮, শ্রা ; ৯৪-৯৬)

সাঁকো। (পরিচয়। ১৩৬৮, আং, ৩৪৪-৩৫১)। গল্প

গান শোনবার নিমন্ত্রণ। (দেশ ৩০, ১, ১৩৬৯ ; ৩৫৩-৩৫৮)। গল্প

তিনপ্রহর। কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ। ১৯৬২, সে ; ৬,১৩০। উপন্যাস

ট্রফি। কলিকাতা, গ্রন্থজগৎ। ১৯৬২ ; ৯৫। উপন্যাস

তদন্ত। (রাজলিক। উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির। ১৩৬৯। ৩৩০-৩৩৯। গল্প

চোখের বাহিরে। কলিকাতা, গ্রন্থশ্রী। ১৯৬২। ৪, ১১৪। উপন্যাস

স্নেত্রা। কলিকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির। ১৯৬২। ১৩৫। উপন্যাস

সাহিত্যে ছোটগল্প।; ৩ সং। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী। ১৯৬২। ১১, ৪১১। প্রবন্ধ

তাড়াটে চাই। ৫ সং। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী। ১৯৬২। ৬৪। চিত্র। নাটক

বারো ভূতে। কলিকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩৬৯। ৬,৬৪। নাটক

শিল্পীর স্বাধীনতা। (দেশ। ৩০, ১খ ;। ১৩৬৯)। মননধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য। (পরিচয়। ১৩৬৯, শ্রা; ১১৮-১২১)। প্রবন্ধ

হলদে চিঠী। (দেশ। ১৩৬৯, আ; ২০৫-২১০)। গল্প

রাঘবের জয়যাত্রা। কলিকাতা, অভ্যুদয়। ১৯৬৩। শিশুসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের উত্তর পর্ব্ব। (রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা ১৯৬৩। ২৪-৪৫) প্রবন্ধ

মেঘের উপর প্রাসাদ। কলিকাতা, এম, সি, সরকার। ১৯৬৩। ৪,৩৪৪। উপন্যাস

দূরমেহুর। কলিকাতা. সম্বোধি পাবলিশার্স। ১৩৭০। ৪,১৩৯। উপন্যাস

সুনন্দর জার্ণাল (দেশ। ৩০ ব। ১৩৭০, ১৯৬৩)। রম্যরচনা

- গোরুর রচনা—৪৩ ; ৩৩০-৩৩১
- শুধু তোমার বাণী নয় গো—৪৪ ; ৪৩০-৪৩১
- ভোজনার্থে—৪৫ ; ৫৩৮-৩৯
- মা ফলেষু—৪৬ ; ৬৪২-৪৩
- কবিতার কাল—৪৭ ; ৭৪৬ ৪৭
- বিশ্বরূপ দর্শন—৪৮ ; ৮৫০-৫১
- হরণ-বনাম-আহরণ—৪৯ ; ৯৫৪-৫৫
- ভূতের গল্প - ৫০ ; ১০৫৮-৫৯
- বারোটি উপন্যাস—৫১ ; ১১৬২-৬৩
- শারদোৎসব—৫২ ; ১২৬৬-১২৬৭

একটি মোটর যাত্রা। (দেশ। ৩০ ব, ১৩৭০ ; ১০৭৩-৭৪)

সুনন্দর জার্নাল (দেশ। ৩১ ব, ১৩৭০ ; ১৯৬৪)। রম্যরচনা

- ভাষণ প্রসঙ্গ—১ ; ১৭-১৯
- মানকুচ এবং আলু—২ ; ১২২-২৩
- শূন্যোদ্যানের রহস্য—৩ ; ২২৫-২৬
- শ্রীমৎস্য চিন্তা— ৪ ; ৩৩০-৩১
- তোতা কাহিনী—৫ ; ৪২৬-২৭
- সাদা-কালো— ৬ ; ৫২১-২২
- সারি সারি মৃতদেহ—৭ ; ৬২৬-২৭
- বড়ো দিনের ডালি—৮ ; ৭২৯-৩০

সুনন্দর জার্নাল (দেশ। ৩১ ব ; ১৩৭০ ; ১৯৬৪) রম্যরচনা

- নাম-মাহাত্ম্য— ৯ ; ৮৩০-৩১
- অথ-বিদ্যামন্দির কথা—১০ ; ৯২৬-২৭
- কলকাতার আত্মা—১১ ; ১০২২-২৩
- কপাল-পোড়া আগুন—১২ ; ১১৪৪
- খাওয়া-দাওয়ার গল্প—১৩ ; ১২১৮-১৯
- ক্রিকেট-কথা—১৪ ; ১৪-১৫
- মিথ্যার বেসাতি—১৫ ; ১১০-১১
- দাদু-প্রসঙ্গ—১৬ ; ২০৬-৭
- বাণীবন্দনার পিকপকেট সমিতি—১৭ ; ৩০৬-৭
- বৃত্তহীন—১৮ ; ৪০৭-৮
- শনির দৃষ্টি ১৯ ; ৫১১-১২
- সিগারেটের বিকল্প—২০ ; ৬১৪-১৫

[ক্রমশঃ]

"ডিউই ও কোলনে ইতিহাস"—একটি সমালোচনা

বিমলকান্তি সেন

অগ্রহায়ণ (১৩৭৯) সংখ্যার গ্রন্থাগারে প্রকাশিত শ্রীসুশান্তকুমার হাজরার 'ডিউই ও কোলনে ইতিহাস' নামক প্রবন্ধটি পড়ে মনে হল লেখক ডিউইর ১৬শ কিংবা তারও পূর্ববর্তী কোন সংস্করণের সংগে কোলনের ৬ষ্ঠ বা তারও পূর্ববর্তী কোন সংস্করণের তুলনা করেছেন। ডিউইর ১৭শ সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর ৭ বছর কেটে গেছে। ১৮শ সংস্করণও সম্প্রতি বাজারে এসে গেছে। এমতাবস্থায় ভালো হত লেখক যদি ডিউইর ১৭শ সংস্করণের সংগে (১৮শ, সংস্করণের কথা বলছি না, কারণ যখন লেখক প্রবন্ধটি লিখেছেন, তখন ১৮শ সংস্করণ হয়ত সহজলভ্য ছিল না) কোলনের ৬ষ্ঠ সংস্করণ, যা পরিশিষ্ট সহ ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনা করতেন। উল্লেখ্য লেখক ডিউইর যে ত্রুটিগুলির উল্লেখ করছেন, তার অনেকাংশ বিদূরিত হয়েছে ১৭শ সংস্করণে।

এই আলোচনা মূলতঃ ডিউই দশমিক বর্গীকরণের ১৭শ সংস্করণের (এর পর থেকে শুধু 'ডিউইর ১৭শ সংস্করণ' বা '১৭শ সংস্করণ' বলব) পরিপ্রেক্ষিতে। তবে প্রয়োজনবশতঃ কোথাও কোথাও ডিউইর ১৬শ সংস্করণেরও উল্লেখ করা হবে। আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় প্রথমে 'গ্রন্থাগারে'র পৃষ্ঠা সংখ্যা ও পরে উদ্ধৃতি দেওয়া হবে।

পৃষ্ঠা ১৯৬.

"৯০০তে ইতিহাস ছাড়াও অর্থাৎ ইতিহাসের বিষয়বস্তু ছাড়াও ভ্রমণ, ভূগোল ও জীবনী বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে।"

ভূগোলকে ইতিহাসের ঘরে স্থান দেওয়ার কোন কারণ বা সার্থকতা আছে কি না আমার জানা নেই।"

ঠিক কথা। ডিউইর ১৭শ সংস্করণের পূর্ববর্তী সংস্করণ গুলিতে 900 রের শিরোনাম হল History, এবং 910 ও 920 তে যথাক্রমে স্থান পেয়েছে ভূগোল ও জীবনী। আর 930-999রে ইতিহাস। প্রশ্ন জাগতে পারে ডিউইতে এই সবগুলি বিষয়ের জন্য History এই শিরোনামটি দেওয়া হল কেন ?

ভ্রমণ, কি কোলন, কি ডিউই উভয়েতেই ভূগোলের বিষয়বস্তু। কিন্তু ফা,হিয়ান, হিউয়েন সাঙ, এদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা আমরা সবাই ইতিহাসের বইয়ে পড়েছি। তাহলেই দেখা যাচ্ছে ভূগোলের বিষয়বস্তু সময় সময় ইতিহাসেরও বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এরপর জীবনী। জীবনী তো একটি মানুষের জীবনেরই পুরো ইতিহাস। নেতাজী সুভাষ বসু, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত জওহরলাল ইত্যাদি দেশনেতাদের জীবনী যদি

আমরা পাঠ করি, তবে আমাদের চোখে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের রূপটি কি ফুটে উঠবে না ?

সম্ভবত: এ সমস্ত কারণেই 900য়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল History। কিন্তু এই শিরোনাম পুরোপুরি খুঁৎমুক্ত ছিল এমন নয়। ভ্রমণ কাহিণী সময় সময় ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালেও ভূগোলের সব কিছুই তো আর ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। তাই' ১৭শ সংস্করণে 900য়ের শিরোনাম দাঁড়িয়েছে General Geography and History and related Disciplines.

"ডিউই দশমিক পদ্ধতি অনুসারে ভূগোলের বিভাগটিতেও অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়। ভূগোলের বিভিন্ন শাখাগুলি যা প্রকৃত ভূগোলের বিষয়বস্তু তা এই পদ্ধতিতে ' ভূগোলের মধ্যে স্থান পায় নি।"

উদাহরণ স্বরূপ লেখক দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিকে ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, নৃ-জৈব-ভূগোল, আবহ-বিদ্যা (Meteorology), জনসংখ্যা, সমুদ্রতত্ব, মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যা, সামরিক ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলো ডিউইতে স্থান পেয়েছে যথাক্রমে 330·9, 551·4, 572·9, 574·9, 551·5, 312, 551·48, 526·8. এবং 355·47য়ে।

উপরের বিষয়গুলি প্রকৃতপক্ষে ভূগোলের বিষয়বস্তু কি না, একটু আলোচনা করে দেখা যাক। বিষয়গুলির আলোচনা আমি এই ক্রমানুযায়ী করবো: আবহবিদ্যা, সমুদ্রতত্ব, জৈব-ভূগোল, নৃ-ভূগোল, মানচিত্রাঙ্কন-বিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল, এবং সামরিক ভূগোল।

আবহবিদ্যা ও সমুদ্রতত্ত্ব : এ বিষয় দুটি যে পুরোদস্তুর বিজ্ঞানের বিষয় এ নিয়ে তর্কের অবকাশ আশা করি আজ কমই আছে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কোলনের ৭ম সংস্করণের এ বিষয় দুটিকে যথাক্রমে U28 এবং U25 থেকে সরিয়ে স্থান দেওয়া হচ্ছে ভূ-বিজ্ঞানাবলীর অন্যতম বিষয় হিসাবে। এ বিষয়ে বর্গীকরণাচার্য রঙ্গনাথনের উক্তির প্রয়োজনীয় অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি।

"182......Here the term 'Geophysics' denotes a main subject with the following as Canonical Basic Subjects :

Geoelectricity	Hydrogeology
Geomagnetism	Oceanology
Internal Geodynamics	Meteorology
	Aerology (Upper Air physics ,"

[Ranganathan S R : Colon classification Edition 7 1971) : A Preview. Library Science with a Slant to Documentation 1969, 6 (3), 193-42]

কোলনের ৭ম সংস্করণে Geological Sciences, Geology এবং Geopysics য়ের বর্গসংখ্যা যথাক্রমে G2, H এবং H V।

ডিউই কর্তৃপক্ষ আলোচ্য বিষয় দুটিকে বহু পূর্বেই ভূবিজ্ঞানাবলীর মধ্যে স্থান দিয়ে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন।

জীব-ভূগোল : Webster's Seventh New Collegiate Dictionary অনুযায়ী এর সংজ্ঞা হল—"a branch of biology that deals with the geographical distribution of animals and plants." Encyclopaedia Britannica'তেও [1967 ed. v. 10 p' 157] আছে "strictly speaking biogeograhy is a branch of biology, but geographers have made important contributious, especially in the study of vegetation."

এই ধরণের আরও অসংখ্য উদ্ধৃতি তুলে দেখানো চলে যে জীব-ভূগোল প্রকৃতপক্ষে জীব-বিদ্যারই শাখা। কাজেই ডিউই কর্তৃপক্ষ জীব-বিজ্ঞানের অধীনে (574.9রে) এই বিষয়টির স্থান দিয়ে ভুল করেছেন এমন কথা বলা চলে না।

নৃ-ভূগোল : Oxford English Dictionary (OED)র মূল খণ্ডে [এখানে প্রথম বারশ খণ্ডের কথা বলা হচ্ছে] Anthropogeography শব্দটি স্থান পায় নি। তবে এর Supplementএ [1933 সালে প্রকাশিত] নৃ-ভূগোলের সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে নিম্নরূপ—"That department of geography which treats of the relations of the earth to mankind as its inhabitants."

Random House Dictionary of the English Language Unabridged edition, যা নাকি 1966 সালে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নৃ-ভূগোলের সংজ্ঞা হল : "A branch of anthropology dealing with the geographical distribution of mankind and the relationship between man and his environment."

এখানে OEDর সংজ্ঞাটি পুরাতন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বের। কিন্তু যে উদ্ধৃতিগুলিকে কেন্দ্র করে OEDতে উপযুক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সে উদ্ধৃতিগুলো আরও অনেক বেশী পুরাতন। 1899 সাল এবং তার পূর্বেকার। কাজেই আমরা Random House Dictionaryর সংজ্ঞার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে পারি। এবং সেই অনুযায়ী বলতে পারি ডিউইতে নৃ-ভূগোলকে নৃ বিজ্ঞানের ঘরে স্থান দেওয়ায় কোনও ভুল হয় নি।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে নৃ-ভূগোল বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে, কারও মতে এটি নৃ-বিজ্ঞান আবার কারও মতে এটি ভূগোলের শাখা। তাহলেও ডিউইতে ভুল করা হয়েছে এমন কথা প্রমাণিত হয় হয় না।

মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা এ বিষয়টি সম্পর্কে Encyclopaedia Britannica, 1967 ed., যে লেখা আছে "The art and science of may making is a field that overlaps both geography and geodesy."

তাহলেই দেখা যাচ্ছে মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যার উপর ভূগোলের দাবী থাকলেও Geodesyর দাবীও

উপেক্ষনীয় নয়। কাজেই ডিউইতে Geodesyর পাশে মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা বেমানান, এমন কথা বলা চলে না।

লেখক যে বিষয়গুলোকে নির্দ্বিধায় ভূগোলের বিষয়বস্তু হিসেবে আখ্যাত করেছেন, আমরা দেখতে পারছি তার অধিকাংশ সম্বন্ধেই বিশ্বের বিশেষজ্ঞ ভিন্ন মত পোষণ করছেন।

প্রাকৃতিক ভূগোল এ বিষয়টি ১৭শ সংস্করণে ভূগোলের ঘরেই স্থান পেয়েছে। বর্গসংখ্যা 910.02।

জনসংখ্যা লেখক কোলনে নৃ-ভূগোলের অন্যতম বিভাগ জনসংখ্যাকে (বর্গসংখ্যা U45) ডিউইর 312 অর্থাৎ Demographyর সমকক্ষ মনে করেছেন। লেখকের জ্ঞাতার্থে নিবেদন কোলনেও Demography বিষয়টি আছে এবং সেটির বর্গসংখ্যা হল Y:5। ডিউইর 301.329— Population by country এই বিভাগটিকে কোলনের U45রের সমকক্ষ মনে করা যেতে পারে। ডিউইর ১৭শ সংস্করণে এ বিষয়টিকে ভূগোলের ঘরেও স্থান দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এর বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 910.130 132।

অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক ভূগোল, এবং সামরিক ভূগোল :

১৭শ সংস্করণ অনুসারেও অর্থনৈতিক এবং বানিজ্যিক ভূগোলের বর্গসংখ্যা 330.9, এবং সামরিক ভূগোলের বর্গসংখ্যা 355.47 এখানে উল্লেখ্য যে ১৭শ সংস্করণে 355.47রের শিরোনাম Military geographyর বদলে Tactical and strategic geography দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়গুলো ভূগোলের এ সম্বন্ধে প্রায় সবাই হয়ত একবাক্যে রায় দেবেন। সেই রায়ের প্রতিফলন আমরা ডিউইর সপ্তদশ সংস্করণেও দেখতে পাই। সমতা রক্ষার জন্ত উপরোক্ত বিষয়গুলোকে ডিউইতে যথাক্রমে অর্থবিদ্যা এবং সামরিক বিদ্যার ঘরে স্থান দেওয়া হলেও, বিষয়গুলোকে ভূগোলের ঘরে স্থান দেওয়ার প্রয়োজনের কথাও অস্বীকৃত হয় নি। ১৭শ সংস্করণ অনুযায়ী অর্থনৈতিক এবং বানিজ্যিক ভূগোলকে 910.133 এবং সামরিক ভূগোলকে 910.153 54 তেও স্থান দেওয়া যেতে পারে।

এর পরে লেখক মন্তব্য করেছেন ডিউইতে ভূ-আকৃতিবিজ্ঞান (Geomorpholgy) এবং গাণিতিক ভূগোলের কোনও বর্গসংখ্যা নেই। আমি কিন্তু দুটিকে বিষয়েরই বর্গসংখ্যা ডিউএর ১৬শ এবং ১৭শ সংস্করণে দেখতে পাচ্ছি। বর্গসংখ্যা দুটি যথাক্রমে 5514. এবং 526। বুঝতে পারছি না এই জলজ্যান্ত বর্গসংখ্যা দুটি লেখকের চোখ এড়িয়ে গেল কী করে? তবে কি লেখক ডিউএর ১৬শ সংস্করণেরও পূর্ববর্তী কোন সংস্করণের সঙ্গে কোলনের তুলনা করেছেন।

পৃষ্ঠা ১১৭

"Meteorology in Assam :—ডিউই পদ্ধতি অনুসারে এই বইটির নম্বর 551.5 ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে এই নম্বর বইটিকে সম্পূর্ণভাবে বোঝায় না।"

১৭শ সংস্করণ অনুসারে কিন্তু, বইটিকে সুষ্ঠুভাবেই বর্গীকরণ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে এর বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 551.5010954162। আর Meteorology of Assam এই ধরণের একটি প্রকাশনের বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 551.50954 162

...,২য়—পরিচ্ছদ এই পরিচ্ছদে লেখকের মন্তব্য নিম্নরূপ :

(১) ভূগোল ও ভ্রমণকে ডিউই একই বিষয়বস্তু ধরেছেন "

(২) Political geography of India brought upto 1950s এ বিষয়টির সম্পূর্ণ নম্বর দেওয়া যায় না

(৩) Political geography of India brought upto 1950 এবং Indian travels brought upto 1950 এ দুটি বিষয়ের নম্বর ডিউইতে আলাদা হয় না।

(৪) "ডিউই পদ্ধতিতে ভারতের প্রাকৃতিক ভূগোল, বাংলাদেশের ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলির নম্বর দেওয়া কঠিন"

একে একে আমরা এই বিষয়গুলির আলোচনায় আসছি।

(১) ১৭শ সংস্করণে ভূগোল ও ভ্রমণকে একই বিষয়বস্তু ধরা হয় নি। কোন স্থানের ভূগোলের যে বর্গসংখ্যা হবে, সেই বর্গসংখ্যার সংগে 04 জুড়ে দিলেই ঐ স্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত বোঝাবে। যেমন ত্রিপুরার ভূগোল—915 415 ; ত্রিপুরার ভ্রমণবৃত্তান্ত 915.41504

(২) Political geography of India brought upto 1950's

১৭শ সংস্করণের সাহায্যে এ বইটিকে মোটামুটি সূক্ষ্মভাবেই বর্গীকৃত করা যাবে। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক অর্থাৎ 1950's পর্যন্ত এটা ঠিক দেখানো যাবে না। দেখানো যাবে 1774 থেকে 1947 কিংবা 1858 থেকে 1947 এই সময়কাল। সময় 1774-1947 দেখালে বর্গসংখ্যাটি দাঁড়াবে 910.13205403 আর সময় 1858-1947 দেখালে বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 910.132054035.

(৩) Political geography of India brought upto 1950's এবং Indian travels brought upto 1950's, এ দুটি প্রকাশনের বর্গসংখ্যা ১৭শ সংস্করণ অনুযায়ী আলাদা হবে। প্রথমোক্ত প্রকাশনটির বর্গসংখ্যা আগেই দিয়েছি। দ্বিতীয়টির বর্গসংখ্যা হবে 915·0403 অথবা 915.404035। এখানেও পূর্বের মত 03 এবং 035 যথাক্রমে 1774-1947 খৃঃ এবং 1858-1947 খৃঃ বোঝায়।

(৪) ভারতের প্রাকৃতিক ভূগোল এবং বাংলাদেশের ভূগোলের বর্গসংখ্যা ১৭শ সংস্করণের সাহায্যে অনায়াসে দেওয়া চলে। বিষয় দুটির বর্গসংখ্যা যথাক্রমে 915.402 এবং 915.492

লেখক Political geography of India brought upto 1950 এবং Indian travels brought upto 1950র যে কোলন বর্গসংখ্যা দিয়েছেন তাতে ভুল আছে। এ দুটি প্রকাশনের বর্গসংখ্যা দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে U5.2 : N5 এবং U8.2 : N5। কোলনের ৬ষ্ঠ সংস্করণ (যা 1960 সালে প্রকাশিত হয়েছে) অনুযায়ী N5 দ্বারা 1950's বোঝান হয়ে থাকে, 1950 নয়। 1950 বোঝাবার জন্য N5) ব্যবহার্য। আর Time isolateএর সংযোজক চিহ্ন (Connecting symbol) কোলন (:) নয়, বিন্দু (.)। এখানে উল্লেখ্য যে কোলনের ৬ষ্ঠ সংস্করণ বা পরিশিষ্ট গ্রন্থ 1963তে প্রকাশিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী Time isolateএর সংযোজক চিহ্ন উল্টো কমা (‘)

...তৃতীয় পরিচ্ছদ—জীবনীর আলোচনা লেখক বিচ্ছিন্নভাবে করেছেন ১৬৭, ১৭৮ এবং ২০২ পৃষ্ঠায় তৃতীয় এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। আমরা এ সমস্তের আলোচনাই এখানে করবো।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণের যত বিভাগ আছে, তারমধ্যে 920 বিভাগটিকে তত্ত্বগত দিক থেকে সবচাইতে ত্রুটিপূর্ণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 920.1—928.9 এই সমস্ত বিভাগগুলিকে তাই ২৭শ সংস্করণে ঐচ্ছিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে "Class biography of persons associated with a specific subject with the subject."

পৃঃ ১৯৮

Lives of slaves যার স্থান আগে ছিল 326·92তে, এ বর্গটি ১৭শ সংস্করণে ফাঁকা হয়ে গেছে এবং এখানেও নির্দেশ রয়েছে "Class biography of persons associated with a specific subject in standard subdivision 092, of persons not so associated in 920."

"পাঠক আশা করেন জীবনীর তাকে সমস্ত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী পরস্পর একই স্থানে পাশাপাশি থাকবে। আলোচ্য পদ্ধতিতে তা কী করে সম্ভব? কিন্তু কোলনে তা সম্ভব।"

এ বিশ্বে কোলন সম্বন্ধে যাদের অনভিজ্ঞতা চরম, এই অধম সেই দলের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। কাজেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না কী করে কোলনের সাহায্যে "সমস্ত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী পরস্পর একই স্থানে পাশাপাশি" স্থান পায়। কারণ কোলন বর্গীকরণেও (৬ষ্ঠ সং, পৃঃ 1.46) তো নির্দেশ রয়েছে "The host class of a biographical book is to be the class with which the name of the biographee is primarily associated"। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো হয়েছে গণিতজ্ঞের জীবনী যাবে Bতে এবং জ্যোতিষীর B9য়ে।

Bw, Cw, Dw হবে যথাক্রমে গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ এবং প্রযুক্তিবিদদের জীবনীর বর্গসংখ্যা। কিন্তু এই জীবনীগুলি কি তাকে (shelf) পাশাপাশি স্থান পাবে? ধরা যাক একটি গ্রন্থাগারে রয়েছে 100 খানি বই, যেগুলির বর্গসংখ্যা B1 থেকে সুরু করে B9 এবং Ca থেকে Cv. গণিতজ্ঞের জীবনীর পরে তাকে স্থান পাচ্ছে এই 100 খানি বই। তারও পরে আসছে পদার্থবিদের জীবনী। তা হলেই দেখা যাচ্ছে Bw এবং Cw বর্গসংখ্যা সম্বলিত বইগুলি এক জায়গায় আসছে না। একইভাবে Cw এবং Dw বর্গসংখ্যা সম্বলিত বইও এক জায়গায় আসবে না। কাজেই "সমস্ত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী পরস্পর একই স্থানে পাশাপাশি থাকবে" না।

লেখক বাংলা সাহিত্যের দু'জন কবির আত্মজীবনীর যে কোলন বর্গসংখ্যা দিয়েছেন, তাতেও ভুল আছে (এটা ছাপার ভুলও হতে পারে)।

আছে 0157, IN3W হওয়া উচিত 0157, IN3w
" 0157, IN4W " " 0157, IN3w

এর পর লেখক বলেছেন "Biography of Newton এবং Ramanujan এর নম্বর Dewey অনুযায়ী একই নম্বর যেমন 925.1"

গণিতের উপর নিউটনের অবদান থাকলেও, তাঁর অবদানের সিংহভাগ পদার্থবিজ্ঞাকে ঘিরে। তিনি যতটা গণিতজ্ঞ, তার চেয়ে অনেক বেশী পদার্থবিদ। কাজেই তাঁর জীবনীর বর্গসংখ্যা ১৭শ সংস্করণ অনুযায়ী 530. 092 এবং রামানুজনের 510.092। 92তে এই জীবনীগুলিকে স্থান দিতে

হলে, এদের বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে 925'3 এবং 925.।

এর পর ২০২ পৃষ্ঠায় লেখক মন্তব্য করেছেন, যে নিয়মে 923.2 রাজনীতিবিদদের জীবনী হয়, সেই নিয়ম অনুযায়ী 923.। পরিসংখ্যানীদের জীবনী হওয়া উচিত। কিন্তু ডিউইতে তা করা হয় নি। কারণ রাজনীতির রংগমঞ্চে যারা পুরোধা ডিউইর জীবনীর বিভাগে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে অগ্রাধিকার। তাই তারা স্থান পেয়েছে 923.1 এ। তাত্ত্বিকতাকে বিসর্জন দিয়ে ডিউইর ব্যবহার উপযোগিতা বাড়ানোর জন্যই এটা করা হয়েছিল। অবশ্য ১৭শ সংস্করণ অনুযায়ী রাজনীতিবিদ এবং পরিসংখ্যানীদের জীবনীর স্থান যথাক্রমে 320 এবং 310এর ঘরে।

ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকদের জীবনীর মূল বিভাগ 928। লেখক এ কথার উল্লেখ করেছেন ২০২ পৃষ্ঠার শেষে। ১৭শ সংস্করণে এরা চলে গেছেন যথাক্রমে 900 এবং ৪০০এর ঘরে। কাজেই তাদেরও মূল বিভাগ আলাদা হয়েছে।

"Deweyতে ইতিহাসের অন্যান্য বিষয়গুলিও ৯০০ এর ঘরে এমন বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে যে তার ফলে পাঠকদের বহু অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতে পারে। যথা Cultural History of India or History of civilisation of India-র নম্বর 901.954। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 934. Archeology of India 913.54"

Cultural History of India, History of civilisation of India, Archaeology of India এই তিনটি বিষয়েই বর্গসংখ্যা ১৭শ সংস্করণ অনুযায়ী 913.403- 03 আবার সময় বিভাগ অনুযায়ী বিভাজ্য। যেমন 913.4032-বৈদিক যুগের ভারতীয় কৃষ্টি সভ্যতা এবং প্রত্নতত্ত্ব। অবশ্য 647 খৃষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ের ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা এবং প্রত্নতত্ত্ব স্থান পায় 915. 403 তে।

"940-999 হ'ল Medieval and Modern History of Specifie places আবার এর period division করা হয়েছে যেমন ·1, ·2 ·3 ইত্যাদি। period divrsion-ই যখন করা হল তখন আবার প্রাচীন ইতিহাস ও Medieval and Modern History দুটি পৃথক পৃথক বিভাগ করার যুক্তিটা ঠিক বোঝা যায় না।"

পৃথিবীর বহু জায়গায় প্রাচীন ইতিহাস, ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বে এমন লোকেরও অভাব নেই যাঁরা প্রাচীন ইতিহাসে স্নাতকোত্তর উপাধি বা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। সেজন্যই ডিউইতে 930 বা প্রাচীন ইতিহাসের বিভাগটি রাখতে হয়েছে। এতে সুবিধে হচ্ছে এই—বিশ্বের সমগ্র দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বইগুলি পাশাপাশি আসছে। কোনও দেশের প্রাচীন ইতিহাসকে সময় বিভাগ দিয়ে নিশ্চয়ই দেখানো যায়। কিন্তু তাতে করে বিশ্বের সমস্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বইগুলি তাকে পাশাপাশি স্থান পায় না। এমন কি কোনও একটা দেশেরও প্রাচীন ইতিহাসের সমস্ত বই তাকে পাশাপাশি স্থান পাওয়ার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়।

"কোলন কিন্তু Archives, Archaeology, ও Inscriptions কে ইতিহাসের বিষয় হবে নম্বর দিয়েছেন v2 : 8, v2 : 71 এবং v2 : 72 (Indian)"

এখানে যে তিনটি কোলন বর্গসংখ্যা দেওয়া আছে তার তিনটিতেই ভুল আছে (ছাপার ভুলও হতে পারে)। ছোট হাতের v য়ের পরিবর্তে বড় হাতের V হবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই।

পৃষ্ঠা ১১৯

"League of Nations, united Nations ইত্যাদিগুলিও ইতিহাসের মধ্যে স্থান পায়নি। এদের স্থান 340 (Law) বিভাগে হয়েছে।"

History of League of Nations বা History of united Nations বুঝলাম ইতিহাসের বিষয়বস্তু। united Nations—its objectives and functions এই ধরণের কোনও বইও কি ইতিহাসের ঘরে স্থান পাবে ? লেখক United Nations' History-র কোলন বর্গসংখ্যা দিয়েছেন VIN4। এ নিয়ে আমি তর্ক করছি না। আমার জিজ্ঞাস্য History of United Nations areas অর্থাৎ united Nations-য়ের সভ্য যে দেশগুলি সেই দেশগুলির ইতিহাস যদি কোনও বইয়ের বিষয়বস্তু হয়, তবে সেই বইটির কোলন বর্গসংখ্যা কী হবে ?

United Nations য়ের সংগে আন্তর্জাতিক আইনের রয়েছে অতি নিকট সম্পর্ক। আন্তর্জাতিক আইনগুলি যাতে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক মান্য হয়, সেটা দেখা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেওয়া, সবই United Nations-য়ের আওতায় পড়ে। তাই আন্তর্জাতিক আইনের ঘরে United Nations য়ের স্থান একেবারে অযৌক্তিক, এমন কথা বলা চলে না।

"ডিউই অনুযায়ী Indian constitution এবং History of Indian Constitution এর নম্বর আলাদা। পড়লেও মূল বিভাগ একই থেকে যাবে।"

কোলনে যেন এ দুটির মূল বিভাগ আলাদা হচ্ছে! লেখক কিন্তু নিজেই এ দুটির জন্য V2 : 2 বর্গসংখ্যা দিয়েছেন। Indian Constitution এবং History of Indian Constitution যে এক জিনিষ নয়, আশা করি লেখক তা জানেন।

"History of Indian Constitution আবার ইচ্ছে করলে 954 দিতে পারেন।"

ডিউইতে এই নির্দেশটি কোথায় আছে লেখক জানালে বাধিত হব।

"রচনার উদ্দেশ্য ভেদে সংবিধান হয় রাজনীতি বিজ্ঞান নয় ইতিহাসের অঙ্গ; কিন্তু তা কি করে আইনের মধ্যে পড়ে তা বোঝা যায় না।"

এবার সংবিধানের সংজ্ঞা দেখা যাক "The fundamental principles of a nation, state or body politic that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people and that together constitute organic law of the land. [Webster's Seventh New Collegiate Dictionary, 1966. p 179]

উপরোক্ত সংজ্ঞাটি থেকে কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না যে আইনের ঘরে সংবিধান মোটেই বেমানান নয় ?

Indian constitutional law-য়ের কোলন বর্গসংখ্যা V2 : 2 : (X)। প্রবন্ধে আছে V2 : 2 : (z)। এটাও ছাপার ভুল হতে পারে।

"Constitutional History of India brought upto 1950" এর কোলন বর্গসংখ্যা লেখক দিয়েছেন— V2 : 2.N5 সবিনয়ে জানাই এ বর্গসংখ্যাটি......brought upto 1950s নির্দেশ করে।

এই বইখানি সম্বন্ধে লেখক বলেছিলেন "ডিউই অনুযায়ী এর নম্বর 342.54 ব্যতীত আর কিছু দেওয়া যায় না।" আমার তো মনে হয় 342. 5409 এ নম্বরটি অনায়াসেই দেওয়া যায়। লেখক একবার ডিউইর তালিকাটা খুলে মিলিয়ে দেখবেন কি ?

"Constitutional History of Commonwealth এর নম্বর ডিউই অনুযায়ী দিতে হবে 942"।

না, ১৭শ, সংস্করণ অনুসরণ করলে তা দিতে হবে না। দিতে হবে 342. 17124209 [342—Constitution, 171242—Commonwealth, 09—History]

"Constitution একবার দিতে হচ্ছে ৯০০ এর ঘরে আরেক বার 340 Lawয়ের ঘরে।"

১৭শ সংস্করণ তা কিন্তু করতে হচ্ছে না।

পৃষ্ঠা ২০০

"V2 : 1. N5 = Political History of India brought upto 1950"

"V2 : 11. N5 = Home Policy of India brought upto 1950"

"V2, 6 : 2. N5 = Constitution of local bodies in India brought upto 1950"

এখানেও সেই একই ভুল। উপরোক্ত বর্গসংখ্যা তিনটিই।...brought upto 1950s নির্দেশ করে, 1950 নয়।

"History of Muslim Countries এর কোনও নম্বর ডিউইতে নেই।"

১৭শ সংস্করণে আছে। বর্গসংখ্যাটি হল 909. 09767 "V41 : 71obQ41"

এ বর্গসংখ্যাটিও ভুল (ছাপার ভুল হয়ত) থেকে মুক্ত নয় বর্গসংখ্যাটির শুদ্ধরূপ হবে V41 : 710bQ41

পৃষ্ঠা ২০১

"British European Economic Policy V3 : 19.50bx" এ বর্গসংখ্যাটিতেও ভুল আছে। ছাপার ভুলও হতে পারে। ছোট হাতের x য়ের পরিবর্তে বড় হাতের x হবে।

"ডিউই পদ্ধতিতে British Europeon Foreign Policyর নম্বর 327. 4204টিও উক্ত বিষয়ের বইয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু বইটি ইতিহাস"

এখানে উক্ত বিষয় বলতে লেখক British European Economic Policy বুঝিয়েছেন। লেখক বলছেন বইটি ইতিহাস। এবার ইতিহাসের সংজ্ঞা দেখা যাক : (1) "a chronological record of significant events (as affecting a nation, institution) usu. including an explanation of their causes." (2) "A branch of knowledge

that records and explains Past events" [Webster's Seventh New collegiate Dictionary, 1966] উপরের সংজ্ঞা দুটি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অতীতের ঘটনাবলীই হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। Fifty years of British European Economic policy, কিংবা Post-war British European economic policy এই ধরণের যদি কোন বই হত, তাহলে নিশ্চয়ই বলা যেত বইটি ইতিহাসের। লেখকের উদাহরণে সময়ের কোন উল্লেখ নেই। বইটির বিষয়বস্তু অতীতের ঘটনাবলী, এমন কিছুও লেখকের উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় 'বইটি ইতিহাস' এরূপ মন্তব্য করা চলে কি? এমনও তো হতে পারে যে বইটি British European economic policyর উপর একটি আলোচনা; কিংবা এই economic Policyর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে মন্তব্য; কিংবা এই economic policyর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা। এবং এমতাবস্থায় বইটিকে কেউ যদি রাজনীতি বিজ্ঞানের ঘরে স্থান দেন, তাহলে সেটা ভুল হবে বলে মনে হয় না।

"ভারতের রাজনৈতিক পার্টিগুলির ইতিহাস ও ভারতের কংগ্রেস পার্টির ইতিহাস ডিউই অনুসারে একটি মাত্র নম্বরের অধীন; যেমন :—

329. 954 = History of Political Parties in India

329. 954 = History of Congress Party of India"

১৭ শ সংস্করণ অনুযায়ী এ দুটির বর্গসংখ্যা আলাদা। যথা: 329. 954 এবং 329. 954C1

[ডিউইতে] "Period Division এর ক্ষেত্রে একই নম্বর দ্বারা বিভিন্ন বিভাগে পৃথক পৃথক সময় ধরা হয়েছে যেমন :—

940—ইয়োরোপ	954—ভারত
·1 = 476 —1453	·1 = Early History of 1162
·2 = 1453—1914	·2 = 1162—1480
·3 = 1914—1918	·3 = 1480—1905

দেখা যাচ্ছে এখানে Cannon (sic) of Mnemonicsকে অথবা (sic) লঙ্ঘন করা হয়েছে"

এখানে ১৭শ সংস্করণের Editor's Introduction (P. 15) থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"2·51 The overall arrangement does not necessarily follow theoretical or logical concepts, nor did Dewey intend if to do so. DDC's aim was and is to provide a practical system for storage and rettieval of books"

তাহলেই দেখা যাচ্ছে তত্ত্বগত কিংবা তর্কশাস্ত্রীয় দিক থেকে বিচার করলে ডিউইতে অসংখ্য ত্রুটি পাওয়া যাবে। উপরের ত্রুটি সেই অসংখ্যেরই অন্যতম। ডিউইর ইতিহাসের ঘরে Canon of mnemonics কে অনুসরণ করা যেত না, এমন নয়। কিন্তু তাতে কাল্পিক্যাল্‌ বেড়ে যেত অনেক। কারণ ডিউইর ভিত্তি (base) ছোট। Indian history of British-

period (1774-1947) এর বর্গসংখ্যা ১৭শ সংস্করণ অনুযায়ী 954·03। কোলন অনুযায়ী বইটিকে সূক্ষ্মভাবে বর্গীত করলে বর্গসংখ্যা দাঁড়ায় V2, N47—>L74। দেখা যাচ্ছে কোলনের ভিত্তি ডিউইর চেয়ে অনেক বড় হওয়া সত্বেও বইটিকে সূক্ষ্মভাবে বর্গীত করতে ১০টি type-writing spaceএর দরকার। ডিউইতে দরকার পড়েছে মাত্র ৬টির। Canon of mnemonics কে বিসর্জন দিয়ে এখানে এই সুবিধা পাওয়া গেছে। কাজেই Canon of mnemonics কে ডিউইতে অযথা লঙ্ঘন করা হয়েছে এরূপ মন্তব্য করা চলে না।

"সাধারণভাবে পৃথিবী ৬টি মহাদেশে বিভক্ত; এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর অ্যামেরিকা ও দক্ষিণ অ্যামেরিকা।"

লেখক এই অপূর্ব তথ্য কোত্থেকে পেলেন। লেখকের অবগতির জন্য জানাই পৃথিবীতে মহাদেশ ৭টি। অ্যান্টার্কটিকাও একটি মহাদেশ, যার আয়তন অষ্ট্রেলিয়ার আয়তনের প্রায় দ্বিগুণ। যেহেতু কোলনে অ্যান্টার্কটিকার বর্গসংখ্যা নেই, অমনি লেখক ধরে নিয়েছেন পৃথিবীতে মহাদেশ ৬টি। মজা মন্দ নয়।

"কোলনে কিন্তু এভাবে কোন মহাদেশ বাদ পড়ে নি।" লেখক কি বলতে চান অ্যান্টার্কটিকাও বাদ পড়ে নি! এখানে উল্লেখ করতে চাই ডিউইর তালিকায় পৃথিবীর ৭টি মহাদেশই স্থান পেয়েছে। মহাদেশ এবং তাদের বর্গসংখ্যাগুলি হল :—

ইউরোপ—4   উত্তর অ্যামেরিকা—7
এশিয়া—5   দক্ষিণ অ্যামেরিকা—8
আফ্রিকা—6   অস্ট্রেলিয়া—94
অ্যান্টার্কটিকা—99

পৃষ্ঠা ২০২

"911·3 = Geography of Ancient world আবার
—911·4—911·7 = Historical geography of modern—places"

১৭শ সংস্করণে 913 হচ্ছে Geography of ancient World এবং 911 হচ্ছে Historical Geography যা area notation 1—9 এর মত বিভাজ্য।

"Atlas ও Maps ডিউইতে কেবলমাত্র ভূগোলের বিষয়বস্তু বলেই ধরা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের Atlas ও Maps ও তো হয় যেমন ইতিহাস; জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক।"

১৭ শ সংস্করণে বিভিন্ন বিষয়ের atlases, maps, charts, plans ইত্যাদির জন্য 912. 1001 – 912. 1899 এই বর্গসংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। যা 001—899 এর মত বিভাজ্য। ফলে জীব-বিজ্ঞানবিষয়ক এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক অ্যাটলাস, মানচিত্র ইত্যাদির বর্গসংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে 912. 157, 912. 158।

Maps, atlases প্রভৃতি প্রকাশনগুলি সাধারণত বড় সাইজের হয়ে থাকে এবং গ্রন্থাগারে তাদের জন্য আলাদা একটি জায়গায় বন্দোবস্ত করতে হয়। কারণ সাধারণ আয়তনের

তাদেরকে স্থান দেওয়া যায় না। তখন দেখা যায় maps, atlases ইত্যাদিকে বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে বর্গীকৃত করলেও শেষ পর্যন্ত তারা একই জায়গায় এসে জমা হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই ডিউইতে maps, atlases ইত্যাদি ধরণের প্রকাশনের জন্য কোন standard sub-division য়ের বন্দোবস্ত রাখা হয় নি।

"এ ছাড়াও Indian coins or seal খুঁজতে হলে Dewey অনুযায়ী যেতে হবে 700 Fine Arts য়ের ঘরে এটি কিন্তু ইতিহাসের বিষয়বস্তু।"

Indian coins বা seal হলেই তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে যাবে, এরূপ অপূর্ব সিদ্ধান্তে লেখক কি করে উপনীত হলেন জানতে ইচ্ছে হয়। লেখকের অবগতির জন্য জানাতে চাই conis কে কোলনেও কেবল ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয় নি। ডিউইতে Fine Arts য়ে coins স্থান পেয়েছে। কোলনেও তা পেয়েছে। লেখককে কোলনের N D (sculpture) য়ের তালিকাটা একটু ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিতে বলি।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে Coins বা seal য়ের উপরে বই লেখা হতে পারে। ললিত কলার দৃষ্টিকোণ, থেকে এর উপর বই লেখা হলে, তা কি কোলন, কি ডিউই, উভয় পদ্ধতিতেই ললিত কলা (Fine Arts) এর ঘরের স্থান পাবে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপর বই লেখা হলে, উভয় পদ্ধতিতেই তা অর্থনীতির ঘরে স্থান পাবে। আবার প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপর বই লেখা হলে, তা উভয় পদ্ধতিতেই প্রত্নতত্ত্বের ঘরেই স্থান পাবে। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোলনের বর্গীকরণ যত সূক্ষ্ম হবে, ডিউইর তা হবে না।

পৃষ্ঠা ২০৩

"সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডিউই পদ্ধতিতে কোলন পদ্ধতির মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্গীকরণ করা সম্ভবপর নয়।"

লেখকের এই উক্তি পুরোপুরি সত্য নয়। লেখক যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন, আমরা দেখেছি তার অনেকগুলি ১৭শ সংস্করণের সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে বর্গীকৃত করা যায়, আবার অনেক গুলো করা যায় না। যেমন : Home policy of India brought upto 1950's Contitution of local bodies in India brought upto 1950's ; Buddhist orchaeology of China ; Functions of the executives of the United Nations brought upto 1950's ; British European economic policy ইত্যাদি। এর উল্টোদিকও আছে। অর্থাৎ এমন বহু সরল বিষয় আছে, যা ডিউইর সাহায্যে খুব সূক্ষ্মভাবে বর্গীকৃত করা যায়, কিন্তু কোলনের সাহায্যে তা পারা যায় না। উদাহরণস্বরূপ আমি কেবলমাত্র জ্যোতিবিজ্ঞানের কয়েকটি সরল বিষয়ের উল্লেখ করবো, যা ডিউইর ১৬শ সংস্করণ যা নাকি কোলনের ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হবার দুই বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে, তার সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে বর্গীকরণ করা চলে, কিন্তু কোলনের (৬ষ্ঠ সং) সাহায্যে তা পারা যায় না। উদাঃ

Sunspot—593.74

Variable stars—523.844

Intrinsic Variables—523.8442
Cepheids—523.844 25
Novae—523.844 6
Open clusters—523.852

"অনেকের ধারণা কোলন পদ্ধতি দুর্বোধ্য ও জটিল"

এ কথার মধ্য দিয়ে লেখক তো মনে হয় এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি কোলনজ্ঞ এবং তাঁর কাছে কোলন পদ্ধতি সহজবোধ্য এবং সরল। দুঃখের বিষয় লেখক তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে এ কথাটির কোনও প্রমাণ দিতে পারেন নি। কোলন পদ্ধতি তাঁর কাছে যদি সরলই মনে হয়ে থাকে, তবে তিনি তাঁর প্রবন্ধের উদাহরণগুলো নিজের থেকে না দিয়ে Colon classification বইটি থেকে টুকতে গেলেন কেন? এবং সেটা টুকতে গিয়েও তো ভুল করেছেন... brought up to 1950's এর জায়গায় টুকেছেন... brought upto 1950।

পরিশেষে শুধু এটুকু মন্তব্য রেখেই আমার এই নাতিদীর্ঘ আলোচনার উপর যতি টানতে চাই। একটি পদ্ধতিতে যা আছে তাই ভালো, তাই ঠিক, এ জগতে তাই একমাত্র সত্য, এ ধরণের মনোভাব নিয়ে, আত্মপ্রসাদ হয়ত লাভ করা যায়, কিন্তু তা পদ্ধতিটিকে ত্রুটিহীনতার উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উন্নীত করতে সহায়তা করে না।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিবরণ

গ্রন্থাগার পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা থেকে নিয়মিত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির খবরাখবর প্রকাশ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এজন্য পত্রিকার গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে অনুরোধ, নতুন কারো গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিয়োগ বা পদোন্নতির খবর গ্রন্থাগারে প্রকাশের জন্য আমাদের কাছে সময়মত পাঠান। বিবরণ পাঠানোর সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন্ পদ থেকে বর্তমান পদে এলেন সেটি উল্লেখ করবেন।

গ্রন্থাগার বৃত্তি থেকে অবসর নিলে বা এই বৃত্তি পরিত্যাগ করে অন্য বৃত্তিতে গেলে তারও বিবরণ পাঠাবেন। অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তি কোন্ পদে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে এসেছিলেন এবং সর্বশেষ কোন্ পদে কাজ করে অবসর নিয়েছেন, তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এই বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

পরিষদ ভবন
১০ আগষ্ট, ১৯৭৩

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, গ্রন্থাগার

"জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২" সম্পর্কে জনসভা

সম্প্রতি সংসদে আনীত "জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২" সম্পর্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হলো গত ৪ ঠা জুন তারিখে। ভারতসভা হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সর্বভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীসুধাংশু বসু এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ।

প্রথম বক্তা শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২ এর পরিপ্রেক্ষিত এবং সে সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনুরাগী জনসাধারণের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন যে এসত্য অস্বীকার করে লাভ নেই যে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে গ্রন্থাগারটির যে উন্নতি হয়েছে তা' আশানুরূপ নয় এবং পাঠকদের আদর্শ সেবার ব্যবস্থা করা যায়নি; এর জন্য যে কারণগুলি দায়ী সেগুলি দূর করে একটু মনযোগ দিলেই এটিকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা যেত। দুঃখজনক এই যে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, অথচ জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে UNESCO-এর উদ্যোগে দুটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে সুস্পষ্ট সুপারিশ রাখা হয়েছে—এগুলি আমাদের পক্ষে খুবই সহায়ক। সরকারও দুটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, যাঁরা তাঁদের প্রতিবেদনও পেশ করেছিলেন; অথচ হঠাৎ যে বিল আনা হয়েছে, সেটাতে এই সমস্যাগুলির কোন প্রতিফলন নেই, চেষ্টা করা হয়েছে জোড়াতালি দিয়ে সমস্যার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার! ফলে অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হবে। কারণ হিসাবে তিনি বলেন যে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান হলে গ্রন্থাগারের 'জাতীয়' চরিত্র, তার মর্যাদা এবং কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে; Delivery of Books Act অনুযায়ী বই পাওয়া অনিশ্চিত হবে, কারণ সরকারী বাধ্যবাধকতা থাকবে না; মনীষীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, যা কিনা এই গ্রন্থাগারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ, পরবর্তী সময়ে আর পাওয়া যাবেনা কারণ সরকারী তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা সম্পর্কে দাতাদের মনে সংশয় আসতে পারে। তিনি 'ঝা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই বিল আনা হয়েছে' এই মর্মে সরকারী বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন যে এটা সত্য নয়। এছাড়া তিনি বোর্ড গঠন এবং তার কাজ সম্পর্কে বিলের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন যে এই বোর্ডের ১০ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জনই সরকারী প্রতিনিধি, ফলতঃ স্বয়ংশাসনের নামে সরকারী কর্তৃত্ব ঠিকই থাকবে অথচ দায়িত্ব থাকবে না এবং কাজকর্মের অবনতি ঘটবে। তিনি বলেন, 'সদিচ্ছা' নিয়ে কোন কাজ করলে বোর্ড বা তার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না বলে বিলে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা অত্যন্ত মারাত্মক এবং আপত্তিকর; কারণ তাহলে জাতীয় গ্রন্থাগার লাগামছাড়া দুর্নীতির ক্ষেত্রে পর্যবসিত হবে। তিনি তাই সরকারকে এই তাড়িঘড়ি আনা বিল প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান।

বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগার জাতীয় সম্পত্তি। জাতীয় গ্রন্থাগার সরকারী পরিচালনা থেকে স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে অর্পণের মাধ্যমে সরকার জাতীয় কৃষ্টিকে রক্ষার দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছেন, এ প্রচেষ্টা নিন্দনীয়। তিনি বলেন, ঝা কমিটির রিপোর্ট চেপে রাখা হয়েছে, কারণ সরকার মুখে বলছেন যে ওই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিল আনা হয়েছে অথচ কার্যতঃ যে সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করে তার অপনোদনের সুপারিশ করা হয়েছিল, সেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

এরপর সভাপতি মহাশয় অনুপস্থিত সাংবাদিক এবং আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ-এর সম্পাদক **শ্রীঅশোককুমার সরকার** মহাশয়ের লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। শ্রীসরকারের বক্তব্য, "জাতীয় গ্রন্থাগার বিল ১৯৭২ একটি জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বিলটি বিশ্লেষণ করলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কেন্দ্রীয় সরকার সুকৌশলে তার প্রত্যক্ষ দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছেন। বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারটিকে যদি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয় তাহলে কালক্রমে সর্বভারতীয় মর্যাদা হারিয়ে এটি একটি প্রাদেশিক গ্রন্থাগারে পরিণত হবে।"

পরবর্তী বক্তা প্রখ্যাত নাট্যকার **শ্রীউৎপল দত্ত** বলেন যে দিল্লীর সরকার যে তুঘলকী বিল এনেছেন সেটা অত্যন্ত আকস্মিক এবং অপ্রয়োজনীয়। ওঁদের আসল উদ্দেশ্য জাতীয় গ্রন্থাগারকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। দিল্লীতে হয়তো সুরম্য অট্টালিকা এবং শীততাপনিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত পাঠকক্ষ তৈরী হবে, কিন্তু একটা গ্রন্থাগারের মূল যে চালিকাশক্তি— পাঠক, তা সেখানে থাকবে না। দিল্লীতে অবস্থিত জাতীয় মহাফেজখানায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে পড়তে যান বেশীর ভাগ কলকাতার গবেষক; জাতীয় গ্রন্থাগারেরও সেই দশা হবে। তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অবিচ্ছিন্ন এক বঞ্চনার চক্রান্তের অঙ্গ বলে বর্ণনা করে বলেন যে চা-পাট-ইস্পাত-কয়লা-তুলো ইত্যাদি মারফৎ দেশের শতকরা ৭০ ভাগ সম্পদ পূর্বাঞ্চল থেকে আহরণ করে পশ্চিমাঞ্চলে পাচার করা হয় এই অঞ্চলের দাবী এবং প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে; উদ্দেশ্য—পূর্বাঞ্চলকে বঞ্চিত করা, তার বিকাশের সুযোগ খর্ব করা। তিনি বলেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শিক্ষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে যেটুকু সুযোগ দিয়েছিল, দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার সেটুকুও দিতে চায় না—এই জাতীয় গ্রন্থাগার বিল তাই প্রমাণ করে। তাই এই সভায় দাবী উঠুক, জাতীয় গ্রন্থাগার বিল ছিঁড়ে ফেল!

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যক্ষ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগারের সরকারী ছাপ থাকবার ফলেই D. B. Act অনুযায়ী ভারতে প্রকাশিত বইয়ের প্রায় ৭০% এখানে আসে এবং বিদেশের গ্রন্থাগারের সঙ্গে লেনদেনের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তিনি বলেন, যদি কোন সরকার বলেন যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় কোন প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তবে তো সে সরকারের থাকাই উচিত নয়। আমলাতন্ত্রের হাতে জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে সরকার যদি সত্যিই এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি চাইতেন, তাহলে দায়িত্ব দিতেন শিক্ষাবিদের হাতে; আসলে এই বিলটি একটি গোঁজামিলের অপচেষ্টা। সরকারী সংস্থার চেয়ে স্বয়ংশাসন ভালো এটা এখনও প্রমাণিত হয়নি বলে মত প্রকাশ করে তিনি কর্পোরেশন ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেন এবং প্রশ্ন করেন যখন সর্বত্র রাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে উন্নতির জন্য, তখন সরকারী

আওতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের মত প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে যাওয়ার দোহাই দিয়ে কি এই নীতিরই দুর্বলতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না? জাতীয় গ্রন্থাগারকে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হবে এরূপ আশঙ্কার উল্লেখ করে তিনি বলেন, অবস্থাদৃষ্টে এই আশঙ্কা মনে আসছে, কিন্তু দিল্লীতে অবস্থিত নয় বলে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা নষ্ট করার মানসিকতা 'জাতীয় সংহতি' নামক শব্দটির সহায়ক নয়। পশ্চিমবঙ্গে এখনও লেখাপড়ার মানসিকতা আছে, সেখানকার প্রতিষ্ঠানকে মর্যাদাচ্যুত করবার যে কোন প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করতে হবে, এই মন্তব্য করে তিনি বলেন এই বিল বাতিল করে দেওয়া উচিত।

পরপর্তী বক্তা ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু। তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে পূর্বতন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর, এই প্রতিষ্ঠানকে সরকারের গর্ব বলে উল্লেখ করেছিলেন। ইদানীং হয়তো কিছু অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু অসুবিধাগুলি দূর করতে হবে—প্রতিষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ করে নয়। একজন বাঙালী সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে আমরা তিক্ত, বিরক্ত হয়ে গেছি, কারণ সরকার সপত্নীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আছেন; বাংলাসাহিত্য সরকারী সাহায্য পায়না অথচ অন্যান্য ভাষার জন্য ঢালাও টাকার বন্দোবস্ত আছে। তিনি বলেন, বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা তাঁদের নিজের ক'লমের জোরে লড়ে চলেছেন। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উদাহরণস্বরূপ তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমির উল্লেখ করে বলেন যে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হচ্ছে। তিনি বলেন যে এটা ক্ষোভের কথা যখন সরকার গম, ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন শিল্প ইত্যাদি রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিচ্ছেন, তখন জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ত্যাগ করতে চাচ্ছেন! তিনি সরকারের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন বহু মনীষীর দানসমৃদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানের কোনরকমের ক্ষতিই বাঙালী বুদ্ধিজীবী সহ্য করবে না। তিনি এই বিল প্রত্যাহার করার দাবী জানিয়ে বলেন প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য অনুদান বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বলেন এটা আশ্চর্যজনক যে প্রস্তাবিত বিলে পাঠকদের সম্পর্কে, কর্মচারীদের সম্পর্কে বা গ্রন্থাগারের কাজকর্ম সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই; বিলটি পড়লেই বোঝা যায় যে সমস্তটাই আমলাতান্ত্রিক এবং ঝা কমিটির সুপারিশ নামক একটা মিথ্যাকে অবলম্বন করে সরকার তার দায়িত্ব সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কলকাতায় আগত সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে তাঁরা যেন আজ দেখে যান যে কলকাতা শহরের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, লেখক-সাহিত্যিক-শিক্ষক-সাংবাদিক-কর্মচারী এই বিলের তীব্র বিরোধী। এই প্রসঙ্গে আকাশবাণী সম্পর্কে চন্দ কমিটির সুপারিশের উল্লেখ করে বলেন দুটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সিদ্ধান্ত আপাতবিরোধী এবং পুরোপুরি স্বার্থপরতার ফল। তিনি বলেন, শিক্ষা-সংস্কৃতির ধার এই সরকার ধারেন না; সারা দেশব্যাপী যে আমলাতান্ত্রিক শাসন চলছে, এই বিলে তার প্রতিফলন ঘটেছে—গ্রন্থাগারের মূল চালিকাশক্তি যে পাঠক তারাই এখানে অনুপস্থিত, ভিড় করে আছে Director, Board ইত্যাদির কথা। তাই, যাঁরা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে আছেন, যাঁরা জ্ঞানবিজ্ঞানকে ভালবাসেন, তাঁরা সর্বান্তঃকরণে এই বিলের বিরোধী।

সভার প্রধান অতিথি সাংবাদিক শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ বলেন, আমরা যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তারা autonomy-কে স্বাগত জানাই। কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনি তেমন উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে বলে মনে করেন না। তবে নামকরণ এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বিরোধিতা করে বলেন যে প্রস্তাবিত বোর্ডে শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত ছিল। তাঁর বক্তব্য সরকারের হাতে থাকুক বা স্বয়ংশাসিতই হোক, গ্রন্থাগারের জন্য আরও অনেক বেশী অনুদান দিয়ে এর উন্নতিসাধন করতে হবে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে সংসদের যে সিলেক্ট কমিটি কলকাতায় সাক্ষ্য নিতে এসেছেন, তাঁরা যদি এখানকার বুদ্ধিজীবীদের মতামতই না শোনেন, তাহলে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য পূরণ হবে কিভাবে তিনি বুঝতে পারছেন না।

সাহিত্যিক শ্রীগোপাল হালদার কলকাতার পড়াশুনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠ জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে আনীত বিলের বিরোধিতা করে বলেন যে গ্রন্থাগারের পদগুলিকে ঢাকা দেওয়া এবং সেগুলিকে বৃদ্ধি করাই এই বিলের উদ্দেশ্য; এর পিছনে কোন গভীর চিন্তা বা বিবেচনা নেই—বা, কমিটির দোহাই দিয়ে কতকগুলি বাজে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিটি বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় হওয়া উচিত। তিনি বলেন ১৯১১ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কলকাতার রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তাকে দুর্বল করবার জন্য রাজধানী স্থানান্তর করেছিল দিল্লীতে, আর আজ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রচেষ্টা চলছে কলকাতার শিক্ষা এবং চিন্তার জগতকে খর্ব করবার—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী কেন্দ্রকে সরিয়ে নিয়ে যাবার, তার মর্যাদা নষ্ট করবার; এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে জানিনা কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা কি করছেন কিন্তু প্রয়োজন হলে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সভাপতির ভাষণে শ্রীসুধাংশু বসু বলেন যে প্রস্তাবিত বিল অবান্তর, এর কোন প্রয়োজন নেই—এটা বাতিল করা হোক। জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নতি করবার সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে অথচ অত্যন্ত লজ্জার কথা বিলে কোথাও গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ নেই। কোন চিন্তা ব্যতিরেকে এই ধরণের জোড়াতালি দেওয়া জিনিষ কি করে সংসদে পেশ করা হ'ল বোঝা দুষ্কর। তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে এই প্রতিষ্ঠানকে গলা টিপে খতম করে একে স্থানান্তরের চক্রান্ত আছে, নাহলে প্রতিষ্ঠানটি কলকাতাতেই থাকবে এটা বড় গলা করে বলবার দরকার কি ছিল? তাছাড়া ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার বিরুদ্ধে এই অপচেষ্টা অত্যন্ত আপত্তিকর। তিনি বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতায় থাকবে—আইন হলেও থাকবে, না হলেও থাকবে; বাঙালী বুদ্ধিজীবী তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে একে আগলাবেন—কারণ তাঁদেরই রক্তের ফসল একে সমৃদ্ধ করেছে, শুধু সরকারী টাকার বই জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্পদ নয়, বহু মনীষীর সযত্নসঞ্চিত সম্পদ এখানে তাঁরা গচ্ছিত রেখেছেন। তিনি বলেন সরকার যে আদৌ এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আগ্রহী নন সেটা প্রমাণ হয় গত কয়েক বছর ধরে ক্রমবর্ধমান পুস্তকমূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় গ্রন্থাগারের অনুদানের অঙ্ক থেকে। প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে তিনি বলেন যে এটার একমাত্র উদ্দেশ্য আমলাদের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন যে কেন্দ্র কোন্

দিনই আমাদের মনজরে দেখে নি, এখনও দেখে না—আমরা অবহেলিত। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাঁদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের, শিক্ষকদের এই প্রতিবাদের সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দিন। কর্মীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কোন এক বক্তার বক্তব্যকে অস্বীকার করে তিনি বলেন যে তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা বলে কিছুই থাকবেনা, এক কলমের খোঁচায় তা' নাকচ করে দেওয়া যাবে এবং তাঁদের লড়াই করবার সংবিধানস্বীকৃত অধিকার (৩১১ ধারাবলে) প্রয়োগ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হবেন। তিনি বলেন, আমরা মনে করি এই বিল অবাঞ্ছিত, এর প্রত্যাহার চাই।

এরপর সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভার বিবেচনার জন্য পেশ করেন এবং তা' সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

॥ গৃহীত প্রস্তাব ॥

"এই জনসভা বিশ্বাস করে যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্পদের সংগ্রাহক ও সংরক্ষক জাতীয় গ্রন্থাগারের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু কার্যকারিতা, পর্যাপ্ত বিকাশ এবং ভবিষ্যত উন্নতির স্বার্থে গ্রন্থাগারটি কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি পরিচালনাধীনে থাকা প্রয়োজন।

এই সভার মতে সম্প্রতি সংসদে আনীত জাতীয় গ্রন্থাগার বিল জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান সমস্যাবলী নিরসনের পরিবর্তে এমন একটি পরিচালনব্যবস্থার সুপারিশ করেছে, যার ফলে অগণিত সাংগঠনিক, ব্যবহারিক ও পরিচালনগত সমস্যার সৃষ্টি করবে এবং অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটাবে।

এই জনসভা, তাই, গ্রন্থাগারের পরিচালনব্যবস্থা স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে হস্তান্তরের সুপারিশ করে যে জাতীয় গ্রন্থাগার বিল আনা হয়েছে, অবিলম্বে তার প্রত্যাহার দাবী করে এবং বর্তমান দোষত্রুটি ও অব্যবস্থা দূর করে জাতীয় গ্রন্থাগারব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃত্বের উপযুক্ত করে প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে ভারত সরকারের প্রতি অনুরোধ জানায়।"

এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট বক্তা ও বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক: অজয় ঘোষ

পরিষদ কথা

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

(১) গত ২৫ শে জুন, ১৯৭৩-এ কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায়। মোট ১৩ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

(ক) সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁদের সম্মেলনে আলোচনার জন্য বেতনক্রমের ভিত্তিতে চাঁদার হার বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করেছেন, সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, যথাযথ স্থানে পত্র প্রেরণ করা হোক।

[পরিষদের পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই মর্মে ইতিমধ্যে প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।]

(খ) স্পনসর্ড ও বেসরকারী কলেজ সমূহের সমস্যা ও গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও পদ-মর্যাদা আলোচনার জন্য কনভেশন।

কনভেনশন করার বিষয়টি নীতিগত ভাবে অনুমোদন করা হোল। এই সম্পর্কে বিস্তৃত কর্মসূচী ও দিন স্থির করার জন্য বেতন ও পদমর্যাদা এবং সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হোল।

[এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত ২৬শে আগস্ট, ১৯৭৩ বেলা দুটোয় পরিষদ-ভবনে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের কলেজ-গ্রন্থাগারের সমস্যাসমূহ আলোচনা করার জন্য উপরোক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।]

(গ) পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির দাবীতে যুক্ত আন্দোলন।

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে স্থির হয় যে, পরিষদের কর্মসচিব একটি নির্দিষ্ট দিনে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদকও তাঁদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের সংগে মিলিত হয়ে যুক্ত আন্দো-লনের কর্মসূচী স্থির করবেন। এই সভায় উপস্থিত থাকবার জন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

[গত ২২,৭,৭৩ তারিখে পরিষদ ভবনে পরিষদের কর্মসচিব পঃ বঃ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের সংগে এক সভায় মিলিত হন। কর্মসচিব ছাড়াও পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির কয়েকজন সদস্যও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যুক্ত আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়ে এই সভায় উপরোক্ত দুটি সংস্থার সদস্যদের নিয়ে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে। সভায় স্থির হয় যে, ইয়াস্‌লিক (IASLIC) এবং জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী-পরিষদ (NLEA) কেও এই আন্দোলনে সামিল হবার জন্য আহ্বান জানানো হবে।]

(ঘ) কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক, পরিচালনগত প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে ইতিপূর্বে সরকারও কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান-এর কাছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যে স্মারক-লিপি পেশ করা হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে আন্দোলনের যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়ন করে, তাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হবে।

(২) শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে গত ৫ই জুলাই, ১৯৭৩ পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ১৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—

(ক) জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্লাস অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

(খ) গ্রন্থাগার ও প্রকাশন সমিতির সম্পাদক 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা মুদ্রণের ব্যয়বৃদ্ধির বিষয়টি এবং ঐ সমিতির সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। বিস্তৃত আলোচনার পর স্থির হয় যে, ফর্মাপ্রতি পাঁচ টাকা পর্যন্ত ব্যয়বৃদ্ধি অনুমোদন করা হোল এবং একুশ শতকপি পর্যন্ত এই বরাদ্দ বহাল থাকবে।

(গ) পরিষদের বেতনভুক কর্মি-নিয়োগ প্রসংগে সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ পর্যন্ত দুজন আংশিক সময়ের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হবে।

(ঘ) সহকারী গ্রন্থাগারিকের নিয়োগ সম্পর্কে স্থির হয় যে, এই পদের জন্য যথাযথ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।

(ঙ) ঘাটাল (জিলা মেদিনীপুর) এ সাধারণ গ্রন্থাগার চালু করা সম্পর্কে অনুষ্ঠিতব্য সভায় যোগ দেবার জন্য পরিষদকে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেই সভায় পরিষদের পক্ষ থেকে দুজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

[উল্লেখ্য যে, পরিষদের পক্ষ থেকে সর্বশ্রী চঞ্চল কুমার সেন এবং তুষারকান্তি সান্যাল উপরোক্ত সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।]

গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবীতে যুক্ত আন্দোলন

(১) গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবীতে যুক্ত আন্দোলন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কার্যনির্বাহক সভায়। আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য পরিষদ ভবনে উপরোক্ত দুটি সংস্থার এক সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২২ জুলাই, ১৯৭৩।

এই আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়:—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সর্বশ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, তুষারকান্তি সান্যাল, সুখেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সাহা।

পশ্চিমবঙ্গ প্রভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

সর্বশ্রী সত্যব্রত সেন, অনঙ্গ ভট্টাচার্য, অনিল দত্ত, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন রায়।

সভায় আরও স্থির হয় যে, ইয়াস্‌লিক (IASLIC) এবং জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি (NLEA) কে এই আন্দোলনে সামিল হবার জন্য আহ্বান জানানো হবে।

(২) পরিষদ ভবনে গত ৩০,৭,৭৩ তারিখে ষ্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন রায়, অনঙ্গ ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ সাহা, সুখেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, সত্যব্রত সেন, তুষার সান্যাল।

সভায় আন্দোলনের রূপরেখা সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সঙ্কলক : তুষারকান্তি সান্যাল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

॥ কলেজ গ্রন্থাগারের তথ্য সম্পর্কে জরুরী ঘোষণা ॥

কলেজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যাঁরা এখনও কলেজ গ্রন্থাগারের তথ্য সম্পর্কিত "প্রশ্নাবলী" পরিষদ দপ্তরে পাঠাতে পারেন নি, কলেজ-গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার আন্দোলন সংগঠিত করার স্বার্থে সেগুলি সত্বর পরিষদ দপ্তরে পাঠিয়ে দিন।

পরিষদ ভবন
৫।৯।৭৩

তুষার সান্যাল
॥ যুগ্ম কর্মসচিব ॥

বার্তা বিচিত্রা

গ্রন্থ : গ্রন্থাগার :: গ্রন্থকার : গ্রন্থাগারিক

নরসিংহদাস পুরস্কার

১৯৭১-এর নরসিংহদাস পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীনারায়ণ সান্যাল। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ এই দু বছরে নির্বাচন সমিতির বিবেচনায় বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা হিসাবে শ্রীসান্যালের 'কলিকদের কেউল' গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হওয়ায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল থেকে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

রুশ ভাষায় বাঙলাদেশের কাব্যগ্রন্থ

কিছুদিনের মধ্যেই মস্কো থেকে বাংলাদেশের কবিদের একটি কাব্য সংকলন বেরোবে। এই গ্রন্থে যাঁদের লেখা আছে তাঁরা হলেন হাসান হাফিজুর রহমান, জসীমউদ্দিন, শামসুর রহমান ইত্যাদি। রিম্মা কাজাকোভা এবং ইয়েভগেনি দলমাতোভস্কি নামে রাশিয়ার দুজন কবি এসব কবিতার অনুবাদ করেছেন।

ফরাসী ভাষায় বঙ্কিম-গ্রন্থের অনুবাদ

সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদক বিশ্বভারতীর ফরাসীভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীনন্দদুলাল দে। প্রকাশ করেছেন 'ইউনেসকো'। কিছুকাল আগে ইউনেসকো থেকে বিভূতিভূষণের, 'পথের পাঁচালীর' ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

জীবন্ত গ্রন্থাগার

হিন্দুস্থান টাইমস্-এর খবরে প্রকাশ যে যেসব শিশুরা কিছুদিনের জন্য জন্তু পুষতে চায়, তারা লস এঞ্জেলিস রোজমুর গ্রন্থাগারে (ক্যালিফোর্ণিয়া) থেকে তা পেতে পারে। কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের কার্ড থাকলেই এই গ্রন্থাগারের শিশু সভ্য-সভ্যারা তাদের পছন্দমত খরগোস, গিনিপিগ, গিরগিটি, হ্যামস্টার, কচ্ছপ ধার পেতে পারে।

এই গ্রন্থাগারে সবশুদ্ধ ২০ রকম জন্তু আছে যেগুলি ছোট ছোট খাঁচায় রাখা আছে ধার দেবার জন্য। ওয়েটিং লিস্টএ ২৬ জনের নাম আছে ঐ তারিখ পর্যন্ত শুধু মাত্র নাদুস নুদুস খরগোসের জন্য। প্রায় সবসময়ই জন্তুগুলি কারো না কারো বাড়িতে থাকে। গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীমতী কার্নস গড বসন্তে ঠিক করেন যে গ্রীষ্মে জন্তু ধার দেওয়া হবে। মিস্ আইভোরাই যাঁর জন্তু ধার দেয়ার একটা 'গ্রন্থাগার' আছে—তাঁর কাছ থেকে শ্রীমতী কার্নস প্রেরণা পান। পেনসিলভানিয়ার অন্যান্য রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি স্কুলের জন্তুগুলি গ্রীষ্মে গ্রন্থাগারে রাখার অনুমতি পান।

প্রাক-বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পছন্দমত বেছে নিতে এবং সেগুলি গ্রন্থাগারের খাঁচায় করে বাড়িতে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়।

যেগুলি তারা পুষতে চায় সেগুলি বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রতিটি ধার দেওয়া জন্তুর সঙ্গে এক সপ্তাহের খাবারও বিনামূল্যে দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারের বন্ধুরা এই খাবার দান করেন।

যতদূর দেখা গেছে এই ব্যবস্থা খুবই কার্যকর হয়েছে। শ্রীমতী কার্ণস বলেন যে যদিও তাদের কিছু সমস্যা এ বিষয়ে আছে, তবুও সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সব শিশুদের দেবার মত জন্তুর অভাব।

সংকলন : মিনতি চক্রবর্তী ও অরুণ রায়

ডি, আর, টি, সি সেমিনার (১১) এবং ডঃ এস, আর রঙ্গনাথন স্মারক বক্তৃতামালা (২)

বাঙ্গালোরের ডকুমেন্টেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার (DRTC) কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে আগামী ১১-১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ একাদশ বার্ষিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে, ডি, আর, টি, সি, বাঙ্গালোরে। আলোচ্য বিষয়: গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থার পরিকল্পনা। আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত প্রবন্ধ মোটামুটি ৩,৫০০ শব্দের বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধ পাঠাতে ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মী, ডকুমেণ্টালিষ্ট বা গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের শিক্ষকগণকে ডি, আর, টি, সিতে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ আগামী ৫ নভেম্বর, ১৯৭৩ তারিখের মধ্যে অবশ্যই পৌছান দরকার।

ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন স্মারক বক্তৃতা সম্পর্কে পরে বিস্তারিত জানান হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

এস সীতারাম, আহ্বায়ক
ডি, আর, টি, সি,
১১২, ক্রস রোড ১১
মল্লেশ্বরম, বাঙ্গালোর ৫৬০০০৩।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতি

গত ২২ জুলাই '৭৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কার্যকরী সমিতির এক দীর্ঘ বৈঠকে বিভিন্ন সমস্যার উপরে আলোচনা হয়-এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত দু'টি গৃহীত হয়।—

(১) সমিতির কুচবিহার শাখার পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীমনোরঞ্জন দে বলেন তাঁরা সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবার বিষয় সম্পর্কে আইনের বিচার প্রার্থনা করতে চান। তিনি সকলের কাছে বিশেষ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যদের কাছে ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে অর্থ ইত্যাদি ব্যাপারে সহায়তা কামনা করেন।

বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণ উক্ত বিষয় বিশদ আলোচনা করেন এবং কুচবিহারের সংগ্রামী বন্ধুদের পাশে থেকে তাদের সর্বপ্রকার সাহায্যের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন।

(২) পুনরায় জনসাধারণ তথা সরকারের সামনে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যাদি তুলে ধরা এবং তার সমাধানের জন্য 'গ্রন্থাগার আইন' ইত্যাদি প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় প্রথমাবস্থায় এক কনভেনশন ডাকার প্রস্তাব 'সমিতির' ও পরিষদের' যুক্ত কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত হয়।

রবীন্দ্রমৈত্র স্মৃতি পাঠাগার, ইন্টালী

গত ২৩ শে জুলাই পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পাঠাগার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পাঠাগারের মূল সভাপতি শ্রীনলিনীরঞ্জন নিয়োগী মহাশয়। এই সভায় মোট ৩৫ জন সাধারণ সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক শ্রীরঞ্জিতকুমার পাল গত ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ করেন।

এই বিবরণীতে জানা যায় যে পুস্তকের সংখ্যা ২০১০টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৪৫টিতে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ছোটদের বই রয়েছে ৪০০ টি। গত আর্থিক বৎসরে মোট সভ্যসংখ্যা ৮০ জন থেকে বেড়ে ১২২জনে দাঁড়ায়। কিশোর বিভাগে মোট সভ্য সংখ্যা ৩০ জন।

এর পর কোষাধ্যক্ষ শ্রীদিলীপকুমার দত্ত গত আর্থিক বৎসরের (১৯৭২-৭৩) আয় ব্যয়ের হিসাব সভায় পেশ করেন। ঐ বৎসরে আয় ২৭৯৫ টাকা ৯৯ পয়সা, মোট খরচ ১২২২ টাকা ৭১ পয়সা। উদ্বৃত্ত ১৫৭৩ টাকা ২৮ পয়সা।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি—শ্রীনলিনীরঞ্জন নিয়োগী সহঃ সভাপতি—শ্রীরনজিত মজুমদার ও শ্রীননীগোপাল রায় সম্পাদক—শ্রীরঞ্জিতকুমার পাল সহঃ সম্পাদক—শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীদিলীপকুমার দত্ত। গ্রন্থাগারিক—শ্রীসমীরকুমার ঘোষ সদস্যগণ—সর্বশ্রী প্রসূনকান্তি লাহিড়ী, তারাপ্রসাদ সরকার বিপ্লব সিকদার, নির্মল চক্রবর্তী অজিত নন্দী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বাসব রায় ও দিলীপ রায়।

চব্বিশ পরগনা

পানিহাটি ক্লাব, নরেন ব্যানার্জি রোড।

ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের ৫৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠিত— ১৯৭২-৭৩ সালের বিবরণীতে জানা যায় যে ক্লাবের সভ্যসংখ্যা ঐ বছরে ছিল ১৬৫ জন। আজীবন সভ্য সংখ্যা ২৪ জন। ঐ সময়ে কিশোর বিভাগের সভ্যসংখ্যা ছিল ৬৫ জন। সম্পাদক তাঁর বিবরণীতে জানান যে যদিও পানিহাটী পৌর প্রতিষ্ঠান ১৯৭১-৭২ সালে ২০০ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন তবুও ১৯৭২-৭৩ সালে কোন অনুদান পাওয়া যায়নি। এইজন্য সদস্যগণকে আর্থিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করেন।

ক্লাবের পাঠাগার এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে রয়েছে। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পাঠাগারটির প্রয়োজনীয় উন্নতি করা সম্ভব হচ্ছেনা। আলোচ্য বৎসরে বেশ কিছু সংখ্যক বই বাঁধানো হয়েছে কিন্তু নতুন বই অর্থের অভাবে কেনা হয়নি। এদিকে সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সম্পাদক, তাঁর বিবরণীতে।

ক্লাবে পাঠাগার ছাড়াও রয়েছে ললিতকলা বিভাগ, খেলাধুলা বিভাগও কিশোর বিভাগ। এছাড়া একটি বাসট্রিপের ও ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু সদস্যদের উৎসাহের অভাবে গত বৎসরে তার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

বীরভুম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন, সিউড়ী।

গত ২৫ শে জুলাই, সন্ধ্যায় সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে, ডক্টর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি স্থাপন উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন ও তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য—ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। সভায় উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক—শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন—কুমারী আভা নন্দী।

মেদিনীপুর

ঘাটাল শহর গ্রন্থাগার উন্নয়ন সমিতি।

গত ৭ ই জুলাই শনিবার, মহকুমা শাসকের অফিসে লেকেও অফিসারের সভাপতিত্বে ঘাটালে পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সূচনায় শ্রীশিবশংকর চৌধুরী

এবং বিশ্বনাথ সাঁতরা ঘাটালের জনসংখ্যা, বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উল্লেখ করে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং জনগনকে এব্যাপারে উদ্যোগী হ'তে অনুরোধ করেন। সর্বশ্রী অমরকুমার মাইতি, শশাংকশেখর মাইতি ও জীবানন্দ ঘোষ ঘাটালের পুরাতন 'প্রগতি পাঠাগার' এর উপর ভিত্তি করে বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম-কর্মসচিব তুষারকান্তি সান্যাল ভারতের বিভিন্ন অংগরাজ্যে বিশেষতঃ, মহীশূরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অভূতপূর্ব উৎসাহ ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রিরিশতম সম্মেলনের প্রস্তাবে হাজার জনসংখ্যা সমন্বিত গ্রামে একটি এবং দশহাজার জনসংখ্যা সমন্বিত শহরে একটি শহর গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করেন। মেদিনীপুরের ১৪।১৫ টি শহরের মধ্যে মাত্র তিনটি শহরে শহর গ্রন্থাগার আছে—একথাও তিনি বলেন। সর্বশেষে তিনি ঘাটালে শহর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের আশ্বাস দেন। শ্রীপ্রীতিশংকর চৌধুরী ঘাটালে তৃতীয় জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা—এই উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক 'প্রগতি পাঠাগার' চালু হ'লে তিনি— সাধ্যমত সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন এবং মহকুমা গ্রন্থাগার শহরের বাইরে গেলেও শহরের মধ্যে শহর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা যায়—একথা তিনি জোর দিয়ে বলেন।

'প্রগতি পাঠাগার' এর সভাপতি ভূপতিচরণ মাঝি মহাশয় এই প্রসঙ্গে একটি কমিটি গঠনের কথা এবং স্কুল ও প্রগতি পাঠাগারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথা বলেন।

সর্বশেষে শহর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য এস. ডি. ও., বি, ডি, ও, এম, এল, এ, এবং শিক্ষক অধ্যাপক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

আলোচনার শেষে ঘাটালে একটি শহর গ্রন্থাগার স্থাপন করার জন্য ঘাটাল লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠিত হয়। নিম্নলিখিত সদস্যগণ নিয়ে।

(১) শ্রীদীপকরঞ্জন মাইতি, এস, ডি, ও, ঘাটাল, সভাপতি, (২) বি, ডি, ও, ঘাটাল। (৩) চেয়ারম্যান, ঘাটাল মিউনিসিপ্যালিটি। (৪) শ্রীভূপতিচরণ মাঝি। (৫) হরিসাধন দোলুই—এম, এল, এ, (৬) সুধীরচন্দ্র বেরা—এম, এল, এ, (৭) জীবানন্দ ঘোষ (৮) অমর-কুমার মাইতি (৯) শান্তিনাথ রায়, (১০) অরবিন্দ পাইণ, (১১) প্রশান্তকুমার সামন্ত (আহ্বায়ক) (১২) প্রীতিশংকর চৌধুরী, (১৩) বিশ্বনাথ সাঁতরা, (১৪) জয়েজয় দত্ত, (১৫) অজিতকুমার সাঁতরা, (১৬) পরেশচন্দ্র মণ্ডল, (১৭) কমলকুমার মান্না, (১৮) শশাংক শেখর মাইতি (১৯) ক্ষিতীশচন্দ্র পাত্র, (২০) প্রমথরঞ্জন চক্রবর্তী (২১) গোবর্ধনধারী পাঁজা।

নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে 'স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করা হয়।

(১) প্রীতিশংকর চৌধুরী। (২) অমরকুমার মাইতি। (৩) জয়েজয় দত্ত। (৪) ক্ষিতীশচন্দ্র পাত্র। (৫) শান্তিনাথ রায়। (৬) জীবানন্দ ঘোষ। (৭) প্রশান্তকুমার সামন্ত। (আহ্বায়ক)

হাওড়া

সংস্কৃতি, চাকপোতা

লোকরঞ্জন শাখার অবৈধভাবে পাঁচজন শিল্পী ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে 'সংস্কৃতি' গত ৫ই জুলাই এক সভার আয়োজন করেন। বিখ্যাত কবি ও নাট্যনির্দেশক নিমাই মান্না সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন বক্তা এই অবৈধ কাজের তীব্র সমালোচনা করেন এবং অবিলম্বে ছাঁটাই শিল্পীদের পুনর্নিয়োগ করেন। সভাপতি নিমাই মান্না এই কাজকে সারা দেশের পক্ষে এক অশুভ সংকেত বলে অভিহিত করেন।

গত ১৩ই জুলাই সন্ধ্যায় সংস্থা কক্ষে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। জনপ্রিয় কবি ও সমালোচক নিমাই মান্না সভায় সভাপতিত্ব করেন। পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল পরিবেশের মাঝে সাহিত্যপাঠ করেন সর্বশ্রী বংকিম চক্রবর্তী, অরূপ মান্না রঞ্জিত দোয়ারী প্রমুখ। সভাপতি মহাশয় তাঁর নিজের রচনা এবং বিশ্ব সাহিত্যের অনুবাদ (তৎ-কৃত) পাঠ করে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রতিটি রচনাই সুস্থ জীবন-বোধ ও চেতনায় উদ্দীপ্ত ছিলো।

জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২'-এর প্রত্যাহার-এর দাবীতে সংস্কৃতি' গত ২১শে জুলাই এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্টজন কবি-সমালোচক নিমাই মান্না সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন বক্তা এই বিলের তীব্র সমালোচনা সভায় করেন ও অবিলম্বে এর প্রত্যাহার দাবী করেন। সভাপতি নিমাই মান্না তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে এই বিলের বিভিন্ন ধারা ব্যাখ্যা করেন এবং সমগ্র দেশ ও জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির পক্ষে এ বিলকে এক অশুভ সংকেত বলে অভিহিত করেন। তিনি অবিলম্বে এ বিলের প্রত্যাহার দাবী করেন। এই সম্পর্কে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

আবেদন

কর্মী সমিতির সম্পাদক এক আবেদনে জানাচ্ছেন যে—সমিতির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এদিকে ভবিষ্যতের আন্দোলন ইত্যাদির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কুচবিহার শাখার সহকর্মী বন্ধুগণ প্রতিমাসে যথাক্রমে গ্রন্থাগারিক ও সহকারী ১০.০০ ও ৫.০০ সমিতির ফাণ্ডে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এছাড়া তাঁরা জেলার গ্রন্থাগার সমূহের পুস্তক সরবরাহ করার দায়িত্ব নিয়ে প্রভূত পরিশ্রমের মাধ্যমে চেষ্টা করছেন সমিতির কোষাগারকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার।

অন্যান্য জেলার সহকর্মীদের কাছে আবেদন—

অন্ততঃ একদিনের বেতন দান করে সমিতির কোষাগারকে শক্তিশালী করে তুলুন। সমিতির পাওনা সমস্ত বকেয়া চাঁদা অবিলম্বে মিটিয়ে দিন এবং 'আন্দোলন-কুপন' খরিদ করুন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যদের কাছে এবং গ্রন্থাগার দরদী সর্বস্তরের মানুষের কাছেও আবেদন সাধ্যমত অর্থ ইত্যাদি সাহায্য দ্বারা আমাদের আন্দোলনে সহায়তা করুন। —সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড' প্রবর্তন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দীর্ঘদিনের দাবী ; স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড' প্রবর্তনের দাবী পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন। নীচে এই সম্পর্কে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের সমাজ শিক্ষা বিভাগ প্রদত্ত নির্দেশটি সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে এই সম্পর্কে গ্রন্থাগার পত্রিকার ফাল্গুন, ১৩৭৯ সংখ্যায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

—গ্রঃ সঃ

Government of West Bengal
Education Department, S. E. Branch

No. 433-Edn (SE) / 5P - 5/72 Dated : Calcutta, the 13th July, 1973

From : Shri A. K. Chakraborty
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal

To : The Director of Public Instruction, West Bengal

Sub : Scheme of contributory Provident Fund for the staff of the sponsored libraries and other aided institutions under Social Education.

The undersigned is directed to say that the question of introducing Contributory Provident Scheme for the benefit of the staff of Sponsored Libraries and other aided institutions under Social Education has been under consideration of Government for some time past.

The Governor, after careful consideration, is now pleased to sanction introduction of the Scheme of Contributory Provident Fund as per rules shown at Annexure 'A' for the benefit of the staff af all sponsored libraries in West Bengal and in aided institutions under Social Education as detailed at annexure 'B' of this order.

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. BVI/123 dated the 11th April, 1973 read with U. O. No. Group b 849 dated the 6th July, 1973.

The Accountant General, West Bengal is being informed.

Sd/- A. K. Chakraborty
Deputy Secretary

G. O. No. 433 Edn (SE), dated, 13-7-73

Memo No. $\frac{\text{5042(54)—Sc/P}}{\text{OM-57 P / 71}}$ dated 14. 8. 73

Copy forwarded for information and necessary action to the :

1. Accountant General, West Bengal; 2. Treasury Officer, 3. District Officer.

He/She is repuested to submit his/her additional requirements for the purpose of implementation of the aforesaid Contributory Provident Fund Scheme for the staff of all categories of sponsered institutions under his/her control.

This may please be treated as extremely urgent.

4. Account Section of this Department.

5. Dy. Director of Public Instruction (P & S), West Bengal.

Sd./- A. K. Chakravarty
Dy. Director of Public Instruction
(Social Education)
West Bengal

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সাপ্তাহান্তিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

(ডিসেম্বর ১৯৭৩—সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

১০ মাসের সাপ্তাহান্তিক কোর্সে ভর্তির আবেদন পত্র (২৫ পঃ) বিকাল ৪—রাত্রি ৮ টার মধ্যে পরিষদ কার্যালয়, পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২ (এণ্টালী, পদ্মপুকুর) কলিকাতা-১৪ (ফোন : ৪৪-৮৫৬৬) থেকে কাজের দিনে পাওয়া যাবে। (৫পঃ ১০টি ডাকটিকিট ও ঠিকানা লেখা খাম সহ ডাক যোগে আবেদনপত্র চাওয়ার শেষ তারিখ ২০ শে অক্টোবর, ১৯৭৩)। ন্যূনতম যোগ্যতা : প্রি. ইউ/হাঃ সেঃ অথবা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ। ম্যাট্রিক/এস. এফ বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ ৫ বৎসর গ্রন্থাগারে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত কর্মীরাও আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৩।

পরিষদ ভবন — বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়
১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ — কর্মসচিব

ABSTRACTS

Editorial. : ***The Bengal Library Association & other related associations.***

The continued efforts of the Bengal Library Association turn the movement of Library organisation in West Bengal to a new direction. But without the well-knitted co-operation of other allied associations, the vast task cannot be fulfilled in any way. The cooperation of other associations with the Bengal Library Association is solicited.

[P 30]

Bibliography of Narayan Gangopadhyay : The compiler Sm. Anjali Roy has done a tremendous work. Narayan Gangopadhyay being of the voracious writers of the 20th Century in the field of Bengali literature, knocked almost all the corners of the literature. In this instalment of her compilation Sm. Roy lists the publications of Narayan Gangopadhyay upto mid of 1370, chronologically, with a brief life sketch of the author. [P. 33]

Treatment of History in Dewey and Colon—a criticism, by Bimalkanti Sen.

The critic Shri Sen critically analyses the different faults depicted in the article of Shri Susantakumar Hazra which was published in this journal in its Agrahayan issue (1379). In this criticism Shri Sen tries to disseminate the wrong ideas prevailed in the article published under the same title. [P. 44]

Association News

Meeting of the Executive Committee :

In the meeting of the Executive Committee—held on the 25th June it was resolved that conventions and meetings would be organised to consider the overall conditions of the staff and the libraries of sponsored and private colleges and the public libraries. Steps would also be taken to organise a movement for the implementation of the Library Legislation in West Bengal, in collaboration with the W. B. Govt. Sponsord Libraries Employees Association.

In the meeting of the 5th July, it was resolved that the rate of printing of the Granthagar would be increased by Rs. 5/- per forme. It was also resolved that two part-time staff would be appointed in the Association. [P. 62]

News & Views

Narasingha Das Award ; Translation of literature of Bangla Desh into Russian ; Translation of Bankimchandra into French ; Living Library

[P. 65]

News from the Libraries :

West Bengal Govt. sponsored Library Association ; Rabindra Moitra Smriti Pathagar ; [P. 67]

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ ॥ পঞ্চম সংখ্যা ॥ ॥ ভাদ্র ॥ ১৩৮০

॥ সুচী ॥

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য—৯.০০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৫ } { ১৩৮০, ভাদ্র

সম্পাদকীয়

রচনাবলী সংকলন

"রচনাবলী প্রকাশের জন্য নতুন নতুন লেখক চাই। ঝকঝকে লাইনো টাইপে ছাপা সুন্দর বাঁধাই আর গ্যারান্টিযুক্ত বিক্রী।" বিজ্ঞাপনটি যদিও এখনও কোথাও বের হয়নি, তবু অবস্থার গতিকে মনে হয় এই কাল্পনিক বিজ্ঞাপন কিছুদিনের মধ্যেই বের হবে। বইয়ের বাজারে সম্প্রতি বিভিন্ন সাহিত্যিকদের (মহিলা সাহিত্যিকও আছেন তবে নিতান্ত দু একজন) রচনাবলী প্রকাশ করার একটা ধুম পড়ে গেছে। স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যের বাজারের গণ্ডী সীমাবদ্ধ, তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর ভাষাভিত্তিক চাতুর্যালির ছেড়ে দিলেও সাধারণভাবেই বাংলা বইয়ের ক্রেতা কম। এবং এর মধ্যে কিছু চটুল সাহিত্যের খরিদ্দারদের বাদ দিলে প্রকৃত সাহিত্য রসবেত্তা ও ক্রেতার সংখ্যা এত কমে যায়, যে তাতে এই ভাষার কোন প্রকাশক বছরের পর বছর তাঁর ব্যবসা টিঁকিয়ে রাখতে পারেন না। তবু বাংলা বই বিক্রী হয় কিছু তার সাহিত্যের গুণে আর কিছু নামী লেখকদের গুণাগ্রহীদের উৎসাহে।

সমসাময়িক সাহিত্যের কথা বাদ দিলে আরও একধরনের সাহিত্যের দিক থাকে, যার গণ্ডী কোন ভাষায় সীমাবদ্ধ নয়, তাহল চিরায়ত সাহিত্য, যার কদর শুধু সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই নয়, স্বদেশী অন্যভাষা আর বিদেশী ভাষাতেও রয়েছে। এই চিরায়ত সাহিত্যের জনক যেকোন ভাষাতেই খুবই সামান্য কয়েকজন। এই চিরায়ত সাহিত্যই দেশের সংস্কৃতির দ্যোতক, সমাজ ব্যবস্থার ধারক আর চিন্তার বাহক। এই সাহিত্যই কালজয়ী সাহিত্য। এই সাহিত্য সঞ্চয় আর সংগ্রহ করাই হল সম্পদ সংগ্রহ।

কিন্তু সম্প্রতি আমরা দেখছি অসংখ্য সাহিত্যিকেরই রচনাবলী সংকলন প্রকাশ হচ্ছে। এমনকি একই রচনাবলী সংকলন দুই ভিন্ন প্রকাশকের দ্বারাও প্রকাশিত হচ্ছে সমান্তরালভাবে। সমগ্র রচনাবলী সংকলন বলতে যা বোঝায় তাহল, সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকের আর কোন রচনা নতুন

করে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেই অর্থেই, অর্থাৎ তাঁর যত রচনা আছে সবই একত্রিত করে প্রকাশিত গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলী। কিন্তু বর্তমান রচনাবলী প্রকাশকদের চিন্তাধারায় সেরকম ধারণার কোন পরিচয় নেই, কারণ এমন অনেক সাহিত্যিকের রচনা তাঁরা 'সমগ্র রচনাবলী' বলে প্রকাশ করছেন, যেসব সাহিত্যিকদের কলম এখনও থামেনি, বা আমরা তাঁদের লেখনী বন্ধ করার চেয়ে আরও অনেক অসংখ্য নতুন নতুন লেখার প্রত্যাশী। অর্থাৎ মূল কথাটি দাঁড়াচ্ছে এই যে, যে সমগ্র রচনাবলী আজ কেউ সংগ্রহ করবেন বা করছেন তাঁকেও আবার ঐ লেখকেরই পরবর্তী 'সমগ্র রচনাবলী কেনার কথা ভাবতে হবে, সম্পূর্ণ নতুন ভাবে, নতুন দামে।

এ ছাড়া আর একটি দিকও ভেবে দেখা দরকার। এই সব 'সমগ্র রচনাবলীর' গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে রচনাবলীর সদস্য করা হচ্ছে। অথচ গ্রাহকরা জানেননা সম্পূর্ণ রচনাবলীতে শেষ পর্যন্ত কি কি থাকবে। লেখকের অনেক রচনাই হয়তো বাদ যাবে বা তাঁর লেখা কাট ছাঁট করে কোনরকমে ছাপা হবে। এ সম্পর্কে প্রকাশকদের মধ্যেও পরস্পরের সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে, তাই বিজ্ঞাপনে দেখা যায় সতর্কবাণী, 'বাজারে অনেক বিকৃত এবং অসম্পূর্ণভাবে সস্তায় গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রাহকগণ সাবধান ' কাগজ কি থাকবে বা বইয়ের বাঁধাই বা কেমন হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। অথচ গ্রাহকরা যে টাকা দিয়েছেন তা জমা করে নেওয়া হবে রচনাবলীর শেষ খণ্ড প্রকাশের পর। অর্থাৎ গ্রাহকদেরও 'সাপের ছুঁচো গেলার' অবস্থা আরকি ? না পারেন টাকার মায়া ছাড়তে, না পারেন সমস্ত রচনাবলী অম্লান বদনে সংগ্রহ করতে। তথাকথিত প্রকাশকেরা তাল খেলই শুরু করেছেন, অন্যান্য বিশেষ জায়গার 'বেওসায়ীদে'র মত।

যে উদ্দেশ্যে প্রথমে অল্পমূল্যে প্রথিতযশা লেখকদের 'সমগ্র রচনাবলী' প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে মূলধন করে একশ্রেণীর 'বেওসায়ী' পর্যায়ের প্রকাশক দেশের অগণিত পাঠকের সুবুদ্ধির সুযোগ নিয়ে, নিজেদের 'বেওসা', করছেন। শুধু বাংলা সাহিত্যই এই নতুন 'বেওসার' খপ্পরে পড়েনি, বিদেশী সাহিত্যও এর কবলে পড়েছে। এর ফলে বিদেশী সাহিত্যের পরিণতি কি হবে, ভাবতে আশঙ্কা জাগে। একে তো বাংলা সাহিত্যের সব লেখকদের রচনাবলীর কোন গ্রন্থপঞ্জী নেই, তার উপর বিদেশী সাহিত্যিকদের সমগ্র রচনাবলীর প্রকাশের চেষ্টা আদৌ সম্ভব কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কেবল সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকের প্রকাশিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ যদি 'সমগ্র রচনাবলী' বলে প্রকাশিত হয়, তাতে কি সত্যের অপলাপ হয়না ? তাহলে এই সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ কি আদৌ কাম্য, চিন্তাশীল পাঠক ও গ্রাহকের কাছে ?

সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্র

অমলেন্দু ঘোষ

উনিশ শতকের বাংলার সমাজচিত্র রূপায়ণের কাজে অপরিহার্য উপকরণ বাংলা সাময়িক পত্রের মূল্যবান এক ভাণ্ডার রয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে। অমূল্য এই উপকরণের সামান্য অংশমাত্রের সাহায্যেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১৩৩৯-৪২ সাল) এবং পরে বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (১৯৬২-৬৮ খ্রী.) ৫ খণ্ডে সংকলন করেন। পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা সাময়িকপত্রের মুদ্রিত 'তালিকা' (২য় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৪০ সাল) দৃষ্টে বলা যায়, ১৯শ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রের প্রায় বারো আনা অংশেরই এখনো ব্যবহারই হয়নি। কেবল প্রধান প্রধান কয়েকটি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সাহায্যেই পূর্বোক্ত সংকলন দুটি প্রস্তুত হয়েছে। অথচ পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ও অব্যবহৃত উপকরণের 'আবাদ করলে' অর্থাৎ যথাযোগ্য ব্যবহার হলে সোনা ফলানো যেত এবং এখনো যায় বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মাত্র কয়েকটি পত্রিকার সাহায্যে প্রস্তুত পূর্বোক্ত সংকলন দুটি যদি ১৯শ শতকের বাংলার সমাজচিত্র রূপায়ণে স্থায়ী কীর্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়ে থাকে, তাহলে এযাবত অব্যবহৃত উপকরণের সদ্‌ব্যবহার করতে পারলে না জানি কতো অজানা রহস্যের সন্ধান পাবো আমরা, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ণতর চিত্রদর্শনে আমরা নিশ্চয়ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারি।

এজন্যেই অবিলম্বে এদিকে আগ্রহী গবেষকদের দৃষ্টি দেওয়া সঙ্গত বলেই মনে হয়। কেননা, বিলম্বে হতাশ হতে হবে; যেহেতু কালক্রমে এবং প্রতিলিপি করণের (micro filming) অভাবে এই সমস্ত পত্রিকা ভঙ্গুরপত্র (brittle pages) হয়ে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য।

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে দায়ী না করে, কিংবা সরকারী সাহায্যের আশায় বসে না থেকেও এগুলিকে বাঁচানো যায়, এবং তার অন্যতম উপায়: পূর্বোক্ত সংকলন দুটির মতো, আরো বেশি সংখ্যায় সম্পাদিত সংকলন (edited compilation) প্রস্তুত করা। এই কাজের সুবিধের জন্যেই বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই পরিষৎ প্রকাশিত সাময়িকপত্রের তালিকাটির আলোচনা প্রয়োজন। তালিকাটি দেখলেই বোঝা যাবে পরিষৎ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সাময়িকপত্রের ভাণ্ডার কী বিপুল, এবং অব্যবহৃত সাময়িকপত্রের তালিকাও কতো দীর্ঘ।

পরিষৎ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সাময়িকপত্রের তালিকা প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩২ সালে। একথা জানা যায় কেবলমাত্র তালিকার দ্বিতীয় সংস্করণের 'ভূমিকা' থেকে। কেননা, প্রথম

প্রকাশের কোন কপি এখন পাওয়া যায় বলে' জানা নেই, অন্তত পরিষৎ গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়নি। (কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকলে হয়তো থাকতেও পারে।)

যাই হোক, প্রকাশিত তালিকার দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্রাদি সম্পর্কিত বিবরণ এইরকম :—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত) **বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের তালিকা**। [২য় সংস্করণ] আশ্বিন ১৩৪০ সাল। কলিকাতা, ২৪৩৷১ আপার সার্কুলার রোড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩ আনা মাত্র। আখ্যাপত্র [২ আনা], ভূমিকা ২ আনা ইত্যাদি ১৯৮ পৃ.। কাগজের মলাট, ২২ সেমি.।

আখ্যাপত্রে নাম না থাকলেও তালিকাটি প্রকৃতপক্ষে সংকলন করেন পরিষদের তৎকালীন গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ও অভিজ্ঞ সংকলক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ১৩৩৯ সালে পরিষদের 'পুস্তকালয় সমিতি' ব্রজেন্দ্রনাথের উপর এই কাজের ভার দেন, এবং পরিষদের দু'জন কর্মী (শশীন্দ্রসেবক নন্দী ও প্রিয়নাথ দাশ) এই কাজে ব্রজেন্দ্রনাথকে সাহায্য করেন। এই তালিকায় "১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত [পরিষৎ] সংগৃহীত সমস্ত বাংলা সাময়িকপত্রের নামই" স্থান পেয়েছে।

উক্ত তালিকা গ্রন্থের সূচনায় যুক্ত 'ভূমিকা' (আশ্বিন ১৩৪০) অংশে গ্রন্থাধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে রক্ষিত সাময়িকপত্রের একটি তালিকা ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয়। তাহার পর এই কয় বৎসরে বাংলা সাময়িকপত্রের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া অনেক মহানুভব ব্যক্তির নিকট হইতে বিভিন্ন সময়ে পরিষৎ যে-সব দুষ্প্রাপ্য সাময়িকপত্র উপহার পাইয়াছেন তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। এই কারণে বাংলা সাময়িকপত্রের একটি সম্পূর্ণ তালিকার অভাব অনেকেই অনুভব করিতেছিলেন। এই তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার গত বৎসর পরিষদের পুস্তকালয়-সমিতি আমার উপর অর্পণ করেন। পরিষদের কর্মচারী শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাসের সহকারিতায় কয়েকমাসের পরিশ্রমে আমি বর্তমান তালিকাখানি সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত সমস্ত বাংলা সাময়িকপত্রের নামই এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে।"

পরিষৎ সংগৃহীত সাময়িকপত্রের এই তালিকায় বহু দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার নাম আছে, এবং সেগুলি * তারকাচিহ্নিত, কোনক্রমেই পরিষদের বাইরে ধার দেওয়া হবে না বলে, পরিষৎ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তালিকার সূচনায় যুক্ত গ্রন্থাধ্যক্ষের 'ভূমিকা'র পরে তাই এ সম্পর্কে, অর্থাৎ 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র সম্বন্ধে' পরিষদের তৎকালীন 'কার্য্যনির্বাহক-সমিতির মন্তব্য (৩০ এ ভাদ্র, ১৩৪০), শীর্ষক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। বিজ্ঞপ্তিটি এইরকম,—

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র সম্বন্ধে কার্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য

(৩০এ ভাদ্র, ১৩৪০)

(১) গ্রন্থাধ্যক্ষ কর্তৃক দুষ্প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট কোনও পুস্তক সাধারণতঃ কোনও সদস্যকে

বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। (২) কোনও বিশিষ্ট বহিঃগ্রন্থাগার মহাশয় আবশ্যক বোধ করিবে যেথাযুক্ত টাকা জমা রাখিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ বাহিরে লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। জমার টাকার পরিমাণ গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্দেশ করিবেন। যদি কোন কারণে পুস্তক ধার দেওয়া বিষয়ে বা প্রতিভূস্বরূপ টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে গ্রন্থাধ্যক্ষের সহিত পুস্তকপ্রার্থীর মতভেদ হয়, তবে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দেশ চূড়ান্ত হইবে। (৩) অতঃপর (ক) নগেন্দ্রনাথ বসু, (খ) রমেশচন্দ্র দত্ত ও (গ) বিদ্যাসাগর গ্রন্থসংগ্রহ হইতে কোন পুস্তক গ্রন্থ বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।"

—এই সতর্ক নিষেধ সত্ত্বেও দেখা যায়, পরিষৎ সংগ্রহের বেশ কিছু সংখ্যক পুরনো পত্রিকা এখন আর পাওয়া যায় না। (সঙ্গত কারণ অবশ্যই থাকতে পারে; সেটা আমাদের আলোচ্য নয়।) পূর্বোক্ত তালিকায় মূল সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ৮৩৯টি এবং ক-চিহ্নিত অতিরিক্ত ৩৯টি (৬৬ক, ৮৪ক, ৯৯ক, ১০৬ক, ১০৯ক, ১৫৩ক, ১৫৫ক, ২২৬ক, ২২৮ক, ২৪২ক, ২৪৮ক, ২৫৭ক, ২৭১ক, ৩২৭ক, ৩৬৮ক, ৩৬৯ক, ৪১২ক, ৪২৪ক, ৫৩২ক, ৫৫০ক, ৫৬১ক, ৫৯২ক, ৫৯৮ক, ৬৪৮ক, ৬৭৮ক, ৬৮০ক, ৬৯৬ক, ৭১৬ক, ৭২৬ক, ৭৩০ক, ৭৪২ক, ৭৪৪ক, ৭৪৬ক, ৭৪৮ক, ৭৫২ক, ৭৬৭ক, ৭৭১ক, ৭৭৯ক, ৮১৫ক),—মোট ৮৭৮টি পত্রিকার নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই তালিকায় প্রদত্ত বিবরণের বিন্যাস (layout) এইরকম; যথা—

> পত্রিকার নাম। (প্রকাশক কালের ক্রম, periodicity)—সম্পাদকের নাম। পত্রিকার বর্ষ। চলতি সন-তারিখ বা প্রকাশকাল।

আমাদের আলোচ্য—এই তালিকার অন্তর্গত ১৯শ শতকের বাংলা পত্রিকাগুলি।

(৩)

পরিষৎ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বাংলা সাময়িকপত্রের তালিকার অন্তর্গত আমাদের আলোচ্য ১৯শ শতকের পত্রিকাগুলির মোট সংখ্যা কতো, তা' অবশ্য সঠিকভাবে বলা যায় না। কারণ, প্রথম সংগ্রহকালেই বেশ কিছু সংখ্যক পত্রিকার আখ্যাপত্রাদি বিনষ্ট থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট পত্রিকার মধ্যে পৃথকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ না থাকার ফলে পত্রিকাখানির সঠিক তারিখ, অর্থাৎ প্রকাশকাল ইত্যাদি নির্ণয় করা তৎকালীন গ্রন্থাধ্যক্ষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে, তালিকায় মোট ৯১ খানি পত্রিকার বিবরণ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

অসম্পূর্ণ বিবরণযুক্ত পত্রিকাগুলির নাম (প্রথমে তালিকায় উল্লিখিত ক্রমিক সংখ্যা এবং পরে তার নাম), যথা—৭ অতিথি, ৬৬ক আর্য্যপ্রবন্ধ, ৭১ আল্‌এস্‌লাম, ৭৩ আলো, ৭৯ আশা, ৯৬ উ... ৯৭ উত্তরা, ৯৭ক উপহার, ১০২ ঊষা, ১০৯ কণিকা, ১২৬ কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা, ১৩০ কান্তি, ১৫২ ...কুল, ১৫৩ কোহিনূর, ১৫৪ কৌতুক-প্রবাহ, ১৫৫ কৌমুদী, ১৫৬ কৌমুদী, ১৫৯ খেয়ালী, ১৬১ ...জেবর, ১৭৩ গান ও গল্প, ২১৩ ছাত্রসখা, ২১৮ জগজ্জ্যোতিঃ, ২৩২ জ্যোতিরিঙ্গণ, ২৩৩ ...দামীর, ২৬৪ তত্ত্বকৌমুদী, ২৫৭ তিলিবান্ধব, ২৬৭ দর্পণ, ২৬৮ দরিদ্ররঞ্জন, ২৭০ দর্শক, ২৭১ ...৩৬৯ক, পুণ্ডরীকপুর পত্রিকা, ২৭৯ দীপিকা, ২৯০ ধর্মতত্ত্ব, ৩৪০ পত্রপুষ্প, ৩৫০ পরিদর্শক, ...প্রকৃতি, ৩৭৮ প্রকৃতি, ৪০৩ প্রভাত, ৪০৬ প্রবাসদূত, ৪১৮ বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা,

৪৪১ বাজার, ৪৫১ বায়োস্কোপ, ৪৫৮ বালকবন্ধু, ৪৫৯ বালকবন্ধু, ৪৬২ বাল্যসখা, ৪৮১ বিদূষক, ৪৯০ বিদ্যা, ৪৯৪ বিশ্বজীবন, ৫১৭ বৈদ্য-সম্মিলন, ৫২৯ বৈষ্ণব সমাজ, ৫৩০ বৈষ্ণব সেবিকা, ৫৩১ বোধ বিকাশিনী, ৫৩৩ ব্যবসায়ী, ৫৫০ক ভারতভৃত্য, ৫৫৩ ভারত সংবাদ, ৫৬১ক ভূত, ৫৬২ ভূয়ূত্তান্ত প্রকাশিকা, ৫৭২ মন্দাকিনী, ৫৭৫ মন্দির, ৫৭৭ মহাকাল, ৫৮২ মহিলা, ৫৯৩ মাসিক প্রকাশিকা, ৬০৩ মিহির, ৬০৪ মুকুর, ৬৩৫ রজনীরহস্য, ৬৪১ রস-তরঙ্গ, ৬৫০ রূপ ও রঙ্গ, ৬৮০ক শিল্প ও সাহিত্য (নবপর্য্যায়), ৬৮৭ শেফালী, ৬৯১ শ্রীভূমি, ৬৯৪ সংবাদ দ্বিজরাজ, ৭০৬ সচিত্র ভারত সংবাদ, ৭২০ সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী, ৭২৯ক সমাচার সুধাবর্ষণ, ৭৩৩ সমাজ দীপিকা, ৭৩৭ সম্বাদ ভাস্কর, ৭৪৫ সর্ব্বজন সুহৃদ, ৭৪৯ সহচরী, ৭৫২ক সাধন বিজ্ঞান, ৭৫৯ সারস্বত প্রসূনাঞ্জলি, ৭৬৩ সাহিত্য মুকুর, ৭৭৩ সুবর্ণবণিক সমাচার, ৭৭৮ সুলভ পত্রিকা, ৭৭৯ক সুলভ সমাচার, ৭৮০ সুহৃদ, ৮০২ স্বরাজ ; ৮১২ হরবোলা ভাঁড়, ৮১৬ হাফেজ, ৮২০ হিতসাধক, ৮৩১ হীরা,—ইত্যাদি, মোট ৯১ খানি।

উল্লিখিত পত্রিকাগুলির পরিচিতিমূলক বিবরণ অসম্পূর্ণ, যেমন—

ক. পত্রিকার নাম আছে; কিন্তু সম্পাদকের নাম নেই ; উল্লেখযোগ্য :

৭। অতিথি—১ম বর্ষ, ১২৮৮—৮৯ সাল। ৬৬ক। আর্য্যপ্রবন্ধ—১ম পর্ব, ৫ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৯২৯ সম্বৎ—ইত্যাদি।

খ. পত্রিকার নাম আছে, কিন্তু পত্রিকার বর্ষসংখ্যা, বা চলতি সন-তারিখ নেই ; উল্লেখযোগ্য :

১৩০। কান্তি, ৫ম সংখ্যা

১৫৪। কৌতুক-প্রবাহ, ১ম সংখ্যা

১৫৫। কৌমুদী, কয়েক সংখ্যা—ইত্যাদি।

তবে সব ক্ষেত্রেই যে আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ার ফলেই প্রাক্তন গ্রন্থাধ্যক্ষ সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেন নি, তা নয় ; কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পত্রিকার মধ্যে এমন অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে, যার সাহায্যে পত্রিকাখানির পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া সম্ভব।

কিন্তু, ব্রজেন্দ্রনাথের মতো অভিজ্ঞ সংকলক ও সম্পাদক কেন সে পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা করেন নি, তা' বলা সম্ভব নয়। এবং অনুমান নিষ্প্রয়োজন।

বর্তমান আলোচনায় যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে পূর্ণতর পরিচয় দেওয়ার এ-রূপে ছে। তালিকার অসম্পূর্ণ বিবরণের সঙ্গে [ ] বন্ধনীর মধ্যে অধুনা প্রাপ্ত তথ্যাদিও প্রদত্ত র সঙ্গে তালিকায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট পত্রিকার ক্রমিক সংখ্যা, বর্তমান সংকলনের অন্তরগত —রাজেশ্বর ব্যবহৃত ক্রমিক সংখ্যার পাশে [ ] বন্ধনী মধ্যে লেখা হয়েছে ; যথা, ১ [৩] চন্ত ও প্রায় গুপ্ত সম্পাদিত। তাছাড়া, বাংলা সন ও ইংরেজী খ্রীষ্টাব্দ ব্যতীত অন্যান্য অপরিচিত অব্দগুলির নিচে খ্রীষ্টাব্দ প্রদত্ত হয়েছে [ ] বন্ধনীর মধ্যে।

৪. সংকলন * সাময়িকপত্রের

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত উনিশ

বিবরণ, যথা—

১ [৩] অঞ্জলি—রাজেশ্বর গুপ্ত।

১ম বর্ষ—১৩০৫ সাল।

২ [৭] অতিথি—[কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়]

১ম বর্ষ—১২৮৮/৮৯ সাল

[তালিকায় এবং পত্রিকায় সম্পাদকের নাম অনুল্লিখিত; পত্রিকার ২য় মলাটে প্রকাশিত 'নিয়মাবলী' থেকে জানা যায়—পত্রিকাখানির 'কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়' এবং পত্রিকাখানি 'বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত।']

৩ [১১] অদৃষ্ট—রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

১ম বর্ষ—১৩০৩।৪ সাল ১ম ও ২য় বর্ষ—(অসম্পূর্ণ)

৪ [১৫] অনুবীক্ষণ—ডাক্তার হরিশচন্দ্র শর্মা।

১ম বর্ষ—১২৮২ সাল

৫ [১৬] অনুশীলন—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

১ম বর্ষ—১৩০১ সাল (আশ্বিন-চৈত্র সংখ্যায় বর্ষশেষ)

৬ [১৭]—অনুশীলন [মাসিকপত্র] বান্ধব সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১ম বর্ষ—১২৯৯ সাল (১ম সংখ্যা ছিন্ন)

[তালিকায় ও পত্রিকায় সম্পাদকের নাম অনুল্লিখিত। পরিষৎ সংগ্রহে আছে একটি সংখ্যা, মাত্র, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা—১২৯৯ আশ্বিন। পৃষ্ঠাঙ্ক ২২, অসম্পূর্ণ।]

৭ [১৮] অনুশীলন ও পুরোহিত—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

২য় বর্ষ—১৩০২ সাল (বৈশাখ—চৈত্র)

৮ [১৯] অনুসন্ধান। (পাক্ষিক)—অনুসন্ধান সমিতি।

[আখ্যাপত্র বিনষ্ট। পত্রিকার শীর্ষে লিখিত আছে—'অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিকপত্র। প্রতি মাসের ১৫ই ও সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী অনুসন্ধান সমিতির সেক্রেটারী। ১৫ নং ফকিরচাঁদের গলি। বৌবাজার, কলিকাতা।" পরিষৎ সংগ্রহে আছে ১-৭ ও ১১-১৫ বর্ষের পত্রিকা।]

১ম বর্ষ—১২৯৪।৯৫ সাল
২য় বর্ষ—১২৯৫।৯৬ ,,
৩য় বর্ষ—১২৯৬।৯৭ ,,
৪র্থ বর্ষ—১২৯৭।৯৮ ,,
৫ম বর্ষ—১২৯৮।৯৯ ,,
৬ষ্ঠ বর্ষ—১২৯৯ সাল

—দামোদর মুখোপাধ্যায়। ৭ম বর্ষ—১৩০০ সাল

—দুর্গাদাস লাহিড়ী। (সাপ্তাহিক)

৮ম বর্ষ—১৩০১ সাল
৯ম বর্ষ—১৩০২ (১—৭ সংখ্যা, অসম্পূর্ণ)

১০ [২২] **অবোধবন্ধু**—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী
১ম বর্ষ—১২৭৩।৭৪ সাল (১—৬ সংখ্যা) ২য় বর্ষ—১২৭৫ সাল
৩য় বর্ষ—১২৭৬ সাল

১১ [২৬] **অরুণোদয়।** (পাক্ষিক)—রেভারেণ্ড লালবিহারী দে।
২য় খণ্ড—১২৬৪।৬৫ সাল (৪—২৪ সংখ্যা) ৩য় খণ্ড—১২৬৫।৬৬ (১—৮ সংখ্যা)

১২ [৫১] **আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনা**—ভগবতীপ্রসন্ন সেন ও হরিপ্রসন্ন সেন।
১ম খণ্ড—১৮৮৫ খ্রীঃ
[পরিষৎ সংগ্রহে পত্রিকাখানি বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না।]

১৩ [৫৭] **আরতি**—উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
১ম বর্ষ—১৩০৭/৮ সাল।
—সারদাচরণ ঘোষ।
২য় বর্ষ—১৩০৮/৯ সাল ৩য় বর্ষ—১৩০৯/১০ সাল
৪র্থ বর্ষ—১৩১০/১১ (১—৪ সংখ্যা) ৫ম বর্ষ—১৩১১/১২ ,,
৬ষ্ঠ বর্ষ—১৩১২/১৩ সাল ৮ম বর্ষ—১৩১৫/১৬ ,,

১৪ [৬৬] **আর্য্যদর্শন**—যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ।
১ম বর্ষ—১২৮১ সাল (২ কপি) ২য় বর্ষ—১২৮২ সাল (২ কপি)
৩য় বর্ষ—১২৮৩ সাল (২ কপি) ৪র্থ বর্ষ—১২৮৪ সাল (২ কপি)
৫ম বর্ষ—১২৮৫ সাল (২ কপি) ৬ষ্ঠ বর্ষ—১২৮৭ সাল (২ কপি)
৭ম বর্ষ—১২৮৮ সাল (২ কপি) ৮ম বর্ষ—১২৮৯ সাল (কার্ত্তিক-চৈত্র)
৯ম বর্ষ—১২৯০ সাল (ভাদ্র-চৈত্র, ২ কপি) ১০ম বর্ষ—১২৯১ সাল (২ কপি)
১১শ বর্ষ—১২৯২ সাল (বৈশাখ-আশ্বিন)

১৫ [৬৬ক] **আর্য্য প্রবর।** —[?]
১ম পর্ব, ৫ম খণ্ড—জ্যৈষ্ঠ ১৯২৯ সম্বৎ [১৮৭২ খ্রী.]

[তালিকায় সম্পাদকের নাম অনুল্লিখিত। পত্রিকাখানির আখ্যাপত্র বিনষ্ট। পরিষৎ সংগ্রহে রক্ষিত পত্রিকাখানির ১ম পর্ব ৫ম খণ্ডের শীর্ষদেশে লিখিত আছে: "তত্ত্ব-বোধক মাসিক পত্র। ১ম পর্ব্ব সম্বৎ ১৯২৯ জ্যৈষ্ঠ। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা ৮ আনা। ষাণ্মাসিক ১ টাকা ৬ আনা ৫ম খণ্ড।"]

১৬ [৭০] **আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারক বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত**—ব্রহ্মব্রত স্বামাধ্যায়ি সরস্বতী।
১ম ভাগ—১৮১১ শক (৪—৬ সংখ্যা) [১৮৮৯ খ্রী.]

১৭ [৭৩] **আলো।** —[?]

১ম ও ২য় বর্ষ—১৩০৬/৭ সাল (অসম্পূর্ণ)

[তালিকায় সম্পাদকের নাম অনুল্লিখিত। পত্রিকাখানির আখ্যাপত্র বিনষ্ট। পরিষৎ সংগ্রহে আছে। —১ম বর্ষ, ১৩০৬ ভাদ্র—মাঘ; ও ২য় বর্ষ, ১৩০৭ বৈশাখ—শ্রাবণ সংখ্যা।]

১৮ [৭৭] **আলোচনা**—গগনচন্দ্র হোম।

১ম খণ্ড—১৮০৬/৭ শক (২ কপি) [১৮৮৪।৮৫ খ্রী.]

২য় খণ্ড—১৮০৭।৮ শক (২ কপি)

১৯ [৭৮] **আলোচনা**—যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২য় বর্ষ—১৩০৫ সাল　　৯ম বর্ষ—১৩১২ সাল

১৩শ বর্ষ—১৩১৬ সাল　　১৪শ বর্ষ—১৩১৭ সাল

১৫শ বর্ষ—১৩১৮ সাল (১২শ সংখ্যা)　　১৬শ বর্ষ—১৩১৯ সাল (২-৭, ৯-১২ সংখ্যা)

—যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। গোবিন্দলাল দত্ত।

১৭শ বর্ষ—১৩২০ সাল　　১৮শ বর্ষ—১৩২১ সাল

১৯শ বর্ষ—১৩২২ সাল

—যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২০শ বর্ষ—১৩২৩ সাল　　২১শ বর্ষ—১৩২৪ সাল

২২শ বর্ষ—১৩২৫ সাল　　২৩শ বর্ষ—১৩২৬ সাল

২৪শ বর্ষ—১৩২৭ সাল (১-৮ সংখ্যা)　　২৫শ বর্ষ—১৩২৮ সাল

২৬শ বর্ষ—১৩২৯ সাল

—জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৭শ বর্ষ—১৩৩০ সাল　　২৮শ বর্ষ—১৩৩১ সাল (১-৪ সংখ্যা)

২০ [৭৯] **আশা**—[?]

১ম বর্ষ—[১৮৯২ খ্রী.]

[তালিকায় ও পত্রিকায় সম্পাদকের নাম অনুল্লিখিত। তালিকায় ১ম বর্ষ ১৮৯৯ খ্রী. লিখিত আছে; কিন্তু পত্রিকার প্রচ্ছদপত্রে লিখিত আছে—'আশা। মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ১৮৯২ খ্রীঃ। বার্ষিক মূল্য ৮ আনা। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ আনা। ১১ মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।"]

২১ [৮৯] **ইস্লাম প্রচারক**—মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহ্মদ।

৩য় বর্ষ—১৮৯৯।১৯০০ খ্রীঃ　　৪র্থ বর্ষ—১৩০৮।৯ সাল

৫ম বর্ষ—১৩০৯।১০ সাল　　৬ষ্ঠ বর্ষ—১৩১১।১২ সাল

৭ম বর্ষ—১৩১২ সাল

২২ [৯২] **উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি**—শ্রীশচন্দ্র তা।

১ম বর্ষ—১২৯৮ সাল　　২য় বর্ষ—১২৯৯ সাল (১ম-৯ম সংখ্যা)

২৩ [১৬] **উৎসাহ**। —[?]

১ম বর্ষ—১৩০৪ সাল

—সুরেন্দ্রনাথ সাহা।

২য় বর্ষ—১৩০৫ সাল ৩য় বর্ষ—১৩০৬ সাল

—ব্রজসুন্দর সান্যাল।

৪র্থ বর্ষ—১৩০৭।৮ সাল ৫ম বর্ষ—১৩০৮।৯ সাল

৬ষ্ঠ বর্ষ—১৩১০ সাল (১ম সংখ্যা)

[তালিকায় সম্পাদকের নাম অনুল্লিখিত। পত্রিকাখানির আখ্যাপত্র বিনষ্ট। পরিষৎ সংগ্রহে আছে—১ম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩০৪ সাল।]

গ্রন্থাগারের আদিমতম সমস্যা : বই চুরি

প্রবোধ ভট্টাচার্য্য

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৭৯ সংখ্যায় শ্রীনিমাই দে কয়েকটি ক্ষুদে গ্রন্থকীট যথা উই, আরশুলা, সিলভার ফিস্ ইত্যাদি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই ক্ষুদে গ্রন্থকীট ছাড়াও আর এক ধরণের বড় গ্রন্থকীট আছে। এদেরও শ্রেণী বিভাগ আছে। এক ধরণের বড় গ্রন্থকীট কয়েকটি প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা কিংবা কোন মূল্যবান আর্ট প্লেট খেয়ে ফেলে; আবার আর এক ধরণের গ্রন্থকীট আস্ত বইখানিই হজম করার ক্ষমতা রাখে। প্রথম ক্ষেত্রে বইটি নতুন করে কেনার প্রয়োজন হয়। মধ্যযুগে ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে যে সমস্যা ছিল আজকের দিনের গ্রন্থাগারেও সেই একই সমস্যা রয়ে গেছে। মধ্যযুগে বই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হোত দুর্লভ ও দুর্মূল্য বস্তুর মতো। সে সময়ে মুদ্রণের প্রচলন ছিল না; এমন কি আধুনিক কাগজ শিল্পেরও আবিষ্কার হয় নি। সেজন্য বইয়ের প্রস্তুতি অত্যধিক শ্রম ও ব্যয়বহুল ছিল। এই মূল্যবান বস্তুকে চৌর্য্যবৃত্তির হাত হতে রক্ষার প্রয়োজনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। ম্যানচেষ্টারের চেট্হাম লাইব্রেরী ও লিঙ্কনস্ ইন্ লাইব্রেরীতে ১৭শ শতাব্দীতেও বই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হোত। অতীতে যে সমস্ত দাতা নিজস্ব পুস্তকসংগ্রহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দান করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই বই ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। অক্সফোর্ড, বড্‌লে ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত বিভিন্ন দানে দাতারা এরকম বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। স্যামুয়েল পেপিস্ কেম্ব্রিজের ম্যাগ্‌ডালেন কলেজে নিজ সংগ্রহ যে শর্তে দান করেন সেগুলি তো আজও পর্যন্ত যত্নের সঙ্গে পালন করা হয়। এই সমস্ত বিধিনিষেধের মূল উদ্দেশ্য ছিল বইয়ের অংশবিশেষ ছেদন ও বই চুরি রোধ করা। বইয়ের অপব্যবহার তখন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। সেজন্য সেসময় বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিতে বিরল বই এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য বইয়ের ব্যবহারের উপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হোত। অক্সফোর্ডে এই নিয়ম এমন কঠোরভাবে পালন করা হোত যে স্বয়ং প্রথম চার্লস্ ও ক্রমওয়েল পর্যন্ত বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী থেকে কোন কোন বিরল বই ব্যবহারের সুযোগ পান নি। বইয়ের ব্যবহারে নানাপ্রকার বিধিনিষেধের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবহারও সে সময় খুবই সীমিত ছিল। তখন বইয়ের ব্যবহার ছিল প্রধানতঃ কতিপয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তৎকালীন গ্রন্থাগারিক ছিলেন কেবলমাত্র তত্ত্বাবধায়ক। এই তত্ত্বাবধায়কী ধারার পিছনে যে তিনটি ধারণা কাজ করেছিল সেগুলি হোল: ১। বই অত্যন্ত পবিত্র সম্পদ—এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক; কারণ সে যুগে বই বলতে প্রধাণতঃ ধর্মগ্রন্থকেই বোঝাত। ২। প্রতিটি বই অদ্বিতীয় ও অপূরণীয়—কারণ প্রতিটি হস্তলিখিত বই ও প্রথম যুগের মুদ্রিত বই নিজস্ব বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হতো। ৩। তৎকালীন বই তৎকালীন মানুষের চিন্তাভাবনার প্রামাণ্য দলিল আর তত্ত্বাবধায়ক গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্তব্য ছিল তৎ-

কালীন চিন্তাধারার প্রামাণ্য দলিলটি আগামী যুগের জন্য যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে রাখা। কিন্তু এ যুগে যান্ত্রিক প্রকাশন ব্যবস্থা গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধায়কী ভূমিকাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। বর্তমান যুগে বইয়ের ব্যবহার রক্ষনাথনের ১। বই ব্যবহারের জন্য ২। প্রতিটি পাঠকের জন্য বই ও ৩। প্রতিটি বইয়ের জন্য পাঠক ইত্যাদি নিয়মে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এ যুগে যখন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় একই বইয়ের লক্ষ লক্ষ কপি প্রকাশিত হচ্ছে তখনও বইয়ের অপব্যবহার ও চুরি সমস্যার প্রতিরোধে গ্রন্থাগারে বই শৃঙ্খলাবদ্ধ না করলেও তার ব্যবহারে নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। বইয়ের অপব্যবহার ও চুরি রোধ করা, সেজন্য আজকের দিনের যে কোন গ্রন্থাগারের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। হারানো বইটি নতুন করে কেনা ও সে বই পাঠকের ব্যবহারের জন্য দেবার আগে বিভিন্ন প্রস্তুতিক্রিয়া বাবদ খরচ। এছাড়া হারানো বইটিকে গ্রন্থাগারের সমগ্র সংগ্রহে তল্লাসী করা; নতুন করে অর্ডার দেওয়া ইত্যাদিতে সময়, খরচ ও পরিশ্রম তো আছেই। বইটি নিঃশেষিত হলে সংগ্রহে অসুবিধা হয়। আবার গ্রন্থাগারে তালিকাভুক্ত কোন বই না পেলে পাঠকেরাও অসুবিধা বোধ করেন।

অতীতে বাজেয়াপ্ত করে বই সংগ্রহ ছিল একটি প্রধান পদ্ধতি। প্রাচীন রোমান গ্রন্থাগার গুলির অধিকাংশই রোমান সম্রাটেরা গ্রীস থেকে এই ভাবে সংগ্রহ করেন। অবশ্য আধুনিক যুগেও এরকম অনেক ঘটনা দেখা যায়। স্টকহোমের রয়েল লাইব্রেরী তো ত্রিশ বছরের যুদ্ধেরই ফসল। ফ্রান্সের একাদশ লুই বাজেয়াপ্ত করে বহু বই সংগ্রহ করেন। তেমনি ক্যাথারিন দ মেডিসি মার্শাল স্ট্রোজির গ্রন্থাগার আত্মসাৎ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধও করেন নি। তবে বই বাজেয়াপ্ত করে ইউরোপের আর কোন গ্রন্থাগার ফ্রান্সের বিবলিয়োথেক ন্যাশানেলের মতো লাভবান হয় নি। ফরাসী বিপ্লবের কয়েক বছরের মধ্যেই যাজকীয় ও অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলি বাজেয়াপ্তের ফলে বিবলিয়োথেক ন্যাশানেলের সংগ্রহ প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হয়ে যায়। এতো গেল রাজনৈতিক বই চুরির ঘটনা। ব্যক্তিগত পর্যায়ের বই চুরির ঘটনাও কম বৈচিত্র্যময় নয়। ১৭০৭ সালে বিবলিয়োথেক ন্যাশানেলের জনৈক প্রভাবশালী যাজক জীন এ্যায়মেঁর বই চুরি বন্ধ করতে অপারগ হওয়ায় গ্রন্থাগারের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক নিকোলাস ক্লিমেন্ট তো ভগ্ন হৃদয়েই প্রাণত্যাগ করেন। ১৯৩৬ সালে থিয়োডর শভিলোকে বইয়ের পাতা ছেঁড়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করবার পর তার বাড়ী তল্লাসী করা হলে হ্যামবুর্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার হতে অপহৃত শতাধিক বইয়ের কপার এনগ্রেভিং পাওয়া যায়। বিচারে শভিলোর হাজতবাসের সাজা হয়। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পাবার দুবছরের মধ্যেই হ্যামবুর্গ ও অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় গ্রন্থাগার হতে বইয়ের কপার এনগ্রেভিং চুরির অপরাধে তাকে পুনর্বার গ্রেপ্তার করা হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টের মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারের অপহৃত প্রিন্টগুলি শভিলোকে প্রত্যার্পণের আদেশ দেওয়া হলে সে অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলি হতে সেই সমস্ত প্রিন্টগুলি অপহরণ করে ফেরৎ দেবার প্রস্তাব করে। ১৯৬৮ সালে লণ্ডনে যে জেমস্ ডিকে নামে একটি আঠারো বছরের ছাত্রের এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে 'আমেরিকার ইতিহাস' এই অংশটি দাড়ি কামাবার ব্লেড দিয়ে কেটে নেবার অভিযোগে ১০০ পাউণ্ড জরিমানা হয়। ডিকে বলে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার খণ্ডগুলি এত ভারী যে মেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে সে এমন কাজ

করেছে। তিনি আরো বলে যে এত ঝামেলা হবে জানলে সে গ্রন্থাগারে ভর্তি হবার সময় মিথ্যা নাম ও ঠিকানা লিখাত। অপর একজন পাঠককে মন্তব্য লিখে একটি বই নষ্ট করার জন্য গ্রন্থাগারিক কৈফিয়ৎ তলব করলে সে বলে :

"According to the Concise Oxford Dictionary 'deface' is defined as follows —mar appearance, or beauty of, disfigure, discredit ; make illegible. None of these definitions describe my actions which were in fact a spontaneous contribution—exactly the opposite of defacement, which implies destruction."

বছর কয়েক আগে ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের প্রায় ৯০০০ বই চুরির সংবাদে ইংলণ্ডের জনসমাজে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। প্রথমে বিখ্যাত মার্কিন কবি এজরা পাউণ্ডের একটি বইয়ের প্রথম সংস্করণের আট কপি, যাদের এক একটির মূল্য প্রায় ১৫,০০০ টাকা খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাঁদের ৮ লক্ষ মিলিয়ন সংগ্রহে বই কখানি তল্লাসী করতে গিয়ে ৯০০০ বইয়ের কোন হদিশ পেলেন না। ১৯৭২ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার হতে আবার প্রায় ১০,০০০ পাউণ্ডের তিনটি দুষ্প্রাপ্য বই চুরি হয়। এই ঘটনার পর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পাঠকদের পরিচয়পত্র ও স্থায়ী ঠিকানা প্রদর্শনের কড়াকড়ি আরোপ করেন।

গত বছর নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হতে প্রায় ১৪০,০০০ ডলার মূল্যের চার হাজার ইতিহাস সংক্রান্ত বই চুরি যায়। বইগুলি সাধারণের অপ্রবেশযোগ্য স্থানে তালাবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল। 'এলাম' নামে একজন ৩৫ বছর বয়স্ক বই সংগ্রহকারী নিজেকে নিউ মেক্সিকোর একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ীর নাতি এই পরিচয় দিয়ে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে প্রতারণা করে বদ্ধ স্থানে যাবার অনুমতি পায়। কিভাবে যে সে এত অধিক সংখ্যক বই সরায় সেটি বেশ রহস্যজনক। এই উদ্ধার করা বইগুলিকে যথাস্থানে পৌছে দেবার জন্য পুলিসকে দুটি ট্রাক ব্যবহার করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দ্বাররক্ষীকে ছয়শত ডলার মূল্যের একটি দুর্লভ বই ক্যালিফরনিয়ার জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করবার চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এই ব্যবসায়ী পুস্তকটির একটি গোপন স্থানে গ্রন্থাগার ঘরের চিহ্ন দেখে পুলিশে খবর দেন।

আমাদের দেশের অবস্থা দেখলে তো শিউরে উঠতে হয়। একে পুকুর চুরি বললেও ভুল হয় না। জাতীয় গ্রন্থাগারের কথাই ধরা যাক। একবার খবরের কাগজের মাধ্যমে জানা গেল যে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রায় দুই লক্ষ বই চুরি গেছে। মনে হয় সংখ্যাটি অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। কিন্তু তা হলেও জাতীয় গ্রন্থাগারের বই চুরির প্রকৃত সংখ্যাটি সত্যিই উপেক্ষনীয় নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হতে বই চুরির ঘটনাও আশঙ্কাজনক ভাবে ক্রমবর্ধমান। শিক্ষা বিভাগের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক নুরুল হাসান ২৪শে নভেম্বর ১৯৭১ সালে লোকসভায় বলেন যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে সংগ্রহ পরীক্ষায় ৩০,৭৫১টি বইয়ের কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

কিছুদিন আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে চার খানা মূল্যবান বই চুরির অভিযোগে জনৈক প্রাক্তন স্নাতকোত্তর ছাত্রকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ধৃত ছাত্রটি অতীতেও এই ধরনের বই চুরি করেছে বলে জানায়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই অপর একটি ছাত্রকে বইয়ের পাতা ছেঁড়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বই চুরির প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজও জানেন না—কারণ সেখানে আজও সংগ্রহ পরীক্ষা করা হয় নি। এছাড়া অন্যান্য গ্রন্থাগারের মূল্যবান বই চুরির ঘটনা প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যায়। বছর খানেক আগে নয়াদিল্লীর সাপ্রু হাউসে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স গ্রন্থাগারের রাষ্ট্রসঙ্ঘ ট্রিটি সিরিজের প্রায় ছয়শত মূল্যবান বইয়ের কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

বইচোরদের উদ্দেশ্য তাদের পদ্ধতির মতোই বিভিন্ন। পেশাদারী বইচোরেরা অর্থের জন্য বই চুরি করে। অপেশাদারী বই চোরেরা নিজের প্রয়োজনে অথবা নিজের সংগ্রহের জন্য চুরি করে। আর রাজনৈতিক বই চোরেরা যুদ্ধজয়ের ফল হিসেবে কিংবা বাজেয়াপ্ত করে বই চুরি করে। এক্ষেত্রে আর্থিক লাভের চেয়ে সংগ্রহ প্রবণতাই বেশী থাকে। সাধারণতঃ অপেশাদারী বই চোরেরাই সংখ্যায় অধিক। অথচ আজ পর্যন্ত এই বই চুরি রোধে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি আর বই চুরি রোধ করা গেলে বার্ষিক সংগ্রহ পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাও কমে যায়। উপযুক্ত প্রশাসনিক নিরাপত্তামূলক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রন্থাগারে বই চুরি অনেকাংশে রোধ করা যেতে পারে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বইয়ের অবাধ ব্যবহার অনেকাংশে বইচুরি রোধ করে। সেজন্য বইয়ের ব্যবহারের উপরে নিয়ন্ত্রণ বিধি দূর করলে বইচুরি অনেক পরিমানে রোধ করা সম্ভব। ষ্টেটসম্যানের ৭-৭-৭৩ তারিখের কাগজে ষ্টাফ রিপোর্টার লিখিত 'আধুনিক পাঠকের পাঠ প্রবণতা' সংক্রান্ত রিপোর্টটি অনেকেই হয়ত দেখেছেন। এতে আধুনিক পাঠক অপরাধ, যৌন ও বামপন্থী রাজনীতি সংক্রান্ত বই অধিক পরিমাণে পাঠ করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য এ ধরণের বইগুলিই যে বই চোরদের কাছে লোভনীয় হবে সেটা কিছুই বিচিত্র নয়। সাধারণতঃ দেখা গেছে যে কোন বইয়ের চুরি অনেকাংশে নির্ভর করে বইটির 'পাঠযোগ্যতা, আধুনিকতা ও জনপ্রিয়তার উপর। সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে বিভিন্ন আর্ট পত্রিকা, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির অংশবিশেষ কেটে নেওয়া কিংবা সম্পূর্ণ অংশই চুরি করা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের টেম্পল ইউনিভারসিটির পালে লাইব্রেরীতে কোন কোন পত্রিকার অংশ বিশেষ কেটে নেবার সম্ভাবনা আছে তার উপর একটি অনুসন্ধান করা হয় এবং দেখা যায় যে ১০৭ টি বিভিন্ন সাময়িক পত্রের মধ্যে ৫৭টির অংশবিশেষ কেটে নেওয়া হয়েছে ও ২১টি পত্রিকার ব্যাপকভাবে ক্ষতি করা হয়েছে। শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত পত্রিকাগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমান লেখক কলকাতায় ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ইউ. এস. আই. এস. গ্রন্থাগারের সাময়িক পত্রিকাগুলি নাড়াচাড়া করে যে সমস্ত সাময়িক পত্রিকাগুলি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত

হবার সম্ভাবনা রেখেছেন সেগুলি হোল : The Sunday Times magazine, American Artist, Vogue, Art in America, Connoisseur, Arts Magazine, Films & Filming Esquire, Art forum, Film Quarterly, Film, Dance & Dancers, Horizon, Studio International, Amateur Photographer ইত্যাদি। এই চুরি গ্রন্থাগারে যারা সাময়িক পত্রিকাগুলির অংশবিশেষ কেটে নেয় তারা সাধারণতঃ দলবদ্ধভাবে আসে। এদের একজন যখন কোনও পত্রিকার অংশবিশেষ কাটায় নিযুক্ত থাকে তখন অন্যেরা তাকে ঘিরে সকলের দৃষ্টির অগোচরে রাখে।

গ্রন্থাগারে অবাধ প্রবেশযোগ্যতাও বইচুরিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রন্থাগারে অবাধ প্রবেশ যোগ্যতা সম্বন্ধে দুটি বিপরীতমত আছে। একদল যে ধরনের বইয়ের চুরির সম্ভাব্যতা বেশী সেগুলিকে বন্ধ অবস্থায় রাখবার পক্ষপাতী। এ সমস্ত বই ব্যবহারের জন্য পাঠককে বিশেষভাবে আবেদন করতে হবে। অন্যদিকে বিরুদ্ধমতবাদীরা বলেন গ্রন্থাগারে অধিকতর প্রবেশযোগ্যতা বই চুরির প্রবণতাকে হ্রাস করে। এদের মতে কোন বই যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে সহজেই পাওয়া যায় ও তার ফেরত দেবার সময়সীমা বৃদ্ধি করা যায় তবে বই চুরির প্রবণতা অনেক পরিমানে কমে যাবে।

এছাড়া গ্রন্থাগারে ফটোকপি দেবার ব্যবস্থা থাকলেও বইয়ের অংশবিশেষ, পত্রিকার অংশবিশেষ কিংবা সম্পূর্ণ বইটিরই চুরি রোধ করা সম্ভব। সাধারণতঃ অপেশাদারী বইচোরেরা অধিকাংশই কোন বইয়ের কিংবা পত্রিকার প্রয়োজনীয় অংশবিশেষের জন্য চুরি করে। এই অপেশাদারী চোরেরা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় অংশের ফটোকপি পেলে চুরি করার উৎসাহ বোধ করবে না। ফটোকপির অবাধ বিতরণে প্রধান বাধা কপিরাইট আইন। জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রয়োজনে কপিরাইট আইনের যথোপযুক্ত সংশোধন প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার পাঠকদের জন্যই। সেজন্য পাঠকদের সুবিধা ও স্বার্থরক্ষা করাই গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য। পাঠক সাধারণতঃ প্রবেশযোগ্যতার কড়াকড়ি কিংবা সময়সীমা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানাকে সুনজরে দেখে না। এ ব্যাপারে Assistant Librarian পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (আগষ্ট, ১৯৬৮) একটি তাৎপর্যপূর্ণ আহ্বান জানান হয়েছিল—সেটি হোল :

"Let us think rather more about our customer relationships and less about penalising with fines and restrictions; more about P R and less about R S (Reserve Stock); much more about enquiries than about desks. Or would all librarians prefer to bring back corporal punishment and even hanging for their readers ?"

গ্রন্থাগারের বই বিতরণ পদ্ধতির উপরেও বইচুরি কিছুটা নির্ভর করে। যে কোন বই চোর নাম ও ঠিকানা ভাঁড়িয়ে আইনসঙ্গতভাবে গ্রন্থাগার হতে বই নিতে পারে। এ ধরণের বই চুরি রোধের জন্য নবাগতদের গ্রন্থাগারে সভ্যভুক্ত করার আগে উপযুক্তভাবে সনাক্তকরণ প্রয়োজন। এ ছাড়া গ্রন্থাগারের প্রতিটি বই উপযুক্তভাবে চিহ্নিতকরণও বই চুরিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে।

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা :

বইচুরি প্রতিরোধে বিদেশে যে সমস্ত বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে সেগুলি হোল :

১। একটি লোক একেবারে যেতে পারে এমন ঘূর্ণমান বেড়ার মত দরজাসহ রক্ষী পদ্ধতি ; বা Turnstile - guard system ;

২। বিপদ সঙ্কেত পদ্ধতি ; বা Alarm system ; এবং

৩। ট্যাটল টেপ পদ্ধতি ; বা Tattle Tape system.

প্রথম পদ্ধতিতে খরচ কম পড়ে এই কারণে এটিই বহুল প্রচলিত। টার্ণষ্টাইলটি সাধারণতঃ গ্রন্থাগারের বহির্গমন পথে বসান থাকে এবং সামনে একজন রক্ষী থাকে। এই পদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকের অভিমত ভিন্ন ধরণের। এটি সম্পূর্ণরূপে বই চুরি রোধে সক্ষম নয়।

বিপদ সঙ্কেত পদ্ধতি সাধারণতঃ দুই ধরণের। একটি তড়িৎ-অনুতত্ত্বের দ্বারা চালিত (check point) ও অপরটি চুম্বকতত্ত্বের দ্বারা চালিত (Sentronic).। দুটিরই কাজের ধরণ প্রায় একই রকমের। এই পদ্ধতিতে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেগুলি হোল: (১) বই বিতরণ কেন্দ্রের নিকট একটি সংবেদনশীল এলাকা ; (২) একটি লোক একেবারে যেতে পারে এমন ঘূর্ণমান বেড়ার মত দরজাবিশেষ বা টার্ণষ্টাইল ; এবং (৩) তড়িৎ-অনু সংবেদনশীল বস্তু যেটি বইয়ের কোন গোপন স্থানে যথা বুকপকেট কিংবা এণ্ড পেপার কিংবা বুকপ্লেটে (check point এর ক্ষেত্রে) ; কিংবা চুম্বক সংবেদনশীল বস্তু যেটি সাধারণতঃ বইয়ের কভারের ভিতরে থাকে (Sentronic এর ক্ষেত্রে)।

এই পদ্ধতিতে কোন বইচোর যদি জামাকাপড়ের তলায় কিংবা ফাইল কভারের আড়ালে বই চুরির চেষ্টা করে—সঙ্গে সঙ্গে একটি বিপদসূচক সঙ্কেত হবে এবং টার্ণষ্টাইলটিও আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যাবে। এটিতে ভুল বিপদ সঙ্কেত একটি অন্যতম ত্রুটি। এই পদ্ধতিতে বিদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে লক্ষ লক্ষ টাকার বইচুরি রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এটিরও সম্পূর্ণ উপযোগিতা সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকেরা ঐক্যমত নন। আর ব্যয়বহুল এই জন্য এর বহুলপ্রচারও সীমিত।

Tattle Tape পদ্ধতিটি তড়িৎ চুম্বকতত্ত্বের দ্বারা চালিত। এই পদ্ধতিতে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেগুলি হোল (১) পাতলা ধাতব উদ্ঘাটক পাত যেগুলি বই কিংবা সাময়িক পত্রিকাগুলির ভিতরে লুকানো থাকে ; (২) একটি তড়িৎ-অনু সংবেদক উদ্ঘাটক যেটি গমনাগমন পথের একটি সুবিধাজনক স্থানে থাকে ; এবং (৩) একটি ঐচ্ছিক বই পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকে যার দ্বারা উদ্ঘাটক পাতটিকে নিমেষে নিঃশব্দ কিংবা সক্রিয় করা যায়।

এই পদ্ধতিতেও চুরি করা বইয়ের জন্য বিপদসূচক সঙ্কেত হয় এবং গেট্ আপনাহতেই বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভুল বিপদ সূচক সঙ্কেত নিমেষে নিষ্ক্রিয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে চুরি করা-ধাতব কোন বই যদি পাতে মুড়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিংবা চুরি করা বই যদি উপরে ধরে নিয়ে যাওয়া যায় তবে কোন বিপদসূচক সঙ্কেত হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিস্ পাবলিক লাইব্রেরীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে ফলাফল পাওয়া যায় সেটি হোল :

বিষয়	অপহরণ রোধকৃত বইয়ের সংখ্যা	অপহৃত বইয়ের সংখ্যা	অপহৃত বইয়ের শতকরা হার
সঙ্গীত ও কলা	৩,৭২০	৪	০.১%
ব্যবসায় ও অর্থনীতি	১;২৭২	২	০·১%
শিশুগ্রন্থ	১০১	০	০
ইতিহাস	৬,৭৭৫	৬২	০·৯%
সাহিত্য	৮,৮০৫	১২	০·২%
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা	৩,৯৫১	১৬	০·৪%
সমাজতত্ত্ব	১,৬০৪	৯	০·৫%
মোট	২১,২২৮	১০৫	

আইনগত ব্যবস্থা :

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সময় ও ব্যায়সাপেক্ষ বলে অনেক গ্রন্থাগারই বই চোরদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা নিতে অপারগ হন। বছর কয়েক আগে লণ্ডনের লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ও পুরাতন পুস্তকবিক্রেতা সমিতির একটি সভায় ক্রমবর্ধমান বই চুরি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই সভা একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করে এবং বই চুরির ক্ষতি পূরণার্থে একটি বীমা ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের ভার অর্পণ করে।

উপসংহার :

গ্রন্থাগারের বই চুরি একটি সামাজিক সমস্যা। শুধুমাত্র প্রশাসনিক, নিরাপত্তামূলক কিংবা আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এ জন্য চাই পাঠকদের মধ্যে 'গ্রন্থাগার তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান' এই মানসিকতার জাগরণ। পাঠক সমাজের মধ্যে দ্রুত এই উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটাতে পারলে বই চুরির ব্যাধির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

নির্দেশিকা :

1. National Libraries of the world. Arundell Esdaile. Library Association, London, 1957.

2. A history of libraries in Great Britain & North America. Albert Predeck. ALA, 1947.

3. The barriers to and barriers of library security. Rita A Schefrin. Wilson Library Bulletin. May 1971.

4. Measuring and reducing book losses. Marian A. Huttner. Library Journal. February 15, 1973.

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, লিব, এসসি পরীক্ষার ফলাফল (১৯৭৩)

(পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে)

প্রথম শ্রেণী

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ক্রমিক সংখ্যা	নাম
৪	নারায়ণপ্রসাদ নায়েক	১১	অরুণকুমার সেন
১২	ভারতী ঘোষ	১৩	অনিতা ভৌমিক
১৪	করবী গুপ্ত	১৫	কৃষ্ণা চক্রবর্তী
১৭	মমতা চৌধুরী	২০	অজন্তা ঘোষ (দত্ত)
২১	সন্ধ্যা ভট্টাচার্য	২২	সুচেতা ঘোষ
২৩	প্রভাতচন্দ্র মহান্তি	২৫	ঝর্ণা রায়চৌধুরী
২৬	কাজল বসু	৩০	উমা ভট্টাচার্য
৩৩	বিমানকুমার রুদ্র	৩৫	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৬	বাসবদত্তা সিংহরায়	৩৮	শান্তিপ্রসাদ মিত্র

দ্বিতীয় শ্রেণী

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ক্রমিক সংখ্যা	নাম
১	সন্তোষকুমার সরকার	২	রতনগোপাল গোস্বামী
৩	পুষ্প ছেত্রী	৫	দৈত্যারি পাণ্ডা
৬	শ্যামাদাস ত্রিপাঠি	৭	মনোজকুমার রায়
৮	কমলচন্দ্র মণ্ডল	৯	দীপ্তি গাঙ্গুলী (রায়চৌধুরী)
১০	শ্যামাপ্রসাদ দাস	১৬	শর্বাণী সেনগুপ্ত
১৮	করবী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯	সুমিতা সিন্‌হা
২৪	কার্তিকচন্দ্র দত্ত	২৭	সত্যনারায়ণ মিস্ত্রী
২৮	জয়শ্রী ঘোষ	২৯	শিবাণী অধিকারী
৩১	তারাপ্রসাদ খাদঙ্গা	৩২	শশধর মহাপাত্র
৩৪	শুভেন্দু মান্না	৩৭	বাণী দত্ত

অকৃতকার্য

ক্রমিক সংখ্যা	নাম
৩৯	গোলকবিহারী দে

হবার সম্ভাবনা রেখেছেন সেগুলি হোল : The Sunday Times magazine, American Artist, Vogue, Art in America, Connoisseur, Arts Magazine, Films & Filming Esquire, Art forum, Film Quarterly, Film, Dance & Dancers, Horizon, Studio International, Amateur Photographer ইত্যাদি। এই দুটি গ্রন্থাগারে যারা সাময়িক পত্রিকাগুলির অংশবিশেষ কেটে নেয় তারা সাধারণতঃ দলবদ্ধভাবে আসে। এদের একজন যখন কোনও পত্রিকার অংশবিশেষ কাটায় নিযুক্ত থাকে তখন অন্যেরা তাকে ঘিরে সকলের দৃষ্টির অগোচরে রাখে।

গ্রন্থাগারে অবাধ প্রবেশযোগ্যতাও বইচুরিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রন্থাগারে অবাধ প্রবেশ যোগ্যতা সম্বন্ধে দুটি বিপরীতমত আছে। একদল যে ধরনের বইয়ের চুরির সম্ভাব্যতা বেশী সেগুলিকে বন্ধ অবস্থায় রাখবার পক্ষপাতী। এ সমস্ত বই ব্যবহারের জন্য পাঠককে বিশেষভাবে আবেদন করতে হবে। অন্যদিকে বিরুদ্ধমতবাদীরা বলেন গ্রন্থাগারে অধিকতর প্রবেশযোগ্যতা বই চুরির প্রবণতাকে হ্রাস করে। এদের মতে কোন বই যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে সহজেই পাওয়া যায় ও তার ফেরত দেবার সময়সীমা বৃদ্ধি করা যায় তবে বই চুরির প্রবণতা অনেক পরিমানে কমে যাবে।

এছাড়া গ্রন্থাগারে ফটোকপি দেবার ব্যবস্থা থাকলেও বইয়ের অংশবিশেষ, পত্রিকার অংশবিশেষ কিংবা সম্পূর্ণ বইটিরই চুরি রোধ করা সম্ভব। সাধারণতঃ অপেশাদারী বইচোরেরা অধিকাংশই কোন বইয়ের কিংবা পত্রিকার প্রয়োজনীয় অংশবিশেষের জন্য চুরি করে। এই অপেশাদারী চোরেরা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় অংশের ফটোকপি পেলে চুরি করার উৎসাহ বোধ করবে না। ফটোকপির অবাধ বিতরণে প্রধান বাধা কপিরাইট আইন। জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রয়োজনে কপিরাইট আইনের যথোপযুক্ত সংশোধন প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার পাঠকদের জন্যই। সেজন্য পাঠকদের সুবিধা ও স্বার্থরক্ষা করাই গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য। পাঠক সাধারণতঃ প্রবেশযোগ্যতার কড়াকড়ি কিংবা সময়সীমা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানাকে সুনজরে দেখে না। এ ব্যাপারে Assistant Librarian পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (আগষ্ট, ১৯৬৮) একটি তাৎপর্যপূর্ণ আহ্বান জানান হয়েছিল—সেটি হোল :

"Let us think rather more about our customer relationships and less about penalising with fines and restrictions ; more about P R and less about R S (Reserve Stock) ; much more about enquiries than about desks. Or would all librarians prefer to bring back corporal punishment and even hanging for their readers ?"

গ্রন্থাগারের বই বিতরণ পদ্ধতির উপরেও বইচুরি কিছুটা নির্ভর করে। যে কোন বই চোর নাম ও ঠিকানা ভাঁড়িয়ে আইনসঙ্গতভাবে গ্রন্থাগার হতে বই নিতে পারে। এ ধরণের বই চুরি রোধের জন্য নবাগতদের গ্রন্থাগারে সদস্যভুক্ত করার আগে উপযুক্তভাবে সনাক্তকরণ প্রয়োজন। এ ছাড়া গ্রন্থাগারের প্রতিটি বই উপযুক্তভাবে চিহ্নিতকরণও বই চুরিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে।

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাঃ

বইচুরি প্রতিরোধে বিদেশে যে সমস্ত বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে সেগুলি হোলঃ

১। একটি লোক একেবারে যেতে পারে এমন ঘূর্ণমান বেড়ার মত দরজাসহ রক্ষী পদ্ধতি; বা Turnstile guard system ;

২। বিপদ সংকেত পদ্ধতি ; বা Alarm system ; এবং

৩। ট্যাটল টেপ পদ্ধতি ; বা Tattle Tape system.

প্রথম পদ্ধতিতে খরচ কম পড়ে এই কারণে এটিই বহুল প্রচলিত। টার্ণষ্টাইলটি সাধারণতঃ গ্রন্থাগারের বহির্গমন পথে বসান থাকে এবং সামনে একজন রক্ষী থাকে। এই পদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকের অভিমত ভিন্ন ধরণের। এটি সম্পূর্ণরূপে বই চুরি রোধে সক্ষম নয়।

বিপদ সংকেত পদ্ধতি সাধারণতঃ দুই ধরণের। একটি তড়িৎ-অনুতরঙ্গের দ্বারা চালিত (check point) ও অপরটি চুম্বকতত্ত্বের দ্বারা চালিত (Sentronic).। দুটিরই কাজের ধরণ প্রায় একই রকমের। এই পদ্ধতিতে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেগুলি হোলঃ (১) বই বিতরণ ডেস্কের নিকট একটি সংবেদনশীল এলাকা ; (২) একটি লোক একেবারে যেতে পারে এমন ঘূর্ণমান বেড়ার মত দরজাবিশেষ বা টার্ণষ্টাইল ; এবং (৩) তড়িৎ-অনু সংবেদনশীল বস্তু যেটি বইয়ের কোন গোপন স্থানে যথা বুকপকেট কিংবা এণ্ড পেপার কিংবা বুকপ্লেটে (check point এর ক্ষেত্রে) ; কিংবা চুম্বক সংবেদনশীল বস্তু যেটি সাধারণতঃ বইয়ের কভারের ভিতরে থাকে (Sentronic এর ক্ষেত্রে)।

এই পদ্ধতিতে কোন বইচোর যদি জামাকাপড়ের তলায় কিংবা ফাইল কভারের আড়ালে বই চুরির চেষ্টা করে—সঙ্গে সঙ্গে একটি বিপদসূচক সংকেত হবে এবং টার্ণষ্টাইলটিও আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যাবে। এটিতে ভুল বিপদ সংকেত একটি অন্যতম ত্রুটি। এই পদ্ধতিতে বিদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে লক্ষ লক্ষ টাকার বইচুরি রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এটিরও সম্পূর্ণ উপযোগিতা সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকেরা ঐকমত নন। আর ব্যয়বহুল এই জন্য এর বহুলপ্রচারও সীমিত।

Tattle Tape পদ্ধতিটি তড়িৎ চুম্বকতত্ত্বের দ্বারা চালিত। এই পদ্ধতিতে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেগুলি হোল (১) পাতলা ধাতব উদ্‌ঘাটক পাত যেগুলি বই কিংবা সাময়িক পত্রিকাগুলির ভিতরে লুকানো থাকে ; (২) একটি তড়িৎ-অনু সংবেদক উদ্‌ঘাটক যেটি গমনাগমন পথের একটি সুবিধাজনক স্থানে থাকে ; এবং (৩) একটি ঐচ্ছিক বই পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকে যার দ্বারা উদ্‌ঘাটক পাতটিকে নিমেষে নিঃশব্দ কিংবা সক্রিয় করা যায়।

এই পদ্ধতিতেও চুরি করা বইয়ের জন্য বিপদসূচক সংকেত হয় এবং গেট্ আপনাহতেই বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভুল বিপদ সূচক সংকেত নিমেষে নিষ্ক্রিয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে চুরি করা-ধাতব কোন বই যদি পাতে মুড়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিংবা চুরি করা বই যদি উপরে ধরে নিয়ে যাওয়া যায় তবে কোন বিপদসূচক সংকেত হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিস্ পাবলিক লাইব্রেরীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে ফলাফল পাওয়া যায় সেটি হোলঃ

বিষয়	অপহরণ রোধকৃত বইয়ের সংখ্যা	অপহৃত বইয়ের সংখ্যা	অপহৃত বইয়ের শতকরা হার
সঙ্গীত ও কলা	৩,৭২০	৪	০,১%
ব্যবসায় ও অর্থনীতি	১,২৭২	২	০·১%
শিশুগ্রন্থ	১০১	০	০
ইতিহাস	৬,৭৭৫	৬২	০·৯%
সাহিত্য	৮,৮০৫	১২	০·২%
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা	৩,৯৫১	১৬	০·৪%
সমাজতত্ত্ব	১,৬০৪	৯	০·৫%
মোট	২৭,২২৮	১০৫	

আইনগত ব্যবস্থা :

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ বলে অনেক গ্রন্থাগারই বই চোরদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা নিতে অপারগ হন। বছর কয়েক আগে লণ্ডনের লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ও পুরাতন পুস্তকবিক্রেতা সমিতির একটি সভায় ক্রমবর্ধমান বই চুরি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই সভা একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করে এবং বই চুরির ক্ষতি পূরণার্থে একটি বীমা ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের ভার অর্পণ করে।

উপসংহার :

গ্রন্থাগারের বই চুরি একটি সামাজিক সমস্যা। শুধুমাত্র প্রশাসনিক, নিরাপত্তামূলক কিংবা আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এ জন্য চাই পাঠকদের মধ্যে 'গ্রন্থাগার তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান' এই মানসিকতার জাগরণ। পাঠক সমাজের মধ্যে দ্রুত এই উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটাতে পারলে বই চুরির ব্যাধির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

নির্দেশিকা :

1. National Libraries of the world. Arundell Esdaile. Library Association, London, 1957.

2. A history of libraries in Great Britain & North America. Albert Predeck. ALA, 1947.

3. The barriers to and barriers of library security. Rita A Schefrin. Wilson Library Bulletin. May 1971.

4. Measuring and reducing book losses. Marian A. Huttner. Library Journal. February 15, 1973.

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, লিব, এসসি পরীক্ষার ফলাফল (১৯৭৩)

(পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে)

প্রথম শ্রেণী

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ক্রমিক সংখ্যা	নাম
৪	নারায়ণপ্রসাদ নায়েক	১১	অরুণকুমার সেন
১২	ভারতী ঘোষ	১৩	অনিতা ভৌমিক
১৪	করবী গুপ্ত	১৫	কৃষ্ণা চক্রবর্তী
১৭	মমতা চৌধুরী	২০	অজন্তা ঘোষ (দত্ত)
২১	সন্ধ্যা ভট্টাচার্য	২২	সুচেতা ঘোষ
২৩	প্রভাতচন্দ্র মহান্তি	২৫	স্বর্ণা রায়চৌধুরী
২৬	কাজল বসু	৩০	উমা ভট্টাচার্য
৩৩	বিমানকুমার রুদ্র	৩৫	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৬	বাসবদত্তা সিংহরায়	৩৮	শান্তিপ্রসাদ মিত্র

দ্বিতীয় শ্রেণী

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ক্রমিক সংখ্যা	নাম
১	সন্তোষকুমার সরকার	২	রতনগোপাল গোস্বামী
৩	পুষ্প ছেত্রী	৫	দৈত্যারি পাণ্ডা
৬	শ্যামাদাস ত্রিপাঠি	৭	মনোজকুমার রায়
৮	কমলচন্দ্র মণ্ডল	৯	দীপ্তি গাঙ্গুলী (রায়চৌধুরী)
১০	শ্যামাপ্রসাদ দাস	১৬	শর্বাণী সেনগুপ্ত
১৮	করবী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯	সুমিত্রা সিন্‌হা
২৪	কার্তিকচন্দ্র দত্ত	২৭	সত্যনারায়ণ মিস্ত্রী
২৮	জয়শ্রী ঘোষ	২৯	শিবাণী অধিকারী
৩১	তারাপ্রসাদ খাদঙ্গা	৩২	শশধর মহাপাত্র
৩৪	শুভেন্দু মান্না	৩৭	বাণী দত্ত

অকৃতকার্য

ক্রমিক সংখ্যা	নাম
৩৯	গোলকবিহারী দে

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগার, ইণ্টালী।

গত ২৩ জুলাই ৭৩ তারিখে শ্রীনলিনীরঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বৎসর শেষে সভ্য সংখ্যা ১১২ জন। কিশোর বিভাগের সভ্য সংখ্যা ২৫ জন। বিগত বৎসরে মোট ৫৪০.২২ টাকার পুস্তকাদি ক্রয় করা হয়। গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রদত্ত ৬ খণ্ড গান্ধী রচনাবলী, কলকাতাস্থ আমেরিকান দূতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত ১৩টি বাংলা পুস্তক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ৫ খানি পুস্তক, এবং সর্বশ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সনৎকুমার দাস, বন্দনা চট্টোপাধ্যায় ও রবি দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত যথাক্রমে ২টি, ৯টি, ৮টি ও ৫টি পুস্তক দানস্বরূপ গৃহীত হয়।

পাঠাগারে সাধারণ বিভাগের পুস্তক সংখ্যা ২০১০ এবং কিশোর বিভাগে ৩৭৪টি। বিগত আর্থিক বৎসরে ১,৫১৩.২৮ টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে।

সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন—

শ্রীনলিনীরঞ্জন নিয়োগী—সভাপতি, শ্রীননীগোপাল রায় ও শ্রীরণজিৎ মজুমদার—সহ-সভাপতি শ্রীরঞ্জিৎকুমার পাল—সম্পাদক, শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ—সহ-সম্পাদক, শ্রীসমীরকুমার ঘোষ—গ্রন্থাগারিক শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য - সহ-গ্রন্থাগারিক, শ্রীদিলীপকুমার দত্ত—কোষাধ্যক্ষ, শ্রীবান্তব রায়—সহ-কোষাধ্যক্ষ, সর্বশ্রী প্রসূনকান্তি লাহিড়ী, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, নির্মল চক্রবর্তী, বিপ্লব শিকদার, অজিতকুমার নন্দী ও দিলীপকুমার রায়—সদস্য।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার, খিদিরপুর।

গত ৭ জুলাই ৭৩ তারিখে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ আঢ্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মিতালী সঙ্ঘ পরিচালিত শিশির স্মৃতি পাঠাগারের ১৯৭৩-৭৪ সালের গ্রন্থাগার সমিতি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমাহারে গঠিত হয়।

শ্রীলোকনাথ প্রামানিক—সভাপতি, শ্রীরামপিয়ারী রায়, এম এল এ—সহ-সভাপতি, শ্রীবুদ্ধদেব ঘোষ—সম্পাদক, শ্রীবিশ্বনাথ পাল—সহ-সম্পাদক, শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক—গ্রন্থাগারিক, শ্রীতুলসীনাথ মুখার্জী—কোষাধ্যক্ষ, সর্বশ্রী সমর দত্ত, তপেশ ভট্টাচার্য, অপূর্ব বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন গায়েন—সদস্য।

সাধারণ পাঠাগার, অশোকগড়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ১৫ই আগষ্ট ৭৩ তারিখে, শ্রীহিমাদ্রি চৌধুরীর পরিচালনায়

প্রভাতফেরী এবং ব্রতচারী ড্রিলব্যাণ্ড প্রভৃতি, ক্রীড়া বিভাগের সদস্য-সদস্যাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পাঠাগার সভাপতি শ্রীশম্ভুচাঁদ ঘোষ। স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন সর্বশ্রী শম্ভুচাঁদ ঘোষ, সুধাময় সেনশর্মা।

শ্রীঅসীম চক্রবর্তীর নির্দেশনা ও পরিচালনায়, স্থানীয় শিশুশিল্পীদের সহযোগিতায়, পাঠাগারের সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে, গত ২৬শে শ্রাবণ, (১৩৮০ সাল) তারিখে, রবীন্দ্র-নজরুল, সন্ধ্যা সোৎসাহে পালিত হয়। শিশুশিল্পীরা গান, আবৃত্তির মাধ্যমে আপনাপন শ্রদ্ধা নিবেদন করে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসোমনাথ মিত্র।

বর্দ্ধমান

জোতরাম বাণী মন্দির, জোতরাম

গত ১৯ আগষ্ট ৭৩ তারিখে জোতরাম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাণী মন্দিরের ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যরূপে নির্বাচিত হন।

ডাঃ গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ—সভাপতি, শ্রীসলিলকুমার মুখোপাধ্যায়—সহ সভাপতি, শ্রীঅভয়পদ ঘোষ—সম্পাদক, শ্রীসমীরকুমার সরকার—গ্রন্থাগারিক, শ্রীকাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কোষাধ্যক্ষ, সর্বশ্রী সনাতন মণ্ডল, বিমলকৃষ্ণ সরকার, পুলিনবিহারী শীল, ভূদেবচন্দ্র ঘোষ ও রেখা চন্দ্র—সদস্য।

বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি রুরাল লাইব্রেরী, বহড়ান।

বিগত ১৫ আগষ্ট ৭৩ তারিখে সকালে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়, এবং অপরাহ্নে শ্রীসনৎকুমার দের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈদ্যনাথপুর পল্লী মঙ্গল সমিতি, পাণ্ডবেশ্বর

গত ১৫ ই আগষ্ট', ৭৩ পাঠাগার প্রাঙ্গণে সমস্তদিন ব্যাপী উৎসবানুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন্ করা হয়। সকাল ৬ ৩০মিনিটে প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠিত হয় তৎপরে সকাল ৭-৫ মিনিটে পতাকা উত্তোলন করেন বিশিষ্ট' সমাজ সেবী শ্রীযুক্ত কালিপদ মণ্ডল মহাশয়। বিকালে প্রতিযোগিতা মূলক ক্রীড়া ও মিষ্টান্ন বিতরণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, পিপলন

গত ১ লা জুলাই; ৭৩ তারিখে শ্রীধনঞ্জয় সামন্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৭৩ ৭৪ সালের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হন।

শ্রীসোমেশকমল চক্রবর্তী (বি, ডি, ও, মন্তেশ্বর ব্লক)—সভাপতি। শ্রীললিতকুমার ঘোষ শ্রীঅভয়পদ দাস সহ সভাপতি; শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ; শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সম্পাদক; শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র সম্পাদক, পাঠাগার বিভাগ, সর্বশ্রী ধনঞ্জয় সামন্ত, অমূল্যাক্ষ

চট্টোপাধ্যায় নারায়ণ ঘোষ, তারক অধিকারী, নবীন কর্মকার, সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল, সুনির্মল ঘোষাল, নিতাই গোস্বামী স্বপন কোঙার, কালহরি বৈরাগ্য, ভুবনেশ্বর চন্দ্র, কাত্যায়নী ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর পাত্র, শান্তি শান্তি ভট্টাচার্য, তিনকড়ি সাতরা, মুকুল তরফদার ও ষোড়শীপ্রসাদ রায়—বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য।

কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, কীর্ণাহার

শিক্ষাবিদ শ্রীরামশম্ভু গাঙ্গুলির পৌরোহিত্যে বিগত ১০ আগষ্ট ১৯৭৩ তারিখে সমিতির ৩২ তম প্রতিষ্ঠা উৎসব সোৎসাহে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ শিক্ষক শ্রীশান্তিকুমার সান্যাল। প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান বিচিত্রায় সারদা সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের ছাত্রীগণ কর্তৃক রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং বেতার শিল্পী শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস কর্তৃক বাউল সঙ্গীত পরিবেশন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পল্লী সেবানিকেতন : গৌরীবালা স্মৃতি গ্রাম্য গ্রন্থাগার, শ্রীনিকেতন

গত ১৪ জুলাই তারিখে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বেড়গ্রাম ও খিরুলী গ্রামের কৃষকদের সাক্ষরতা ও কৃষিবিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদান কেন্দ্রের অর্দ্ধশতাধিক সভ্যের উপস্থিতিতে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সর্বশ্রী তরুণ রায়, সুধীর রায়, সুশীল দত্ত প্রমুখ ভাষণ দেন। ভাষণান্তে সঙ্গীত পরিবেশণ করেন দীননাথ মুখোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, সিউড়ী।

সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত ১৫ আগষ্ট ৭৩ তারিখে শ্রীঅরবিন্দের জন্মবার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, ভাষণ দেন শ্রীগোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত।

গত ২৫ আগষ্ট ৭৩ তারিখে জেলা সমাহর্তা শ্রীঅনীশ মজুমদার, আই-এ-এস, মহোদয়ের পৌরোহিত্যে "বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবনের ৭৩ তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান পালিত হয়। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী; এবং সঙ্গীতালেখ্যে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী বীণা দাশগুপ্তা, আভা নন্দী, কৃষ্ণা দাস, মল্লিকা জোয়ারদার, পুরবী রায় ও বিভা নন্দী।

হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, ত্রিবেণী।

বিগত ২৯ জুলাই ৭৩ তারিখে সন্ধ্যা ছ'টায় অনুষ্ঠিত ৫৪ তম বার্ষিক সভার বিবরণী থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে পাঠাগারের নিজস্ব তহবিল থেকে ৫২৫'০০ টাকার পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে, এবং বর্তমানে বাংলা পুস্তকের সংখ্যা ৫০৯৫, ইংরাজী পুস্তকের সংখ্যা ২৭০। প্রতিমাসে

পাঠকের গড় উপস্থিতির সংখ্যা ১৩৮০। সর্বমোট পুস্তকের লেনদেন ১২,৫০১। সর্বমোট আয় ৩,৬৬২.০০ ও ব্যয় ৩,১৫২.০০ টাকা। পাঠাগারে মোট ১২২টি পুস্তক দানস্বরূপ পাওয়া যায়। পুস্তক দাতাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন—সর্বশ্রী তাপস নন্দীরায়, পুষ্প মোদক, রমেন্দ্রসুন্দর কুমার, ভারতী সেনগুপ্ত, এবং ইউসিস, নয়াদিল্লী ও অখিল ভারতীয় হিন্দী সমিতি।

পাঠকক্ষে নিয়মিত ৪টি দৈনিক পত্রিকা এবং ৩৭টি সাময়িকী রাখা হয়।

আলোচ্য বৎসরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিশুপুষ্টি প্রকল্পের দায়িত্ব সমিতি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। এছাড়া পাঠাগারটি যোগ্যতার সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেছে।

আগামী ১৯৭৩-৭৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন—

শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার—সভাপতি, শ্রীগণেশচন্দ্র মুখার্জী—সহ-সভাপতি, শ্রীননীগোপাল ব্যানার্জী—সাধারণ সচিব, শ্রীসন্তোষকুমার সাহা—সহ-সচিব, শ্রীঅসীমকুমার বিশ্বাস—গ্রন্থাগারিক, শ্রীবাসুদেব অধিকারী—কোষাধ্যক্ষ, শ্রীশিবরাম মিশ্র—বিভাগীয় সচিব, সাংস্কৃতিক বিভাগ, শ্রীরাধানাথ সাহা—বিভাগীয় সচিব, কিশোর বিভাগ, শ্রীগোলকেশ মজুমদার—বিভাগীয় সচিব, সংগঠন, শ্রীমোহনলাল মুখার্জী—বিভাগীয় কেয়ারটেকার, শ্রীনীলমণি মোদক, শ্রীসুনীলকুমার মোদক, শ্রীনিমাইচাঁদ নাথ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, ও শ্রীসত্যনারায়ণ ঘোষ—সদস্য।

সঙ্কলক : শিবেন্দু মান্না।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্গীকরণ গবেষণা গোষ্ঠী : পশ্চিমবঙ্গ

এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ ভারতীয় চিন্তাধারায় বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং সারা পৃথিবীতে তার স্বীকৃতিও হয়েছে। কিন্তু এখনও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এমন অনেক বিষয় আছে যে সব বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বর্গীকরণ এই রকম একটি বিষয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে আমরা বর্গীকরণের উপর গবেষণার উদ্যোগ নিয়েছি। গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত সকলকেই এই উদ্যোগে সক্রিয় সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এই সম্বন্ধে আপনার মূল্যবান নির্দিষ্ট মতামত সত্বর জানালে এবং বিষয়টির আলোচনা ও প্রচার করলে বিশেষ বাধিত হব।

পরিষদ ভবন
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের প্রতি আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ (সরকারী, বেসরকারী ও স্পনসর্ড) গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের কাছে আবেদন, যাঁরা কলেজ গ্রন্থাগারের তথ্য সম্বলিত "প্রশ্নাবলী" (যেগুলি ইতিপূর্বে প্রেরিত হয়েছিল) এখনও পূরণ করে পরিষদ দপ্তরে পাঠাতে পারেন নি, তাঁরা অবিলম্বে ঐগুলি পরিষদ দপ্তরে পাঠিয়ে দিন। কলেজ গ্রন্থাগারে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত দাবী দাওয়া এবং কলেজ গ্রন্থাগার সমূহের সামগ্রিক উন্নয়নের দাবী নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য এই তথ্যগুলি অত্যন্ত জরুরী। প্রশ্নাবলী নিয়ে মুদ্রিত হোল :—

প্রশ্নাবলী

১ কলেজ সম্পর্কিত তথ্য :

১১ কলেজের নাম :

১২ কোন্ কোন্ বিষয় পড়ান হয় ?

১৩ কোন্ কোন্ বিষয়ে অনার্স আছে ?

১৪ স্নাতকোত্তর বিষয় পড়ান ও গবেষণা হয় কিনা ? হাঁ/না

২ বিভিন্ন পদে নিয়োজিত গ্রন্থাগার কর্মী সম্পর্কিত তথ্য :*

নাম	পদ	যোগ্যতা : শিক্ষাগত/বৃত্তিগত	যোগদানের তারিখ : প্রথম/স্থায়ীকরণ	বেতনহার	বর্তমান বেতন	ভাতাদি : মহার্ঘ/অন্যান্য	মন্তব্য

* উপরোক্ত ছক অনুযায়ী তথ্যাদি পৃথক কাগজে সরবরাহ করুন।

গ্রন্থাগারিকদের ইউ-জি-সি বেতনক্রম সংক্রান্ত তথ্য :

৩১ বর্তমানে অ্যাড-হক পাচ্ছেন কি ? হ্যাঁ/না

৩২ না পেলে জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ আপনার নাম 'রেকমেণ্ড' করেছেন কি ? হ্যাঁ/না

৩৩ 'রেকমেণ্ড' করে থাকলে, তারিখ—

৩৪ অন্য কোন গ্রন্থাগারকর্মীর জন্য কর্তৃপক্ষ 'রেকমেণ্ড' করেছেন কিনা : হ্যাঁ/না

৩৫ 'রেকমেণ্ড' করে থাকলে, তার তারিখ—

পদমর্যাদা

৪১ গ্রন্থাগারিক শিক্ষক কাউন্সিলের সদস্য কিনা : হ্যাঁ/না

৪২ গ্রন্থাগারে প্রফেসর-ইন্-চার্জ আছেন কী ? হ্যাঁ/না

৪৩ প্রফেসর-ইন্-চার্জ সহ বা ছাড়া গ্রন্থাগার কমিটি আছে কী ? হ্যাঁ/না

[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

৫ <u>ব্যবহারকারী সম্পর্কিত তথ্য :</u>

৫১ ছাত্রসংখ্যা :

৫২ শিক্ষকসংখ্যা :

৫৩ অন্যান্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা :

৬ <u>পুস্তক ও পত্রপত্রিকা সম্পর্কিত তথ্য :</u>

৬১ মোট পুস্তক সংখ্যা :

৬২ কতগুলি পত্রপত্রিকা নিয়মিত ক্রয় করা হয় :

৬৩ মোট বাঁধান পত্রপত্রিকার সংখ্যা :

৭ <u>ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত তথ্য :</u>

৭১ কলেজের সামগ্রিক বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ : টাঃ

৭২ পুস্তক ও পত্রপত্রিকা খাতে বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ : টাঃ

৭৩ ১৯৭২-৭৩ সালে পুস্তক ও পত্রপত্রিকা খাতে প্রকৃত ব্যয় : টাঃ

৭৪ বাঁধাই ও সংরক্ষণ খাতে বরাদ্দ : টাঃ

৭৫ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন খাতে বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ : টাঃ

৭৬ আসবাব খাতে ব্যয়বরাদ্দ : টাঃ

৭৭ ইউ-জি-সি অনুদানের পরিমাণ : টাঃ

৮ <u>গ্রন্থাগারের স্থান সম্পর্কিত তথ্য :</u>

৮১ পাঠকক্ষের আয়তন :

৮২ কর্মীদের কাজের জন্য স্থানের আয়তন :

৮৩ গ্রন্থমঞ্চের (Stack) জন্য আয়তন :

৯১ <u>কার্যকাল</u>

৯১১ কার্যকালীন সময় (দৈনিক)

৯১২ সাপ্তাহিক বন্ধের দিন

৯১৩ গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশে গ্রন্থাগার খোলা থাকে

(নিয়মিত পুস্তকাদি লেনদেনসহ) কি ? হ্যাঁ/না

৯১৪ থাকলে, কতদিনের জন্য

৯২ <u>দৈনিক পুস্তকাদি সরবরাহের গড় সংখ্যা :</u>

৯৩ <u>পরিচালন সম্পর্কিত বিষয় :</u>

৯৩১ গ্রন্থাগার পরিচালনার সমস্যাগুলি কি কি ?

৯৩২ উপরোক্ত সমস্যার সমাধানে আপনার সুপারিশ কি কি ?

* * তথ্য সরবরাহে প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযোজন করুন

তারিখ : গ্রন্থাগারিক [স্বাঃ]

ABSTRACTS

Vol. 23 No : 5 Aug.-Sept. : 1973

'Complete works' compilation : Editorial.

The present trend of publishing the 'complete works' of different authors in Bengali as well as in English literature, is no doubt an incomplete, unwanted and profit-making work. Publication of some of the authors who have still been contributing. has been undertaken, without consideration of the concerned authors' future writings. Again the subscribers are to pay in advance for the so-called 'Complete works', without having the slightest gurantee about the quality of paper, printing and b'nding. [P 73] B.C.

The 19th Century Bengali periodicals of Bangiya Sahitya Parishad Library by Amalendu Ghosh.

An enormous treasure of the 19th century Bengali periodicals available in the librarv of Bangiya Sahitya Parishad, has still been lying to be utilised to unearth the picture of the then society. A list of periodicals of its own, was published by the parishad in 1332 B. S. Though the 1st edition of the said bibliography is not available, an examination of the periodicals enlisted in the 2nd edition has been made by shri Amalendu Ghosh in his article. Not only that, the author of the article tries to bring out the missing-links of some of the periodicals, which were not given in the list of periodicals of the Parishad.

[P. 75] B. C.

Theft of Books : the oldest problem for libraries by Prabodh Bhattacharjee.

Mr. Bhattacharjee treats the problem of theft of books in a historical perspective and narrates some interesting events to explain the development of library services ; the measures for the security of books —from chaining of books to latest methods of using scientific equipments.

He cites some glaring statistics of modern libraries, of India and abroad, to establish the regretable fact that inspite of cultural developments, theft of books remacins a menaing problem for the libraries.

He then describes some technical devices which are used to detect thefts by libraries and their merits and demerits.

He concludes that unless we succeed in developing a social conciousness and educate the readers, this oldest problem would continue to be a menace for the human culture

[P. 83] A.G

News from the Libraries :

Calcutta : Rabindra Maitra Pathagar ; Sisir Smriti Pathagar ; Sadharan Pathagar, Ashokegarh.

Burdwan : Baharan Palli Unnayan Samiti -Rural Library ; Baidyanathpur Pallimangal Samiti, Pandabeswar ; Joteram Bani Mandir ; Ramkrishna Sangha, Piplon.

Birbhum : Kirnahar Rabindra Smriti Samiti ; Palli Seva Niketan, Gouribala Smriti Gramya Granthagar, Sriniketan ; Vivekananda Granthagar, Suri.

Hooghly : Tribeni Hitasadhan Samiti Pathagar.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৭ } { ১৩৮০, কার্তিক

<u>সম্পাদকীয়</u>

এবারের গ্রন্থাগার দিবস

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী ও অনুরাগীদের কাছে ২০শে ডিসেম্বর একটি পবিত্র দিন, কারণ ১৯২৫ সালের ওই তারিখেই বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত রূপ পেয়েছিল, জন্ম নিয়েছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। পশ্চিমবঙ্গে তাই এই দিনটি পালিত হয়—আত্মসমীক্ষার দিন হিসাবে, মূল্যায়নের দিন হিসাবে, অগ্রগতির শপথ নেবার দিন হিসাবে।

১৯৭৩-এর ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলন তার অস্তিত্বের প্রাক্-সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষে পদার্পণ করছে। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমার ফলশ্রুতি কি, স্বভাবতই সেই প্রশ্ন আজ চিন্তা করবার। কারণ অতীত অভিজ্ঞতার সঠিক মূল্যায়নের নিরিখে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণের ফলেই একমাত্র ভবিষ্যতের অভ্রান্ত পথনির্দেশ সম্ভব। তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই আজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের বক্তব্য এবং তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার; আর, শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন—মানবজাতির বিকাশের চক্রপথে অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমূহকে লিপিবদ্ধ করা যে পাঠ্যবস্তু, তার সঙ্গে প্রতিটি মানুষের অবাধ যোগাযোগ। তাই, পাঠ্যবস্তু এবং জনসাধারণ এই দুয়ের মধ্যে যে কোন বাধাই গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারব্যবস্থার বাস্তব চিত্র হচ্ছে যে এখানে আমরা প্রতিটি মানুষের জন্য গ্রন্থাগারের দরজা খুলে দিতে পারি নি—সেখানে অনেক বাধা বর্তমান—বিশেষতঃ অর্থনৈতিক। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রয়োজন সমগ্র প্রদেশে সুষ্ঠু এবং ব্যাপক নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগারব্যবস্থা প্রবর্তন।

এ সত্য অস্বীকার করা চলে না যে স্বাধীনতা-উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে কিছু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে; রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক পিরামিডাকৃতি গ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা পরিকল্পনাবিহীন ও পারস্পরিক যোগাযোগবিহীন এক হাস্যকর জগাখিচুড়িতে পর্যবসিত হয়েছে। এই পরিণতির প্রধান কারণ বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অনবহিতি, পরিকল্পনার অভাব এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতি।

এই আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ নতুন নয়। পরাধীন ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় এই আইনের প্রস্তাবনার চেষ্টা হয়েছিল—তিরিশের দশকে বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের সেই প্রচেষ্টা তৎকালীন লাটসাহেবের অনুমতি পায় নি।

স্বাধীনতা-উত্তরকালেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান দাবী—এই রাজ্যের জন্য একটি গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক, অবাধ, সাধারণ গ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রবর্তন। অত্যন্ত দুঃখের কথা, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার যুগে, স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রজতজয়ন্তী পার হয়েও এই প্রদেশের জন্য (যে প্রদেশ গ্রন্থাগার আন্দোলনে সবচেয়ে সংগঠিত এবং শক্তিশালী বলে দাবীদার ও স্বীকৃত) গণতন্ত্রের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে আমরা পারি নি। পশ্চিমবঙ্গের বলিষ্ঠ, সংগঠিত এবং বহুমুখী গ্রন্থাগার আন্দোলন এই ব্যর্থতাকে অস্বীকার করতে পারে না।

গ্রন্থাগার দিবসের প্রাক্কালে তাই চিন্তা করা দরকার, কেন এই ব্যর্থতা? চিন্তা করা দরকার, পশ্চিমবঙ্গের জনগণের একটা ব্যাপক অংশ কি গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল হয়েছে—যে আন্দোলন মূলতঃ ব্যাপকতম জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই উৎসর্গীকৃত? গ্রন্থাগারের সামাজিক উপযোগিতা কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? এই চিন্তাগুলিকে পরিষ্কার করা আজ অপরিহার্য, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তীকে সার্থক করতে হলে আজ থেকেই স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উদ্দিষ্টে ব্রতী হতে হবে।

একথা আজ উপলব্ধি করা দরকার, গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য জনসাধারণ এবং ব্যাপকতম জনসাধারণের মঙ্গলই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। গ্রন্থাগারকে সমাজের প্রতিটি মানুষের সমস্যার সাথী, বন্ধু ও সহায়ক হিসাবে গড়ে তোলাই আজকের বিশ্বব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিটি গ্রন্থাগারকে অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম হিসাবে গড়ে তোলা দরকার। গ্রন্থাগারবৃত্তি জনসেবায় উৎসর্গীকৃত—এই বৃত্তিতে নিযুক্ত প্রতিটি কর্মীকে সামাজিক উপযোগিতায়, অপরিহার্যতার এই দিক সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং নিজেদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে—গ্রন্থাগারকে এই ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্বের সিংহভাগ তাঁদের।

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারবৃত্তি সংশ্লিষ্টরা তাঁদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন; তাই চরম প্রশাসনিক এবং প্রচণ্ডতম আর্থিক দুর্গতির মুখোমুখী লড়াই করেও তাঁরা এই রাজ্যের অতি সীমিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যেও জনগণের প্রতি তাঁদের কর্তব্যপালন করে চলেছেন। তবে প্রশ্ন হতে পারে তাঁদের এই নীরব সেবা সরকারী অবহেলা দ্বারা কতখানি পুরস্কৃত হয়েছে! পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারকর্মীরা তাই আন্তরিক ভাবে চান এই দুঃসহ অবস্থায় অবসান—চান একটা সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে নিয়মিত ব্যবস্থা এবং এই অনিয়মের, এই অব্যবস্থার একমাত্র প্রতিকার গ্রন্থাগার আইন।

এবারের গ্রন্থাগার দিবস আমাদের কাছে আসুক দৃপ্ত শপথ—গ্রন্থাগার আইন চাই! আজ থেকেই শুরু হ'ক ব্যাপক প্রচার অভিযান—গ্রন্থাগার আইন এবং গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবীর সপক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন সংগ্রহ করা প্রয়োজন; কারণ ব্যাপকতম জনসাধারণকে সামিল না করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ন্যূনতম দাবীও মিটতে পারে না।

তাই আজ থেকেই সচেষ্ট হতে হবে—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প: ব: গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি ও জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের উদ্যোগে এবং অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে গঠিত যৌথ সংগ্রাম কমিটি যে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তাকে সফল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে; কারণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের লজ্জা এবং ব্যর্থতাকে মুছে ফেলবার সুযোগ আজ সামনে।

"ক্রমোন্নতিশীল প্রযুক্তি বিদ্যার পরিবেশে ব্যবসা ও শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি এবং ডকুমেণ্টেশন ব্যবস্থার ভূমিকা"

অধ্যাপক এ নীলমেঘম্

সচল পরিচালন ব্যবস্থায় মানব-সম্পদ (Human resources), বিশেষতঃ বুদ্ধিসঞ্জাত সম্পদের (Intellectual resources) সংরক্ষণ প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানকে প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য-দ্রব্য (Commodities) উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করতে হলে এমন একটি পরিবেশের প্রয়োজন যা কোন প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বস্তরের কর্মোদ্যোগকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থার সঙ্গে এই পরিবেশের গভীর সংযোগ আছে। পরিমানগত ভাবে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিপাদনে, নিত্যনতুন ভাবধারার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যক্তির যোগসূত্র স্থাপন করা হলে, যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে না পাওয়ার সময়ে যে অনাকাঙ্খিত অপচয় ঘটে তা রোধ করা সম্ভব। অতি সংক্ষেপীকরণ এবং অতি বৈশিষ্টীকরণ—অত্যাধুনিক ভাবধারার দ্রুত অপ্রচলন (Obsolescence) এবং বিষয়গুলির (Subjects) বহুস্থানে প্রক্ষেপন (Scatter) ও অনুপ্রবেশ (Seepage) প্রভৃতি সমস্যাগুলি ডকুমেণ্টেশনকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি বিশেষ-জ্ঞানবোধ্য (Specialised) বিষয় করে তুলছে। "তথ্য-সংগ্রহ এবং সরবরাহ ব্যবস্থায়" তৎপরতা বা ডকুমেণ্টেশন্ ব্যবস্থার সুযোগ্য সহায়তা প্রতিটি শিল্পোদ্যোগের ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও পরিচালক মণ্ডলীর গ্রহণ করা উচিত।

১ মানব সম্পদের ব্যবস্থাপনা

১১ মানব সম্পদের সংরক্ষণ সচল পরিচালন ব্যবস্থার মাননিয়ন্ত্রণকারী একটি মূলতত্ত্ব (Normative principle)। পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং কার্যপ্রণালী এমন হওয়া উচিত যা মানব সম্পদের উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধির সহায়ক। এই আদর্শ ও মূলতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিচালন ব্যবস্থায় প্রতিটি প্রয়োগ এবং পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

১২ বুদ্ধিসঞ্জাত সম্পদ (Intellectual Resources)

যে কোন প্রতিষ্ঠানেই বা উদ্যোগেই মানব সম্পদ সবচেয়ে বেশী মূল্যবান এবং উন্নতির প্রধান সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়। তার মধ্যে আবার বুদ্ধিসঞ্জাত অংশটিই সবিশেষ মূল্যবান। সুতরাং এই সম্পদের সযত্ন রক্ষণ, সচেতন বিবর্দ্ধন এবং সুচিন্তিত প্রয়োগ করা কর্তব্য।

২ অগ্রগতির প্রয়োজনীয় সর্ত ও রসদ

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানকে ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন ও অন্যান্য সেবার কাজে প্রয়োগ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুপ্ত ও সম্ভাবনাময় সৃজনীশক্তি ও মেধার উন্মেষের সুযোগের ব্যবস্থা রাখা। অগ্রগতি ও উন্নতির এই অত্যাবশ্যক সর্তটি পূরণ করা পরিচালন ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এর জন্য প্রয়োজন গবেষণা, প্রসার, উৎপাদন, প্রচার ও বিক্রয় প্রভৃতি—শিল্পোৎপাদন চক্রের প্রতিটি স্তরে সৃজনধর্মী মেধাবিকাশের উপযোগী পরিবেশ গঠন।

৩ তথ্যের ভূমিকা

৩১ তথ্য প্রবাহ

বর্তমানে কোন বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে সময়ের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই ব্যয় করতে হয় লাভজনক পরিকল্পনার ক্ষেত্র তথ্যগুলির সংগ্রহ, বিন্যাস ও পরিবর্তন এবং সিদ্ধান্তগুলিকে মৌখিক বা লিখিত নির্দেশ রিপোর্ট ইত্যাদির আকারে উপযুক্ত বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়ার কাজে। এই ধরণের কাজের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন—প্রতিষ্ঠানের মধ্যের বা বাইরের উন্নত ও পরিবর্ধিত বুদ্ধিসঞ্জাত সম্পদের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যক্তির যোগসূত্র স্থাপন, যিনি—বা যাঁরা আরোও উন্নতির কাজে এই সম্পদ ও জ্ঞানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে বৈজ্ঞানিক, কারিগরী, ব্যবসায়িক এবং পরিচালন সংক্রান্ত সূক্ষ্ম ও নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলী সহজবোধ্য ভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলে অনাবশ্যক ও অনাকাঙ্খিত অনুসন্ধান, আবিষ্কার, গবেষণা এবং অকল্পপ্রসূ পরিকল্পনার ও তজ্জনিত বুদ্ধিসঞ্জাত সম্পদের অপচয় অনেকাংশে কমিয়ে আনা যায়। উপরন্তু, উপযুক্ত তথ্যাবলী-গবেষণা, অগ্রগতি এবং পরিচালনার সম্ভাবনাময় নতুন ক্ষেত্র ও দিকগুলির উপরও আলোকপাত করতে সাহায্য করে।

৩২ সময়োপযোগী তথ্য সরবরাহের প্রতিদান

অর্থ, শ্রম বা সময় ইত্যাদির পরিমানে সময়মত তথ্য সরবরাহের প্রতিদান নীচের উদাহরণগুলির থেকে স্পষ্ট হবে :—

SN	Saving	Particulars.
1	Rs. 4,200,000 per annum	USA. Company Library, through circulation of documentation list.
2	Rs. 100,000	Danish Council on Scientific & Tech. Research : provided necessary information before starting research on workmen's clothing. Also resulted in bringing manufacturing industry to Denmark.
3	Rs. 300,000	India, Bangalore, Machine Tool Industry; Library provided information about the use of a device.

৩৩ উপযুক্ত তথ্যের অভাবে সম্পদের অপচয়

প্রয়োজনীয় মুহূর্তে উপযুক্ত তথ্য না পাওয়ার ফলে গবেষণা এবং উন্নতি প্রচেষ্টার অনিচ্ছাকৃত ও অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং তার ফলে মানব ও বস্তুসম্পদের অপচয় হয়। যেমন :

SN	Subject-field	Particulars
1	Scientific research	U.K. annual cost of unintended duplication of research due to the delay in the supply of available information estimated at Rs. 216,000,000.
2	Electronics	USA, annual cost of duplication of governmental research and developmental activity in electronics field for want of information on the projects in progress estimated at Rs. 15,000 000

৩৪ সমীক্ষালব্ধ কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ

৩৪১ তথ্য প্রবাহের অনুকূল পরিবেশ

শিল্পসংস্থাগুলির সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তথ্য প্রবাহের অব্যাহত গতি ও ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থার উপযোগী পরিবেশের জন্য

(ক) ডকুমেন্টশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা

(খ) গবেষণা, ও পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ

(গ) উপদেষ্টার সাহায্যদান ব্যবস্থা

(ঘ) শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা (বিশেষতঃ ডকুমেন্টেশন এবং উপদেষ্টামূলক সাহায্যদান এবং ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয়)

(ঙ) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী, ব্যবসায়িক, আর্থিক এবং পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যাদির সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ এবং সংস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতির কার্যে সেইগুলির যথার্থ ব্যবহারকল্পে উপযুক্ত স্থানে সঞ্চালণ প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী এবং আগ্রহী একটি পরিচালন ব্যবস্থা।

এই পাঁচটি ব্যবস্থার সমন্বয় প্রয়োজন।

৩৪২ তথ্য-ব্যবহার-প্রবণতা

Carter ও Williams, বৃটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির কারিগরী অগ্রগতি এবং সেই অনুপাতে আর্থিক সাফল্যের একটি সমীক্ষা করার সময় সংস্থার সাফল্য-নির্দ্ধারক মোট যে ২৪টি বৈশিষ্ট্যের বা গুণাগুণের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ও প্রবণতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুত মোট ২৪ টির মধ্যে ৬ টি বৈশিষ্ট্যই তথ্য-ব্যবহার-প্রবণতা সংক্রান্ত।

৩৪৩ বৈশিষ্ট্য

একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদানপ্রদানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে ব্যাঙ্ক গুলির সঙ্গে এই অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ঘনিষ্ঠ আদান-

প্রদান থাকার ফলে বোষ্টন এবং ফিলাডেলফিয়ার আশেপাশে কারিগরী বিজ্ঞান ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগগুলি এত ঘন ও ব্যাপক ভাবে গড়ে উঠেছে।

৩৪৪ **অগ্রগতির যোগসূত্র**

একটি রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান তার বানিজ্যিক লেনদেনের (turn over) শতকরা তিনভাগ বিগত ২৫ বছর যাবৎ গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যয় করে আসছে এবং বর্তমানে শিল্পে একটি অগ্রণী বা প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্যের মূলে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় যথেষ্ট অর্থবিনিয়োগ। এই ব্যবস্থা থাকার ফলে কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যার নতুনতর এবং সম্ভাবনাময় প্রয়োগ ও পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে পরিচালকমণ্ডলী এবং অন্যান্য কর্মীরা ওয়াকিবহাল থাকার সুযোগ পান। অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কারিগরী ও ব্যবসায়িক অগ্রগতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ থাকার ফলে, লাইসেন্স গ্রহণ, ক্রয় বা লাভজনক উৎপাদনের মাধ্যমে নবলব্ধ এই জ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ করা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

৪ **সমস্যা**

৪১ **প্রসঙ্গ**

সুসংবদ্ধ, সূচীমুখী এবং তৎপর তথ্যসরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যাগুলি সাধারণ শিক্ষা, শিল্প এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ক) ক্রতবর্দ্ধনশীল জনসংখ্যা এবং এর ফলে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় এবং পরিবহন প্রভৃতি সংক্রান্ত জীবনযাপনের মূল চাহিদাগুলির প্রয়োজন ও অভাব মেটানোর সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে গবেষণা, অগ্রগতি ও উৎপাদন খাতে অর্থ বিনিয়োগের পরিমান ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

খ) গবেষণার প্রকৃতি ও অগ্রগতির প্রচেষ্টা আজ সুসংগঠিত এবং অধিকতর উৎপাদনমুখী। সমবায় প্রচেষ্টা বা গোষ্ঠীবদ্ধ গবেষণা (team research) এবং শ্রেণীবদ্ধ গবেষণা (Series research) যথাক্রমে একক গবেষণা (Solo research) এবং সমান্তরাল গবেষণার (research in parallel) স্থান দখল করেছে।

গ) উৎপাদনের প্রতিটি সূক্ষ্ম স্তর এবং কার্যক্রম পৃথকীকরণের ফলে বিষয়গুলি অত্যন্ত দুরূহ এবং বিশেষ জ্ঞানবোধ্য (Specialised) হয়ে উঠেছে।

এবং স্বভাবতঃই উপরোক্ত কারণে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

৪২ **তথ্যের**

৪২১ **গবেষণা ও অগ্রগতির জন্য ব্যয় :—**

উন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলিতেও এই প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থের পরিমান যে কিভাবে বেড়ে চলেছে তা নীচের উদাহরণ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে।

৪২২ **গবেষণা ও অগ্রগতির খাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ**

S. N.	Country	Spending in million Rs. (Approx.)		
		966	1968	1970 (Estm.)
1.	U. K.	10.125	12,000	
2.	W. Germany	4,365	6,000	
3.	Japan	2,200		8,100
			1,057	1,200

৪২৩ **গবেষণা ও অগ্রগতির খাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিমাণ**

In million Dallars.

Year	Total	Federal Gov.	Industry	Univer & College	Federal - res Contract Centre.	Other non profit Organi.
1960	13,710	1,730	10,510	830	360	280
1963	17,350	2,280	12,630	1,360	530	550
1965	20,550	3,100	14,200	1,900	650	700
1966	22,450	3,300	15,500	2.200	700	750
1968	25,050	3,500	17,300	2,600	750	900

১৯২০ সালে ঐ প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় আয়ের (G. N. P.) শতকরা ০·১ ভাগ এবং ১৯৪০ সালে শতকরা ০·৫ ভাগ ব্যয়িত হয়। বর্ত্তমানে এই ব্যয়ের পরিমান বেড়ে হয়েছে শতকরা ৩·৫ ভাগ।

৪২৪ **গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি**

গবেষণায় ও অগ্রগতির খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঐ বিষয়ে নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যাও দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। নীচের তালিকা থেকে এই বৃদ্ধির পরিমান অনুমান করা যাবে।

S. N	Year	U. S. A	Japan	India
1	1956		41,000	
2	1962	2.500,000		80,000
3	1965		1,30,000	
4	1970	4,000,000		1,20,000

৪২৫ যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পারদর্শী ব্যক্তির সংখ্যা
(মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাতে)

Year	Percentage
1940	1·5
1950	2·2
1960	3·2
1970 (Estm.)	4·7

৪৩ চিন্তাধারার দ্রুত ক্রমবিকাশ ও প্রবন্ধের সংখ্যাস্ফীতি

গবেষণা ও শিল্পোন্নয়নে অর্থলগ্নীর পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নিত্য নতুন চিন্তা ও ভাবধারার আবির্ভাব ঘটে চলেছে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে কিছু তথ্য নীচে দেওয়া হল :—

৪৩১ সমগ্র বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা

S. No.	Colon Class No	Subject	No. of articles 1960	1970 (Estim)
1	B	Mathematics	15,000	30,000
2	C	Physics	75,000	155,000
3	D	Engineering	155,000	275,000
		: Civil	15,000	15,000
		: Mechanical	10,000	20,000
		: Electrical &		
		: Electronics	80,000	150,000
		: Aero-space	35,000	75,000
		: Industrial	15,000	15,000
4	E	Chemistry	150,000	290,000
5	F,6	Metallurgy	35,000	50,000
6	G	Biology	150,000	260,000
7	G Z	Geo-sciences	91,000	158,000
8	J	Agriculture	150.000	260,000
9	L	Medicine	220,000	390,000
10	S	Psychology	15,000	30,000
11		Other subjects	929,000	1,882,000
		Total	1,985,000	3,780,000

সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে বর্তমানে কেবলমাত্র একটি সূক্ষ্ম ও বিশেষ বিষয়ের অগ্রগতি ও গবেষণার সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও যে কোন বিশেষজ্ঞের পক্ষে দুঃসাধ্য, বিশেষ করে

অপেক্ষাকৃত নতুন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যেখানে এই অগ্রগতির হার দ্রুততর। উদাহরণস্বরূপ "লেসার রশ্মি"র কথাই ধরা যাক। এই বিষয়ে বিগত কয়েক বছরে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা নীচে দেওয়া হল

Year	No. of Papers published on Laser	Year	No. of Papers published on Laser
1958	1	1964	1000
1961	100	1969	About 2000

কিন্তু এই বিপুল জ্ঞানরাশির যথার্থ ব্যবহারকল্পে উপযুক্ত লক্ষ্য ও স্থানে পৌঁছে দেওয়া এক দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। একদিকে যেমন প্রতিদিনের সংযোজনের ফলে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে তেমনি অপরদিকে সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারের অনুপাতে আমাদের ব্যক্তিগত জানার পরিমাণও তুলনামূলকভাবে ক্রমশঃই কমে আসছে।

৪৪ তথ্য বিক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ (Scatter & Seepage)

বৈজ্ঞানিক, কারিগরী এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্যগুলি বর্তমানে পুস্তক, প্রবন্ধ, সম্মেলনের বিবরণী (Proceedings), রিপোর্ট পেটেন্ট, স্ট্যাণ্ডার্ড (Standard) প্রচার পুস্তিকা, নির্দেশ পুস্তিকা, ইত্যাদি নানা প্রকার নথির মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছয়। এইভাবে তথ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকাকে "তথ্য বিক্ষেপ" বলে। আবার মনে করা যাক এমন একটি বিষয় (Subject) যার অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে নিগূঢ় সংযোগ আছে। স্বভাবতঃ ঐ বিষয়ের বহু তথ্য অনুবর্তী অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রকাশিত নথির মধ্যে প্রায়শঃ অনুপ্রবিষ্ট থাকে। একে তথ্যের "অনুপ্রবেশ" বলা যেতে পারে।

৪৫। তথ্য ব্যবহারের দ্রুততর গতি :

বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য সহজলভ্য হওয়ার ফলে আবিষ্কারের সংখ্যা, গতি এবং সেগুলির সার্থক প্রয়োগ বিগত শতকের তুলনায় কিভাবে বেড়ে গেছে এখানে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

৪৫১ আবিষ্কার ও প্রয়োগের মধ্যে সময়ব্যবধানের হ্রাস

S.N.	Subject	Year of Discovery or principle	Year of Development of Device or use	Time-lag between (c)and(d)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Gamma ray	1896	1939	43
2	Atomic power	1932	1945	13
3	Transistor	1940	1948	8
4	Laser	1958	1960	2

৪৬ [illegible]

নিত্যনতুন আবিষ্কার এবং সেগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে কারিগরী ও বাণিজ্যে অগ্রগতির

হার অসম্ভব দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে এবং ফলে প্রচলিত ভাবধারা ও পদ্ধতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অপাংক্তেয় ও বাতিল হয়ে পড়ছে। নীচের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে বোঝান যাক ;

৪৬১ Yield Strength of Steel :—

S. N	Yield Strength/Density (106 in)	Year of use	Time Interval (Years)
1.	0·1 (USS Holland, Hy 30)	1900	
2.	0·2 (HY 50)	1940	40
3.	0·3 (HY 80)	1960	20
4.	0·6 (HY 150)	1970	10

৪৬২. Energy of Secondary Battery :—

S.N	Year	Energy density (Whr/lb)	Reactant efficiency ratio (Kr)	Time Interval (Years)
1.	1930	10	0.10	
2.	1960	20	0·20	30
3.	1965	60	0·35	5
4.	1970	100		5

মাত্র একশো বছর আগেও কোন বিশেষজ্ঞের পক্ষে বিভিন্ন নথি থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করার অসুবিধা কম থাকায় ঐ বিষয়ে অগ্রগতির সঙ্গেও সহজেই তিনি পরিচিত থাকতে পারতেন। ঐ সময়ে মৌলিক ও নতুন চিন্তাধারার সংযোজনও তুলনামূলকভাবে অল্প ছিল। কিন্তু বর্তমানে চিন্তাধারার দ্রুত ও ক্রমবর্দ্ধমান বিবর্তন ও সংযোজনের ফলে কোন বিশেষজ্ঞের পক্ষেই এককভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা প্রায় দুঃসাধ্য। এ ছাড়া ব্যাপক ও সুচারুভাবে তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান করার জন্যও বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। সুতরাং তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহের কাজেই গবেষক বা বিশেষজ্ঞের প্রচুর সময় নিয়োজিত করার অর্থই—সময় ও সম্পদের অনাবশ্যক অপচয় যা কোন পরিচালকমণ্ডলীরই কাম্য নয়।

৫. আধুনিক ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থা (তথ্যায়ন পদ্ধতি)

৫১. নির্ভরকারী সাহায্য (Supporting Service)

গবেষণা, উৎপাদন এবং পরিচালন ব্যবস্থায় এই অবাঞ্ছিত অপচয় বা সহজ অর্থে মানবিক সম্পদের এই অপচয় রোধ করতে গেলে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের এই অসুবিধা বা সমস্যাগুলির দূরীকরণ বা সমাধানের একান্ত প্রয়োজন। এবং এই সমাধানের দায়িত্ব স্বভাবতই গ্রন্থাগারিক বৃত্তির উপর অর্পিত হয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটিকে বলা হয় "ডকুমেন্টেশন" বা "তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থা।" এইভাবে যে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি কর্মপ্রচেষ্টায়

উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং অধিকতর উৎপাদনক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে নির্ভরকারী সাহায্য হিসেবে ডকুমেণ্টেশনের ভূমিকা অপরিহার্য।

৫২. আধুনিক ডকুমেণ্টেশন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Objective)

ক) গবেষণা, যন্ত্রবিদ্যা, উৎপাদন, শিল্প এবং পরিচালন ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে উৎপাতমান (Nascent) তত্ত্ব ও নতুন ভাবধারার সংযোগ ঘটানো এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। বাস্তব বা ভবিষ্যতের অনুমিত চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্যগুলি যাতে

খ) সূক্ষ্মভাবে (অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য ও বিষয়ের পরিবর্জন)

গ) ব্যাপক ভাবে (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় এবং আগ্রহ উদ্রেককারী প্রতিটি তথ্য ও বিষয়ের সমাবেশ) এবং

ঘ) সহজবোধ্য ও দ্রুত গ্রহণযোগ্যরূপে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে উপস্থাপন করা যায় তার জন্য তথ্যগুলির সংকলন ; গ্রন্থনা এবং সম্পাদনা এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এবং সর্বোপরি অসংখ্য উৎস নিৎসারিত তথ্য প্রবাহের এই চিরন্তন ও অব্যাহত স্রোতের মধ্যেও "তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ" ব্যবস্থাকে সচল রাখা এবং এই ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও ক্রমোন্নতির প্রচেষ্টা, ডকুমেণ্টেশন ব্যবস্থার আর একটি বিশেষ লক্ষ্য।

৬ ডকুমেণ্টেশন ব্যবস্থার অগ্রগতি :

৬১ পদ্ধতি ও উপকরণ :—

ব্যবহারকারীদের বিভিন্নপ্রকার ও দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটানোর জন্য বিগত ৫০ বছরে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ডকুমেণ্টেশন পদ্ধতি ও উপকরণের ক্রমাগত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষজ্ঞদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন আরোও ঘনিষ্ঠভাবে জানার এবং তাদের চাহিদার বৈশিষ্ট্য-গুলির সঙ্গে পরিচিত হবার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। পুরানো নথি থেকে মূল এবং প্রাধান্য তথ্যের অনায়াস নির্বাচনের জন্য পুস্তক তালিকা বা গ্রন্থপঞ্জী এবং সমসাময়িক গবেষণা ও অগ্র-গতির সাথে বিশেষজ্ঞদের সজাগ করে তোলার জন্য তথ্য তালিকা (Documentation list), সংক্ষেপ (Abstracts), সূচী (Index) ও নানাবিধ রিপোর্ট, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি প্রস্তুত ও সরবরাহ ডকুমেণ্টেশন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত অসংখ্য উপকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। তথ্যের বিভিন্ন আকর ও উৎস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশিত এবং অন্যভাবে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত রিপোর্ট, পুস্তিকা প্রভৃতির উপযুক্ত সংরক্ষণ ও বিন্যাস, সংরক্ষিত নথি থেকে যাতে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সহজেই উদ্ধার করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা রাখা, এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেগুলি বিশেষজ্ঞ বা পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করা, এবং প্রয়োজনবোধে নথি বা তথ্যগুলির ভাষান্তর বা অনুবাদের ব্যবস্থা করা—এ সবই ডকুমেণ্টেশন কর্মী বা ডকুমেণ্টালিষ্ট-এর কাজের আওতায় পড়ে।

৬২ অগ্রগতির কারণ :—

যদিও উনিশ শতকের শেষের দিকে মেলভিল ডিউই, এমৃ কাটার প্রমুখ উৎসাহী ব্যক্তিদের

উল্লেখযোগ্য অবদানের ফলে গ্রন্থাগারিকরা ডকুমেণ্টেশন ব্যবস্থায় নতুনতর পদ্ধতি ও উপকরণের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেন, কিন্তু তৃতীয় দশকের প্রথমভাগে ১৯৩১ সালে এস, আর, রঙ্গনাথন উদ্ভাবিত "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রী" সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। ডকুমেণ্টেশন সমেত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মান নিরূপক সূত্রগুলি, এই পঞ্চসূত্রীর ভিত্তিতে গঠন করা সম্ভব। এই সূত্রগুলির সাহায্যে যে কেবল সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত অগ্রগতি ও উন্নতি সম্ভব হয়েছে তাই নয়, প্রতিটি পদ্ধতি ও উপকরণের কার্যকারিতা এবং উৎকর্ষ যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এর অবদান অপরিসীম।

৬৩ পাঠক ও ব্যবহারকারীগণের অনুধাবন (Study of Users.)

যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ে, ত্রুটিহীন ভাবে এবং সূক্ষ্ম প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করতে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের চাহিদা ও তথ্য ব্যবহারের সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগারের পাঠকদের চাহিদা ও তথ্যের ব্যবহারের রীতিনীতিগুলি সম্পর্কে গবেষণা ও বিশ্লেষণের কাজ প্রায় ১০০ বছর আগেই শুরু হয়েছে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এই ধরণের অনুধাবন ও বিশ্লেষণের সংখ্যা পাঁচশোর বেশী হলেও আশানুরূপ গভীরভাবে অনুধাবনের সংখ্যা অতি অল্প। পরিসংখ্যান, গবেষণা ও মনস্তাত্বিক সমীক্ষা সাহায্যে পাঠকদের চাহিদার ও তথ্য ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান মাত্র বিগত কয়েক দশক আগে আরম্ভ হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক, বিশেষজ্ঞ বা পরিচালকদের তথ্য-ব্যবহার ও চাহিদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয়েছে তেমনি গবেষণা, ও শিল্পোৎপাদনের বিভিন্ন পরিবেশে তথ্যের প্রবাহ ও উৎসরণ সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠার ফলে বিশেষজ্ঞদের সূক্ষ্ম চাহিদামত তথ্যসরবরাহের কাজ আরও ব্যাপক, সামগ্রিক এবং সুষ্ঠু ভাবে পরিচালন করা সম্ভব হয়েছে।

৬৪ তথ্যানুসন্ধানে ইলেকট্রনিক যন্ত্র :

সম্প্রতিকালে তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের কাজে ইলেকট্রনিক যন্ত্র এবং কম্পিউটারের ব্যবহার সুরু হয়েছে। বিগত ১৫ বছর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই বিষয়ে গবেষণার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য এবং কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্যানুসন্ধানের বেশ কয়েকটি পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। কেবলমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে তথ্য অনুসন্ধান ও সরবরাহ করতে সক্ষম এরকম প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হতে যদিও বেশ কিছু সময় লাগবে তবুও এ ব্যাপারে সেখানে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু আরও ব্যাপক এবং সুষ্ঠুভাবে তথ্যানুসন্ধানের কাজে ইলেকট্রনিক যন্ত্রকে প্রয়োগ করতে গিয়ে কার্যকরী বর্গীকরণ পদ্ধতির ব্যবহার ও বিষয়বিন্যাসের প্রয়োজন ক্রমেই অনুভূত হচ্ছে। ভারতের কয়েকটি জায়গায় বিশেষত বাঙ্গালোরে ডকুমেণ্টেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (D.R.T.C) এই বিষয়ে গবেষণায় অগ্রগতি এবং ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিক সাফল্যও উল্লেখযোগ্য।

৭ উপসংহার

তথ্য অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে এই প্রচেষ্টা ও অগ্রগতি অবিরাম সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।

এই পদ্ধতিতে যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বর্তমানে মানব সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও অপচয়রোধ এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনী শক্তির বিকাশসাধন করা সম্ভব। কিন্তু মনে হয় এর জন্য পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্প ও সমাজ-ব্যবস্থা আজ মানব সম্পদের সংরক্ষণের এই পরীক্ষিত ও কার্যকরী পদ্ধতিগুলির সম্যক ব্যবহার দাবী করছে। তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বা ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থায় অর্থবিনিয়োগ যে পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানের লাভজনক স্বার্থে গবেষণা, উন্নতি এবং উৎপাদনের অর্থবিনিয়োগ—এই চেতনা বা বোধ পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে জাগরূক হওয়া প্রয়োজন।

৮. গ্রন্থনির্দেশ : (Bibliographical References)

1. BAKEWELL (K G B) Industrial libraries throughout the world. 1969.
2. BRIGHT (J R), *Ed.* Technological forecasting for industry and Government : Methods and applications. 1968.
3. CARTER (L F) and others. National document handling systems for science and technology, 1967. Appendix 2.
4. CHOROFAS (D N), Knowledge revolution. 1968.
5. DOCUMENTATION (Japan – Society), Science information in Japan Ed 2 rev. 1967
6. DOCUMENTATION RESEARCH AND TRAINING (—Centre) If pays to be Informed, 1969, (Mimcographed)
7. KING (A), Introductory address, (*In* Communication of scientific and technical knowledge to industry (Conference on—) (Stockholm) (1963), Proceedings 1965, P 9-13).
8. LAYTON (C) European advanced technology, 1969
9. NEELAMEGHAN (A) Top management use of and reaction to library service, (Paper contributed to International Congress on Documentation, (Buenos Aires) (1970)
10. SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (Council of—) Achievements of nationallaboratories and research oganisations, 1970 (Special report)
11. SWANSON (R W). Information : an exploitable commodity. 1968.
12. TORNUDD (E). Study of the use of scientific literature and references by Scandinavian scientists and engineers engaged in research and development [In Scientific Information) (International Conference on—) (Washington) (1956). Proceedings. 1959. VI, p 19-75.]

অনুবাদক : শ্রীহিরণকুমার দত্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ : নিরীক্ষণ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রদত্ত স্মারকলিপি

ক ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যা একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ৩১টি বিভাগীয় গ্রন্থাগার নিয়ে গঠন (প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য :) ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগটির আধুনিকীকরণ ও সুষ্ঠু পরিচালনা করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এর মূল কারণ আমরা মনে করি যে এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন ও উন্নতিবিধানকল্পে একটি কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন ১৯৭২ সালে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিষয়াদির স্বার্থরক্ষাকারী বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উক্ত কমিটির কাছে এই নিবন্ধটি পরিষদের স্মারকলিপি হিসাবে পেশ করেছিল।

এই নিবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ ও গবেষণার কাজে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কিত অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগটি কিভাবে বর্তমান যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পিত ও পরিচালিত হতে পারে সে সম্পর্কেও সংক্ষেপে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক উক্ত কমিটি নিয়োগের সময় অনেক আশার কথা শোনানো হয়েছিল। দুঃখের বিষয় দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও আজও জনসাধারণ উক্ত কমিটির কোন সিদ্ধান্তের কথা শোনেননি।

আমরা আশা করব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন আর অযথা কালক্ষেপ না করে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিচার করেন এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগটির উন্নতি বিধান কল্পে যথাকর্তব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

খ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বিশালতা ও প্রাচীনতার দিক থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম। দিনের পর দিন গ্রন্থাগার বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা চার লক্ষের উপর। পাণ্ডুলিপির সংগ্রহও সমৃদ্ধ ও সংখ্যার দিক থেকে প্রচুর।

·১ ইতিহাস

পশ্চিমবঙ্গের বহুল পরিচিত এক জমিদার পরিবারের দানে ১৮৬৯ সালে এই গ্রন্থাগারের সূত্রপাত। আরও অনেক দান পরবর্তীকালে (১৯০৪ সাল পর্যন্ত) প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়েছে। এর পর গ্রন্থাগারটি যাতে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে তার জন্য কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রন্থ কেনার ক্ষমতা দেন। পরবর্তী কালে সরকারী আর্থিক সাহায্যের ফলে গ্রন্থাগারটিকে গড়ে তোলার কাজ সহজ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীতে গ্রন্থাগারটি তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করবার মত উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এই সময় থেকে গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের কাজে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যায় গ্রন্থাগারটি ব্যবহৃত হতে থাকে।

·২ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়ন কখনও হয়নি

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ ও গবেষণার কাজে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে কিনা এই বিষয়ে ১৯১৯ সাল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত; তবুও আজ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথাযথ মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুভব করেননি।

·৩ হতাশার প্রথম উল্লেখ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন : ১৯১৯

—হতাশার চিত্রটির প্রথম উল্লেখ করে ১৯১৯ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বলেন 'বর্তমান অবস্থার দুর্বলতম অংশই হ'লো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ববিহীন ভূমিকা পালন।' কমিশন আরও উল্লেখ করেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখেছি গ্রন্থাগার কিছু কলেজে শিক্ষণ কার্যের প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে অল্পবিস্তর অপ্রয়োজনীয় প্রচলিত আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হিসাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এ বিশ্বাস দূর করা কঠিন।

·৪ অবস্থা অপরিবর্তিত

১৯১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রন্থাগারের প্রতি যে উপেক্ষা বর্তমান ছিল আজও সে অবস্থা অপরিবর্তিত। উপরোক্ত বক্তব্যের কারণ হোল ১৯১৯ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনটি কমিটি এবং দুটি কমিশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা পর্যালোচনা করে দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন 'গ্রন্থাগারকে শিক্ষাব্যবস্থার মূলকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে না পারলে, যে জ্ঞান সম্পদ পুস্তকাদিতে উল্লেখিত আছে তার ব্যবহার করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচী কোন দিনই সাফল্যমণ্ডিত হবে না।'

যে যে কমিটি ও কমিশন সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করেছেন সেগুলি হ'লো—

(১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (রাধাকৃষ্ণন কমিশন, ১৯৪৮)

(২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, গ্রন্থাগার কমিটি (এস, আর, রঙ্গনাথন)

(৩) শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন) (১৯৬৪)

(৪) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সার্ভে (কার্ল এম হোয়াইট, ১৯৬৫)

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার অনুসন্ধান কমিটি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯)

বিভিন্ন কমিটি, কমিশন ও বিশেষজ্ঞদের সুপারিশগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও সুপারিশগুলির উল্লেখযোগ্য অংশের প্রয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় নি। সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে আমরা সঠিক ভাবেই বলতে পারি যে কর্তৃপক্ষ কমিটি বা কমিশনগুলির সুপারিশের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন।

০৫ ছাত্র অসন্তোষ এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদের মতামত উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার ফলে গ্রন্থাগার একটি অপ্রয়োজনীয় ও নিষ্ক্রিয় অংশে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে বক্তৃতাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি ছাত্রদের মুখস্থবিদে পরিণত করেছে। শেষপর্যন্ত শিক্ষায় ছাত্রদের অংশগ্রহণের মূলসূত্রটি হারিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় চিন্তার ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের জন্যই বর্তমানে ছাত্ররা যে অসহিষ্ণু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে একথা বললে আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই। পূর্ণমাত্রায় গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা বা ছাত্রদের অসহিষ্ণুতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, এ বিষয় অনুধাবনে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন।

১ মূল্যায়ণ নীতি সম্পর্কিত বক্তব্য

আমাদের বক্তব্য সহজ ও প্রাঞ্জল করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী, যেমন, অবস্থান, আভ্যন্তরীণ স্থান, পুস্তক সম্ভার, কর্মী, আর্থিক নীতি এবং ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা কিছু মান নির্ধারণের পক্ষপাতী

২ বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন ও অপরিকল্পিত অবস্থান

গ্রন্থাগারগুলির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য বিভাগগুলির সন্নিকটবর্তী স্থানে বিভাগের গ্রন্থাগারের অবস্থান নির্ধারণ করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কতটা কাছাকাছি অবস্থিত হবে এ বিষয়ে গ্রেট ব্রিটেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত গ্রন্থাগার অনুসন্ধান কমিটি (প্যারী কমিটি) বলেছেন, "কোন ছাত্র বা শিক্ষক কেউই গ্রন্থাগারে যেতে উৎসাহ বোধ করবেন না যদি সেখানে যাওয়ার জন্য তাঁদের আবার কোট গায়ে চড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ও ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন দানস্বরূপ সংগৃহীত বাড়ী ও স্থানগুলিতে যেগুলি সারা শহরে ছড়িয়ে থাকায় অবস্থানগত নীতি বলি হয়েছে সর্বপ্রথমে।

আমরা লক্ষ্য করেছি সারা কলকাতায় ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগারগুলি ছড়িয়ে আছে এবং দুটি বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্বের পরিমাণ আধমাইল এবং বেশী দূরত্বের পরিমান ছয় মাইলের মত।

গ্রন্থাগারগুলির বিচ্ছিন্ন অবস্থা এই ধারণাই সৃষ্টি করে যে, এই বিকেন্দ্রীভূত অবস্থার পিছনে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন পরিকল্পনা ছিল না। ফলে আমরা দেখতে পাই যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত

বিভাগগুলিও একান্ত সম্পর্কহীন ও যোগাযোগবিহীন ভাবে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত।

২'১ অসুবিধা নিরসনে পথ : মন্দের ভাল

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিভাগগুলির বিছিন্ন অবস্থা অবসানের কাজ অত্যন্ত অসুবিধাজনক হয়ত অসম্ভব বলে মনে হ'তে পারে। অসুবিধাগুলির মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির দানপত্রে উল্লেখিত চুক্তির শর্ত অন্যতম। অন্যত্র সুবিধাজনক স্থান সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেও কর্তৃপক্ষের হাতে যদি গোড়াতেই সম্পত্তি বিক্রীর অধিকার থাকতো তবে তা অবস্থা পরিবর্তনের সহায়ক হিসাবে গণ্য করা যেত। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এরকম কিছু করা বোধহয় অসাধ্য।

তবু মন্দের ভাল হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একই ধরণের বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে একজায়গায় পুনর্বিন্যাস করার সুযোগ এখনও চলে যায় নি। তা করলে প্রত্যেক ক্যাম্পাসে ছোট ছোট বিভাগের গ্রন্থাগারের স্থলে এক একটি করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে এবং অন্যান্য সমস্ত অসুবিধা থাকলেও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যথোচিত সার্ভিস দিতে সক্ষম হবে। বিভাগগুলির পুনর্বিন্যাসের মূলসূত্র মোটামুটি এই ধরণের হতে পারে : (১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (২) জীববিজ্ঞান (৩) চিকিৎসা বিজ্ঞান (৪) সমাজ বিজ্ঞান (৫) হিউম্যানিটিজ বা কলাশাস্ত্র।

২'২ বাইরের বিশৃঙ্খলা থেকে দূরে—

প্রত্যেক ক্যাম্পাসের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থান এমনভাবে নির্ণয় করা উচিত যাতে বাইরের বিশৃঙ্খলা বা গোলমাল যেন সেই স্থানকে প্রভাবিত করতে না পারে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থান এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কখনও দেখা হয়নি।

৩ গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহ নীতি

গ্রন্থাগারের সংস্থান ও অবস্থানের পরেই আসে বই ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির সংগ্রহনীতি সংক্রান্ত বক্তব্য। গ্রন্থাদির সংগ্রহই গ্রন্থাগারে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং এইটিই গ্রন্থাগারের প্রাণস্বরূপ। সংগ্রহের পরিমাণ উপযুক্ত না হ'লে শুধুমাত্র শিক্ষণ বা অন্যান্য পদ্ধতির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন্তাবিদ ও গবেষকদের স্রোতধারার সৃষ্টি, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেটি সম্ভব হবে না।

৩'১ গ্রন্থ-সম্ভার : মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পুস্তকভাণ্ডার রুটিনমাফিক গড়ে উঠেছে বছরের পর বছর, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকালে কখনো এই সংগ্রহের মূল্যায়ন হয় নি যাতে বলা যায় কোন্ বিষয় সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে বা কোনটি দুর্বল। ডাঃ কার্ল এম হোয়াইট "দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মূল্যায়ন"-এ একটি পদ্ধতির কথা বর্ণনা করেছেন ঐ গ্রন্থাগারের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে। পদ্ধতিটি যেমন সহজ আবার তেমনি উপযুক্ত। এই পদ্ধতিতে পূর্ব-নির্ধারিত একটি মাত্রা বা একক স্থির করে কোন বিষয়ের পরিমাণ করতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই ধরণের মাপকাঠি স্থির করে পুস্তক সম্ভারের পরিমাপ করা আশু প্রয়োজন। শুধু রুটিনমাফিক বই বা পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে চাহিদাবিহীন বা অপেক্ষাকৃত কম চাহিদার পাঠ্যবস্তু স্তূপীকৃত ভাবে

জমে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে। অন্যদিকে যেগুলির চাহিদা বেশী সেগুলির যোগান সেইমত না হওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে। পুস্তক ক্রয়ের সময় উপযুক্ত দৃষ্টি না দিলে অথবা একই বইয়ের প্রয়োজন না থাকলেও দুই বা ততোধিক কপি কেনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি কিনে বা বিনা প্রয়োজনে কোন গ্রন্থের একাধিক কপি কিনে অর্থের অপচয় করা হলে তা অমার্জনীয় অপরাধ। অর্থাগমের পথ যেহেতু সীমিত সেইজন্যই অর্থের অপচয় বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরী। আমাদের মনে হয়েছে যে পুস্তক সম্ভারের মূল্যায়ণ বিষয় অনুসারে হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং একে উপযুক্ত ও সুসংভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন। এতে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই ছাত্রদের পড়াশোনা এবং শিক্ষক ও গবেষকদের গবেষণায় নিজস্ব ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

৩·২ পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ—অপ্রয়োজনীয় দ্বিত্ব এড়ানোর জন্য সম্মিলিত সংগ্রহনীতি

অহেতুক দ্বিত্ব এড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে একইভাবে পত্র পত্রিকাগুলি সম্পর্কেও মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন এই কারণে যাতে প্রয়োজনীয় পত্রিকাগুলি বাদ না যায়। পত্রিকার ক্ষেত্রে অলাভজনক ব্যয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকায় এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া আশু প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে বিজ্ঞান কলেজের একই ভবনে অবস্থিত (৯২, আপার সার্কুলার রোড) বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিভাগ ও সাহা ইন্‌সিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রত্যেকে অত্যন্ত দুর্মূল্য 'কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্ট' পত্রিকাটি ক্রয় করে থাকেন। এই পত্রিকাটির বার্ষিক ক্রয়মূল্য ১৫০০০ টাকা। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে আজকের গ্রন্থাগার সহযোগিতার যুগেও পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবেই ৩০ হাজার টাকা বাঁচানো সম্ভব হয় নি।

৪ গ্রন্থাদিকে ব্যবহারযোগ্য করার কার্যক্রম

পাঠকদের কাছে প্রয়োজনীয় মূহুর্তে তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রার্থিত বিষয়ের গ্রন্থাদিকে সম্পূর্ণভাবে যোগান দেওয়ার প্রয়োজনে পাঠ্যবস্তুগুলি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা অবশ্য করণীয়। এ কারণেই পুস্তকভাণ্ডারের সমৃদ্ধিকরণের পরেই এটাকে বিবেচ্য বিষয় হিসাবে গণ্য করতে হয়।

বর্তমানে অনেকগুলি কারণেই এই প্রক্রিয়াগুলি ত্রুটিপূর্ণ। অনেকগুলি কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির সাথে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ত্রুটিপূর্ণ সম্পর্কের ফলে প্রস্তুত-প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রীতাসম্পন্ন। এজন্য বইগুলি পাঠকের ব্যবহার যোগ্য হতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় লাগে।

৪১ দুই প্রকার বর্গীকরণ পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একই সঙ্গে দুই প্রকারের বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রচলন থাকায় অনেক অসুবিধার সূত্রপাত হয়েছে। নতুন বইয়ের একাংশ ডিউই পদ্ধতি অনুসারে বর্গীকৃত হলেও অন্যান্য অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রে পুরানোদিনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি এখনও বর্জন করা সম্ভব হয় নি। ফলে দুটি পদ্ধতির সমান্তরাল প্রয়োগে গ্রন্থাগার পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

৪.২ ব্যাপক বিষয় সূচীর অভাব

গ্রন্থাগারে এমন কোন বিষয়সূচী বা বিষয় নির্দেশিকা নেই যার দ্বারা সাধারণ পাঠকেরা একটি বিষয়ে কি কি বই আছে জানতে পারেন। গ্রন্থাগারে দুটি বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রচলিত যার একটি একান্তই স্বকৃত। এই কারণেই পদ্ধতি দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে একটি 'একত্রিত বিষয়সূচী' একান্তই আবশ্যক।

৫ গ্রন্থসংগ্রহ ও তার পরিচালনা

৫.১ সংগ্রহশালাই প্রধান অঙ্গ

সংগ্রহশালাই হচ্ছে গ্রন্থাগারের মূল অংশ। গ্রন্থাগারে কর্মধারা অব্যাহত রাখতে হ'লে পাঠ্যবস্তুর বৈজ্ঞানিক প্রয়াস পরিচালনা ও পরিচর্যার প্রয়োজন।

৫.২ গ্রন্থমঞ্চে স্থানাভাব

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অপ্রয়োজনীয় পুস্তক বাতিল করার কাজ বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকায় বিভিন্ন দিক থেকেই সামগ্রিকভাবে স্থানাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য নতুন বাড়ী তৈরী হওয়ায় সাময়িকভাবে স্থানাভাব মিটলেও পরিচালনা ও পরিচর্যাজনিত সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করা হয় না।

৫.৩ পরিমার্জন ও পরিচ্ছন্নতা বিধান

গ্রন্থাগারের পরিমার্জন পরিচ্ছন্নতাই যে পুস্তক সংরক্ষণের প্রাথমিক ধাপ এবং এই কাজ সঠিকভাবে যে প্রতিপালিত হয় না এ দৃশ্য যে কোন ব্যক্তির প্রথমেই নজরে পড়বে। অপরিচ্ছন্ন পুস্তকভাণ্ডারে কর্মরত ব্যক্তিদের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

৫.৪ প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ: উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য হলেও সংরক্ষণের দিক থেকে সমস্যাটি বিশেষভাবে বিবেচিত হয় নি। ইদানিংকালে কলকাতার আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। বই পত্রের আয়ুর উপর এর প্রভাব পড়ছে। ফলে দুষ্প্রাপ্য বইগুলির যেগুলি বেশ কিছুদিনের পুরানো এবং ভঙ্গুর, উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে সেগুলির আরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে।

গ্রন্থাগারের একটি তলাকে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করে দুষ্প্রাপ্য বইগুলি সেই তলায় রাখার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

৫.৫ সংগ্রহশালার (Stack) পরিচালনার জন্য বৃত্তিকুশলী কর্মীর অভাব

সংগ্রহশালার উপরোক্ত ত্রুটিগুলির কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার জন্য কোন দায়িত্বশীল বৃত্তিকুশলী কর্মী সেখানে নেই।

যতদূর জানা আছে এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটির পরিচালনা নিম্নস্তর অকুশলী কর্মীদের উপর ন্যস্ত করাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে। স্বভাবতই এই শ্রেণীর কর্মীরা সঠিকভাবে সমস্যার মূল্যায়ন করতে না পারায় সেগুলির উপযুক্ত মোকাবিলা করতে অক্ষম হন। যদি সংগ্রহশালার পরিচালনা

ব্যবস্থা উপেক্ষিত এবং অকার্যকরী করে রাখা হয় তবে কোন উন্নতমানের টেকনিক্যাল বা প্রফেশনাল কাজই গ্রন্থাগারের সামগ্রিক কর্মধারাকে (*Service*) উন্নততর মানে পৌঁছে দিতে পারে না।

৬ রেফারেন্স প্রশ্নাবলী ও রেফারেন্স বই

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রেফারেন্স প্রশ্নাবলী স্বভাবতই উচ্চতর মানের হয়ে থাকে। এজন্য রেফারেন্স বইয়ের সংগ্রহের পরিমাণ সবসময়েই যথেষ্ট ও আধুনিক থাকা প্রয়োজন। যে কর্মী প্রশ্নকারীকে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনে এই বইগুলি ব্যবহার করবেন বইগুলি নির্বাচিত করার সময় তাঁর অবশ্যই এই কাজের প্রকৃতি ও মানের পূর্ণমাত্রায় বিবেচনা করা উচিত।

দুটি বিষয়ের যে কোন একটির নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ হলে প্রয়োজনীয় মানের এবং চাহিদা অনুসারে দক্ষতামূলক কাজ দেওয়া সম্ভব হবে না।

আগেই বলা হয়েছে যে গ্রন্থসংগ্রহের প্রয়োজনীয় মূল্যায়ণ হয়নি এবং রেফারেন্স বইয়েরও মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা কখনও হয় নি। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর যদি এই সংগ্রহের মূল্যায়ণ না হয় তবে সংগ্রহের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হতে বাধ্য। স্বভাবতই প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সরবরাহে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

৬·১ রেফারেন্স বিভাগের কর্মী

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বিভাগটি একজন মাত্র বৃত্তিকুশলী কর্মীর দায়িত্বে থাকায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সমস্ত রেফারেন্সের কাজগুলি তিনি একাই সম্পন্ন করতে পারবেন বলে আশা করা হয়। এই অবস্থাই, একথা বলতে বাধ্য করে যে এই বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট আগ্রহী নন। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থায় প্রাপ্ত রেফারেন্স প্রশ্নের সংখ্যাকে কখনই প্রয়োজনীয় কর্মীসংখ্যা নির্দ্ধারণের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। এটা ভাবা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয় যে ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক এই ধরণের রেফারেন্স বিভাগ থেকে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর পেতে ঔৎসুক্য বোধ করেন না কারণ এই বিভাগ থেকে তাদের প্রশ্নের উপযুক্ত মানের উত্তর পাওয়া সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন না।

৬·২ উন্নততর রেফারেন্স সার্ভিসের স্বার্থে কর্মীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন

এই বিভাগকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন মাঝে মাঝে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সংগ্রহের মূল্যায়ণ করা ও বইয়ের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা। এই বিভাগের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তবিভাগে বা গ্রন্থাগারেরই অন্যত্র কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা দরকার - যাতে রেফারেন্স প্রশ্নাবলীর উপযুক্ত উত্তর দিতে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়। গ্রন্থাগারের কর্মীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন পরিকল্পনা এই দিকে দৃষ্টি রেখে এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত যাতে কর্মীরা এই ভাবে নিজেদের মনোন্নয়ন করতে উৎসাহিত বোধ করেন।

৭ গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত কাজকর্ম (Bibliographical Services)

গ্রন্থাগারে একটি গ্রন্থপঞ্জী বিভাগ স্থাপন করা প্রয়োজন। এই বিভাগের প্রধান কাজ হবে চাহিদা অনুসারে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন ও সরবরাহ করা। এই বিভাগ ছাত্র-শিক্ষক গবেষকদের প্রয়োজনে

বিশেষ গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ে সহায়তা করবে। একথা বলা বাহুল্য যে এই ধরণের চাহিদা যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেই যথেষ্ট পরিমাণের থাকে। আমরা যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গতভাবেই ভাবতে পারি যে এই চাহিদাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এত দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা করে এসেছে।

৮। তথ্যায়নে সেবা (Documentation Service)

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি বহু সংখ্যক পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় এই পত্র-পত্রিকাগুলিতে অজস্র গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে। গবেষকদের এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলে একধরণের 'আধুনিকী অবগতিকরণ পদ্ধতি'র (Current Awareness Service) প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। বিভিন্ন কারণেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বর্তমানে গবেষকদের 'তথ্যপঞ্জী' (Documentation list) সরবরাহ করে না। কিন্তু ঘটনাবলী সঠিক ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে এই অবস্থার পশ্চাৎপটে একটিমাত্র কারণই বর্তমান, তা হোল কোন স্তরেই 'তথ্যায়ন' (Documentation) কে গ্রন্থাগারের অবশ্য-করণীয় কাজ হিসাবে গণ্য করা হয় নি, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও কর্মী এই কাজ সম্পর্কে আগ্রহ ও দাবী ব্যক্ত করেছেন নানাভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে।

৮·১ অস্বীকারের ফলশ্রুতি

তথ্যায়ন সেবা প্রবর্তনকে অগ্রাহ্য করার ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নীরব দর্শকের মত দেখছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব পত্র পত্রিকা আসছে তাতে যে অজস্র আধুনিক তথ্যের সমাবেশ থাকছে সেগুলি উপযুক্ত সরবরাহ ব্যবস্থার অভাবে অব্যবহৃত থেকে প্রচুর আর্থিক অপচয়ের নিদর্শন হয়ে থাকছে। এ ছাড়াও শিক্ষক-গবেষকদের মূল্যবান সময় ও শক্তির অযথা অপচয় ঘটে এই কারণে যে তাঁরা গবেষণার প্রয়োজনে তথ্য সন্ধানের কাজটিও নিজেরাই করিতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেক সময় তাঁরা অন্যান্য গ্রন্থাগারে গিয়ে তাঁদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন।

৯ প্রতিলিপি-সরবরাহ কার্যধারা (Reprogrophic services)

গ্রন্থাকারে অল্পদামে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিলিপি প্রস্তুত করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে গবেষকদের পত্র পত্রিকা থেকে লিখে নিতে অযথা সময়ের অপব্যয় হয়। প্রয়োজনীয় অংশের প্রতিলিপি করে দেবার ব্যবস্থা থাকলে তাঁদের অনেক সুরাহা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় এধরনের প্রতিলিপি অল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব হলে ছাত্রদের ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হতে পারে, বিশেষত বই পত্রের পাতা কেটে নেওয়ার ঘটনা কমতেও পারে।

১০ পুস্তক সম্ভার নিরূপণ (Stock verification)

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভার কখনই লেখক তালিকার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেলান হয় নি। এ ছাড়া সেগুলি কতদূর সংরক্ষিত হয়েছে কিংবা তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কতদূর ত্রুটিহীন কিংবা তা এখনই গ্রন্থসংগ্রহকে কী পরিমাণ বিপদের সম্মুখীন করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। যদিও আর্থিক দিক থেকে বিবেচনা করে বড় ধরণের গ্রন্থাগারগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

পুস্তক সত্বায় মেলানো সম্ভব নয় তাহলেও আমরা এই ক্ষেত্রে অন্ততঃ একবার এই রকম পরীক্ষার কথা বলব কারণ এই গ্রন্থাগারের রক্ষণ ব্যবস্থায় তিনরকমের ক্রটি আমাদের নজরে এসেছে।

১০·১ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার প্রথম ক্রটি

প্রথম যে ক্রটি আমাদের নজরে এসেছে সেটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে কোনরকম গেটপাস ছাড়াই বই বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়ার রীতি। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ যে ব্যক্তি দ্বারে কাজ করেছেন তার পক্ষে কোনও দুষ্ট ব্যক্তির বই নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ধরতে না পারা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বিপদের আশংকা আরও বেশী এই কারণে যে গেটের দায়িত্ব শিফট অনুসারে বিভিন্ন লোককে দেওয়া হয়ে থাকে এবং একই শিফটে একাধিক ব্যক্তিকেও অস্থায়ী ভাবে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

১০·২ দ্বিতীয় ক্রটি

দ্বিতীয় ক্রটি হিসাবে বলা যায় যে শুরু থেকে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন তলার জানালাগুলি কোনও ভাবে সংরক্ষিত ছিলনা ফলে বই হারানোর পথ খোলা ছিল। এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও হয়েছিল। সম্প্রতি মাত্র কয়েকটি তলায় জানালাগুলি লোহার জাল দিয়ে আটকানো হয়েছে।

১০·৩ তৃতীয় ক্রটি

আমাদের মতে তৃতীয় ক্রটি এই যে stack এ গমনাগমন উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। ইতিপূর্বে যে দুটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই ক্রটিগুলি থাকার জন্য এই তৃতীয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ হয়নি। গ্রন্থাগারের নিরাপত্তার উপর এর যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান।

১১ গ্রন্থাগার খোলা রাখার সময়

বর্তমানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কার্যনির্বাহের সাধারণ কোন সময় এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বজনীন কোন নিয়মাবলী নেই। আমরা অবশ্যই সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে পড়া বা গবেষণার সুবিধার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারেও সময় বাড়ানোর কথাই বলবো। আমরা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি গ্রন্থাগারের জন্য বেশী সময় এবং অপর একটির জন্য অনেক কম সময় খুলে রাখার কারণগুলি বুঝতে পারি না।

১২ বিভাগীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বিশেষ সাহায্য করতে পারেনি কিন্তু অন্যদিকে তারা আরও কিছু নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সমস্যাসৃষ্টির কারণ হিসেবে প্রথমে উল্লেখ করা যায় যে বিভাগগুলির সৃষ্টির মধ্যে কোন বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না। মনে হয় একমাত্র স্থানাভাবের কারণেই বিভাগগুলিকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছে।

বর্তমান অবস্থায় 'কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার' কার্যতঃ নামেই "কেন্দ্রীয়।" এই গ্রন্থাগারে বই বা পত্র

পত্রিকার উপযুক্ত যৌথ গ্রন্থসূচী (Union catalogue) নেই যার সাহায্যে একজন পাঠক প্রয়োজনে কোন একটি গ্রন্থ বা পত্রিকার হদিশ করতে পারবেন, এবং কোথায় সেটি পাওয়া যাবে একথা সঠিকভাবে জানতে সক্ষম হবেন।

একথাও আগে বলা হয়েছে যে পরিকল্পনাবিহীন বিভাগীয়করণের ফলে মূল্যবান পত্র-পত্রিকা বা রেফারেন্স বইগুলি দুদফা বা তিনদফায় কিনে অযথা অপব্যয়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে স্থান সমস্যার আদৌ কোন সমাধান হয় নি। একে এগুলিতে ভয়ঙ্কর স্থানাভাব, অপরদিকে কর্মী সংখ্যার স্বল্পতার এরা বিব্রত।

এই সমস্যাগুলির সমাধানের সূত্র রয়েছে বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক পূর্ণ-সহযোগিতামূলক গ্রন্থ সংগ্রহ, যৌথ মূল্যায়ণ এবং যৌথ গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের কর্মধারার মধ্যে।

যদি অদূরভবিষ্যতে কখনও আসল যৌথ গ্রন্থসূচী ও যৌথ পত্রপত্রিকা সূচী তৈরী করা সম্ভব হয় তবে সেটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী হিসাবে প্রকাশ করলে বাইরের পাঠকগোষ্ঠীও উপকৃত হবে।

১৩ কর্মী-প্রসংগ : নিয়োগ ও উন্নয়ন পদ্ধতি

একথা না বললেও চলে যে শুধু বই পত্র-পত্রিকা বা বিশাল বাড়ী থাকলেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্রিয়াকাণ্ডের সার্থকতা দক্ষ কর্মীদের সার্থক অংশগ্রহণের উপর বিশেষ ভাবেই নির্ভরশীল। দক্ষকর্মী বাহিনীর সংযোজন করতে গেলে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এমন একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয় যার দ্বারা একজন নিযুক্ত কর্মী অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের দক্ষতা বাড়াতে এবং অধিকতর দায়িত্বগ্রহণে উৎসাহ বোধ করে।

১৩·১ প্রাথমিক পদক্ষেপ

এই ব্যবস্থাকে কাজে পরিণত করতে গেলে কয়েকটি ব্যবস্থা প্রথমেই গ্রহণ করা প্রয়োজন—

১ যে পদগুলিতে বৃত্তিগত কুশলতার প্রয়োজন সেগুলিতে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানের বৃত্তিকুশলতা অবশ্য প্রয়োজনীয় হিসাবে গণ্য করা উচিত।

২ বৃত্তিগতভাবে নন-টেকনিক্যাল কাজে যাঁরা রত তাঁদের যত শীঘ্র সম্ভব বৃত্তিগতভাবে শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

৩ আরও বেশী বৃত্তিগতভাবে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য কর্মীরাও যাতে Refresher ট্রেনিং, সেমিনার বা Conference-এ অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করতে হবে।

কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সেমিনার, সম্মেলন ও ষ্টাডি সার্কেল মিটিং প্রভৃতি যেখানে বৃত্তিসংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়, সেগুলিতে বৃত্তি-কুশল কর্মীদের অংশগ্রহণের জন্য শুধুমাত্র সম্মতি দিয়েই ক্ষান্ত হবেন না বরং কর্মীরা যাতে যোগদান করে এজন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩·২ নিয়মিত আলোচনা

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে বৃত্তিগত সমস্যাগুলি নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করার জন্য নিয়মিত আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

১৩·৩ ইউ. জি. সি. বেতনক্রম প্রবর্তন

গ্রন্থাগারে আজকের দি.ন কর্মীরা যে বিশেষ ধরণের সার্ভিস দিয়ে থাকেন তার স্বীকৃতি হিসাবে তাদের উপযুক্ত আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথা বলা অযৌক্তিক কিছু নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে বেতনক্রম গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন সেই বেতনক্রম প্রবর্তনে আর্থিক অনুদানের কথা বললেও সুদীর্ঘ দশ বৎসর অতীত হয়ে গেল কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে, সেখানে আজও এই বেতনক্রম প্রবর্তন না হওয়ায় কর্মচারীদের মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে।

১৩·৪ বৃত্তিগত উপাধি (Professional designation)

দুর্ভাগ্যবশতঃ বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের উপাধিগুলি (Designation) আজও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য স্তরের কর্মচারীদের সাথে একীভূত হয়ে গেছে দীর্ঘকাল যাবত। এই অবস্থার আশু অবসান ঘটানোর প্রয়োজন এবং ইউ. জি. সি প্রবর্তিত উপাধিগুলি, যে সকল কর্মচারীর উপযুক্ত বৃত্তিগত শিক্ষা বা যোগ্যতা আ.ছ তাদের ক্ষেত্রে কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

১৪ আর্থিক সংস্থান

উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রবর্তন করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন সে বিষয়ে আমরা অবহিত। আমরা অবশ্যই অবহিত থাকব যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ধরণের ব্যবস্থাজনিত ব্যয় মেটাতে গেলে ডঃ ডি. এস. কোঠারীর সভাপতিত্বে গঠিত 'শিক্ষা কমিশন' এবং ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন বলেছেন যে, গ্রন্থাগারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেটের শতকরা ৬-১০ ভাগ ব্যয় করা প্রয়োজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্যই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতীদের সভাপতিত্বে গঠিত কমিশনগুলির গৃহীত প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন এটাই আমরা আশা করব।

১৫ যোগ্যতর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

সবশেষে এই কথাই বলা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীগুলি সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে এজন্য গ্রন্থাগারটিও যেন আধুনিক ব্যবস্থা সম্বলিত হয়ে সংগঠিতভাবে গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করার ব্যবস্থা গড়ে উঠলেই গ্রন্থাগারব্যবস্থা গড়ে উঠবে। আমরা এই প্রসঙ্গে বলতে পারি এক বিখ্যাত

ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানীর কথা যিনি প্রায়ই বলতেন যে 'উপযুক্ত ও যোগ্য Input না থাকলে উপযুক্ত output হওয়া সম্ভব নয়।' কোন প্রকারের আর্থিক কারণের কৈফিয়ৎ যদি অযোগ্য Input বহাল রাখার পক্ষে থাকে তবে যোগ্যতর ব্যবস্থা সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বা অন্যত্র যারা করার পক্ষপাতি সেটা কখনই বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে না।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ.

(১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ : পূর্ণমর্যাদা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণের পাঠক্রম সুরু হয় ১৯৪৬ সালে। এই বিভাগের দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্বেও একে সুসংগঠিত বলা যায় না। অন্যান্য বিভাগগুলির মত এই বিভাগটির প্রফেসর, রিডার এবং অন্যান্য শিক্ষকসহ পূর্ণমর্যাদা থাকা প্রয়োজন।

(২) ত্রিস্তর ব্যবস্থা—

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের যে পাঠক্রম প্রবর্তিত আছে তার একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ থাকা দরকার। আমাদের মতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে ত্রিস্তর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন—

(১) সার্টিফিকেট পাঠক্রম : রাজ্যগ্রন্থাগার পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হবে

(২) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী ও

(৩) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রী : বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত হবে।

এই ত্রিস্তর ব্যবস্থার কথা মেনে নিলে এই বিষয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় সুসংবদ্ধতা আসবে এবং একই পাঠ্যসূচীর বিভিন্ন স্তরে ব্যবহার করা বাতিল হবে।

(৩) ভর্তির পদ্ধতি—

বি, লিব, এস সি পাঠক্রমে ভর্তির সময় যে সব ছাত্র সার্টিফিকেট পাশ করেছে তাদের এবং গ্রন্থাগারে কর্মরত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৪) পাঠ্যসূচী, শিক্ষণ এবং পরীক্ষা পদ্ধতি

পাঠ্যসূচী, শিক্ষণ পদ্ধতি, পরীক্ষা বা মান পরিমাপ পদ্ধতি [Evaluation method] এবং বি, লিব এসসি কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন রিভিউ কমিটির 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান (১৯৬৫) নির্ধারিত সুপারিশ অনুযায়ী হওয়া উচিত।

(৫) এম, লিব, এস সি পাঠক্রম : একটি দীর্ঘকালীন অনুরোধ

পূর্বভারতের গ্রন্থাগার কর্মীরা দীর্ঘদিন যাবত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রীর জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসছে, অবিলম্বে এই পাঠক্রম চালু হওয়া প্রয়োজন।

৫'১ ভর্তির যোগ্যতা

এই পাঠক্রমে ভর্তি হ'তে গেলে অবশ্যই প্রত্যেকের এক বছরের ডিপ্লোমা। ডিগ্রী এবং তার সাথে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। ১৯৬৫ সালের ইউ, জি, সি রিভিউ কমিটির রিপোর্ট 'ভারতীয় গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান' এ ভর্তির যোগ্যতার মান নির্ধারণ করা আছে।

৫'১ কথিত শিক্ষাক্রমটি যতদূর সম্ভব অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভিত্তির কমিটির অন্যান্য সুপারিশগুলির বেশীরভাগ অংশ এমনভাবে প্রবর্তন করতে হবে যাতে যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার্স কোর্স পড়েছেন তাঁরা যেন অসুবিধাজনক অবস্থায় না পড়েন শুধুমাত্র এই কারণে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্নরকম পাঠ্যসূচী, পাঠ্যসময়, মূল্যায়ন, পদ্ধতি প্রভৃতির প্রয়োগ করছেন।

৬. গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার ব্যবস্থা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. লিব এসসি শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের সাথে সাথে কর্তৃপক্ষের উচিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগারের কর্মধারা সংক্রান্ত বিষয়াবলীর গবেষণা, ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন, কেস স্টাডি প্রভৃতি বিষয়ের প্রবর্তন করা।

৭. প্রকাশনা বিষয়ক কার্যক্রম—

মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ পাঠ্য-বস্তুর প্রকাশনার জন্য কার্যক্রম স্থির করবেন।

৮. শিক্ষণ পদ্ধতিতে আধুনিকতা : মুখস্ত বিদ্যা হতে দায়িত্ব ভিত্তিক পাঠ্যসূচী

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগে শিক্ষণ কার্যে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা আবশ্যিক। তাদের অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল, পদ্ধতি, ব্যক্তি ও সমষ্টি ভিত্তিক এ্যাসাইনমেন্ট, কলোকিয়া, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। ক্লাস সুরু হবার প্রথম দিন থেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নোট দেওয়া লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

অনুবাদক : শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা

পত্রিকা পর্যালোচনা

রঙ্গনাথন স্মরণে 'LIBRA'

•১ LIBRA. v10. 1972-73.

Ranganathan commemoration volume. Dept of Library science & Documentation. University of Rajasthan, Jaipur.

•২ বিভাগীয় পত্রিকার ভূমিকা

বিভাগীয় পত্র পত্রিকার ভূমিকা প্রধানত তিনটি

১ ছাত্র-গ্রন্থাগারিকদের চিন্তার উৎকর্ষ সাধন,

২ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখায় উৎসাহ দেওয়া; এবং

৩ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে বিশ্বচিন্তার সাথে সংযোগ বজায় রাখা।

LIBRA নিষ্ঠার সঙ্গে এই ত্রয়ীর সমাহারে ব্রতী।

•৩ রঙ্গনাথন অনুশীলনে LIBRA

এই দশম সংখ্যা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডাঃ রঙ্গনাথনের স্মৃতিচারণ। স্মৃতিচারণ অর্থে স্তুতি নয়—রঙ্গনাথন অনুশীলিত বিজ্ঞানের অনুধাবন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও রঙ্গনাথন একটি অবিচ্ছিন্ন পাঠ। জ্ঞানের এই শাখাটিকে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করে বিজ্ঞানসত্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অপ্রতিহতলেখনী, যুক্তিগ্রাহ্য প্রকাশ, স্বতঃ লব্ধ শিক্ষা এবংসর্বোপরি পাঠনের বৈচিত্র্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান গবেষণা, বৃত্তি ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ। এখন রঙ্গনাথন একটি কোন ব্যক্তি নাম নয়—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকতায় ভারতীয় চিন্তাহর্ষ।

•৪ স্মরণ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাবলী

•৫ পরিভাষা

অনুবর্গসূচী	Classified Catalogue
অনুবর্গসূচী কল্প	Classified Catalogue Code
অনুবর্ণসূচী	Dictionary Catalogue
অভিগমন পদ্ধতি	System approach
তথ্য উৎস	Bibliographical reference
পঞ্চ মৌলিক	Five Fundamental Categories
পঞ্চসূত্র	Five Laws
শৃঙ্খলাপদ্ধতি	Chain Procedure

বর্গসংখ্যা	Class Number
বর্গীকরণ	Classification
বিষয়শিরোনাম	Subject Heading
সূচীকরণ	Cataloguing

১ নীলমেঘন : বিজ্ঞানী ও শিল্পী রঙ্গনাথন

১১ লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক নীলমেঘন ডঃ রঙ্গনাথনের উপযুক্ত উত্তরসূরী, রঙ্গনাথনচিন্তার যথার্থ গবেষক। নীলমেঘন বাঙ্গালোরে অবস্থিত রঙ্গনাথন প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক প্রশান্ত মহালনবীশের মানস-কন্যা DRTC র অধ্যক্ষ, আন্তর্জাতিক বর্গীকরণ গবেষণা গোষ্ঠীর (FIDCR) চেয়ারম্যান। নীলমেঘন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান তথা তথ্যবিজ্ঞানে একটি আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং ভারতীয় চিন্তাদর্শের প্রবক্তা। অভিগমন পদ্ধতিতে তাঁর বিশেষায়ন।

১২ প্রবন্ধ পরিচিতি

লেখক ব্যাখ্যা করেছেন—বিজ্ঞান কাকে বলে, বিজ্ঞান পদ্ধতি কি ; রঙ্গনাথন কিভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসত্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। উল্লেখ করেছেন রঙ্গনাথনের বিজ্ঞান ভাবনায় কিভাবে শিল্পসুন্দরের সমন্বয় হয়েছে। তাঁর শিল্পসুন্দর সৃজনশীল ভাবনার মূলে রয়েছে অধ্যাত্মবোধ এবং অন্তগায় প্রাণীবিদ্যা ও মনোবিদ্যা মথিত নির্যাস।

১৩ প্রাসঙ্গিক

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রের প্রশ্ন—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে কেন 'বিজ্ঞান' বলা হয়। এ প্রশ্ন, আরও অনেকেরই। নীলমেঘনের এই ছোট নিবন্ধটি সে প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করবে। পশ্চিম-বাংলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠনে যথেষ্ট উন্নতির অবকাশ রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা গড়ে ওঠে না—'গ্রন্থাগার' সম্পর্কে কিছুটা হলেও 'বিজ্ঞান' সম্পর্কে কোন ধারণাই হয় না। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষায়তনগুলির দৃষ্টি এদিকে সবিনয়ে আকর্ষণ করছি।

২ ডঃ শর্মা : রঙ্গনাথনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

২১ লেখক পরিচিতি

ডঃ জগদীশ শরণ শর্মা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ।

২২ প্রবন্ধ পরিচিতি

লেখকের ভাষায় "বলতে গেলে ধুলো থেকে তিনি আমাদের তুলে এনেছিলেন। তাই আজকের গ্রন্থাগার বৃত্তি আজ সম্মানিত।" লেখক রঙ্গনাথনের মধ্যে একাধারে গ্রন্থাগারিক

ধর্মানুশাসক, মানবহিতৈষী ও সহজ সরল মানুষের একটি রূপরেখা টেনেছেন। রঙ্গনাথনের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "আমি একবার তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে ফোন করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেন, 'যদি শুধু আমার সাথে দেখা করার জন্য আসতে চাও, আসার প্রয়োজন নেই; তবে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক কোন আলোচনার প্রয়োজন থাকলে আমি তোমায় স্বাগত জানাচ্ছি"।

২৩ প্রাসঙ্গিক

কোনরকম পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন ব্যতিরেকেই ডঃ শর্মার এই প্রবন্ধের মুদ্রণ হয়েছে IASLIC bulletin-এর রঙ্গনাথন স্মরণ সংখ্যায়।

৩ কাউলা : PMEST-র আলোকে রঙ্গনাথন

৩১ লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক পি এন কাউলা বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান। Herald of Library Science-এর সম্পাদক।

৩২ প্রবন্ধ পরিচিতি

লেখক রঙ্গনাথনের ব্যক্তিজীবন ও মেধাকে বিশ্লেষণ করেছেন Personality, Matter, Energy, Space ও Time—এই পাঁচটি মৌলিক নীতির আলোকে। যেমন,

Time—রঙ্গনাথনের জন্ম ১৮৯২ সালে এবং ৮০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু ব্যাপকার্থে তাঁর জীবনসীমা এই পার্থিব সময় সীমা অতিক্রম করে বেঁচে থাকবে গ্রন্থাগারিকদের চিন্তায়।

Space—রঙ্গনাথন ভারতীয় হলেও 'বিশ্বগ্রন্থাগারিক' হিসেবে পণ্ডিত।

Energy—রঙ্গনাথন ছিলেন 'পুঞ্জীভূত শক্তির উৎস।

Matter—কর্মযোগী রঙ্গনাথন পঞ্চভূতের শারীরী সত্তাকে তুচ্ছ করে গবেষণায় আত্মমগ্ন থেকেছেন।

Personality—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অবদানই রঙ্গনাথনের ব্যক্তিত্ব।

৩৩ প্রাসঙ্গিক

রঙ্গনাথনের ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন জানতে প্রবন্ধে উল্লিখিত তথ্য উৎসগুলি সাহায্য করবে।

৪ ত্রেহান : পঞ্চসূত্রের জন্মকথা

৪১ লেখক পরিচিতি

শ্রীজি এল ত্রেহান পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক।

৪২ কবিতা পরিচিতি

দশটি স্তবকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের জন্মবৃত্তান্ত কাব্যরূপে উপস্থাপিত করে শ্রীত্রেহান এই সূত্রিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

৫ কালিয়া ও জৈন : ভারতে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সুসংবদ্ধ রূপরেখার প্রয়োজনীয়তা।

৫১ লেখক পরিচিতি

৫১১ শ্রী ডি আর কালিয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সচিবালয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর।

৫১২ শ্রী এম কে জৈন দিল্লীতে পরিকল্পনা কমিশনের মুখ্য গ্রন্থাগারিক।

৫২ প্রবন্ধ পরিচিতি

ভারতের সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যবস্থাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে :

১ তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রদেশে বিধিবদ্ধ আইনে 'গ্রন্থাগারকর' ও সরকারী সাহায্য মাধ্যমে গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যবস্থা,

২ মহারাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আইনে কোন প্রকার কর ধার্যের ব্যবস্থা নেই, মূল বাজেটেই গ্রন্থাগার উন্নয়ন বাবদ ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে।

৩ কেরলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কেরল গ্রন্থশালা সঙ্ঘমের ওপর কেরলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের ভার ন্যস্ত। সরকারী অনুদান ও বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত দানে কেরল গ্রন্থশালা সঙ্ঘমের আর্থিক পুষ্টি। এবং

৪ অন্যান্য রাজ্যগুলি যেখানে গ্রন্থাগার আইন নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত প্রচলিত ও বিভিন্ন ব্যবস্থার যথাযথ মূল্যায়ন করে সমস্ত দেশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপরেখা রচনা করা।

৫৩ প্রাসঙ্গিক

গ্রন্থাগার আইন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির মাঝে এমন একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে সুষ্ঠু আইন ব্যতিরেকে উন্নতির প্রচেষ্টা নিষ্ফল ও হাস্যকর। শ্রীকলিয়া ও শ্রী জৈন সমগ্র ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির ওপর জোর দিয়েছেন। এই উন্নতি সম্ভব একটি সঠিক আইনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা নয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রামমোহন রায়ের নামে ফাউণ্ডেশন হয়েছে, কয়েকটি রাজ্যে আইনও আছে। কিন্তু এসবই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। আসলে গ্রন্থাগারকে দেখা হয় অলাভজনক আছা-আছে-থাক গোছের প্রতিষ্ঠান হিসেবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। একটা দেশের সামগ্রিক উন্নতির পেছনে গ্রন্থাগারের নিরুচ্চার অথচ সক্রিয় ভূমিকা থেকে থাকে। ভারত এ বিষয়ে অদ্ভুতভাবে নিশ্চুপ থাকলেও সদ্যস্বাধীন আফ্রো-এশীয় দেশগুলি গ্রন্থগার ব্যবস্থা সম্পর্কে খুবই সচেতন।

ভারতের আদর্শ সমাজবাদ। উদ্দেশ্য সামাজিক সাম্যের মাধ্যমে দারিদ্র্যের অপসারণ। গ্রন্থাগার এক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী সার্থক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে যদি গ্রাম ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। এবং সেটা সম্ভব সুষ্ঠু সর্বাঙ্গের কার্যকরী আইনের মাধ্যমে। এর ভিত্তি মূলে থাকবে গ্রামীন গ্রন্থাগার এবং রাজ্য পর্যায়ে থাকবে রাজ্য গ্রন্থাগার। আবার হবে একটা

পিয়াবিডের মত। অর্থাৎ গ্রামের মানুষ থেকে শুরু করে শহরের মানুষের পরিচর্যা করবে শুধু গ্রন্থ দিয়ে নয় তার প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য দিয়ে এবং তার জীবনে ক্রমশ অপরিহার্য বন্ধুর ভূমিকা নেবে। এই সমগ্র ব্যবস্থাটি হবে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় ও গ্রন্থাগার পরিষদগুলির সহযোগিতায়।

একদিনের অগ্রগামী রাজ্য পশ্চিমবাংলা ক্রমশই সবার পিছনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে—গ্রন্থাগার ব্যবহার ক্ষেত্রেও।

৬ ধ্যানী : বর্গীকরণ ও কম্পিউটার

৬১ লেখক পরিচিতি

শ্রীমতি পি ধ্যানী রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা।

৬২ প্রবন্ধ পরিচিতি

যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যুগে গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতিতেও কম্পিউটারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বইকেনা থেকে শুরু করে যার বর্গীকরণ পর্যন্ত আজ তার অবাধ বিচরণ। এ সার্থকতা বহু গবেষণার ফলশ্রুতি।

৬৩ প্রাসঙ্গিক

আজকের গ্রন্থাগারিককে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থাগারের, কম্পিউটার সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কম্পিউটার ব্যবহারের উপযোগী হয়ে না উঠলেও উচ্চতর গবেষণার অঙ্গ হিসেবে কম্পিউটারের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আর যেহেতু গবেষণা গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক গ্রন্থাগারিকের কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রায় আবশ্যিক হয়ে উঠেছে।

আগামী দিনে যাতে গ্রন্থাগারিকরা পিছিয়ে না পড়েন সেজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা সদাসচেষ্ট কম্পিউটার বিজ্ঞানকে আয়ত্বে আনতে। ভারতে DRTC-র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে। বিশেষ করে বর্গীকরণে ও বিষয় শিরোনাম নির্ধারণে কম্পিউটারের ব্যবহারে তাঁরা সফলকাম।

৭ সুদ : রঙ্গনাথন ও পরম্পরা পদ্ধতি

৭১ লেখক পরিচিতি

শ্রী এস পি সুদ রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

৭২ প্রবন্ধ পরিচিতি

সূচীকরণে রঙ্গনাথনের উল্লেখ্য অবদান বিষয়-শিরোনাম নির্ধারণে পরম্পরা পদ্ধতির প্রয়োগ। বর্গসংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের বিষয়নিষ্ঠ ভাষান্তরই পরম্পরা পদ্ধতি। অনুবর্গ সূচীর পরিপূরক হিসেবে অনুবর্ণ-বিষয়-সূচীকরণে এই পদ্ধতি একটি সার্থক প্রয়োগ।

৭৩ প্রাসঙ্গিক

লেখক স্বল্প পরিসরে পরম্পরা পদ্ধতির সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধ শেষে, 'অনুবর্গ সূচীকরণ যতদিন প্রচলিত থাকবে পরম্পরা পদ্ধতির জন্য রঙ্গনাথনকে সবাই স্মরণ করবেন।'—মন্তব্য শ্রদ্ধাবশত হলেও পরম্পরা পদ্ধতির ব্যাপক বিপুল সম্ভাবনার সঠিক মূল্যায়নে বাধা স্বরূপ।

প্রথমত, পরম্পরা পদ্ধতি শুধু অনুবর্গসূচীতেই ব্যবহার্য তা নয়, অনুবর্ণসূচীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। রঙ্গনাথন নিজেই তা Classified Catalogue Code with Additional Rules for Dictionary Catalogue-এ উদাহরণযোগে ব্যাখ্যা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, পরম্পরা পদ্ধতি একটি সার্বিক পদ্ধতি। এর বেশ কিছু উন্নত প্রজাতি বিষয় সূচীকরণকে আরও সহজ ও সার্থক করেছে। যেমন POPSI (=Postulate-based Permuted Subject Indexing) ও LUSI (=Logical Unit Subject Indexing)। এদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই প্রবন্ধে। POPSI বিষয় সূচীর ক্ষেত্রে একটি নিখুঁত সমাধান এবং DC বা U D C-র ক্ষেত্রেও সাফল্যের সঙ্গেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। লেখক প্রবন্ধে শেক্সপীয়রের গ্রন্থপঞ্জীর উদাহরণে যে ত্রুটীর উল্লেখ করেছেন তা দূর করা সম্ভব এই POPSI-র সাহায্যে। সহজ কথায় POPSI হল বর্গসংখ্যার ক্রমপর্যায় ভাষান্তর, যে-ভাষা পাঠকের বোধগম্য এবং বিষয় নির্দেশক। প্রচলিত KWIC (=Key Word In Context) ও KWOC (=Key Word Out of Context) বিষয়সূচীকরণে POPSI-এর ব্যবহার অত্যন্ত সাফল্যজনক এবং কম্পিউটারে ব্যবহার্য। এমন কি যে PRECIS-র (=Preserved Context Indexing System) সাহায্যে British National Bibliography-র বিষয় সূচী প্রস্তুত হয় তাকেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে PRECIS পরম্পরা পদ্ধতিরই আর একটি প্রগতি।

তৃতীয়ত, পরম্পরা পদ্ধতির যে সব সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, নিয়ত গবেষণায় সে সব ত্রুটী আজ অতীতের বিষয়।

৮ ভার্মা: ক্ষুরধার সমস্যা বই হারান

৮১ লেখক পরিচিতি

শ্রী এস সি ভার্মা ইউ জি সি-ফেলো হিসেবে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে যুক্ত।

৮২ প্রবন্ধ পরিচিতি

বই হারান একটি চিরন্তন সমস্যা। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে মর্মান্তিক হয় যখন হারান বইয়ের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, অথচ সে কোন ক্রমেই এর জন্য দায়ী নয়। বিভিন্ন সময়ে সরকার নিয়োজিত কমিশন কমিটি এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন—গ্রন্থাগারিককে কোন ক্রমেই বই হারানর জন্য দায়ী করা যায় না। যেমন,

শ্রী কে পি সিংহ ১৯৫৯ সালের রিপোর্টে বলেছেন, বই হারানর জন্য গ্রন্থাগারিককে দায়ী করা উচিত নয়। আমরা সুপারিশ করছি, এ ব্যবস্থা বাতিল করা হোক এবং কোন রাজ্য সরকারই গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে জামীন বাবদ অর্থ নেবেন না কিংবা বই চুরি বাবদ ক্ষতিপূরণ চাইবেন না।

ইউ জি সি রিপোর্টে বলা হয়েছে,—যে সমস্ত গ্রন্থাগারে যথেষ্ট নিরাপত্তা ও উপযুক্ত কর্মী আছে সে সব গ্রন্থাগারেও প্রতি ১০০০ বই পিছু ৩টি বই হারান অযৌক্তিক নয় এবং এই সব হারান বই খারিজ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

রাজস্থান সরকার নং D 6499/F-7 (12) EDY/B/59 তারিখ 22. 11. 1959 সার্কুলারে গ্রন্থাগারে বইহারান অপরিহার্য বলেই স্বীকার করেছেন। সমাজশিক্ষা বিভাগের উপঅধিকর্তা রাজস্থান গ্রন্থাগার পরিষদকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন গ্রন্থ হারানর গ্রন্থি থেকে গ্রন্থাগারিককে মুক্তি দেবার জন্য বিভিন্ন কমিশন, কমিটির ও সেমিনারের সুপারিশ কার্যকরী করার বিষয়ে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন।

শ্রীঅশোক বসু

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের

রাজ্য কনভেনশন

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগার সমূহের সমস্যাবলী এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন পদমর্যাদা প্রভৃতি আলোচনার জন্য বিগত ২৬শে আগষ্ট, ১৯৭৩ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে পশ্চিমবঙ্গের কলেজে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারকর্মীদের এক রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির ডীন অধ্যাপক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে।

কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার ৪০টি কলেজের ৭০ জন প্রতিনিধি এই কনভেনশনে যোগদান করেন।

সভার প্রারম্ভে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিভাগের রীডার অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী কলেজ গ্রন্থাগার সমূহের সমস্যাবলীর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে যদিও স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে কলেজ ও কলেজগ্রন্থাগারের প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে, সেগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা সে সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা হয়নি। তিনি বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগার কমিটি বা অন্যান্যরা কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক বিবেচনা করেন নি, অথচ আজকের শিক্ষাসংকটের অন্যতম প্রধান কারণ কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনীহ দৃষ্টিভঙ্গী। আলোচনার ধারা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাই আজকের আলোচনা শুধুমাত্র বেতন বা পদমর্যাদা সংক্রান্ত নয়, সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এরপর তিনি বেসরকারী ও স্পনসর্ড কলেজ সমূহের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ এবং ব্যাখ্যা অনুযায়ী গ্রন্থাগারিক (যে শব্দ দ্বারা উপ ও সহ-গ্রন্থাগারিককেও বোঝান হয়েছে) দের বেতন ইত্যাদির আওতা থেকে একটা বিরাট সংখ্যক গ্রন্থাগারকর্মীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে; স্থানীয় কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাল-বাহানার ফলে এখনও পর্যন্ত সবাই এ্যাড হক পাওনাও পাননি। সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে যে বেতনক্রম দেওয়া হয়েছে, তা ইউ-জি-সি-র সমান হলেও, সেখানে মহার্ঘভাতা সংযুক্তির ফলে আলাদা মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়না—এই সংকটের দিনে তাই সরকারী কলেজের কর্মীরা অত্যন্ত অসুবিধায় কাটাচ্ছেন। গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে এইসব কর্মীদের ভূমিকা গ্রন্থাগারসেবার ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্বের, অথচ তাঁদের সম্পর্কে কিছুই করা হচ্ছে না।

এছাড়া তিনি মর্যাদার প্রশ্নে এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রশ্নে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তার আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে এই সকল ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত কমিটির সুপারিশ আমাদের হাতে আছে সেগুলির দিকে চোখ দিলেই বোঝা যাবে যে সরকারী বেসরকারী

সত্ত্বেও আজই সামগ্রিকভাবে কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগারের অপরিসীম গুরুত্বের কোন সঠিক মূল্যায়ণ হয়নি, বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণভিত্তিক কোন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠেনি এবং সামগ্রিক অনীহা সমস্ত ব্যবস্থাকে ছেয়ে রেখেছে। তিনি তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে এই ভূমিকা ও তৎসম্পর্কিত সমস্যাবলী আলোচনা করতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে যদিও পরিষদের পক্ষে এর আগেও কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে; হয়তো হতাশা আছে প্রচুর, তাহলেও হতোদ্যম হলে চলবে না—ভবিষ্যতের আলোচনা করতে হবে এবং নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে হবে।

পরবর্তী বক্তা শ্রীনরেন্দ্র ভট্টাচার্য (সিটি কলেজ, আমহার্স্ট স্ট্রীট) বলেন যে আসল সমস্যা কর্তৃপক্ষের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব এবং এবং এই মধ্যযুগীয় এবং অনীহ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের উপায় সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা দরকার। এছাড়া তিনি Teachers' Council-এ গ্রন্থাগারিকের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ সাঁতরা (ঘাটাল কলেজ) বেসরকারী কলেজের কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনার অভিযোগ করে বলেন যে এদের ইচ্ছামতোই গ্রন্থাগার পরিচালিত হয়, বৃত্তিকুশলতা সেখানে স্বেচ্ছাচারের গোলামী করে; তাঁর কলেজ গ্রন্থাগারকে উদাহরণ হিসাবে তিনি দেখান এবং বলেন যে কোন আলাদা জায়গা নেই যেখানে পাঠ্যসামগ্রী লেনদেন করা যায়।

শ্রীস্বপন বাগচী (শিলিগুড়ি কলেজ) বলেন, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকর্মী না অশিক্ষাকর্মী। অবৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রতি অত্যন্ত অবহেলা করা হয়, এই অভিযোগ করে তিনি বলেন আমরা এদের সম্পর্কে চিন্তা না করলে সমস্ত teamwork-টাই নষ্ট হয়ে যাবে। Library Committee-তে গ্রন্থাগারিকের Co-opted সদস্য করাকে তিনি অমর্যাদার প্রথা বলে মনে করেন। এছাড়া তিনি বাজেট বরাদ্দ, U. G. C. Textbook Library প্রভৃতি সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং বলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকেই আমাদের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কারণ আমরা এক ত্রিশঙ্কু অবস্থায় আছি—না শিক্ষাকর্মী, না অশিক্ষাকর্মী।

অধ্যাপক শ্যামল রায় চৌধুরী বলেন যে গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষাকর্মী, এই বোধের অভাব কিছু কিছু গ্রন্থাগারিকের আছে বলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় না; তাই সেন কমিশনের সুপারিশে শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারকর্মীদের একই আওতাভুক্ত করা হয়নি। তিনি বলেন, আসল প্রয়োজন সংঘবদ্ধ আন্দোলন এবং তার কর্মসূচী এই সভা থেকে গৃহীত হওয়া দরকার।

কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মীদের অভাব অভিযোগ এবং বাস্তব শোচনীয় অবস্থার বিবরণ দেন শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জী (মহেশতলা কলেজ), শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সিটি কলেজ) শ্রীছানালাল চক্রবর্তী (এস, এ, জয়পুরিয়া কলেজ) এবং শ্রীরমাপতি বসু। শ্রীশশাঙ্ক শেখর বাগচী সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং কিছু সুপারিশ করেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত (রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া) সেন কমিশনের সুপারিশের তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তৎপর হতে আহ্বান জানান। তিনি সেন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপক এক প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন Prof-in-charge প্রথা অত্যন্ত অমর্যাদাকর অবজ্ঞা প্রথা, এবং এই ধরনের অমর্যাদার বিরুদ্ধে

আন্দোলন করতে হবে, শিক্ষাকর্মীর অধিকার নিয়ে মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে হলে এটাই একমাত্র রাস্তা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল বলেন যে অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে বক্তব্যের দুর্বলতার কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। তাছাড়া একটা কনভেনশন করেই কর্তব্য শেষ হবে না, একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবী-দাওয়া আদায় করা যাবে। তিনি উপস্থিত কর্মচারী বন্ধুদের অবগতির জন্য জানান যে Non-teaching staff assocn. এর সদস্য থাকলেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হওয়া যায়। এছাড়া তিনি জানান যে কলেজ গ্রন্থাগার কর্মচারীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সঙ্গে যুক্ত কর্মসূচী গ্রহণের প্রচেষ্টা ও আলাপ-আলোচনা চলছে।

এরপর সভার আলোচনার জন্য প্রস্তাবসমূহ পেশ করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা বলেন যে আশা করা গিয়েছিল যে প্রেরিত প্রশ্নাবলীর উত্তরের ভিত্তিতে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখা যাবে, কিন্তু প্রাপ্ত উত্তরের সংখ্যা এত কম যে, তার উপর নির্ভর করে এখনই কোন কার্যক্রম ঠিক করা সম্ভব নয় তাই খসড়া প্রস্তাবসমূহ তিনি পেশ করেন। প্রস্তাব সমূহ আলোচনান্তে গৃহীত হয়।

[প্রস্তাবসমূহ পরে মুদ্রিত]

এরপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতির সচিব শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা আন্দোলনের রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ থেকে এখন পর্যন্ত কলেজ গ্রন্থাগারের আন্দোলনের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন যে একমাত্র পথ সংঘবদ্ধ এবং সুসংবদ্ধ আন্দোলন। হয়তো কিছু কিছু আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু সে আন্দোলন নীচের স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই আজ সর্বস্তরের কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীর অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ এক দুর্বার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে যেহেতু আমাদের হাতে পর্যাপ্ত এবং আশানুরূপ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নেই, ভবিষ্যত আন্দোলনের চূড়ান্ত কর্মসূচী এখান থেকে না নিয়ে সভা থেকে কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে একটা steering committee গঠন করা হ'ক, যাঁরা আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিদের নিয়ে steering committee গঠন করা হয়:

সর্বশ্রী রামকৃষ্ণ সাহা (আহ্বায়ক), হরেকৃষ্ণ দত্ত (উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ), সুধীর ঘোষ (দমদম মতিঝিল কলেজ), স্বপন বাগচী (শিলিগুড়ি কলেজ), প্রবোধ বিশ্বাস (প্রেসিডেন্সী কলেজ), বিনয় চ্যাটার্জী (কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ), শশাঙ্ক বাগচী (Burean of Edn. & Psych Research), নারায়ণ মুখার্জী (কে, কে, দাস কলেজ অব কমার্স), মলয় ভট্টাচার্য (বেহালা কলেজ অব কমার্স), অরুণ আদিত্য (বাগুলা কলেজ), প্রভাৎ রায় চৌধুরী (চারুচন্দ্র কলেজ), মদনলাল ঘোষ (তমলুক কলেজ), শ্রীমতী ছন্দিমা গাঙ্গুলী (নিউ আলিপুর কলেজ), শ্রীমতী অসীমা

মৈত্র (মুরলীধর গার্লস কলেজ), শ্রীমতী আলোক সান্যাল, শ্রীমতী অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরী।

সভাপতি মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে উপস্থিত কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আবেদন জানান, তাঁরা যেন নিজেদের কাজ দিয়ে প্রমাণ করেন যে কলেজের পক্ষে তাঁরা অত্যাবশ্যক ; কারণ অত্যাবশ্যকতা প্রমাণিত হলেই তাঁদের দাবীর পিছনে তাঁরা সবাইকে সমবেত করতে পারেন এবং তাঁদের দাবীকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

প্রতিবেদন : অজয় ঘোষ

খসড়া প্রস্তাব ও সুপারিশ

১ বেসরকারী ও স্পনসর্ড কলেজের ক্ষেত্রে

১১ ১-৪-৬৬ তাং-এ বিভিন্ন কলেজে কর্মরত প্রতিটি গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিককে অবিলম্বে ইউ. জি. সি. নির্ধারিত বেতনক্রম দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন রকম অযৌক্তিক অছিলায় এই সমস্ত কর্মীদের ইউ, জি, সি, বেতনক্রম পাওয়ার পথে যে বাধা সৃষ্টি করেছে, এই সভা তার নিন্দা করছে।

১২ ইউ, জি, সি, বেতনক্রম প্রবর্তনকালে 'গ্রন্থাগারিক' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। 'গ্রন্থাগারিক' শব্দটি প্রকৃত অর্থে গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিককেও বোঝায়। এ বিষয়ে ভারত সরকারও তাঁদের সুনির্দিষ্ট মতামত জানিয়েছেন। সুতরাং এই সভা পঃ বঃ সরকারের নিকট দাবী করে যে, পঃ বঃ সরকারও যেন 'গ্রন্থাগারিক' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে প্রতিটি গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিককেও এই বেতনক্রমের আওতাভুক্ত করেন।

১৩ ১-৪-৬৬ তারিখে কর্মরত প্রতিটি কলেজ গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে ভারত সরকার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এই ব্যবস্থা ঐ তারিখে কর্মরত সমস্ত উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হোক।

১৪ ১-৪-৬৬ তারিখের পরে যে সমস্ত ইউ, জি, সি, নির্ধারিত শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিক কাজে নিযুক্ত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে অবিলম্বে এই বেতনক্রম চালু করা হোক।

১৫ ১-৪-৬৬ তাং-এর পরে যে সব গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছেন অথচ ইউ, জি, সি, প্রবর্তিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন নন এই সব কর্মীরা পরবর্তীকালে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করলে তাঁদেরও এই বেতনক্রমের আওতাভুক্ত করতে হবে।

১৬ ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা শিক্ষকদের সমতুল্য করা। গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে এই বেতনক্রমের সংশ্লিষ্ট নির্দেশনামা প্রচারের পর রাজ্যে কলেজ শিক্ষকদের বেতনক্রম ৩০০—৬০০টাকা থেকে পরিবর্তিত হয়ে ৩০০—৮০০ টাকা হয়েছে অথচ কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ৩০০—৮০০ টাকার এই সুসংবদ্ধ বেতনক্রম (Integrated pay scale) অদ্যাবধি চালু হয় নি। এই সভা দাবী করে যে অবিলম্বে এই সুসংবদ্ধ বেতনক্রম কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও প্রবর্তন করতে হবে।

১৭ এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের সুযোগ যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী পেয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি এ্যাডহক (৬০.০০) টাকা দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘ কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত এই সকল কর্মীদের

বেতনক্রমের ফিক্সেশন হয় নি এই সভা এই বিষয়ে সরকারের উদাসীনতাকে নিন্দা করছে এবং অবিলম্বে বেতনক্রম ফিক্সেশনের কাজ সমাপ্ত করতে দাবী করছে। এই সভা আরও দাবী করে যে, ফিক্সেশনের নীতি নির্ধারণের পূর্বে গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

১৮ ইউ, জি, সি. বেতনক্রম প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা শিক্ষকদের সমতুল করা, যাতে যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষার স্বার্থে উন্নততর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠিত করতে পারেন। কিন্তু এই সভা গভীর দুঃখের সংগে লক্ষ্য করছে যে আজও পর্যন্ত শিক্ষকদের সমতুল মহার্ঘভাতা গ্রন্থাগারিকদের দেওয়া হয় না। এই সভা, তাই, দাবী করে যে ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের মূলনীতি অনুসরণ করে ইউ, জি, সি, আওতাভুক্ত কর্মীদের শিক্ষকদের সমতুল মহার্ঘভাতা দেওয়া হোক।

১৯ অন্যান্য কর্মীদের ক্ষেত্রে

গ্রন্থাগারিক উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ গ্রন্থাগারিক ব্যতীত অন্যান্য যে সব কর্মী রয়েছেন, যথাঃ গ্রন্থাগার সহকারী (Library Assistant), গ্রন্থাগার করণিক (Library clerk) গ্রন্থাগার অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট, পিওন, সর্টার প্রভৃতি কর্মীদের বেতনক্রমের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অথচ গ্রন্থাগার পরিচালনায় ক্ষেত্রে এই কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই সকল কর্মীদের ক্ষেত্রে সুসমঞ্জস ও ন্যায়সঙ্গত বেতনক্রম প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। এই সভা দাবী করছে যে এই কর্মীদের চরম আর্থিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে নতুন বেতনক্রম নির্ধারণ ও চালু করুন।

২ সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে

২১ এই সভা অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছে যে আজ পর্যন্ত পঃ বঃ সরকার সরকারী কলেজের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সভা আরও লক্ষ্য করছে যে পঃ বঃ সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম বেসরকারী ও আধাসরকারী কলেজে চালু করেছেন; কিন্তু সরকার তার নিজস্ব কর্মীদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম চালু করতে ব্যর্থ হয়েছেন। (সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম মহার্ঘভাতা সংযুক্তির পর যেখানে ৩০০-৬০০ টাকা, সেক্ষেত্রে বেসরকারী ও স্পনসর্ড কলেজে ইউ, জি, সি বেতনক্রমের সঙ্গে মহার্ঘভাতাও দেওয়া হয়।) এর ফলে সরকারী কলেজ এবং বেসরকারী। আধাসরকারী কলেজসমূহের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে অদ্ভুত বেতন-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এই সভা মনে করে যে সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকের বেতনক্রম শিক্ষকদের সমতুল হওয়া উচিত এবং দাবী করে যে এইরূপ বেতনক্রম অবিলম্বে চালু করা হোক।

২২ মহার্ঘভাতা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যা কর্মচারীদের দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। ১৯৭০ সালের বেতনক্রম সংশোধনের পর সরকারী কলেজের গ্রন্থাগার

কর্মীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতার পরিমান ৭ থেকে ১০ টাকা। ফলে এই কর্মীদের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে নীচে নেমে গেছে। (উল্লেখ্যযোগ্য যে বেসরকারী ও আধাসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের সরকারী মহার্ঘভাতার পরিমাণ ৯০ থেকে ১৫৪ টাকা, ইউ, জি, সি এ্যাড-হক পাওয়ার পরেও) এই সভা মনে করে যে, যেহেতু দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সকল স্তরের মানুষকে সমানভাবে আঘাত করে, সেহেতু সর্বস্তরের গ্রন্থাগারকর্মীর ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২৩ সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মী সম্পর্কে

সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহ গ্রন্থাগারিক ব্যতীত অন্যান্য বহু আধাবৃত্তিকুশলী ও অবৃত্তিকুশলী কর্মী রয়েছেন যাঁরা গ্রন্থাগার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিন্তু এইসব কর্মীদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শুধু তাই নয়, বৃত্তিগত কুশলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বেতনক্রম কলেজের অন্যান্য অংশের সাধারণ কর্মীদের চেয়ে উন্নত নয়। এই সভা মনে করে যে এই কর্মীদের ক্ষেত্রে বিগত বেতন কমিশনের (হাজরা কমিশন) সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় এবং তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকলিপির উপর ভিত্তি করে বেতনক্রম নির্ধারণ করা উচিত।

৩ সামগ্রিক

এই সভা মনে করে যে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং সমাজের সর্বাঙ্গীন অগ্রগতির সহায়ক নয়। শিক্ষা পদ্ধতি গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক না হওয়ায় সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা আজ বিপর্যয়ের মুখে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা ও গুরুত্ব সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশন কর্তৃক আবশ্যিক বলে স্বীকৃত হলেও কার্যক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শোচনীয়ভাবে অবহেলিত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষক সমাজ, কেউই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন না। গ্রন্থাগার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর এই অস্বচ্ছতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য আমাদের দেশের শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলি আজ এক চরম সংকটের সম্মুখীন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ গ্রন্থাগারগুলির সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য এই সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করছে।

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য এ পর্যন্ত যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা' মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে সামান্য কিছু কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য কিছু আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হলেও সামগ্রিকভাবে কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যাগুলি আজও পর্যন্ত যথাযথভাবে পর্যালোচিত হয়নি, এবং সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়াও হয়নি। কলেজ গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি হ'লো—

কলেজ গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ, স্ট্যাকরুম ইত্যাদির জন্য ন্যূনতম স্থানের অভাব, প্রয়োজনীয়

আসবাব পত্রের অভাব, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার অভাব, কর্মীসংখ্যার অপ্রতুলতা, কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদার অভাব, ন্যূনতম আর্থিক সংস্থানের অভাব, গ্রন্থাগারের কার্যসূচী সম্প্রসারণের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

এই সমস্যাগুলির শুধু যথাযথভাবে মূল্যায়নই প্রয়োজন নয়, কলেজ গ্রন্থাগারগুলি সংগঠিত করতে গেলে উপরোক্ত বিষয়গুলির ন্যূনতম মানও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ন্যূনতম মান যদি গ্রন্থাগার রক্ষা করতে না পারে তাহলে কলেজীয় শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

এই সভা তাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট দাবী করছে যে অবিলম্বে এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য তথা সারা ভারত ভিত্তিতে কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা মূল্যায়ণ ও ন্যূনতম মান নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন করা হোক।

উপরোক্ত প্রস্তাবিত কমিশনের নিয়োগ ও সুপারিশ প্রকাশ সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগার কমিটির সুপারিশগুলি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অবিলম্বে কার্যকরী করা হোক।

(খ) রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট এই সভা দাবী করছে যে কলেজের স্বীকৃতি ও আর্থিক অনুদান অনুমোদনকালে কলেজ গ্রন্থাগারের নিম্নলিখিত ন্যূনতম শর্তগুলি পালন করা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

(১) প্রতিটি গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠকক্ষ ও অন্যান্য স্থানের সংস্থান।

(২) গ্রন্থাগারের জন্য কলেজের মোট বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ ব্যয় করতে হবে।

(৩) ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের জন্য পাঠ্যসামগ্রীক সংস্থান রাখতে হবে।

(৪) গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য ন্যূনতম সংখ্যক বৃত্তিকুশলী ও অন্যান্য কর্মীর সংস্থান করতে হবে।

(৪·১) পাস স্ট্যাণ্ডার্ডের কলেজের জন্য ন্যূনতম একজন গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট সর্টার ও পিওনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪·২) কলেজের ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা, পুস্তক-পত্র-পত্রিকা সংখ্যা, কর্মপরিধি, কার্যকালীন সময় বিভিন্ন পাস ও অন্যান্য কোর্সের সংখ্যা ইত্যাদি বিচার করে বিভিন্ন ধরণের কলেজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীসংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

(৪·৩) যে সব কলেজে ইউ, জি, সি, অনুদানের উপর ভিত্তি করে Text book Library গড়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মীর সংস্থান করতে হবে।

(গ) কলেজ গ্রন্থাগারের উপরোক্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে শিক্ষক সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই সভা, তাই, এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং বিভিন্ন কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং এই সমস্যাগুলি সমাধানকল্পে সহযোগিতা কামনা করছে।

৪ পদমর্যাদা, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে

ক) গ্রন্থাগারিককে টিচার্স কাউন্সিলের সদস্য করতে হবে।

খ) টিচার্স-ইন-চার্জ প্রথার অবসান করতে হবে।

গ) গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে আর্থিক জামানত গ্রহণের প্রথা বাতিল করতে হবে।

ঘ) গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সবেতন ডেপুটেশন দিতে হবে।

ঙ) গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য আর্থিক সুবিধা সমেত অন্যান্য সুযোগ দিতে হবে।

চ) গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার ব্যতীত অন্য কোন কাজে নিয়োগ করা চলবে না।

৫ সেন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও সদ্য প্রকাশিত "সেন কমিশনের রিপোর্টে'এ কলেজে কর্মরত গ্রন্থাগারিক ও শারীরশিক্ষাবিদদের জন্য কোন বেতনক্রমের সুপারিশ না থাকায় এই সভা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং সেন কমিশনের এই বিমাতৃসুলভ আচরণের নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতেছে।

এই সভা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কেন্দ্রীয় শিক্ষাসহ অর্থদপ্তর, রাজ্যশিক্ষাদপ্তর, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় রাজ্যপালের নিকট এই ব্যাপারে জরুরী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থার সম্পাদকদ্বয়, ও সভাপ উভয়ের এই ব্যাপারে অনুকূল মনোভাবও সমস্ত প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে।

এই সভা আরও জানাইতেছে যে গ্রন্থাগারিক ও শারীর শিক্ষকদের দাবী আদায়ের জন্য উপরোক্ত সংস্থাদ্বয় যে পরিকল্পিত আন্দোলনে নামিবার মনস্থ করিয়াছেন এই সভা তাহা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছে ও তাঁহাদের আন্দোলনের শরিক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।

প্রতিবেদন : অজয় ঘোষ

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

চিন্ময়ী স্মৃতিপাঠাগার

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর '৭৩ শ্রীসুধাংশুশেখর মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

সভাপতি—প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী সুধাংশুশেখর মিত্র, নিমাইচাঁদ দত্ত, বদ্রীনারায়ণ পাল, অজিতকুমার ঘোষ, নিত্যানন্দ কর্মকার, নিত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলেশ ভট্টাচার্য। সম্পাদক—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক—শ্রীসুকৃতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবসন্ত বন্দোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীহরিনারায়ণ দাস সরকার। গ্রন্থাগারিক—শ্রীচিত্তরঞ্জন গুপ্ত, সহ-গ্রন্থাগারিক—শ্রীপ্রদীপকুমার পাল, সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী অমরনাথ চক্রবর্তী সত্যরঞ্জন সরকার, শশাঙ্কশেখর পাল. অনিলকুমার বসু, নিখিল মিত্র, বাসুদেব দে, সোমনাথ পাল, মনি রায়চৌধুরী, তাপস মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব হালদার। এই সভায় সংশোধিত নিয়মাবলী অনুমোদিত হয় ও প্রস্তাব নেওয়া হয় যে সংস্থার নাম "চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার ও নীলকণ্ঠ স্মৃতি অবৈতনিক গৃহ" করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দি বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ং মেনস ইনষ্টিটিউট

৬৪-তম বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় ৩১।৩.৭৩ তারিখ পর্যন্ত আজীবন সদস্য ছিলেন ২৪৬ জন, সাধারণ সদস্য ছিলেন ৪১২ জন, শিশু ও কিশোর সদস্য ছিলেন ১৫৩ জন এবং পাঠ্যপুস্তক বিভাগে শিক্ষার্থী সদস্য ছিলেন ৫০ জন।

১৯৭২-৭৩ সালে পুস্তক সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :—

বাংলা (সাধারণ বিভাগ) ১৩,৪৯১, বাংলা (কিশোর সাহিত্য বিভাগ) ৫০৫, বাংলা (রেফারেন্স) ১৭০, বাংলা (গ্রন্থাবলী) ১৩৯, পাঠ্যপুস্তক ৪৫২, ইংরাজী (সাধারণ বিভাগ) ৭,৪৮৮ ইংরাজী (রেফারেন্স) ৩৬।

কিশোর বিভাগ :—বাংলা ৩,৪৯০, ইংরাজী ২৫০, বাঁধানো পত্রিকা (ইংরাজী ও ব্যাকরণ) ১,৯০২ ; মোট পুস্তক সংখ্যা ২৮,০২৩, পূর্ব বৎসরে মোট পুস্তক সংখ্যা ছিল ২৭,৫২৭, বিভিন্ন খাতে আয় ব্যয়ের চুম্বক নিম্নরূপ :—

	আয়	ব্যয়
সাধারণ তহবিল টাঃ	২৩,৬০৫·৮০	১৪,৭৪৯·৯০
প্রীতি উৎসব ,,	১১,৫৩১·৯৭	৪,১৯৯·২৫
ভবন ভাণ্ডার ,,	২,১৪০·৬০	১৭,০০০·০০

১৯৭৩-৭৪ সালের জন্ত সমানিত সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন—

নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় (মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ), নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্রীঅজিতকুমার পাঁজা (স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ), ডঃ রমা চৌধুরী (উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ মিশ্র।

১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি :—

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন রক্ষিত—সভাপতি ; শ্রীকমলকুমার দত্ত,—সহ-সভাপতি ; ডাঃ সত্যেন বসু, —সহ-সভাপতি ; শ্রীপরিতোষ শেঠ ও শ্রীসলিলকুমার বসাক—সহ-সভাপতি ; শ্রীসনৎকুমার মিত্র—সাধারণ সম্পাদক ; শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত—গ্রন্থাগারিক ; শ্রীসুনীলকুমার কুণ্ডু—কোষাধ্যক্ষ ; শ্রীঅজিতকুমার দে—সহ-সম্পাদক ; শ্রীসমীরকুমার দে—সহ-কোষাধ্যক্ষ ; সর্বশ্রী প্রিয়ব্রত ঘোষ তারকনাথ গুপ্ত, সুব্রত ঘোষ, মিহিরকুমার দত্ত, মলয় ঘোষ, বিপ্লবরায় চৌধুরী, মিহির সরকার, বিজন নন্দী, শিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র মিত্র, তারকনাথ দে, রমেন্দ্রলোচন মিত্র, সমীরকুমার বসাক, যোগব্রত সেন, ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়—সদস্যবৃন্দ।

সর্বশ্রী—অরুণকুমার দে, সন্দীপ পাল, বিশ্বনাথ মিত্র, শ্যামল কুণ্ডু—সহ-গ্রন্থাগারিক।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী। কলিকাতা-১৫

বিগত ১-৯-৭৩ তারিখে শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর পৌরোহিত্যে ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৩-৭৪ সালের জন্ত নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন :—

শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী—সভাপতি ; শ্রীশরৎচন্দ্র মণ্ডল—সহ-সভাপতি ; শ্রীদিলীপকুমার বোস—সাধারণ সচিব ; শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ—সম্পাদক ; শ্রীমনোরঞ্জন সেন—গ্রন্থাগারিক ; শ্রীনীলিপকুমার বসু—সহ-গ্রন্থাগারিক ; শ্রীমনীষকুমার বসু—কোষাধ্যক্ষ ; সর্বশ্রী—কেশবচন্দ্র পাল, হারাধন কুণ্ডু, বিশ্বনাথ ঘোষ, মলয়পবন মহান্ত, বিনয়কান্তি নাগ—সদস্য (সাধারণ বিভাগ) সর্বশ্রী—অপূর্ব রতন দানা, বকুল কাউর, জয়ন্ত মণ্ডল, রবীন মণ্ডল, বাসুদেব মল্লিকচৌধুরী, অনিমেষ রায়—সদস্য (শিশু বিভাগ)।

১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় :—

সাধারণ বিভাগে দৈনিক গড়ে ৩৬'২০ জন ও শিশু বিভাগে দৈনিক গড়ে ৬'০৯ জন উপস্থিত ছিলেন। শিশু ও পাঠ্য বিভাগ সহ মোট পুস্তক সংখ্যা ১৩,০০১টি। আলোচ্য বৎসরে মোট ২৬৪টি পুস্তক সংযোজিত হয়েছে এবং সাধারণ বিভাগে মোট ৬,৬৭৫ ও শিশু বিভাগে মোট ৬৯০ খানা পুস্তক লেনদেন হয়।

সরকারী সাহায্য না পাবার কারণে কোনক্রমে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে, উন্নয়নমূলক কোন কাজ এই গ্রন্থাগারটি করে উঠতে পারছে না। সাধারণ বিভাগে সর্ব মোট আয় ৬,৫৮৩'৩৪ টাকা

এবং ৬১৫'৮৮ টাকা উদ্বৃত্ত। শিশু বিভাগে মোট আয় টাঃ ১১৯'০১ এবং উদ্বৃত্ত তহবিল টাঃ ১১'০১ পয়সা।

চব্বিশ পরগণা

শশধর পাঠাগার। পোঃ সুখচর।

পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২১-১০-৭৩ তারিখে শারদীয়া বিজয়া সম্মিলনী সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য এবং 'এপ্রিল ফুল' নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে পালিত হয়। অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বশ্রী সোমনাথ ব্যানার্জী, গুরুদাস ব্যানার্জী, স্বপন চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য।

সাধুজন পাঠাগার, বনগ্রাম।

পাঠাগারের অষ্টাদশতম নির্বাচনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছেন :—

শ্রীইন্দ্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি; শ্রীনির্মলকুমার মুখার্জী ও শ্রীরুক্মিণীকুমার সাহা—সহ-সভাপতি; শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু—অধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ; শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী সাধু—গ্রন্থাগারিক; কুমারী মনীষা সাধু, কুমারী গায়ত্রী সাধু, সর্বশ্রী—দেবজ্যোতি সাধু, শ্যামসুন্দর সাধু, অধ্যাপক কমলা কান্ত বৈরাগী, নিরঞ্জন কুমার রায়, শরৎ চন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দ নবাকুর হালদার, তারণবীর দত্ত, মিতা চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সোমেন পাল, স্বপনকুমার পাল ও নীলমণি রায়চৌধুরী—সদস্যবৃন্দ।

নদীয়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার। পোঃ কাদোয়া।

ডঃ কিশোরীমোহন মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৮ই সেপ্টেম্বর, '৭৩ তারিখে সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয় এবং সাক্ষরতা প্রকল্পানুসারে গ্রামে একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়।

বর্ধমান

কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার

২৩শে ডিসেম্বর '৭৩ গ্রন্থাগার ভবনে 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' উপলক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার সভাপতি ও শ্রীঅম্বিকাচরণ ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগার পরিচালনায় নানা সমস্যা ও কর্মীদের বিষয়ে সভাপতি, প্রধান অতিথি প্রভৃতি বক্তব্য রাখেন। গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাবগুলি এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার

বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' উৎসব পালন করা হয়। পাঠাগারের সহ-সভাপতি শ্রীদেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাবগুলি আলোচিত হয়। ৫ জন দুঃস্থকে ৫ খানি শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

জোতরাম বাণী মন্দির

এই গ্রন্থাগারটি জোতরাম গ্রামে জি, টি, রোডের পাশে অবস্থিত। সদস্য সংখ্যা ১০০-র বেশি। বইয়ের সংখ্যা ২০০০-এর কাছাকাছি এবং এর সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ১ হাজার টাকা। সপ্তাহে দুইদিন সভ্যদের পুস্তক দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রতিদিন সাময়িক ও পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা আছে। বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার থেকে মাসিক ৩০ খানি করে বই পাওয়া যায় সভ্যদের দেওয়ার জন্য। গত ১ বছরে শতকরা ৬০ ভাগ নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দান করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক অনটনের জন্য বিভাগটি প্রায় বন্ধ। ডি, পি, আই কর্তৃক তিন বছরের জন্য অনুমোদিত গ্রন্থাগারের পরিচালকমণ্ডলী আছে। পরিচালকমণ্ডলীতে আছেন সভাপতি—ডাঃ গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ, সহ-সভাপতি—শ্রীসলিলকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—শ্রীঅভয়পদ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ —শ্রীকাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক—শ্রীসমীরকুমার সরকার, সদস্য—সর্বশ্রী সনাতন মণ্ডল, ভূদেবচন্দ্র ঘোষ, রেখা চন্দ্র, বিমলকৃষ্ণ সরকার, পুলিনবিহারী শীল।

প্রতিদিন সভ্যের গড় হাজিরা ৫৫। মাসিক পুস্তক আদান প্রদান ৪ শত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার গ্রন্থাগার ভবনের জন্য ৪ শতক জমি দান করেন। গ্রন্থাগারটি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত রুরাল লাইব্রেরীতে পরিনত হলে গ্রন্থাগারের সকল বিভাগ চালু করা ও সম্প্রসারণ সম্ভব হবে।

বাহাদুরপুর কামিনীবালা পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী :(গ্রামীণ), পোঃ বাহাদুরপুর।

স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ প্রাপ্ত স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসুকুমার রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে গত ২রা অক্টোবর, '৭৩ তারিখে পাঠাগার ভবনে গান্ধী জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়, এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন সর্বশ্রী নেপালচন্দ্র মণ্ডল, হীরালাল রাও ও কুমারী স্বপ্না রায়।

শ্রীরামপুর তরুণ সঙ্ঘ সাধারণ পাঠাগার

গত ২৫শে ডিসেম্বর '৭৩ তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকানাইলাল ঘোষ মহাশয়। এইদিন যীশুখৃষ্টের জন্মদিবস ও গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কতকগুলি দাবী সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জন সংযোগ বিভাগ বর্দ্ধমান শাখার টেকনিক্যাল সুপারভাইসার উপস্থিত ছিলেন।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, সিউড়ী—

অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে গত ৩১ ভাদ্র ১৩৮০ তারিখে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মদিবস পালন করা হয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীত বিশারদ কুমারী আভা নন্দী।

মেদিনীপুর

কাঁথি ক্লাব। পোঃ কাঁথি।

২৭।৫।৭৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কাঁথি ক্লাবের ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৯৫৭ "ক্লাবের প্রতিষ্ঠিত বীরেন্দ্র স্মৃতি সৌধের তৎকালীন পরিচালকমণ্ডলী ক্লাব কর্তৃপক্ষের অগোচরে ঐ হলকে স্থায়ী সিনেমাগৃহে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করতে আরম্ভ করলে ১৯৫৭ সালে ক্লাবের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়।...এবং শেষ পর্যন্ত ঘটনা আদালতে গড়ায়," তবে আনন্দের বিষয় শেষ পর্যন্ত সিনেমা হলের পরিবর্তে গ্রন্থাগার স্থাপনার শুভ বুদ্ধি ও প্রেরণা জয়যুক্ত হয়েছে, এবং ক্লাব পাঠাগারটিকে মহকুমা গ্রন্থাগাররূপে গঠন করার জন্য আলোচ্য বৎসরে ক্লাব সংবিধান সংশোধন ও রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে, গত ১১।৫।৭৩ তারিখে জেলার সোশ্যাল এডুকেশন অফিসার মহোদয় ক্লাব গ্রন্থাগার পরিদর্শন কালে এটিকে মহকুমা গ্রন্থাগাররূপে উন্নতি করার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

বিদ্যাসাগর জন্ম-জয়ন্তী

গত ২৯ সেপ্টেম্বর তমলুক জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। সন্ধ্যায় জেলা গ্রন্থাগার ভবনে একটি আলোচনা সভা জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন কাহিনী আলোচনা প্রসঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণে এই গ্রন্থাগারের উদ্যম ও প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার ব্যাপারে গ্রন্থাগারের সহায়তা উল্লেখ করেন, জাতীয় জীবনে বিদ্যাসাগরের রচিত-সাহিত্যের স্থান তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, সমাজ সংস্কারে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা, মধুসূদনের প্রতিভাকে জাগ্রত রাখা এবং উজ্জীবিত করায় তাঁহার অবদান সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। প্রবীন আইনজীবি শ্রীগোবিন্দপদ মাইতি, অধ্যাপক ধীরেন আঢ্য প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

গান্ধী জন্ম-জয়ন্তী ও প্রদর্শনী

গত ২রা অক্টোবর, গ্রন্থাগার ভবনে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মহাত্মাজীর জীবন আলেখ্য অবলম্বনে এক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব শিশু দিবস

জেলা গ্রন্থাগারে ১৪ই নভেঃ স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে বিশ্বশিশু দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

হাওড়া

ভারত পাঠাগার। ৫৭, অম্বিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন।

২৩।৮।৭৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পাঠাগারের বড়বিংশতি বাৎসরিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—আলোচ্য বৎসরে সাধারণ বিভাগ ও কিশোর বিভাগের সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে

১১২ ও ৪৫ জন। পুস্তক সংখ্যা—সাধারণ বিভাগ ৩,৪১৪ রচনাবলী : ৪০, ইংরাজী : ৮০ কিশো বিভাগ : ৯৫৫ খানি, আয়—মাসিক চাঁদা : টাঃ ৬৪৮.৫০ পঃ, সরকারী সাহায্য : ১০০.০০ এ মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রাপ্ত : টাঃ ৪০০.০০ ইত্যাদি। ব্যয়—পুস্তক ক্রয় : টাঃ ৩৯৪.৮ পঃ সংবাদ পত্র টাঃ ৬২০.৬ পঃ।

গত ১৪, ১৫ ও ১৬ এপ্রিল, ১৯৭৩ তারিখে পাঠাগারের রজত জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উৎস সাড়ম্বরে পালিত হয়, এবং এতদুপলক্ষ্যে স্মারক পুস্তকটি বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সম হয়। স্মারক পুস্তক সম্পাদনা করেছেন শ্রীনির্মল কুমার খাঁ। রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলে ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীমুরারী মোহন বেদান্ততীর্থ, মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র প্রভৃ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পাঠাগারের কৃতী সদস্য শিক্ষামন্ত্রী (পঃ বঃ সরকার) অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যো পাধ্যায়, পদ্মশ্রী শৈলেন মান্না এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীমুরারী মোহন দত্তকে এতদুপলক্ষ্যে সম্বর্দ্ধ জ্ঞাপন করা হয়।

সবুজ গ্রন্থাগারের, নিজবালিয়া। পোঃ পাতিহাল।

সবুজ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, বর্তমান কার্যকরী সমিতির চেয়ারম্যান এবং আন্তর্জাতি খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ অজিত কুমার মাইতির ভারত সরকার প্রদত্ত "শান্তিস্বরূপ ভাটনগ পুরস্কার" প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে, উক্ত গ্রন্থাগারে বিগত ৪।১১।৭৩ তারিখে বিশেষভাবে আহূত এ জনসভায়, ডঃ মাইতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে অন্তরঙ্গ সুহৃদবর্গ তাঁর বিগত দিনের কার্য্যাবলী স্মৃতিচারণ করেন। সভায় তাঁর দীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল জীবন কামনা করে, আশা প্রকাশ করা হ যে, ডঃ মাইতি উন্নত মানের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সমগ্র ভারতবাসী তথা মানব জাতিে সমৃদ্ধ করে তুলবেন। এই সভায় পৌরহিত্য করেন ডঃ মাইতির বিদ্যালয় জীবনের শিক্ষক শ্রীবি কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এবং স্মৃতিচারণা করে ভাষণ দেন সর্বশ্রী নির্মলেন্দু মান্না, প্রশান্তচন্দ্র খাড়া, মদনমোহ পাল, মদন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন সিংহ প্রমুখ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ডঃ মাইতি বিজ্ঞান কংগ্রেসে আগামী অধিবেশনে (নাগপুরে অনুষ্ঠিত) শরীরতত্ত্ব (ফিজিওলজি) শাখার সভাপতি নির্বাচি হয়েছেন।

সংস্কৃতি, চাকপোতা

সংঘাগৃহে গত ১২ নভেঃ এক বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় 'ভারতবর্ষে গণত বিপন্ন,' প্রখ্যাত কবি ও বক্তা শ্রীনিমাই মান্না স্পীকারের কার্য সমাধা করেন। পক্ষে বিপক্ষে উভ দলই সূক্ষ্ম যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন, স্পীকার সার্বিক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন এবং বে বিদেশের গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেন। সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'ভারতবর্ষে গণতন্ত্র বিপ বিতর্কটি সকলের কাছেই বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

গত ২৪ মার্চ ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে বিশ্ববন্দিত শিল্পী বোদ্ধা দ্যাঁ রি (হেনরী) বারবুসে জন্ম শতবার্ষিকী ও সুকান্ত জন্ম বার্ষিকী শ্রীনিমাই মান্নার পৌরহিত্যে উদযাপিত হয়। আলোচনা অংশ নেন সর্বশ্রী রণজিৎ কোয়ারী, অরুণ মান্না, ভাস্কর চক্রবর্তী প্রমুখ।

সম্পাদক : [illegible] মান্না ও [illegible]

বার্তা বিচিত্রা

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে রুশ গ্রন্থ :

কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠের উপযোগী ২০০ খানা রুশ গ্রন্থ অনুমোদন করেছেন। এর বেশীর ভাগই বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থ। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী অন্ততঃ ১৫ লক্ষ রুশীয় গ্রন্থ এদেশে আমদানী করতে হয়।

রুশদেশে "সাহিত্য তহবিল"

লেখকদের আর্থিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্য তহবিল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৩৪ সালে সংগঠিত এই সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭৫০০ এবং মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে এর দুটি প্রধান কার্যালয় ব্যতীত দেশের প্রতি রাজ্যে একটি করে শাখা লেখকদের উন্নতির জন্য কাজ করে। গোটা দেশে সাহিত্য-তহবিলের পরিচালনায় ১৭টি হোটেল এবং ২৯টি ক্লাব আছে। ঐ হোটেলগুলিতে ৮০০ জন লেখকের বসবাসের সুবন্দোবস্ত আছে। সাহিত্য তহবিলের পরিচালনায় বিভিন্ন শহরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি লেখকদের অসুখ বিসুখে সর্বপ্রকার সাহায্য করে থাকেন। ১৯৫৫ সালের মধ্যে এই সংগঠনের খরচে লেখকদের বাসের জন্য ২৪৭০টিরও কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাট তৈরী হয়েছে।

আর্জেন্টিনায় গান্ধীজীর রচনা পাঠের জন্য আগ্রহ

সম্প্রতি একটি সংবাদে জানা যায় যে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশে বিশেষ করে আর্জেন্টিনায় মহাত্মা গান্ধীর লেখা পড়বার জন্য শিক্ষিত জনের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে। বুয়েনস আয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী মার্সেটৈ আর্জেন্টিনায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীখুরানার নিকট বলেছেন তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্রে গান্ধীজীর রচনাবলী ধারাবাহিক প্রকাশ করবেন।

পুরস্কার লাভ

মুক্ত গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও বর্তমান কার্যকরী সমিতির চেয়ারম্যান ডঃ অজিত কুমার মাইতি তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত "শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার" লাভ করেছেন।

পৃথিবীর ভাষাচিত্র

সম্প্রতি ব্রাজিলদেশীয় এক গবেষক তাঁর সমীক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে জানিয়েছেন যে পৃথিবীতে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতিযোগ্য ভাষার সংখ্যা তিন থেকে চার হাজার। এর মধ্যে মাত্র দশটি ভাষায় ১০ কোটি বা ততোধিক মানুষ কথা বলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :—

চীনা (৬০ কোটি ৫০ লক্ষ), ইংরাজী (৩৩ কোটি ৩০ লক্ষ), রুশ (২০ কোটি ৬০ লক্ষ) স্প্যানিশ (১৭ কোটি ২০ লক্ষ), হিন্দী (১৯ কোটি ২৫ লক্ষ), জার্মান (১২ কোটি), আরবী

(১০ কোটি ২০ লক্ষ) এবং বাংলা (১০ কোটি ৮০ লক্ষ)। এই সমীক্ষা অনুযায়ী আরও জানা যায় যে পৃথিবীতে প্রায় ১১৭টি এমন ভাষা আছে, যা' ব্যবহার করেন দশ লক্ষ বা আরও বেশীসংখ্যক মানুষ।

গ্রন্থাগারিকদের পদোন্নতি

সম্প্রতি শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী জাতীয় গ্রন্থাগারের (কলকাতা) কার্যকরী গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দিয়েছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী পূর্বে ঐ গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক পদে কার্যরত ছিলেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত হয়েছেন শ্রী এম, এন নাগরাজ। তিনি ঐ গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত হয়েছেন শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি পূর্বে সহ-সম্পাদক ছিলেন।

গত ১৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ থেকে সর্বশ্রী অজিত ঘোষ, অনিমা দাস, অরুণ দাস, অশোকা সোম, আবদুল কবির, এ প্রভাকর রাও, কল্যাণী মৈত্র, তপতী বসু ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত হয়েছেন। এঁরা সকলেই পূর্বে টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট পদে কর্মরত ছিলেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৩ থেকে আকাশবাণীর ট্র্যান্সমিশন এক্সিকিউটিভ পদে উন্নীত হয়েছেন। তিনি পূর্বে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

সংকলন : বিনতি চক্রবর্তী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার সম্পর্কে

বিগত ১৮ মাস যাবত পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত কাগজ ও বিদ্যুৎ সংকটের ফলে এক অভাবনীয় মুদ্রণ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে উঠেছে। এ সত্বেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সময়মত গ্রন্থাগার প্রকাশনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পরিষদ সদস্য গ্রাহকদের নিকট অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করে।

সম্পাদক—

ABSTRACTS

Vol. 23 No. 7 Oct-Nov : 1979

Library day this Year : Editorial.

25th December is an auspicious day for library workers of W. Bengal, because on that day the foundation of the Bengal Library Association marked an organised effort for Library movement in the state.

On the eve of the Library Day, the editorial calls upon the workers of the Library movement to recall the activities of the Association and evaluate them.

In view of the fact that the Association will be celebrating its Golden Jubilee next year, the editorial requests all concerned to realise the demands of the Association. It stresses on the need for enacting Library Legislation and calls upon every worker to popularise this minimum demand and make the masses join hands in realising it.

It also reminds all concerned that the professionals of this pioneer state must make the programme of the joint committee for enactment of Library Law (comprising of Bengal Library Association, West Bengal Government Sponsored Library Employees' Association & National Library Employees' Association) a grand success to write off the failure in order to calebrate the Golden Jubilee in a befitting manner.

Productivity in Business and industry in the environment of advanced science and technolegy and the role of documentation by A. NEELAMEGHAN.

The paper points out that human resources and the intellectual resources in particular are most valuable in any organisation, therefore, its careful conservation, expansion and proper utilisation is essential, present day information explosion due to accelerated growth in the field of scientific and industrial research and rapid obsolesence of old ideas, has made it impossible to keep pace with the nascent ideas, Unnecessary research also leads to loss in human resources.

Documentation brings the nascent thought to the notice of the right man at the right time expeditiously, exhaustively and pin pointedly and thus avoids the wastage of human and other resources.

Memorandum submitted to the UGC Committee for reorganisation and development of the Calcutta University : *Bengal Library Association.*

The paper discusses that the Calcutta University Library System (CULS) cannot render improved service to its numerous users unless the University authority moves in the right direction. The CULS consists of one central Library and 19 Departmental Libraries. In this paper the basic problems of rhe CULS have been highlighted. Some essential steps have also been suggested for the imporovement of the service.

The Library Science Training Department (LSTD), equally like the CULS, are subject to criticism since long past. The salient features of its backwardness have been briefly outlined and steps have recommended for making the training programme really effective and meaningful.

[P 140]

State convention of college library workers held on 27th August, 1973

—A convention of College Library Workers sponsored by the Bengal Library Association was held on 26th August, 1973 in the Association's building. 70 workers from different districts of the state participated. Sri Subodh Kumar Mukherjee, Dean of the Faculty of Library Science, Calcutta University was in the chair. Most of the participants discussed about the vital problems of college libraries and suggested various ways and means for improvement of college library services.

Among the issues, the non-implementation of UGC pay-scales for college librarians, equal D. A. with the college teaching staff, status of the college librarians, indifferent attitude of the college authority about library, extension of UGC benefits to all librarians including Deputy Librarian, Assistant Librarian during the 5th Five Year Plan, were highlighted. The convention also discussed about the pay and status of non-professional library staff, equal pay and status of Govt. College librarians with that of teachers.

(P-160)

NEWS FROM THE LIBRARIES

Calcutta	:	Chinmayee Smriti Pathagar, The Boy's Own Library and Young Men's Institute, Saileswar Library.
24-Parganas	:	Sasadhar Pathagar, Sadhujan Pathagar.
Nadia	:	Vivekananda Pathagar.
Burdwan	:	Kalna Sub-divisional Library, Jaragram Makhanlal Pathagar, Joteram Bani Mandir, Bahadurpur Kaminibala Pallimangal Library, Srirampur Tarun Sangha Pathagar.
Birbhum	:	Vivekananda Granthagar.
Midnapur	:	Contai Club, Tamluk District Library.
Howrah	:	Bharat Library, Sabuj Granthagar, Samskriti.

(P 169)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ ॥ অষ্টম—দশম সংখ্যা ॥ অগ্রহায়ণ—মাঘ ॥ ১৩৮০

॥ সূচী ॥

বার্ষিক মূল্য—১০'০০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৮-১০ } { ১৩৮০, অগ্রহায়ণ—মাঘ

সম্পাদকীয় : বাণী বসু

অল্পদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রায় সকলেরই পরিচিতা বাণী বসুর জীবনাবসান হয়েছে। বাণী বসু পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে মহিলাদের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাম। বোধ হয় শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবী চৌধুরানীর পর তিনিই দ্বিতীয় মহিলা যিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যের জন্য অকৃপণ ভাবে নিজের সাহায্য দান করেছিলেন। শেষের দিকে নিজের শারীরিক অসুস্থতা ও পারিবারিক অসুবিধার জন্য তিনি পরিষদের অফিসে নিয়মিত আসতে পারতেন না। কিন্তু তবুও একান্ত অশক্ত হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত পরিষদের কোনোও গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সভায় বাণী বসু উপস্থিত ছিলেন না এমন ঘটনা ঘটেনি।

পরিষদ এই অকৃত্রিম কল্যাণকামীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবে এটা স্বাভাবিক। পরিষদের আহূত শোক সভা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল কারণ পরিষদের একান্ত সুহৃদকে অনেক গ্রন্থাগারসেবীই আন্তরিক ভাবেই ভাল বাসতেন। জীবিত থাকার সময়ে যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধন সকলের কাছে অজ্ঞাতই ছিল, যে বন্ধনকে স্বীকার করবার বা প্রকাশ করবার কোনো কারণই ঘটতো না। মৃত্যুর আকস্মিক আঘাতে সেই বন্ধনই সকলের মনেই তীব্র বেদনার অনুভূতি এনেছিল।

মৃত্যু আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে শোকপূর্ণ ঘটনা। মনের গভীরে সকলেই বুঝি যে মৃত্যু যে কোনও জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তবুও মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের যতবার পরিচয় ঘটে ততবারই কেন জানিনা মনের মধ্যে আহত অভিমানের সঞ্চার হয়, শোকের অনুভূতি ঘটে।

এ কথা বার বার মনে হয় সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে মৃত্যু এমন লোককে স্পর্শ করে যার জীবনের দান করবার জিনিষ সম্পূর্ণভাবে দান করা হয়নি বা জীবনের পাওনা সম্পূর্ণভাবে লাভ করা হয়নি। তাই পরিণত জীবনের মৃত্যু মনকে আঘাত করে ঠিকই কিন্তু অকাল মৃত্যু আমাদের অভিভূত করে।

বাণী বসুর মৃত্যু বয়সের দিক দিয়ে অকাল মৃত্যু তো বটেই। কাজেই তাঁর জন্য আমরা শোক অনুভব করবো এটা খুবই স্বাভাবিক। বয়স বাদ দিয়ে কাজের দিক যদি দেখি তা হলেও মনের মধ্যে ক্ষুব্ধ শোকের সঞ্চার ঘটে। বুঝতে পারি যে যা তিনি সবচেয়ে ভালভাবে তাঁর বৃত্তিকে আশ্রয় করে সমাজকে দিতে পারতেন তা তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তাঁর কাজের স্বীকৃতিও যে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে পাননি এ ক্ষোভ তো স্মৃতি সভাতেই প্রকাশিত হয়েছে।

অনেকের মনের এই চাপা ক্ষোভকে যিনি প্রকাশ করেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে এ সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব বলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন না। বাণী বসুর জীবন কাহিনী তাঁর এই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করেছে মাত্র।

অল্পক্ষণ স্থির হয়ে ভাবলে এ সংশয় অনেকের মনেই ছায়া ফেলতে থাকবে। আমরা ভাবতে বাধ্য হবো যে এই সমাজ ব্যবস্থায় যাঁদের উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব, বিচারের দায়িত্ব বর্তায় তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে কতদূর উৎসুক তা বলা দুষ্কর। না হ'লে সকলের মধ্যে থেকে সর্বোত্তম বস্তুকে উপযুক্ত উৎসাহ দিয়ে স্বীকৃতি দিয়ে উত্তরোত্তর উৎকর্ষের পথে চালিত করার দায়িত্বও তো এই নেতৃবৃন্দের। বাণী বসুর জীবন একটি উদাহরণ মাত্র যেখানে তাঁর কর্মস্থলের নেতৃস্থানীয়েরা তাঁদের এই দায়িত্ব আদৌ পালন করেন নি দেখতে পাই।

স্বর্গতা বসু অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর বাংলা শিশু সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থপঞ্জীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

এনসাইক্লোপিডিয়া অফ্ লাইব্রেরী এ্যাণ্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (১৯৬৯) গ্রন্থের ২য় খণ্ডে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ আছে তার লেখক পরিষদের এই গ্রন্থ প্রকাশকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু প্রকাশকের ভূয়সী প্রশংসা থাকলেও মন্দভাগিনী সঙ্কলয়িত্রীর নাম ঐ প্রবন্ধে কোথাও উল্লেখিত হয়নি।

জাতীয় গ্রন্থাগারের অনেক ঘরের দেয়ালেই শুক্রনী তদার গ্রন্থের একটি সুন্দর শ্লোক ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অমন্ত্রম্ অক্ষরো নাস্তি, নাস্তি মূলম্ অনৌষধম্
অযোগ্য পুরুষো নাস্তি ; যোজকস্তত্র দুর্লভঃ ॥

কিন্তু শ্লোকটি আমাদের ব্যঙ্গ করতে থাকে যখন দেখি স্বর্গতা বসু গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে তাঁর সমস্ত কৃতিত্ব প্রমাণ করার পরেও জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন বিভাগে কাজ করার সুযোগ পানান। তবে কি প্রদীপের নীচেই সবচেয়ে অন্ধকার? ঐ শ্লোকটি অনুপস্থিত যোজকের জন্য শুধু আক্ষেপ মাত্র? স্বর্গতা বসু তাঁর বৃত্তিগত সর্বোত্তম ক্ষমতাকে যখন পরিপূর্ণ ভাবেই প্রকাশ করেছিলেন তখন তাঁকে সেইদিক দিয়েই উৎকর্ষের পথে এগিয়ে দেওয়ার নেতৃত্ব পাননি কেন? তাঁর কাজের চাহিদা কি সমাজ জীবনে যথেষ্ট নয়?

আসল সমস্যা অন্য জায়গায় সমাজের কোনোও আমূল পরিবর্তনের চিন্তা বাদ দিলেও একথা জোর করেই বলা চলে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা অন্য কোন স্বার্থ যদি আমাদের দৃষ্টিকে বা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে না রাখে, আমরা যদি নিজের নিজের সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমিত বুদ্ধি নিয়েই কর্তব্য নির্ধারণ করে যাই তবে তার মধ্য থেকেও একটি সীমাবদ্ধ সুস্থ জীবনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি। গোলমাল লাগে যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ কর্তব্য নির্ধারণকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে দেয়।

নানা ভাবে যাঁরা বিভিন্ন নেতৃত্বের আসনে বসেন তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিশক্তির এই আচ্ছন্নতা ঘটলে বিচারের বিভ্রান্তি ঘটে, সমাজের সামগ্রিক কর্মধারা ব্যাহত হয়। বিচারের বলি যিনি হন তাঁর জীবনে দুর্বিপাক ঘটে ঠিকই কিন্তু সামগ্রিকতার অন্য সকলকেও তার প্রতিফল ভুগতেই হয়। অন্যের জীবনে এ পথের আঘাতটা ঘুর পথে আসে বলে তার গুরুত্বটা অনেক সময়েই স্পষ্টভাবে সকলের উপলব্ধিতে আসে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজ জীবনে যাঁরা চিন্তার নেতৃত্ব করেন তাঁদের দায়িত্ব অনেকগুণ বেশী হয়েই ওঠে। তাই যে কোনও ধরণের ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা ভ্রান্ত বিচারই তাঁদের ক্ষুরধার বিশ্লেষণের এবং প্রয়োজন হলে নির্মম মন্তব্যের বস্তু হওয়া উচিত। বাণী বসু এই ধরণের ক্ষুদ্র স্বার্থ সঞ্জাত অবিচারের অন্যতম বলি হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুই এই ধরণের অবিচারের বলিদের সমর্থনে আমাদের নির্মম সত্যভাষণের স্পর্ধা দিয়েছে। যে জীবন নানা ধরণের বৃত্তিগত দানের মধ্য দিয়ে সার্থকতর হয়ে উঠতে পারতো তাকে অন্যায় সীমিত এবং গণ্ডীবদ্ধ করে দেওয়া এবং তুলনামূলক অর্থে ব্যর্থতার মধ্যে টেনে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর ক্ষুদ্রদৃষ্টি বিচারকদের। গ্রন্থাগার জগতের ক্ষীণ দৃষ্টি কর্তৃপক্ষদের মধ্য থেকে এ ক্ষুদ্রতার অবসান ঘটুক আমাদের প্রিয় স্বর্গতা বাণী বসুর স্মরণে এই আমাদের একমাত্র দাবী।

গবেষণা ও গ্রন্থাগার

কৃষ্ণা চক্রবর্তী

ভূমিকা: গ্রন্থাগারের একাল ও সেকাল

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বা গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে গ্রন্থ মুদ্রণের সময় থেকে শুরু করলে গ্রন্থাগার উৎপত্তির পূর্ণাঙ্গ রূপটি জানা হয় না। জ্ঞানপিপাসু মানুষের মন সৃষ্টির আদিম কাল থেকেই জানার আগ্রহে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন উপকরণ গ্রহণ করেছিল। তার প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন পুঁথির পরিচয় আমরা পাই। অতএব গ্রন্থাগার উৎপত্তির মূল উৎস জানতে হলে গুরুগৃহে শিষ্যের অধ্যয়নের সময় থেকেই শুরু করা উচিত। সে সময়ে হয়তো আজকের দিনের মতো গ্রন্থাগার তার পৃথক নামে স্বীয় অস্তিত্ব ঘোষণা করতো না কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থাগার বলতে যা বোঝায়—গ্রন্থ, পাঠক এবং গ্রন্থাগারিক ; তার সম্ভাবনা কিন্তু সেই প্রাচীনকালের পুঁথি, শিষ্য এবং গুরুর নির্দেশের মধ্যেই অঙ্কুরিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আমরা সেই মূল সূত্রকে স্বীকার না করেই গ্রন্থাগারের সূচনার কথা ভেবে থাকি। শুধু তাই না, সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্তমানে আমরা যখন নিজেদের সভ্যযুগের মানুষ হিসেবে ঘোষণা করি তখন পাশাপাশি যদি প্রাচীনযুগের অধ্যবসায় ও অধ্যাপনা এবং বিভিন্ন পণ্ডিত ও গুণীজনের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করি তা'হলে, দেখ্‌বো পঠন পাঠনের গভীরতা, পুঁথি ও গ্রন্থ সংগ্রহের উৎসাহ আজকের চাইতে তখনকার দিনে অনেক বেশী ছিল। হাজার হাজার বছর আগের পুঁথি যা আজকের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করে তা ছিল বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের গৃহে সংরক্ষিত সম্পদ। তার সাথে তুলনা করলে বর্তমানে মানুষের ঘরে ঘরে বড় বড় গ্রন্থাগার হবার কথা ছিল। কিন্তু তা তো হয় নি। অতএব শিক্ষাব্যবস্থা যার সঙ্গে গ্রন্থাগার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেই শিক্ষাব্যবস্থা শুধু বর্তমান স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ নয় প্রাচীন গুরুগৃহে, টোলে, তপোবনেও ছিল একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। গুরু শিষ্যের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পুঁথি আহরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান শিক্ষক, ছাত্রসমাজ, গ্রন্থসংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সবশেষে গ্রন্থাগার এসেছে।

গবেষণা কি ?

এখন, এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে 'গবেষণা' কথাটি এসে পড়ে। সৃষ্টির প্রথম থেকে যদি দেখি তাহলে দেখ্‌বো মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীকে দেখতে শিখল, সে শুধুই দেখেছিল ; সেই দেখার পেছনে কোন জিজ্ঞাসা ছিল না ফলে কিছুদিন তাদের জীবনধারার কোন পরিবর্তন ছিল না কিন্তু যেদিন থেকে তাদের মনে জিজ্ঞাসার উদয়

হয়েছিল অর্থাৎ 'কি' 'কেন' ইত্যাদি ভাবনা আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উদ্ভাবনার চিন্তায় তারা নিজেদের নিমগ্ন করেছিল। ফলে নতুন নতুন ঘটনার ভেতর দিয়ে তাদের জীবনধারার পরিবর্তন ঘটেছিল। অতএব পরিবর্তন তখনই হয় যখন বিশেষভাবে কিছু দেখা বা অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়। আর গবেষণা বলতে বোঝায় সেই গভীরভাবে বা বিশেষভাবে তথ্যের অনুসন্ধান।

গবেষণাকার্যে গ্রন্থাগারের দান

শুরু শিক্ষার বিভিন্ন তথ্য সন্ধানের সময় গ্রন্থাগারের রূপ ছিল কিছুসংখ্যক পুঁথি। বহুদিনের বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কার করল মুদ্রণ যন্ত্র। এই মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের সাথে সাথে গবেষণার রাজ্যে এবং গ্রন্থাগারের জীবনে এলো এক নতুন অধ্যায়।

প্রাচীন যুগে পুঁথি ছিল গ্রন্থাগারের একমাত্র সম্পদ। তা সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ছিল না এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হোত। গ্রন্থ মুদ্রিত হবার সংগে উৎপাদনের হার এত দ্রুত বেড়ে গেল যে গ্রন্থ আর গ্রন্থাগারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য না হয়ে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠল।

মানুষের চিন্তাধারা বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ের বিকাশ এত দ্রুত হতে লাগল যে আগে যেমন একজন মানুষ অনেক বিষয়ে জ্ঞানী হতে পারতেন কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব নয়। যে কোন একটি বিষয়পুরোপুরি জানাই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে। শুধু তাই না, পঠন পাঠনের ধারা, বিশ্লেষণভঙ্গী, গবেষণা সব কিছুই আজ এক বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। যার ফলে বিশেষ করে গবেষণাকার্যে গ্রন্থাগারের আজ এক বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। বিশাল জ্ঞানসমুদ্রে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে গবেষককে সাহায্য করতে পারেন একমাত্র গ্রন্থাগারিক। সেদিক থেকে ভাবতে গেলে গ্রন্থাগারকে বাদ দিয়ে গবেষণার কথা চিন্তাই করা যায় না।

গবেষণা করতে গিয়ে নিজ বিষয়ে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের খবর রাখার মতো পর্যাপ্ত সময় কোন গবেষকেরই থাকে না। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর মাধ্যমে বিশেষ সাহায্য করে থাকেন। গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বর্গীকরণের দ্বারা গবেষককে জানতে সাহায্য করেন তাঁর গবেষণাবিষয়ে কি কি তথ্য আছে এবং সর্বাধুনিক উন্নতি কি হয়েছে। ফলে তাঁর কাজের শুরু কোথা থেকে হবে এবং কোন্ পথে তাঁর কাজ এগুবে তা তিনি খুব অল্প সময়ে জানতে পারেন। বিশেষ করে বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে গবেষণা এক জটিল রূপ ধারণ করেছে, সেদিক দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের এই সমস্ত গ্রন্থপঞ্জী বিশেষ সাহায্য করে থাকে। জার্নাল, পিরিওডিক্যাল, মেমোয়ার প্রভৃতি যে সমস্ত কাগজপত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে আজকের দিনে গ্রন্থাগারিকের এক সুমহান্ দায়িত্ব হচ্ছে সে সমস্ত ডকুমেন্টস্ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষকদের প্রয়োজন মতো সরবরাহ করা। সেদিক থেকে আজকের গ্রন্থাগার পিছিয়ে নেই। অতি অল্প সময়ে যাতে গবেষক তাঁর বিষয়ে প্রকাশিত তথ্যাবলীর সম্বন্ধে অবগত হন তার জন্য বিভিন্ন সায়েন্টিফিক্ অ্যাবষ্ট্রাক্ট্ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আমরা জানি বর্তমানে জ্ঞান আহরণের সম্পদ হিসেবে শুধুমাত্র গ্রন্থই যথেষ্ট নয় হাজার হাজার জার্নাল ও নন্ বুক মেটিরিয়াল গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব

অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আজ অনেকাংশে গ্রন্থাগারিকের হাতে। সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আজকের গ্রন্থাগারে ইনফরমেশন সার্ভিস বা ডকুমেন্টেশন সার্ভিস চালু হয়েছে। অধিকতরভাবে বিষয় বিশ্লেষণ করে গবেষকদের গবেষণা কার্যে সাহায্য করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। এবং নন্ বুক মেটিরিয়াল সংক্রান্ত সদ্যোদ্ভাবিত চিন্তা (Nascent thought) সরবরাহ করা হচ্ছে এর কাজ। এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে—যেমন, বর্গীকরণ, এ্যাবস্ট্রাক্ট রচনা, ইনডেক্স তৈরী, ডকুমেন্টেশন লিষ্ট, ট্রান্সলেশন সার্ভিস, রেপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস প্রভৃতির সাহায্যে গবেষককে সাহায্য করা হয়ে থাকে।

অতএব গ্রন্থাগার ব্যতীত গবেষণা হতে পারে না। গবেষণা কার্যে গ্রন্থাগারের অবদান অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনভিত্তিক
নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমুন্নয়নের জন্য
মাননীয় শিক্ষাসচিবের (পশ্চিমবঙ্গ) নিকট
প্রদত্ত স্মারকলিপি

(১৯শে অক্টোবর, '৭৩, শুক্রবার স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে)

ক গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার দরদী জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার কর্মীরা দীর্ঘদিন যাবৎ এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনভিত্তিক একটি নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করে আসছে। ১৯৩২ সালে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ডঃ এস, আর রঙ্গনাথন কৃত একটি খসড়া বিল ও স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য তৎকালীন বিধান পরিষদে একটি বেসরকারী বিল পেশ করেছিলেন। ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পুনরায় স্মারকলিপি ও একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া পেশ করা হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের, বিভিন্ন সময়ের বিধান সভার সদস্যদের, সংবাদপত্রের, শিক্ষাবিদদের, সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করে এবিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। গ্রন্থাগার আইনের দাবীর সমর্থনও তাঁদের কাছ থেকে সভাসমিতি, সম্পাদকীয় ও চিঠি মারফৎ নানা সময়ে ব্যক্ত হয়েছে।

ভারতের চারটি প্রদেশে—তামিল নাড়ু, অন্ধ্র, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়েছে। আরও কয়েকটি প্রদেশে ইহা বিবেচনাধীন।

এই গ্রন্থাগার আইনের দাবীর সমর্থনে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ বিশেষ ভাবে করতে চাই:

(১) ইউনেস্কোর (UNESCO) আহ্বানে ১৯৭২ সালটি আন্তর্জাতিক পুস্তকবর্ষ হিসাবে ভারতে ও বিশ্বের অন্যত্র উদ্‌যাপিত হয়। এই উদ্‌যাপনের প্রধান বক্তব্য ছিল "প্রত্যেকের জন্য পুস্তক" এই আদর্শ কার্যকর দেখতে হলে অবশ্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ একটি নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

(২) আমাদের রাষ্ট্রপতি ভি,ভি, গিরি ১৯৭২ সালে নয়াদিল্লীতে ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উদ্বোধন কালে বিভিন্ন প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে বলেছিলেন, "In bringing about a revolution in the field in Library development, proper library legislation is a very important factor. But only four states in India have yet adopted a suitable library legislation I understand. Sometimes back the Ministry of Education circulated a Model Public Library bill. I will like the State Goverments do pass library legislation

on the lines suggested in the Model bill with suitable modifications according to local needs.

(৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নুরুল হাসান রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন এর উদ্বোধনকালে বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

(৪) ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটি ১৯৫৯ সালের প্রদত্ত রিপোর্টে ও প্রত্যেক রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেছেন।

(৫) ভারতের পরিকল্পনা কমিশন নিয়োজিত গ্রন্থাগার বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপও প্রতি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছেন।

(৬) যেখানে যেখানে গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়েছে সেখানে সেখানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি যে একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রাপ্ত হয়েছে যা অন্যান্য রাজ্যেও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

(৭) ভারত সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে সুপারিশ করেছেন।

(৮) প্রায় ৫০জনের বেশী পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বিধান সভার সদস্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন।

[বিঃ দ্রঃ—গ্রন্থাগার আইন ব্যতিরেকে পশ্চিমবঙ্গে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি সরকারী আনুকুল্যে যা গড়ে উঠেছে তার বস্তা অবস্থা টি খুঁটির সযত্ন বিচার বিশ্লেষণ করলেও গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রয়োজনীয়তা ও উপলব্ধি করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে এখন তিন ধরনের সরকারী আনুকুল্য প্রাপ্ত সাধারণ গ্রন্থাগার আছে।

(ক) সাতটি সম্পূর্ণ সরকারী গ্রন্থাগার (১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (২) টাকী গভর্ণমেণ্ট জেলা গ্রন্থাগার (৩) এবং (৪) বাণীপুর ও কালিম্পংস্থিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (৫) দীঘা সৈকতাবাসে অবস্থিত গ্রন্থাগার (৬) উত্তর পাড়া পাবলিক লাইব্রেরী (৭) উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার। এগুলির কর্মচারীরা সরকারী। দায়দায়িত্ব সরকারের। সঙ্গে একটি পরামর্শদাতা কমিটি কোথাও আছে কোথাও নেই। সরকারী অফিসারের নির্দেশ প্রধানত চলে। তবে খরচের বেলায় সরকার নির্দিষ্ট বাৎসরিক নিয়মিত যে বরাদ্দ রয়েছে তা দৈনন্দিন দিনযাপনের গ্লানি এড়াতে অক্ষম। চাঁদা নেই।

(খ) গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার। এদের সংখ্যা, ১৭টি জেলা গ্রন্থাগার—চব্বিশ পরগণায় দুটি বর্দ্ধমানে ২টি, মেদিনীপুরে ২টি, কুচবিহার বাদে বাদ বাকী জেলাগুলিতে একটি করে, ২০টি নির্বাচিত সহরে বা মহকুমা সহরে ২০টি শহর বা মহকুমা গ্রন্থাগার, ২৩ নির্বাচিত অঞ্চলে ২৩টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, ও প্রায় ছয়শতাধিক গ্রামে বা সহরের অঞ্চল বিশেষে ৬০৩ গ্রামীন গ্রন্থাগার।

এগুলির প্রশাসনিক অবস্থা বিবরণ :

(১) জেলা গ্রন্থাগারগুলি প্রধানত সমিতি পঞ্জীয়ন আইন অনুযায়ী পঞ্জীভূত এক একটি জেলা গ্রন্থাগার সমিতির দ্বারা পরিচালিত। দায় দায়িত্ব আইনত তাদের, যদিও সরকার প্রকাশিত

এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে টাকা পয়সার দায় দায়িত্ব সরকারের। এই সমিতিগুলির সম্পাদক হচ্ছেন জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক—২টি বাদ-হাওড়া ও হুগলী। তমলুক, আসানসোল ও বহড়' মালদহে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগার গুলিতে জেলা গ্রন্থাগার সমিতি বলে কিছু নেই—আছে স্থানীয় কমিটি—সময় বিশেষে এড হক কমিটি বলে বর্ণিত হয় এই সব কমিটি। আসানসোল ও মালদহের ক্ষেত্রে জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক এই সব কমিটির আহ্বায়ক বা সম্পাদক। তমলুকের ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগারিকই আহ্বায়কের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

(২) উপরে উল্লিখিত জেলা গ্রন্থাগার সমিতিগুলি বা কমিটিগুলি জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করার কথা। কিন্তু অর্থাভাবে ও অন্যান্য ক্ষমতার অভাবে তাদের কাজ প্রকৃতপক্ষে জেলা গ্রন্থাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগার ভবন সরকারী অর্থব্যয়ে নির্মিত ও রক্ষিত। পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারটি অবশ্য বিহার সরকার থেকে পাওয়া সরকারী ভবনেই অবস্থিত।

(৩) অনেকগুলি জেলা গ্রন্থাগার সমিতি সমিতি পঞ্জীয়ন আইনের বিধিসমূহ মেনে চলতে পাচ্ছেন না।

(৪) হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারটি এখন একজন পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত এড্যামিনিস্ট্রেটর দ্বারা পরিচালিত—যা মূলত বেআইনী— অডিন্যান্স বা বিধানসভার আইন ব্যতিরেকে এই নিয়োগ চলে না। জেলা গ্রন্থাগার সমিতিটি প্রকৃত পক্ষে উঠে যাওয়ার অবস্থায়।

কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগারটিকে কুচবিহার স্টেট লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত করে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার করা হয়েছে—ঘর কিন্তু জেলা গ্রন্থাগারের, শুধু কুচবিহার স্টেট গ্রন্থাগারের কর্মীরাও এখানে কাজ করছেন—এই যা। কিন্তু যে কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগার সমিতি কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগারটির মালিক ও পরিচালক ছিল তার আইনানুগ অবলুপ্তি না ঘটিয়ে, কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগারটিকে অন্য কোন গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্ত করে নতুন নামের সাইনবোর্ড লাগান বেআইনী।

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারটি বিহার রাজ্যে ছিল সরকারী গ্রন্থাগার ; কিন্তু পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্তির পর এটিকে বেসরকারী গ্রন্থাগারে পরিণত করে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার সমিতির হাতে দেওয়া হয়েছে। এও বেআইনী।

(৫) অন্যান্য শহর মহকুমা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলিও দু'ভাবে চলছে—অধিকাংশই সমিতি পঞ্জীয়ন আইন অনুযায়ী পঞ্জীভুক্ত সমিতির দ্বারা পরিচালিত—বাকী গুলিও স্থানীয় কমিটির পরিচালনায়।

কোন সমিতি বা কমিটির সঙ্গে সরকারী সম্পর্ক কি হবে তা বলা নেই। গ্রন্থাগারের বাড়ীগুলি নির্মাণের ব্যাপারে ও অন্যান্য জিনিষ পত্রাদি কিনবার ব্যাপারে সরকারই প্রায় ৯০% অর্থ দিয়েছেন।

(৬) পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাধিকারের বা তাঁর অধস্তন জেলা শিক্ষাধিকার বিবাদ বিসম্বাদ বা অর্থ তছরূপাদি জনিত বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলায় আনয়নের ক্ষেত্রে আইনত কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনে অক্ষম। বড়জোর টাকা অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে গ্রন্থাগার তুলে দিতে পারেন।

(৭) নতুন কোন স্পনসর্ড গ্রন্থাগার খুলবার বা পুরানো গ্রন্থাগারকে উন্নীত করবার সময় জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদকে জানানোর বা অনুমোদন নেবার প্রথা কিছুটা থাকলেও

এই পরিষদ গুলিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থাগার কর্মী না থাকায় অনেক যুক্তিযুক্ত উন্নয়ন বহুক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়। অনুমোদন না দিলেও চলে।

(৮) সাধারণত সরকার শিক্ষাধিকার মারফৎ জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের কাছে গ্রন্থাগার উন্নয়নের বা সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ খরচের টাকা দেন। একবারে নয় দুতিনবারে। মার্চ মাসে কতকটাকা দেন যা জেলা সমাজশিক্ষা অধিকার হিসাব মত তুলতে অক্ষম হয়ে সবটাকাই তুলে নেন এবং জমা রাখেন ব্যাঙ্কে জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারের বা জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের নামে যা বেআইনী। অথচ ওরা যদি তা না করেন তবে ৩১শে মার্চের মধ্যে খরচ না হওয়া জনিত কারণে তামাদি হয়ে যেতে পারে বা পরে তুলে নিতে হবে এ পর্যায়ে চলে যেতে পারে। তাতে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য কারণে টাকা দেওয়ার অসুবিধা ও বিলম্ব দেখা দেয়। অথচ শিক্ষাধিকারের নির্দেশ থাকে সঠিক প্রয়োজনীয় টাকা যেন তোলা হয়। এই সঠিক প্রয়োজন নির্ধারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা জেলা সমাজশিক্ষাধিকার অফিসে বা শিক্ষাধিকার অফিসে এখনও গড়ে ওঠেনি।

(৯) জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকরা গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমিতি বা কমিটি গুলিকে টাকা দেন। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই Deed of acceptanceও নেওয়া হয় না।

(১০) সমিতি পঞ্জীয়ন আইনটি মূলত গ্রন্থাগারের স্বার্থরক্ষা হয় এমন ভাবে তৈরী নয়। ঐটি প্রধানত ক্লাব বা প্রমোদ সমিতি বা সেবাসমিতির কথা মনে রেখে রচিত। সমিতি তুলে দিতে পারে এই আইনে—তাও আবার হাইকোর্টের নির্দেশ সাপেক্ষে কিন্তু প্রশাসক নিয়োগ করে বা এডহক কমিটি গড়ে দিয়ে সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এই আইন অক্ষম।

(১১) প্রায় প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাধিকার বা জেলা সমাজশিক্ষাধিকার গ্রন্থাগারের জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে পুস্তক ক্রয় করে থাকে। কিন্তু সেই পুস্তকাদি নির্বাচনে গ্রন্থাগারে প্রয়োজন জিজ্ঞাসিত হয় না। ফলে অনেক সময় অঞ্চল বিশেষে পুস্তক অপ্রয়োজনীয় বা বিষ হয়ে পড়ে। আবার ক্রীত পুস্তক গুলির বিতরণেও বহু ত্রুটি আছে। ইদানীং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনও পুস্তক ক্রয় করে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দেওয়ার কর্মসূচী নিয়েছে—কিন্তু যে টুকু কাজ হয়েছে তাও ত্রুটিপূর্ণ দেখা যাচ্ছে। গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযোগহীন। গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলো তো এখন তার স্বাদ কিছুমাত্র পায়নি।

(১২) পুস্তক ক্রয়ের জন্য ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচপত্রের জন্য অর্থব্যয় সেই ১৯৫৬ সালের মানে রেখে দেওয়ায় গ্রন্থাগার গুলির পুস্তকভাণ্ডার দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। কেননা পুস্তকের ও পেট্রোলসহ অন্যান্য জিনিষপত্রের ক্রম মূল্যবৃদ্ধির জন্য ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পুস্তক বাঁধাই এর কাজ সীমিত হয়ে পড়েছে।

(১৩) সুসমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—যা গ্রন্থাগারের স্বল্প পুস্তক ভাণ্ডার হওয়া সত্বেও পুস্তকের ব্যাপক ব্যবহারের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে তা আজও গড়ে ওঠে নি। প্রত্যেক গ্রন্থাগারই এখন প্রকৃত পক্ষে আলাদা। পরস্পর যোগাযোগ নেই বা যোগাযোগ রাখবার মনোভাবও গড়ে ওঠে নি। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে জেলা গ্রন্থাগারের সম্পর্ক নেই। জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে শহর, মহকুমা গ্রন্থাগার বা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, বা গ্রামীন গ্রন্থাগারের কোন সম্পর্ক প্রকৃত পক্ষে

নেই। গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলি জেলা গ্রন্থাগার গুলিতে চাঁদা দিয়ে সদস্য হয় কিছু ধার পাওয়ার প্রত্যাশায় কিন্তু নানা কারণে তাও হতাশাব্যঞ্জক। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি প্রকৃতপক্ষে বিপর্যস্ত।

(১৪) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি কলকাতার ক্ষেত্রে যে সেবাকার্য বিস্তার করার কথা তা আজও অনুপস্থিত—অন্যদিকে কয়েকটি গ্রন্থাগারকে কর্মী নিয়োগের জন্য বা অন্যান্য কারণে সরকারী অনুদান দিলেও কলকাতায় কোন সুষ্ঠু সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি।

(১৫) সরকারী অর্থানুকূল্য প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কোথাও চাঁদা আছে কোথাও নেই। জামিনস্বরূপ টাকা জমা রাখার পদ্ধতি কোথাও আছে কোথাও নেই। যেখানে নেই সেখানে চাঁদা প্রবর্তন করা হচ্ছে অস্তিত্ব বজায় রাখবার তাগিদে।

(১৬) তদুপরি অদ্ভুত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ, গ্রন্থাগার উন্নয়নে বাধা হয়ে উঠেছে। এইসব কর্মীরা যেন অবহেলিত কর্মী। তারা—

(ক) মাসিক বেতন ও ভাতাদি নিয়মিত প্রতিমাসে সরাসরি পান না।

(খ) তাদের বেতন ভাতাদি কম, তাদের সমতুল পদে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের যে বেতন ভাতা দেওয়া হয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে তাও দেওয়া হয় না। মহার্ঘ ভাতা, বাড়ীভাড়া-ভাতা, পর্বতাঞ্চলের ভাতা ইত্যাদি অনুপস্থিত।

(গ) তাদের জন্য সার্ভিস রুল বা ছুটির নিয়ম কিছু নেই।

(ঘ) বহুক্ষেত্রেই তারা বিভিন্ন রকমের সরকারী বেসরকারী খামখেয়ালী নির্দেশ উপদেশের শিকার হয়ে হতাশায় ডুবতে বসেছেন। গ্রামীন গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নেওয়ার জন্য মাসিক বিলে EOSE দের সই সংগ্রহ করতেই কয়েকবার ছোটাছুটি করতে হয়, যা অপ্রয়োজনীয়।

(ঙ) ছুটিতে গেলে সে জায়গায় বেতনভুক দায়িত্ব সম্পন্ন কোন কর্মী পর্যন্ত দেওয়ার প্রথা নেই।

(চ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা বা সেমিনারে যোগদানের সুযোগ ও প্রকৃতপক্ষে নানাভাবে সীমিত।

এই রকম একটি অবস্থা যে সুস্থ নয় তা আজ অনেকে স্বীকার করছেন। এর থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবহার ব্যবস্থার উন্নয়ন]

গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনে বাধা হিসবে অর্থনৈতিক কারণটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হলে গ্রন্থাগারের কার্যক্রমে যে তুলনামূলক সমৃদ্ধি দেখা দেবে, তখন বর্দ্ধিত অর্থব্যয় অমূলক হবেনা। অব্যবস্থাজনিত অনেক অপব্যয় বন্ধ হবার জন্যও কিছু অর্থের সাশ্রয় হবেই। প্রায় ৬৭৫টির মত সরকারী গ্রন্থাগার, স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি ইতিমধ্যে যে ব্যয় (প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা) করা হচ্ছে তার উপর সামান্য অর্থ বাড়িয়ে দিলেই একটি গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যাবে। চাঁদা বাবদে নগণ্য বার্ষিক ১লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকার মত গ্রন্থাগারগুলো পেয়ে থাকে। গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমন্বিত গ্রন্থাগার সেবাকার্য গড়ে তুলতে সক্ষম। এতে অর্থব্যয় কম অথচ দক্ষতা বেশী। তাছাড়া প্রশাসনিক কাজে শৃঙ্খলাবিধি আনবে জেলা স্তরে জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক ও রাজ্য স্তরে রাজ্য গ্রন্থাগার, গড়ে উঠবে যারা নিয়মিত গ্রন্থাগার

ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনে তৎপর থাকবে। প্রতি গ্রন্থাগারের স্থানীয় কমিটিগুলিও তুলনামূলক ভাবে অধিকতর সুষ্ঠু ও সচল হয়ে কার্য সম্পাদনে উৎসাহের সঙ্গে তৎপর হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের সার্ভিসরুল ইত্যাদি প্রবর্তনে ও প্রয়োগে যথেষ্ট সুবিধা হবে। কাজেই আমাদের বিশেষ অনুরোধ সমাজমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী যেখানে আজ বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে, সেখানে গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অবিলম্বে প্রবর্তন খুবই প্রয়োজন।

খ গ্রন্থাগার খাতে রাজ্য শিক্ষাবাজেটের ন্যূনতম ২.৫% ব্যয় বরাদ্দ

গ্রন্থাগার সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচীতে গ্রন্থাগার উন্নয়নের স্থান নির্দিষ্ট ভাবে থাকা প্রয়োজন। এই নির্দিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট আনুপাতিক ব্যয় ব্যবহার মধ্যে সাধারণত বিধৃত। বর্তমানে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় কোন আনুপাতিক হারে নির্দিষ্ট হয়। আকস্মিক ভাবে গ্রন্থাগার খাতে যে ব্যয় এখন হয়ে থাকে তা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিক্ষা-বাজেটের .৫%ও নয়। মাথা পিছু খরচ ১০ পয়সার মত। তাই আজও গ্রামীন গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকক্রয় বাবদ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়নি। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে পুস্তকের জন্য ব্যয়বরাদ্দ খুব কম। একটি জেলা গ্রন্থাগার মাত্র ৩০০০ টাকা পায় বাৎসরিক পুস্তক ক্রয়ের জন্য। গ্রন্থাগার কার্যক্রমে বিজ্ঞান ভিত্তিক রূপদানের জন্য যে আনুষঙ্গিক দ্রব্য সামগ্রী দরকার তা ক্রয়ের জন্য কোন অর্থ পাওয়া দুষ্কর।

এই অবস্থায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নকে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ত্বরান্বিত করবার জন্য রাজ্য শিক্ষাবাজেটের অন্যূন ২.৫% ব্যয় বরাদ্দ হওয়া উচিত।

গ স্বেচ্ছাকর্মী দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ সাহায্য

(ই) তৃতীয় ধরণের গ্রন্থাগারগুলি হচ্ছে স্বেচ্ছা কর্মী পরিচালিত। এই গ্রন্থাগারগুলিতে কোন সর্বক্ষণের বেতনভুক কর্মী নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে বেতনভুক কর্মী থাকলেও তারা আংশিক সময়ের কর্মী এবং যৎসামান্য বেতন পান। অর্থ ভাণ্ডার গড়ে ওঠে প্রধানত পাঠক সম্প্রদায়ের চাঁদায়। কিছু দানও সংগৃহীত হয়। এই ধরণের গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গে অনেক। এগুলি দেশের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাজগতে অনেক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এগুলিকে অদূর ভবিষ্যতের ব্যবস্থায় সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা আর্থিক অনটনে এই গ্রন্থাগার গুলি দিন দিন হীনবল হয়ে পড়েছে যা হতে দেওয়া উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কিছু কিছু অর্থ বা পুস্তক সাহায্য এদের জন্য বরাদ্দ করেন নি তা নয়, তবে তা অপ্রতুল ও অনিয়মিত। এই অর্থসাহায্য—অবশ্যই নিয়মিত ও বর্ধিত হারে হওয়া একান্ত প্রয়োজন এগুলি থেকেই ধীরে ধীরে গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক বৃহত্তর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আওতায় উপযুক্ত ভাবে স্থান লাভ করতে পারে। পুস্তকের মূল্যবৃদ্ধি, বাঁধাই খরচ বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যা এসব গ্রন্থাগারগুলোকে সমানভাবে ঘিরে ধরেছে এবং পঙ্গু করে ফেলছে। এধরনের অনেক গ্রন্থাগারে অনেক মূল্যবান প্রচীন পুস্তকাদিও সংরক্ষিত আছে একথা স্মরণে রাখতে হবে। আমাদের আবেদন অর্থব্যয় ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান বিষয়ে এক্ষেত্রেও একটি পরিচ্ছন্ন নীতি-অনতিবিলম্বে স্থির করা একান্ত প্রয়োজন।

অক্টোবর ৭৩

—যুক্ত কমিটি :
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ,
পঃ বঃ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার
কর্মী সমিতি,
জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

কার্যালয় : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন
পি-১৩৪ সি আইটি স্কীম ৫২
কলি-১৪(ফোন: ৪৪-৮৫৬৬)

মনীষী রাজেন্দ্রলাল

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে, এই সংস্কৃত কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। রাজা সম্মান, শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসা পাইয়া থাকেন নিজ দেশের প্রজাবর্গের কাছে, অন্য দেশের লোকেরা তাঁহাকে সম্মান শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইতে পারে, নাও পারে। কিন্তু প্রকৃত বিদ্বান যিনি তাঁহাকে সকল দেশের লোকই সম্মান করে, শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে। আমাদের দেশের কৃতী সন্তান পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার অসীম বিদ্যাবত্তার দরুন শুধু যে দেশবাসীর সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন তাহা নহে সাগর পারের অপরাপর দেশের লোকের নিকট হইতেও স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ছিলেন কলিকাতার জন্মেজয় মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। জন্মগ্রহণ করেন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি। জীবনপ্রভাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। বিদ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। তখনকার কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার সোমচন্দ্র বসুর বিদ্যালয়ে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। পরে তিনি গোবিন্দচন্দ্র বসাকের অবৈতনিক হিন্দু বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতিত্ব দেখাইয়া পদক লাভ করিলেও কোন কারণে তাঁহার চিকিৎসকবৃত্তি গ্রহণ করা হয় নাই। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াইবার পক্ষপাতী থাকিলেও পরিবারের অনিচ্ছার দরুন তাহাতে ব্যাঘাত ঘটে।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। কোন পথে মানুষের বিকাশ ঘটিবে তাহা মানুষ অনেক সময়ই স্থির করিতে পারে না। জীবনের গতি চলে অন্য দিকে। রাজেন্দ্রলালের জীবনেও তাহাই দেখা গিয়াছে, উকিল হওয়ার চেষ্টা করিলেন। তাহাতেও বিধি হইলেন বাম। তাঁহার মন চলিল বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার দিকে। ইহাই হইল যেন তাঁহার ঈপ্সিত পথ। ক্রমে ক্রমে তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন—সংস্কৃত, ফার্সী, উর্দু, লাতিন, জার্মান, ফরাসী ও গ্রীসীয় ভাষা সমূহে।

তখনকার দিনে নানা ভাষাভিজ্ঞ লোকের বিশেষ অভাব ছিল। তাই তিনি 'দি এশিয়াটিক সোসাইটিতে' মাসিক একশত টাকা বেতনে সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হইলেন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। একটি বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হইতে হইলে যে পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা থাকা দরকার তাহার তিনি অধিকারী ছিলেন। কালক্রমে দেখা গিয়াছে যে তাহার মনমত কর্মক্ষেত্র পাইয়া তাহার বিদ্যাবত্তা ও যোগ্যতাকে পুরাপুরি সমাজের কাজে লাগাইয়াছিলেন।

তাঁহার কর্মক্ষেত্র 'দি এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েকজন ইংরেজ রাজকর্মচারীর একান্ত আগ্রহে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী। এই প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তদানীন্তন বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং সভাপতি ছিলেন বিচারপতি স্যার উইলিয়াম

যোগ। এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। জ্ঞানের প্রসারসাধনে যে এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এহেন প্রতিষ্ঠানের সহকারী সম্পাদক এবং গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হওয়ায় রাজেন্দ্রলাল নিজেতো গৌরবান্বিত হইয়াছেনই দেশবাসীকেও গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি স্বকীয় চেষ্টায় ও যত্নে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন শুধু পারদর্শী হইয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই তাঁহার লেখনী চালনা করিয়া গভীর চিন্তাপ্রসূত মূল্যবান প্রবন্ধাবলীও তাঁহার সৃষ্টির নিদর্শনরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। কি বিচিত্রমুখী পাণ্ডিত্যই ছিল না তাঁহার? নানা ভাষায় এবং বিদ্যার নানা শাখায় তাঁহার চিন্তাকণা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান, কলা, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, সংবাদিকতা, ছবির তোলায় বিজ্ঞান আর ও কত কি!

যোগ্যতা থাকিলেই যে মানুষ সব সময় সমাদর পায় তাহা নয়। অনেক সময় তাহা প্রাপ্য সমাদর না পাইয়া অরণ্যের অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে বিনষ্ট হয়। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের জীবনে তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। তদানীন্তন সরকার কর্তৃক জমিদার পুত্রদের শিক্ষাদানের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। সরকার তাঁহাকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জমিদার পুত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তাপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ভারত সরকার প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যের প্রখ্যাত নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিলে বাংলা সরকার তাঁহাকে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজে নিযুক্ত করেন। এই নিয়োগের ফলে তাঁহার পক্ষে 'উড়িষ্যার প্রাচীন ভাস্কর্য' নামক এক ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্নগুলি যাহাতে কালগ্রাসে পতিত না হয় তাহার জন্য ভারত সরকার সচেষ্ট হন। এছাড়া ব্রহ্ম সরকার বুদ্ধ গয়ায় খননকার্য চালাইতে চাহিলে বাংলা সরকার তাঁহাকে উক্ত কার্য তদারক করিবার জন্য ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত করেন। ইহার ফলে 'বুদ্ধ গয়া' নামক একখানা ইংরেজী বই প্রকাশের সুযোগ তিনি পান। ভারত সরকার তাঁহার এই কর্মপ্রয়াসে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে রায় বাহাদুর (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ), সি. আই. ই (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) এবং রাজা উপাধিতে (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) ভূষিত করেন। তিনি রাজার ছেলে তো ছিলেনই। সরকার তাঁহাকে পরবর্তী কালে জ্ঞানের রাজা বলিয়াও স্বীকার করিলেন। যোগ্য পাত্রের প্রতি যোগ্য সম্মান!

তাঁহার উৎসাহ উদ্যম ছিল অফুরন্ত। তাঁহার হাত দুইটি, কিন্তু তিনি যেন দশভুজার মত দশ হাতে কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের তখনকার দিনে এমন কোন জনপ্রতিষ্ঠান ছিল না যাহা তাঁহার নিপুণ হস্তের স্পর্শ লাভ করে নাই। কর্মেই তাঁহার ছিল আসক্তি, কর্মেই তাঁহার তৃপ্তি। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, সেণ্ট্রাল স্কুল বুক কমিটি, ন্যাশনাল সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ও সারস্বত সমাজের সভাপতি। এছাড়া তিনি

ছিলেন ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটির সম্পাদক এবং ফটোগ্রাফিক সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ। আবার তত্ত্ববোধিনী সভার বেঙ্গল ফিলহারমোনিক অ্যাকাডেমি; সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল আর্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সভ্য‌ও ছিলেন। এই রকম সর্ববিদ্যা পারদর্শী এবং সর্বকর্মান্বিত পুরুষ সত্যই বিরল, যে কোন দেশেরই গৌরবস্থল।

শুধু কি তাই। পত্রিকা সম্পাদনেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য সন্দর্ভ নামক দুইখানি সচিত্র সাময়িক পত্রিকার ছিলেন সম্পাদক। সেই যুগে এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁহাকে প্রধান উদ্যোক্তাই বলা যাইতে পারে। হিন্দু পেট্রিয়ট নামক একখানা পত্রিকা তখন বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি ইহার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন। আর তাঁহার সাবলীল ও নিরলস লেখনী নিঃসৃত রচনাবলীই না কত পত্র-পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে, পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে ও জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে!

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'তে পাওয়া যায় যে একবার বাংলার সাহিত্যিকদিগকে একত্র করিয়া একটি পরিষদ স্থাপন করিবার ইচ্ছা জাগে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের মনে। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। রাজেন্দ্রলাল এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাবটি সোৎসাহে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকেই এই সভার সভাপতি করা হইয়াছিল। বলিতে গেলে যে কয়দিন সভার অস্তিত্ব ছিল সে কয়দিন সভার কাজ একা রাজেন্দ্রলালই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষা দিয়াই ইহার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালকে তিনি সব্যসাচী বলিয়াছেন। মিউনিসিপাল সভায়, সেনেটের সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, এইজন্য দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজেন্দ্রলালকে উহার আজীবন সদস্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে উহার সর্বোচ্চ 'ডক্টর অব ল' উপাধি দিয়াছিলেন। এছাড়া ইতালির বহু বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠান, হাঙ্গেরির রয়েল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস্, ফ্রান্সের ডিপার্টমেন্ট অব ন্যাশনাল এডুকেশান, ভিয়েনার ইম্পিরিয়্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস্, কোপেনহাগেনের রয়েল সোসাইটি অব নর্দান অ্যান্টিকুইটিজ, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন।

তিনি কলিকাতা পৌরসভার সদস্য এবং জাস্টিস অব দি পিস ছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় হইয়াছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভাষণে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার জাতির বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলি কোন না কোন দিন এক হইবে ইহা তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। কংগ্রেসের ভিতরে তিনি সেই অধিকক্ষণ সুখকর ও শুভ দিন আগত হইয়াছে বলিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আজ ভারতীয়েরা এক জাতি, এক প্রাণ হইয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল নিজ কর্মকুশলতাগুণে দীর্ঘ উনিশ বৎসর এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সভাপতি রূপে কাজ করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই সোসাইটির গ্রন্থাগারে বর্তমানে সাধারণ বিভাগে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক ও পুঁথির সংখ্যা এক লক্ষ, সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ ও পুঁথির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার, আরবী, ফার্সীতে মুদ্রিত পুস্তক ও পুঁথির সংখ্যা ছয় হাজারেরও অধিক। এছাড়া তিব্বতী, থাইদের ভাষা, চীনা, সিংহলী, ব্রহ্মদেশের ভাষায় লিখিত গ্রন্থও আছে। আর দশ বৎসর পর ইহার দুইশত বৎসর পূর্ণ হইবে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই রাজেন্দ্রলাল পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শোকসভায় শ্রীক্রফ্‌ট্‌ নামক জনৈক ইউরোপীয় যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :

"শুধু সোসাইটির চতুঃসীমানার মধ্যেই, এমন কি বাংলাদেশেই যে তাঁহার মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইবে তাহা নয় সারা ইউরোপেও যেখানে বিদ্যাচর্চা করা হয় সেখানেই রাজেন্দ্রলাল সম্মান পাইবেন"।

আজ তাঁহার সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা বেদনাবিধুর হৃদয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁহার বিপুল দানের কথা স্মরণ করিয়া দেশের সকলের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং দেশের ভবিষ্যত বংশধর যেন তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশগঠনের কাজে ব্রতী হয় তাহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

তাঁহার রচনাবলীর তালিকা

ইংরেজি :

- অ্যানটিকুইটিজ অব ওড়িশা—দুই খণ্ড (১৮৭৫, ১৮৮৮)
- বুদ্ধ গয়া (১৮৭৮)
- ক্যাটলগ অব স্যান্‌স্‌ক্রিট ম্যানিউস্ক্রিপ্‌ট্‌স্‌ ইন আউধ (১৮৭৩-৭৮)
- ক্যাটলগ অব স্যান্‌স্ক্রিট ম্যানিউস্ক্রিপ্‌ট্‌স্‌ ইন দি লাইব্রেরি অব এইচ, এইচ, মহারাজা অব বিকানের (১৮৮০)
- হিস্ট্রি অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি ইন দি সেন্টনারি রিভিউ (১৮৮৫)
- ইন্ডো এরিয়ানস্‌ (১৮৮১)
- নোটিসেজ্‌ অব স্যান্‌স্ক্রিট ম্যানিউস্ক্রিপ্‌ট্‌স্‌ (৯খণ্ড)—(১৮৭০-৮৮)
- রিপোর্ট অন স্যানস্ক্রিট ম্যানিউস্ক্রিপ্‌ট্‌স্‌ ইন নেটিভ লাইব্রেরিজ (১৮৭৫)
- স্যানস্ক্রিট বুড্ডিস্ট লিটারেচার ইন নেপাল (১৮৮২)

বাংলা :

- শিবাজীর জীবনী (১৮৬০)
- মেবারের ইতিহাস (১৮৬১)
- শিল্পিক দর্শন (১৮৬০)

সম্পাদিত গ্রন্থ :

বহু ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক
অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা (১৮৮৬)
চৈতন্য চন্দ্রোদয় (১৮৫৩)
ছান্দোগ্য উপনিষদ (১৮৫৪-৬২)
কামন্দকীয় নীতিসার (১৮৪৯-৮৪)
ললিত বিস্তার (১৮৮৬, ১৮৮৭)
পতঞ্জলির যোগসূত্র (১৮৮০)

সাময়িক পত্রিকা :

রহস্য সন্দর্ভ (১৮৬২-৬৭)
বিবিধার্থ সংগ্রহ

মানচিত্র :

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মানচিত্র (১৮৫০-৫৮)
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানচিত্র (ফার্সী) (১৮৫৩-৫৫)

প্রবন্ধ রচনা :

জারন্যাল অব দি অ্যানথ্রপলজিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন
জারন্যাল অব দি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি
জারন্যাল অব দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল
জারন্যাল অব দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব
গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড

সংবাদ পত্র :

দি ক্যালকাটা রিভিউ
দি সিটিজেন
দি ইংলিশম্যান
দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া
দি হিন্দু পেটরিয়ট
দি ইণ্ডিয়ান ফিল্ড
দি ফিনিক্স
দি স্টেটসম্যান

এশিয়াটিক সোসাইটি ও শ্রীযুক্ত মণি বাগচীর প্রদত্ত তথ্যানুকূল্যে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (১৯৭৩) উত্তীর্ণদের তালিকা

প্রথম শ্রেণী

(গুণানুসারে)

রোল নং	নাম
৮৬	মুক্তি গঙ্গোপাধ্যায়
৩৬	সত্যব্রত ঘোষাল
১১৮	সুনিলকুমার ঘোষ
১২০	ছবি মল্লিক
৯৮	এস, মালতী
৫৭	দিলীপকুমার সাহা
১০৩	জয়শ্রী রায়
২০	গৌরাঙ্গরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
১	সুশীলকুমার অধিকারী
২১	বিনোদবিহারী দাস
১০৪	বীণা রায়
৮৪	তোমরা ধর
১৮	দেবনারায়ণ চক্রবর্তী
৬৯	প্রেমেন্দ্রসুন্দর সারেঙ্গী
১০৮	জবা সিন্‌হা
৭০	শকুন্তলা বসু
১৩	হরিহর ভট্টাচার্য
৯৩	খ্রীষ্টবেল কেনেথ
১১৮	বুবু মজুমদার রায়
৭২	ঝর্না বেরা
৮১	সবিতা চক্রবর্তী
৬	তৃপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১০১	অনুশ্রী রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়)
১৬	সনৎকুমার বিশ্বাস
১০	কালীপদ বেরা
এন-৭২-১০	জ্ঞানকৃষ্ণ সরখেল
এন-৭১-৮	সুরজিৎকুমার পাল
৮০	মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী
৭১	মঞ্জু বসু রায়

রোল নং	নাম
১১০	রবীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
১৩৬	আর, লক্ষ্মী
৬৫	নবকুমার সিনহা
২২	কেশবলাল চক্রবর্তী
৫০	শীতলকুমার মুখোপাধ্যায়
৭৪	বিজয়া ভট্টাচার্য
১৭	অরুণকুমার চক্রবর্তী
২৫	পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস
২৪	স্বপনকুমার চৌধুরী
৬৯	সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
১২	গুরুদাস ভট্টাচার্য
১০৬	ভারতী সেনচৌধুরী
৫৮	হারানকৃষ্ণ সাহা
৬৪	অসীমকুমার শীল
৮৫	সোণালী ধর
১০০	উমা নন্দী
৫১	ভাস্কর নাগ

দ্বিতীয় শ্রেণী

রোল নং অনুসারে

রোল নং	নাম
২	আশীষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩	বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
৪	পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫	রণবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৯	গগনবিহারী বসু
১১	দেবীদাস ভট্টাচার্য
১৪	কমলকুমার ভট্টাচার্য
১৯	দিলীপ চক্রবর্তী
২১	হরিশঙ্কর চক্রবর্তী
২৩	তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়

রোল নং	নাম
২৬	গণেশচন্দ্র দাস
২৯	বাসুদেব দাশশর্মা
৩০	বাসুদেব দত্ত
৩১	ধ্রুবজ্যোতি দত্ত
৩২	অবনীকুমার দে
৩৩	অনন্তকুমার দে
৩৫	নিখিলকুমার ধয়াধি
৩৮	পঙ্কজকুমার ঘোষ
৩৯	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
৪০	সুনীলকুমার ঘোষ
৪২	রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত
৪৩	ভরত হরিজন
৪৪	দীনেশকুমার খান
৪৫	জ্ঞানেশ্বর মিশ্র
৪৬	অভিজিৎ মিত্র
৪৭	স্বপনকুমার মিত্র
৪৮	দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৪৯	প্রদ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
৫৩	সুশীলকুমার পাল
৫৪	কিঙ্করচন্দ্র পাত্র
৫৬	তপনকুমার রায়
৫৯	সংগ্রামকেশরী সামাল
৬০	অজয়কুমার সামন্ত
৬২	ভুবনমোহন শালমল
৬৩	রণজিৎকুমার সেনগুপ্ত
৬৬	বীরেন্দ্রপ্রসাদ শর্মা
৬৭	শুভ্রা বাগচী
৬৮	মিনতি বন্দোপাধ্যায়
৭৫	নীলা ভট্টাচার্য
৭৭	অনিমা বিশ্বাস
৭৮	বনানী বিশ্বাস
৮২	মালতী চৌধুরী

রোল নং	নাম
৮৭	রমা গঙ্গোপাধ্যায়
৯০	মহামায়া ঘোষ
৯১	পুষ্প ঘোষ
৯২	সরমা জেশোয়ানী
৯৫	প্রতিমা মৈত্র
৯৭	দীপালী মজুমদার
১০২	বনানী রায়
১০৫	শিপ্রা সরকার
০৭	অরুন্ধতী সেনগুপ্ত
১১১	মানস ভট্টাচার্য
১১৫	উদয়ভানু অধিকারী
১১৬	দেবদাস চট্টোপাধ্যায়
১১৭	অশোক কুমার দাসাধিকারী
১১৯	দেবাশীষ মজুমদার
১২৩	অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৬	মলয় কুমার দাস
১২৫	তপন মণ্ডল
১২৭	পরেশ চন্দ্র দে
১ ৯	অনুপ কুমার চক্রবর্তী
১৩২	হিমাংশু শেখর মাইতি
১৩৩	সুবিমল মিশ্র
১৩৪	সুব্রত চট্টোপাধ্যায়
১৩৫	দিলীপ কুমার দত্ত
এন-৭১-১	আনওয়ার আলী খান
এন-৭১-২	অরুণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
এন-৭১-৩	নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস
এন-৭১-৭	নির্মল মণ্ডল
এন-৭২-২	বীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য
এন-৭২-৪	পৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য
এন-৭২-৫	রঞ্জন কুমার দাস
এন-৭২-৮	তাপস কুমার মুখোপাধ্যায়
এন-৭২-৯	তারাপদ সমাদ্দার
এন-৭২-১১	কামেশ্বর সিং
এন-৭২-১২	বলরাজ কৌশিক

গ্রন্থাগার দিবস, ১৯৭৩

॥ কেন্দ্রীয় জনসভা ॥

মহাবোধি সোসাইটি হলে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহূত কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত সভায় বহু গ্রন্থাগার কর্মী, শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা মূলতঃ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সংগঠিত আন্দোলনের জন্যই। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার একটা পর্যায় আছে, কিন্তু গ্রন্থাগার মানুষের আমৃত্যু জ্ঞানের চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করে থাকে। আধুনিক গ্রন্থাগারের ভূমিকা সাধারণ মানুষের সমস্যার ক্ষেত্রে তার চাহিদা মেটাবার জন্য প্রচেষ্টা। অধ্যাপক রায়চৌধুরী আরও বলেন, বৃটিশ শাসক গ্রন্থাগার এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি চায়নি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার ২৫ বছর পরেও আজ মনে প্রশ্ন জাগে শিক্ষা ও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা কতদূর এগিয়েছি।—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে (যদিও সম্প্রতি তার অগ্রপথিকের ভূমিকা বিঘ্নিত হয়েছে)। ভাবতে অবাক লাগে, এ রাজ্যের শিক্ষাবাজেটের মাত্র ½% ভাগ গ্রন্থাগার খাতে বায়িত হয়। তার মধ্যে পাঠ্যসামগ্রীর জন্য মাথাপিছু মাত্র ২ পয়সা ব্যয় করা হয় হয়। উন্নত দেশগুলির কথা উল্লেখ না করেও বলা চলে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কায় অনেক বেশি টাকা গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়িত হয়। তিনি আরও বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষা সমাজ জীবনে এক মৌল ভূমিকা পালন করে অথচ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৫০০০ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক রায়চৌধুরী আরও বলেন, প্রতিবছর গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নতিকল্পে আমরা বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত প্রস্তাবগুলি যথোপযুক্তভাবে কার্যকরী করতে পারি না। গ্রন্থাগার দিবস, গ্রন্থাগারকর্মীদের আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণের দিন, আজ চিন্তা করতে হবে, কেন সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায় করতে পারছি না,—কর্মসূচী আমরা সফল করবই।

পরিষদের পক্ষ থেকে প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করেন পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল এবং প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন কর্মসচিব শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। পরিষদের সদস্য শ্রীঅরুণ রায় লিখিতভাবে সভায় উত্থাপনের জন্য একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন এবং তা সমর্থন করেন শ্রীঅজয় কুমার ঘোষ। সভায় উত্থাপিত সমস্ত প্রস্তাবই সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। (প্রস্তাবের পূর্ণ বয়ান ১৯৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

সভাপতির ভাষণে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এক একটি গ্রন্থের মধ্যে বহু যুগের চিন্তা, ব্যথা-বেদনা সুখ অনুভূতিগুলি সংরক্ষিত আছে। পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হচ্ছে মানুষ

বহুগুণিত হয় মননের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে পুঁথিপত্র ধার নেওয়া এবং ফেরৎ দেওয়া হত। কাজেই গ্রন্থাগার ইংরেজ সভ্যতার দান, এটা বোধ হয় ঠিক নয়। গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ নতুন নয়—দেড়শ বছর আগেই কলকাতায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। বৃটিশ রাজত্বে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সহযোগী হিসাবে গ্রন্থাগার বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং সেজন্যই সরকারী দাক্ষিণ্য এই প্রতিষ্ঠান কোন দিন-ই পায় নি।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভের সংগে বলেন, আজ শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থমুখী করার চেষ্টা করছেন না, তেমনি ছাত্ররা-ও গ্রন্থের তোয়াক্কা করে না। এখনকার ছেলেরা লুকিয়ে নাটক-নভেল পর্যন্ত পড়ে না। গ্রন্থবিমুখতা, গ্রন্থাগারের প্রতি অনীহা-ই বাঙালী জাতির অবনমনের মূল কারণ। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের সংগে আত্মিক যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আজকের গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম—আমরা বেঁচে আছি, এখনো যন্ত্রদানব হয়ে যাই নি।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রস্তাব সমূহ

পরিষদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত

প্রস্তাবক : শ্রীতুষার কান্তি সান্যাল সমর্থক : শ্রীবিজয় পদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কলকাতার নাগরিকদের এই জনসভা এই রাজ্যের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও স্বয়ংশাসিত সংস্থার কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে। এই সভা মনে করে যে রাজ্যের গ্রন্থাগারব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অনতিবিলম্বে কার্যকরী করা প্রয়োজন :

১। এই রাজ্যে সুষ্ঠু, সার্বজনীন নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা হোক।

এই সভা মনে করে যে, যখন ভারতবর্ষের চারটি রাজ্যে (তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ) ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সাধারণ গ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে, তখন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আর কালক্ষেপ এবং অবহেলা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

২। যেহেতু গ্রন্থাগারব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ, সেহেতু এই সভা মনে করে যে, গ্রন্থাগারব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য শিক্ষাবাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২'৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করা হোক।

৩। এই সভা রাজ্য সরকারের নিকট দাবী করে যে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের নিমিত্ত এই রাজ্যে প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হোক এবং বিদ্যালয় বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৫ ভাগ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করা হোক।

৪। শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন) সুপারিশ করেছেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারসমূহের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাজেটের শতকরা ৬'৫ ভাগ ব্যয় করা উচিত।

এই সভা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং পলিটেকনিকের কর্তৃপক্ষসমূহের নিকট দাবী করে যে, উপরোক্ত সংস্থাসমূহের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬'৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করা হোক যাতে করে ঐ গ্রন্থাগারগুলি সার্থকভাবে শিক্ষাসম্প্রসারণে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫। জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এই রাজ্যে সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্তমানের নিদারুণ আর্থিক সংকটের দিনে এই গ্রন্থাগারগুলি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিত আর্থিক অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এই সভা তাই দাবী করে যে, জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ গ্রন্থাগারগুলির জন্য পৌনঃপুনিক আর্থিক অনুদান প্রবর্তন করা হোক এবং সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বর্ধিতহারে আর্থিক অনুদান দেওয়া হোক।

৬। এই সভা রাজ্য সরকার, স্বয়ংশাসিত সংস্থা প্রভৃতিতে কর্মরত সর্বস্তরের গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদা প্রবর্তনের দাবী জানাচ্ছে। গ্রন্থাগারগুলির সফল পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদা একান্ত অপরিহার্য।

পাঠ্যবস্তুর মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব

বর্তমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে যে হারে কাগজ ও ছাপার খরচ বাড়ছে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে বইপত্রের দামও অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতেই এই দাম আরও দ্রুতবেগে বেড়ে পাঠক ও গ্রন্থাগারগুলির ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে কাগজ ও বইপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করছে এবং সমস্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমিককে তথা সমস্ত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিরোধের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাতে অনুরোধ

করছে এবং সরকারের নিকট দাবী করে যে সরকার যেন গ্রন্থাগারগুলির বই কেনার জন্য সম্পূরক-মূল্য (subsidised rate) নির্ধারণ করেন ও ছোট গ্রন্থাগার সমূহকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন

প্রস্তাবক : অরুণকুমার রায় সমর্থক : অজয়কুমার ঘোষ

২০।১২।৭৩

(গ্রন্থাগার দিবস)

॥ সমাবর্তন উৎসব ১৯৭৩ ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৭৩ বিকাল ৫টায় মহাবোধি সোসাইটি হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ১৯৭৩ সালের গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ; অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ।

গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতির সচিব শ্রীচঞ্চল কুমার সেন তাঁর প্রতিবেদনে জানান, ১৯৭৩ সালের পরীক্ষার জন্য ১৬১ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন, পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেন ১২২ জন । ৪৬ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং ৭৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন । পরীক্ষার পাশের হার শতকরা ৮২·৪৩ ।

প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় স্মৃতি পদক লাভ করেন শ্রীমুক্তি গঙ্গোপাধ্যায় ।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর দীক্ষান্তভাষণে বলেন, ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, এখানে আজো পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা যায়নি ।—সেখানে গ্রন্থাগার একটি সামাজিক মিলন-কেন্দ্রের ভূমিকা ও পালন করতে পারে । শিক্ষাকে শুধুমাত্র স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হবে না । আপনারা যাঁরা গ্রন্থাগারবৃত্তিকুশলী হয়ে বের হচ্ছেন, তাঁরা যদি মানুষকে বোঝাতে পারেন যে মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ; সেই ব্রতে যদি নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন তাতে আপনাদের এবং দেশের উভয়তঃ মঙ্গল হবে ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন, পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষণের ব্যবস্থা হলেও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পথিকৃৎ । এবং এই শিক্ষণ-ব্যবস্থার ব্যবহারিক দিকে অধিকতর নজর দেওয়া হয়েছে বলে তিনি পরিষদের প্রশংসা করেন ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়কে দীক্ষান্ত-ভাষণদান ও অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

বাণী বসু স্মরণে শোকসভা

বিগত ১৮.১.৭৪ তারিখে পরিষদ ভবনে এক শোকস্তব্ধ পরিবেশে ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত শোকসভায় জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী এবং পরিষদ-দরদী ও কর্মী বাণী বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভার প্রারম্ভে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত শোকবার্তা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন কর্মসচিব শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। অতঃপর বিভিন্ন বক্তা পর্যায়ক্রমে বাণী বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন যে এই সভায় উপস্থিত থাকা তিনি অবশ্য কর্তব্য মনে করে দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছেন। তিনি বাণী বসুর চরিত্রের নম্রতা ও বলিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি মহিলাদের মধ্যে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে গেছেন।

শ্রীরণেশ পোদ্দার সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত পূর্ব ভারত সংস্কৃতি সম্মেলনে সমবেত নিখিল ভারত শিশুসাহিত্যিকবৃন্দের একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রতি সভার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি জানান, বাণী বসু সংকলিত "বাংলা শিশুসাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী" স্বাধীনতার পরবর্তীকালের বাংলা শিশুসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বলে শিশুসাহিত্যিকবৃন্দ মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো জানান, ১৯৬৪ সালে গৃহীত বাণী বসুর স্কেচ ও অটোগ্রাফ তিনি পরিষদকে দান করবেন। পরিষদ যেন তা সংরক্ষণ করেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী তাঁর সতীর্থ ও সহকর্মিণী বাণী বসুর কর্মপ্রেরণা ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ও জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরলোকগতার আত্মার শান্তি কামনা করেন।

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বলেন যে শোকসভায় বক্তৃতা করা ঠিক নয়, হয়তো ক্ষোভ প্রকাশ করাও ঠিক নয়। তবু একটা ক্ষোভের কথা উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সেটা হচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী কর্মী হওয়া সত্ত্বেও বাণী বসু যে প্রতিষ্ঠানকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন, সেই জাতীয় গ্রন্থাগারে তিনি তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা পাননি, এটা ক্ষোভের এবং দুঃখের।

শ্রীফণিভূষণ রায় তাঁর অনুজাপ্রতিম অকৃত্রিম বন্ধু বাণী বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্পর্কে তিনি কতখানি দরদী ছিলেন তার দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেন যে, যে অর্থ "বাংলা শিশুসাহিত্যঃ গ্রন্থপঞ্জী" বাবদ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, মৃত্যুর পূর্বে তিনি তা পরিষদ ভবনের জন্য দান করে গেছেন।

শ্রীগুরুশরণ দাসগুপ্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে প্রস্তাব করেন যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারকর্মীকে বার্ষিক বাণী বসু স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হোক।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন পেশা ও নেশাকে খুব সার্থকভাবে এক করতে পেরেছিলেন বাণী বসু। তাই গ্রন্থাগারবৃত্তিই ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়বস্তু। তিনটি বিষয়ের প্রতি তাঁর গভীর উৎসাহ ছিল, মহিলা গ্রন্থাগারিকদের যে কোন দাবীদাওয়া সম্পর্কে তিনি সোচ্চার ছিলেন; উৎসাহ ছিল শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনে ও গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাণী বসুর অসংকোচ, ওজস্বিতা, বাগ্মীতা এবং সৃজনীশক্তির কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সবশেষে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বাণী বসুর মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মানুষ জীবনে কাজ করেন, কীর্তি অর্জন করেন। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা নিজেদের কীর্তিকে অতিক্রম করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে হয়তো এমন অনেক কর্মী আছেন, যাঁরা বাণী বসুর চেয়ে অনেক বেশী কাজ করছেন। কিন্তু মানুষের পরিচয় শুধুমাত্র কাজের ভিত্তিতে নয়, মানব জীবনে' মহিমা কতখানি প্রকাশিত হয় তার দ্বারা। বাণী বসুর যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, মনুষ্যত্বের পরিচয়, সেই পরিচয়ই ছিল সবচেয়ে বড়।

বাণী বসুর মৃত্যুতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শোক প্রস্তাব

বাণী বসু

(অক্টোবর ১৯২৪—জানুয়ারী ১৯৭৪)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক আহুত এই সভা গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীমতী বাণী বসুর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। এই সভা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাণী বসুর অবদান স্মরণ করছে। "বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী" সঙ্কলনের জন্য এবং নিষ্ঠাবতী গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে তিনি চিরদিন গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। তার সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছিলেন। এই অকালমৃত্যু শুধু তাঁর পরিবারের পক্ষেই বেদনাদায়ক নয়। সমগ্র গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষেও তাঁর মৃত্যু অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হ'য়ে রইল। এই সভা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

প্রতিবেদক : অজয় ঘোষ
অসীম ঠাকুর

সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিভাষা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

detonator বিস্ফোরণকারী

detour বিকল্প পথ

deviation চ্যুতি, ব্যত্যয়, চুর

—, angle, total পূর্ণ ব্যত্যয় কোণ

diagram, collision সংঘর্ষের রেখাচিত্র

—, condition সংঘর্ষ অবস্থার নক্সা

diorite ডায়োরাইট

dipper ডিপার বিনতক

Direction post দিকনির্দেশ থামা

—sign-সংকেত

Distance দূরত্ব

—, brake গতিরোধক দূরত্ব

Distance, braking রোধক দূরত্ব

—, following অনুসরণ দূরত্ব

—, sight দর্শন দূরত্ব

Distances kidding ঘসটানো দূরত্ব

—, stopping স্তব্ধ করার দূরত্ব, গতি রোধনী

—, weaving বয়ন দূরত্ব

—, temporary অস্থায়ী অপবর্তন পথ

distillation of petroleum পেট্রোলিয়াম পাতন

Distributor বিতারক

—, binder বন্ধনী বিতারক

—, hand হস্ত বিতারক

—, particle size কণা বিতারক

—, transverse তির্যক বিতারক

ditch খানা, খন্দ, নালা

diverging অপসারী

diversion অপবর্তন পথ

dolomite ডলোমাইট

dowel কীলক সংযোজক

drag পাটা, টানা

dragging পাটা চালানো

Drag line ড্র্যাগ লাইন

drain নর্দমা, নালা

—, agricultural কৃষির নালা

—, blind অন্ধ নালা

—, box বাক্স আকৃতির নর্দমা

—, catch বারিগ্রাহী নর্দমা

—, catch water বারিগ্রাহী নর্দমা

Drain, French ফরাসী নালা

—, herring-bone হেরিংবোন কাঁটি নর্দমা

—, intercepting অন্তরোধী নর্দমা, ড্রেন

—, lead off অপবাহ

—, leader মুখ্য, প্রধান ড্রেন

—, leading মুখ্য ড্রেন, নিকাশী নালা

—, pipe নল অপবাহিকা, নল নর্দমা

—, rubble অমসৃণ পাথরের নালা

—, side পার্শ্ব নর্দমা, উপান্ত নালা

—, spall পাথরভরা নালা

—, stone পাথরের নালা

—, storm water বৃষ্টিবাহী নর্দমা

—, subsoil অন্তর্ভূমিক নর্দমা

—, vertical sand খাড়া বালুকাভরা নর্দমা

drainage অপবাহ, জল নিকাশ

—basin অপবাহ বেসিন

—subsurface ভূগর্ভস্থ জলবাহ
Dressing surface জমি মোরণী,
Drier শুষ্কক
Drift way পায়ে চলার পথ
drill বেধনী
drilling বেধকরণ, বেধন ক্রিয়া
Drill, Jackhammar
জ্যাক হ্যামার বেধযন্ত্র
driveway গমন পথ
ductility প্রসার্যতা
—, Test প্রসার্যতা পরীক্ষা
dust ধূলি, ধুলা
—collector ধূলি সংগ্রাহক
dyke = dike ডাইক, বাঁধ
dynamite ডিনামাইট
Earth pressure ভূমির চাপ
— —, total passive পূর্ণপ্রতিঘাতী
চাপ
— —, total active পূর্ণ সক্রিয় চাপ
—, road মাটির মেঠো রাস্তা
—,work মাটির কাজ, খোদাই
—work, balance সমতুলিত মাটির
কাজ, সুসম মাটির কাজ
edging ধারবন্দী,
effective size কার্যকরী আয়তন
—, span কার্যকরী উত্তার বা জ্যা
elasticity স্থিতিস্থাপকতা
elevetor এলিভেটার, উত্তোলক
elongated Material লম্বা বস্তু,
প্রাধিত উপাদান
elongation index প্রাধিত সূচক
embankment বাঁধ
Engler specific viscosity এংলার
আপেক্ষিক সান্দ্রতা

equivalent wheel load (e. w. l.)
তুল্যমান চক্রভার
equilibrium, moisture Content
আর্দ্রতার সমতা
equiviscous temperature
সমসান্দ্রিক তাপমাত্রা
erosion অবক্ষয়, ক্ষয়
excavator খোদক, মৃত্তিকা খনক
—, dragline ড্রাগলাইন খনক
—, trench ট্রেঞ্চ খনক
expansion limit, lineal
রেখীয় প্রসারণ সীমা
—, lineal রেখীয় প্রসারণ
expansion joint প্রসারণ গ্রন্থি
extra load (haul)
বহনের অতিরিক্ত দূরত্ব
Face shovel 'F' মুখ্য শোভেল
—, signal মুখ্য সংকেত
fascines কাঠের আঁটি
factor, compacting
ঘনীভূতকরণের গুণক
Florida bearing value test
ফ্লোরিডা ধারণসবল পরীক্ষা
— — —, modified পরিবর্তিত
fence বেড়া, বেষ্টনী
—, cable তারের বেড়া, বেষ্টনী
—, guard রক্ষী বেড়া
—, live অবরোধক বেড়া
—, safty নিরাপদ বেড়া, বেষ্টনী
—snow তুহিন রোধক বেড়া
fender প্রতিরোধক
ferry নৌ পারাপার
—, boat পারেরতরী, পারাপারের নৌকা

—, flying আকাশমার্গী পারাপার
—, power যন্ত্রচালিত পারাপার
field C. B. R. (California bearing ratio) ক্ষেত্রীয়, সি, বি, আর
—, path ক্ষেত্রপথ, পাকদণ্ডী
fill (n.) ভরাট, ভরণ, ভর্তিকরণ
—, (vb.) ভরা, ভরাট করা
filler ভরাটী খাদ
—, joint জোড়ভরণ
filling ভরাট করা, ভর্তি করা
Filter Material পরিস্রাবণ উপাদান
Filtration পরিস্রাবণ
Final settling time অন্তিম
fineness সূক্ষ্মতা
—, modulus সূক্ষ্মতার মাপাঙ্ক
—, test সূক্ষ্মতার পরীক্ষা
Fine Point সূক্ষ্ম বিন্দু
Flag ঝাণ্ডা, পতাকা
Flagstone পাথরের শিল
—, pavement design নমনীয় কুট্টিম পরিকল্পনা
—, progressive system আরম্ভ অগ্রগমন পদ্ধতি
flexible overlay নমনীয় অধ্যাস্তরণ
flint অরণি, পাথর, প্রস্তর
float (n.) প্লবমতা
—, (vb.) ভাসানো
—, test প্লবমতা পরীক্ষা
flocculation পিণ্ডবত্তা, গুচ্ছবত্তা
—, limit পিণ্ডবত্তার সীমা
flood escape অতিবন্যা নির্গমন
—, gate বন্যাকবাট, জলনির্গমন পথ
—, way বন্যা

flow curve প্রবাহ রেখ
—, index প্রবাহ নির্দেশক, সূচক, সংকেত
—, side পার্শ্ব প্রবাহ
—, table test প্রবাহ তালিকা পরীক্ষা
flushing ধৌতি
fluxing agent বিগালক ঘটক
—, Bitumen বিগালক বিটুমেন
fly ash বায়ুবাহী ছাই, ভস্ম, খার
flyover উল্লম্ফন বর্ত্ম
—, clover leaf ক্লোভারপত্র'কৃতি উল্লম্ফন পথ
—, trumpet type শিঙাকৃতি উল্লম্ফন পথ
foot path পার্শপথ, চরণপথ, একায়ণ(ন)
—pavement পাদপথ, কুট্টিম
footing খাপ, কাটাম, ভিত্তস্থান
force, braking রোধক বল
ford নদীর অগভীরস্থান
Ford অগভীর নদী, হেঁটে পার হওয়া নদী
Fork junction ফর্ক-সংযোগ, কাঁটা-সংযোগ
formation গঠন স্তর
—, level গঠন তল
—, width গঠন প্রস্থ, নির্মাণ প্রস্থ
form work কর্মালাগানো, কর্মাবন্দী
forward shovel অগ্রগামী খনক
foundation ভিত্তি, ভিৎ
fraction clay মৃত্তিকা ভিত্তিক
—sand বালুকা ভিত্তিক
—silt পলি ভিত্তিক
free board মুক্তান্তর
—, carbon মুক্ত কার্বন, স্বতন্ত্রকার্বন, অবিলেয় কার্বন

—,water মুক্ত বারি, স্বতন্ত্রবারি
—, haul নিঃশুল্ক পরিবহন
—, lead নির্ব্যয় বহন
—speed মুক্তগতি
fretting খাজাক্ষয়, খোয়া ওঠা, চটা ওঠা
frost heave হিমজনিত উৎক্ষেপ হিমজনিত উত্থান
Frog rammer ভেকাকৃতি হাতুড়ি
fuse পলিতা

'G'

Gap graded Material পর্য্যায়িত উপাদান
gauge box পরিমাণ বাক্স
generator জেনারেটার, বিদ্যুৎ উৎপাদক
girder গার্ডার, কড়ি
—, bowstring ধনুকাকৃতি গার্ডার
—, continuous অবিচ্ছিন্ন গার্ডার
—, cross অনুপ্রস্থ গার্ডার
—, plate পাটী গার্ডার
glare ঝলসানি, দৃষ্টি রোধক দীপ্তি
gneise একশ্রেণীর পাথর, নাইস প্রস্তর
grab গ্র্যাবযন্ত্র বা বিশেষ খনক যন্ত্র, খামচে তোলা খনক যন্ত্র
grade ঢাল, গড়েন, নতি, অবক্রম, নতমাত্রা, নির্দিষ্ট স্তর
—, *level crossing* সমতল পারক নতিস্তর
—, resistance অবক্রম প্রবণতা প্রতিরোধ
—,separaiton স্রোত পৃথকীকরণ, বিভাজন
—, sub স্তরের নিম্নভাগ
graded material পর্য্যায়িত উপাদান
grader, blade ফলা গ্রেডার
—, elevating উত্তোলক গ্রেডার
—, Motor মোটর গ্রেডার
gradient নতি, নতমাত্রা, ক্রমনিম্নতা, অবক্রম
—, average গড় ঢাল, গড় অবক্রম
—, limiting সীমান্ত ঢাল, সীমান্ত প্রবণতা
—, ruling নিয়ন্ত্রক ঢাল, অবক্রম, নতি ক্রমনিম্নতা
grading পর্য্যায়ণ, বর্গীকরণ
—,requirement বর্গীকরণ প্রয়োজনীয়তা
grading curve পর্য্যায়ণ রেখা
grain diameter কণার ব্যাস
—, size কণার পরিমাপ
granite গ্রেণাইট
granulite কণিকা
grating ঝাঁঝরি
gravel গ্র্যাভেল, কাঁকর, গুটি, বজরী,
—, pit run নিক্ষেপ কাঁকর,
—,road গ্রেভেলে প্রস্তুত রাস্তা
grid, cattle পশুরোধক বেড়া
grip মুঠী গ্রাহ
grit গ্রিট, স্থূল অংশ
gritter—গ্রিটার
gritting 'গ্রিট বিছানো
—material স্থূল উপাদান
ground level ভূমিতল
—, made ভূমি প্রস্তুত
—, water ভৌমজল, ভূজল, ভূগর্ভস্থ জল
grouping শ্রেণীভুক্তি, বর্গীকরণ
grouted macadom অন্তিপূরিত ম্যাকাডাম

grouting অভিপূরণ

groyne প্রবেগ, পুলিন-রোধ, সৈকত-সংরক্ষণ

grubbing উৎখনন

guard rail প্রতিরোধক রেল, রক্ষক রেল

—, pedestrain পথচারী প্রতিরোধক রেল

guide PEG নির্দেশক গোঁজ

—, post নির্দেশক খুঁটি, খোঁটা

gulley অবনালিকা

gutter নর্দমা, নালী

—, box বাক্স নালী

gyratory junction চক্রগতিশীল সংগম

—, traffic পরিভ্রামিক পরিযান

'H'

hair-crack চুলের মত বিদার, মিহি ফাটল

hairpin bend সেফটিপিন মোড়, চুলের কাঁটার মত মোড়

hand hammer হাতুড়ি

—, distributor হস্ত বিস্তার, হাত দিয়ে বিছানো

— finisher হস্তদ্বারা সমাপ্তি, হাত দিয়ে শেষকাজ

—, rammer দুরমুশ

—, sprayer হাত ফোয়ারা

hanger (bridge) বিলম্বমান পুল

hard core কঠিন কেন্দ্র, দৃঢ় মূলকেন্দ্র

hardness কাঠিন্য, দৃঢ়তাগুণ, খরতা

hardening period দৃঢ় হবার সময়

haul টানা, বহন

haunch (of a hignway) পথপৃষ্ঠের স্থূলতা, পার্শ্ব, স্কন্ধ

head signal সংকেত মুখোশ

—wall উপান্ত প্রাচীর

head-way উন্নতি, যান চলাচলে উভয় ব্যবধান, যানান্তর

—time যানান্তর কাল

heater, bath তাপক

—, road রাস্তা তাপক

heave, salt লবণ উত্থান

heavy oil ভারী তেল

held water ধৃত জল, শোষিত জল

high type bituminous উচ্চমান বিটুমেন

pavement design (রাস্তা) কুট্টিম অভিকল্প

high way মুখ্যরাস্তা, রাজপথ, মহামার্গ

—, circumferential পরিধীয় রাজপথ

— development, modern আধুনিক রাজপথের বিকাশ

—, divided বিভক্ত রাজপথ

—, limited access সীমিত, নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ রাজপথ

—, grade separation রাস্তার স্রোত পৃথকী করণ

—, national জাতীয় সরণি, সড়ক

— operating cost সড়কের পরিচালন ব্যয়

—, radial অরপথ

—, single lane একসারি যান পথ

—, state রাজ্য সরণি

hoe, trench পরিখা খনক

hole, trial পরীক্ষা গহ্বর

horizontal alignment অনুভূমিক মার্গরেখা
—, curve বক্ররেখা
Hubbard field mix design হাবার্ড স্থানীয় মিশ্রণ পরিকল্প
—, test হাবার্ড স্থানীয় পরীক্ষা
humus হিউমাস্
Hveem mix design ভীম মিশ্রণ পরিকল্প
hydraulic gradient উদক ঢাল, উদক অবক্রম
— —, line উদক রেখা
—, mean depth উদক মধ্য গভীরতা
— —, radius উদক গড়গভীরতা

hydrometer রস মাপক, ভারত্ব মাপক
hydrostatic pressure বারি উচ্চতার চাপ
hygroscopicity জলগ্রাহিতা, জলাকর্ষিতা

"I"

Identification sign পরিচিতি চিহ্ন
ignition point জ্বলনাঙ্ক
impact সঙ্ঘাত
improvement, line উন্নয়ন রেখা
impurity, organic জৈবিক অপবস্তু/খাদ
incline ঢাল, নতি
indent, roller সংস্থূতক রোলার
index, elongation প্রতান সূচক, প্রাবণ সূচক
—, flakiness আঁশভাবের সূচক
—, liquidity তারল্য সূচক
—, plasticity নমনীয়তা সূচক
infiltration অনুপ্রবেশ
informative sign জ্ঞাপন সংকেত, চিহ্ন
Inglis formula ইংলিশ সূত্র
initial set প্রাথমিক দৃঢ়ীবন
inlet kerb নর্দমার প্রবেশপথ
insolubles অদ্রাব্য
inspection chamber নিরীক্ষণ পরিদর্শন গহ্বর
insulation layer রোধক স্তর
intensity of rainfall বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, বারিমাত্রা
interest rate সুদের হার
intenal vibration অন্তর স্পন্দন, কম্পন
intersection প্রতিচ্ছেদ
—, angle প্রতিচ্ছেদ কোণ
—, direct right angled সমকোণীয় প্রতিচ্ছেদ
—, flared বিস্ফারিত প্রতিচ্ছেদ
—, staggered অসম্মুখ প্রতিচ্ছেদ
invert অধস্তল, নালীতল
invert level অধস্তল লেভেল
inverted siphon (siphon culvert) বিপরীত সাইফন/উল্টা সাইফন
investigation, site অকুস্থল অনুসন্ধান, অন্বেষণ
island দ্বীপ
—, pedestrain পথচারী দ্বীপ/আশ্রয়
—, refuge আশ্রয় দ্বীপ

(J)

Jack Hammer জ্যাক হ্যামর
Jack drill জ্যাক বেধযন্ত্র
Jet বেগে নির্গমন
Joint সন্ধি
—, blowing ধমন সন্ধি

—. contraction সংকোচন সন্ধি
—, construction নির্মাণ জোড়
—, expansion প্রসারণ „
—, longitudinal অনুদৈর্ঘ্য সন্ধি
—, spacing সন্ধি অন্তরণ
—, staggered অসমমুখী সন্ধি
joint filler material জোড় পূরণ উপাদান
— —. and sealing জোড় পূরণ ও মুদ্রণ material উপাদান. , বস্তু, সামগ্রী
jointing tool জোড়াই সাধনী
jumbo জাম্বো
jumper লম্ফক
jumping উল্লম্ফন
junction (of roads) পথের সংগম, মোড়
—,multiple বহুপথ সংগম
—fork দ্বিধাবিভক্ত সংগম
—gyratory চক্রগামী সংগম
—, lefthand staggered বাম অসমমুখী সংগম
—, righthand staggered দক্ষিণ অসমমুখী সংগম
—, scissors. কাঁচি সংগম
—, T T-সংগম
—, Y Y-সংগম

(K)

Kelly formula কেলী সূত্র
kerb কার্ব, উপান্ত
—inlet অন্তর্গম উপান্ত
keystone চাবীপাথর, খিলানের শীর্ষপ্রস্তর

(L)

lability of an emul sion ইমালসানের অসংশক্তি অসংশ্লেষ
—, brake রোধন কাল
lag distance দূরত্বের ব্যবধান
laitance লেটেন্স, মলফেন
lamp hole দীপ প্রবেশ গহ্বর
land acquisition জমি সংগ্রহ
—, slide জমির ধ্বস, ভূমির স্খলন
lane লেন
—, acceleration ত্বরণ লেন
—, deceleration মন্দন লেন
—, line লেন-রেখা
—, traffic পরিবহন লেন
laterite ল্যাটারাইট পাথর
lay-by সঞ্চয় করণ
layered system স্তরে স্তরে বিন্যাস
L. C. N. (load classification number) এল, সি, এন (ভারবর্গীকরণ সংখ্যা)
leaching নির্গালন
ledge তলশিলা
lentgh, transition পরিবৃত্তি দৈর্ঘ্য
—, weaving বীথ অতিক্রম দৈর্ঘ্য
level check পরীক্ষণ লেভেল
—,formation স্তরসমষ্টি লেভেল
— , ground ভূমির লেভেল
—, invert নিম্নতল
—, reduced পরিবর্তিত লেভেল
—, soffit নিম্নির লেভেল
— , spot স্থান বিশেষের লেভেল
—, levelling লেভেলিং
lime bitumen চুণা বিটুমেন

—, stablization চুণ বিটুমেন স্থায়ীকরণ বা স্বপ্রতিষ্ঠা

—,s tone চুণা পাথর

limit of deviation রাস্তার সীমা, চ্যুতিসীমা

liquid limit দ্রবসীমা, তারল্যসীমা

liquidity index তারল্যের নির্দেশক, সূচক

load ভার

—, bearing ভারবাহিতা

—, dead অচলভার

—, repeated পুনরাবর্তিত ভার

loading, bridge সেতুভারণ

—, shovel তোলক বা ভারক যন্ত্র

—, I. R. C. (Indian Road Congress) আই, আর, সি (ভারতীয় রোড কংগ্রেস)

loads, repetition of ভার পুনর্বৃত্তি

lotder bucket বাকেট তোলক যন্ত্র

loam দো আঁশ মাটি

location স্থান, অবস্থিতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয় ও গ্রন্থাগারে ১৯৭৫ সালের ছুটির তালিকা

উপলক্ষ	তারিখ	বার
ইংরেজী নববর্ষ	১ জানুয়ারী	মঙ্গলবার
ইদুজ্জোহা	৫ জানুয়ারী	শনিবার
নেতাজী জন্মতিথি	২৩ জানুয়ারী	বুধবার
প্রজাতন্ত্র দিবস	২৬ জানুয়ারী	শনিবার
শ্রীপঞ্চমী	২৮ জানুয়ারী	সোমবার
মহরম	৩ ফেব্রুয়ারী	রবিবার
দোলযাত্রা	৮ মার্চ	শুক্রবার
গুড ফ্রাইডে	১২ এপ্রিল	শুক্রবার
চৈত্র সংক্রান্তি	১৪ এপ্রিল	রবিবার
বাংলা নববর্ষ	১৫ এপ্রিল	সোমবার
মে দিবস	১ মে	বুধবার
রবীন্দ্র জন্মতিথি	৯ মে	বৃহস্পতিবার
স্বাধীনতা দিবস	১৫ আগষ্ট	বৃহস্পতিবার
মহাত্মা গান্ধী জন্মতিথি	২ অক্টোবর	বুধবার
মহালয়া	১৫ অক্টোবর	মঙ্গলবার
ইদল্ ফেতর	১৮ অক্টোবর	শুক্রবার
দুর্গাপূজা	২১ অক্টোবর থেকে	সোমবার থেকে
(ষষ্ঠীপূজা থেকে লক্ষ্মীপূজা)	৩০ অক্টোবর	পরের সপ্তাহের বুধবার
কালীপূজা	১৩ নভেম্বর	বুধবার
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	১৫ নভেম্বর	শুক্রবার
গ্রন্থাগার দিবস	২০ ডিসেম্বর	শুক্রবার
খ্রীষ্টমাস দিবস	১৫ ডিসেম্বর	বুধবার

পুনর্মিলন দিবস তারিখ পরে জানানো হবে। সর্বমোট ৩১ দিন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২৩শে ডিসে. ১৯৭৩ এক আলোচনা চক্রে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

(১) চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার কর্তৃক আহূত এই সভা জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ পাঠাগারগুলিকে নিয়মিত বর্দ্ধিত হারে আর্থিক অনুদান দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দাবী জানায়।

(২) কলকাতার সাধারণ পাঠাগারগুলিকে উপযুক্ত আর্থিক অনুদান দেবার ব্যবস্থা পুনঃপ্রচলনের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের নিকট দাবী জানায়। দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুরূপ একটি পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে। আশা করা যায় কেন্দ্রীয় সরকারও এই বাবদ অর্থ বরাদ্দ করবেন।

(৩) এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদায় সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ২·৫ ভাগ রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির জন্য ব্যয় করা হোক।

(৪) পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান সূত্র নির্দ্ধারণ করার জন্য এবং সমগোত্রীয় পাঠাগারগুলির মধ্যে আরও সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে একটি পাঠাগার সমন্বয় সমিতি গঠন সাপেক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক গঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটি আরও সক্রিয় হোক।

মাষ্টারদা স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা

১২ই জানুয়ারী বিপ্লবী বীর সূর্যসেনের তিরোধান দিবস উপলক্ষে মাষ্টারদার প্রতিকৃতিতে পাঠাগারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। সহ-সভাপতি শ্রীমহীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনুপম সাহা মাষ্টারদার সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার কাঁদোয়া, নদীয়া

গত ৯.২ ও ১০।২ তাং পাঠাগার কর্তৃক ২২তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নদীয়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী এস, কে চ্যাটার্জী এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ডাঃ এন, আর, চাটার্জী।

কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার বর্ধমান

গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মজুমদার ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ। সভাপতি, প্রধান অতিথি গ্রন্থাগার পরিচালনার নানা সমস্যা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বর্ধমান

গত ২৩শে জানুঃ পাঠাগার কর্মীদের উদ্যোগে ও পরিবার ও বিশ্বকল্যাণ কেন্দ্রের সহযোগিতায় "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস" পালিত হয়। ২৬শে জানুঃ প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। সংলাপবাণী পাঠ, প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও সমাপ্তি সঙ্গীত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জুতহাট মিলন পাঠাগার বর্ধমান

গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত ১৪ই নভেঃ ১৯৭৩ স্বর্গত প্রাধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর জন্মদিবসে "শিশুদিবস" পালিত হয়। ভারত সেবাশ্রমের মহারাজ স্বামী হিরন্ময়ানন্দের সভাপতিত্বে জনসভা ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন হয়। সভাশেষে তরুণসঙ্ঘের পরিচালনায় "বেকার" নাটক অভিনীত হয়।

সংস্কৃতি, আমতা, হাওড়া

কবি নিমাই মান্নার সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্মরণে একটি সভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সদস্য ও সভাপতি ৺সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সংস্থার সদস্যবৃন্দ ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণে এক আলোচনা সভা ও সাহিত্যবাসরের আলোচনা করেন। সভাপতি নিমাই মান্না এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ও ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করেন। বাংলা ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবীতে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণতরুণ সঙ্ঘ, হুগলী

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সঙ্ঘের সহযোগিতায় ও রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কর্তৃক সেবাসঙ্ঘের মন্দির প্রাঙ্গনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৯তম জন্মতিথি উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী তিথিপূজা, হোম,নামসংকীর্ত্তন ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কুমুদ স্মৃতি সঙ্ঘ, চাঁপদানী, হুগলী

গত ২৫।১১।৭৩ তাং সঙ্ঘের সাধারণ সভা ও সভ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন—

(১) সর্বশ্রী বুল্টো কুমার ভট্টাচার্য সভাপতি, (২) অনাদিবান্ধব মুখার্জী সহ-সভাপতি (৩) হেমেন্দ্রকুমার ব্যানার্জী সহ-সভাপতি (৪) হরদেব ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক (৫) অনিল কুমার ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ (৬) হৃষিকেশ নিয়োগী, সহ-সাধারণ সম্পাদক (৭) ভক্তিপদ রেজ, গ্রন্থাগার সম্পাদক (৮) পান্নালাল ঘোষ, গ্রন্থাগারিক (৯) ধীরেন চন্দ্র ঘোষ' ক্রীড়া সম্পাদক (১০) নীতিশ মুখার্জী, সংস্কৃতি সম্পাদক (১১) কানাইলাল দাস, (১২) মদন মোহন ব্যানার্জী (১৩) নিমাই ঘোষ, (১৪) অধীর ব্যানার্জী, রবীন মণ্ডল, (১৬) শ্যামসুন্দর নাথ' (১৭) পঙ্কজপ্রিয় মুখার্জি, (১৮) প্রণয় প্রকাশ ভট্টাচার্য, (১৯) জগন্নাথ রেজা সদস্যবৃন্দ।

সঙ্কলনেঃ মিনতি চক্রবর্তী

জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২

সম্পর্কে

নাগরিক সম্মেলন

বিগত ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৩ ষ্টুডেণ্টস হলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আনীত জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২ সম্পর্কে এক নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে।

উদ্যোক্তাদের পক্ষে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিভাগের রিডার শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার বিল ঝা কমিটির সুপারিশের পরিপন্থী, কারণ উক্ত কমিটির মতে জাতীয় গ্রন্থাগার অবশ্যই সরকারী পরিচালনাধীন থাকা উচিত। তিনি বলেন জাতীয় সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক সম্পদ সংরক্ষণকারী অন্যান্য সমগোত্রীয় সংস্থাগুলি, যেমন National Archives বা National Museum সম্পর্কে এধরণের চিন্তা; আসেনি, আসলে এর পেছনে কোন চক্রান্ত কাজ করছে এমন সন্দেহ অমূলক নয়। তিনি আরও বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থায় জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের দেশে কোন সঠিক মূল্যায়ণ হয়নি, এই বিল সেই চিন্তাহীনতার ফসল; আমরা চাই সমস্ত ভারতব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি।

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সরকারী কাজ এবং নীতিকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও স্ববিরোধী বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন যে সাম্প্রতিককালে যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছে তার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে ঝা কমিটির সুপারিশ কার্যকর করতে কোন আইনগত বাধা নেই।

তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগারদরদীরা চান জাতীয় গ্রন্থাগারকে সরকারী আওতায় রেখে সুষ্ঠু এবং সুনির্দিষ্ট নীতির সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের ত্রুটিগুলি দূর করা হোক।

বিশিষ্ট কথাশিল্পী শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে ত্রুটি সর্বত্রই আছে, কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারকে পুজোর ঘরের মত পরিস্কার এবং স্বচ্ছ রাখতে হবে; একে বাঁচিয়ে রাখবার, একে সুষ্ঠুভাবে চালাবার দায়িত্ব সরকারের কারণ জাতীয় গ্রন্থাগার জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জাতীয় স্বার্থপরিপন্থী এই বিল প্রত্যাহারের দাবী জানান।

পরবর্তী বক্তা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ বিমন বিহারী ভট্টাচার্য প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতা করে বলেন যে সরকারী দায়িত্ব ঝেড়ে ফেললেই জাতীয় গ্রন্থাগার ত্রুটিমুক্ত হবে না, তার অভাব দূর হবে না। তিনি বলেন যে বাইরে থেকে কলকাতায় সবাই আসেনে, বুদ্ধির চর্চা জ্ঞানের চর্চা করতে গেলে কলকাতায় আসতে হয়, কারণ কলকাতায় আছে জাতীয় গ্রন্থাগার। মফঃস্বলের বহু

ছাত্রছাত্রী বহুকষ্টে শুধু জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্যই কলকাতায় থাকেন। তাঁর মতে, প্রাত্যহিক জীবনে বহু দুঃখ, কষ্ট, অভাব সবই সহ্য করছি কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানে বুদ্ধির চর্চা করি, বুদ্ধিজীবী অস্তিত্ব রক্ষা করি, সেই প্রতিষ্ঠান— জাতীয় গ্রন্থাগার সুস্থভাবে বেঁচে থাকুক, এটা মনেপ্রাণে চাই।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র বলেন যে আজ বক্তৃতার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ জাতীয় গ্রন্থাগার বিল নিয়ে যুক্তি-প্রতিযুক্তি হয়ে গেছে, এখন জোর গলায় বলবার সময় "জাতীয় গ্রন্থাগার বিল প্রত্যাহার করতে হবে।" জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগের উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা আশঙ্কা করছি বোধ হয় বাপ-মা তাঁদের ছেলেকে কোন অপরিচিত লোকের কাছে দত্তক দিচ্ছেন—এই ব্যবস্থায় আমাদের সায় নেই; কারণ আমাদের চোখের সামনে কর্পোরেশনের মতো স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান থাকতে আমরা কিছুতেই এই প্রতিষ্ঠানকে সরকারী আওতার বাইরে যেতে দিতে পারি না—জাতীয় সরকারের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থানকে পালন করা; সেই দায়িত্ব যথাযোগ্যভাবে পালন করা দরকার।

মধ্য কলিকাতার প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধি শ্রীবরেন দাঁ তাঁর ভাষণে বলেন যে শিক্ষার অধিকার জন্মগত অধিকার এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো শিক্ষার পীঠস্থানের দায়িত্ব এড়াতে জাতীয় গ্রন্থাগার বিল পেশ করে এই সরকার প্রমাণ করলেন যে তাঁরা শিক্ষার অধিকারকে পূরণের দায়িত্ব নিতে নারাজ। এই বিলে এমন স্বায়ত্ব শাসনের প্রস্তাবনা যেখানে সরকারী দায়িত্ব নেই, অর্থাৎ বোঝ চাপাবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ক্ষমতা সরকার নিজেরই হাতে রেখেছেন, এই স্বায়ত্বশাসন কোন উন্নতির পথ হতে পারে না।

সভাপতি মহাশয় অতঃপর সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তিনি বলেন যে তাঁর ব্যক্তিগত মত দ্বিধাবিভক্ত, কারণ সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত—উভয় প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি আছে এবং এ সম্পর্কে তিনি নিজে জোর করে কিছু বলতে পারেন না।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম সচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল উদ্যোক্তাদের পক্ষে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে কলকাতার এই জনমতকে কেন্দ্রীয় সংকার মূল্য দেবেন।

প্রতিবেদক : অজয় ঘোষ

বার্তা বিচিত্রা

নিউ ইয়র্কে মধুসূদন পাঠাগার

আমেরিকার বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৬শে জানুয়ারী মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সার্ধশত জন্ম বার্ষিকী নিউ ইয়র্কে পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে লেখক ও কারুশিল্পী শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র রায় নিউ ইয়র্কে বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের মাইকেল মধুসূদন পাঠাগারটি উদ্বোধন করেন। এইটি সঙ্ঘের নবম পাঠাগার এবং মহাকবি মাইকেলের সমগ্র ইংরাজী ও বাংলা রচনা এখানে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিশ্বের সর্বোচ্চ মূল্যের সাময়িক পত্রিকা

বিশ্বের অসংখ্য ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার মধ্যে সবচেয়ে দামী পত্রিকাটির নাম 'ডেটাগ্রাফস'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস শহর থেকে প্রকাশিত একটি অর্থনীতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিকী। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'তথ্য-নকশাবলী' বা 'তথ্য রেখা চিত্রাবলী'। এই পত্রিকার এক সংখ্যার একটি মাত্র কপির মূল্য ১২০০ টাকা। এর জন্য গ্রাহককে বাৎসরিক চাঁদা দিতে হয় তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা। এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী উইলিয়াম ও নীল।

নেহরু স্মারক সংগ্রহশালা ও পাঠাগার

গত ২৭শে মার্চ নয়াদিল্লীতে নেহরু স্মারক সংগ্রহশালা ও পাঠাগারের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি। এই সংগ্রহশালা ও পাঠাগারে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য আধুনিক সরঞ্জাম সমন্বিত সুসজ্জিত একটি প্রেক্ষাগৃহ আছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত তথা বিদেশ থেকে আগত লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদগণের সুবিধার জন্য কয়েকটি আলোচনা গৃহ নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। ভারতের নবজাগরণের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত যাতে এই একটি পাঠাগারে বসে গবেষক তথা পণ্ডিতজনেরা পেতে পারেন সেজন্য রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে অদ্যাবধি প্রকাশিত ভারত সম্পর্কিত সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থ এই পাঠাগারের জন্য সংগ্রহ করা হবে।

সাংবাদিকতায় দুর্গা-রতন পুরস্কার

সাংবাদিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেবার জন্য দুর্গাদাস রতন দেবী ট্রাষ্টের তরফ থেকে প্রতি বৎসর দুর্গা-রতন পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে এই পুরস্কারের জন্য আঞ্চলিক আহ্বায়কগণ অথবা কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির নিকট নাম পাঠাবার শেষ তারিখ ২১শে ফেঃ। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন বিচারপতি এন রাজাগোপাল আয়েঙ্গার। মোট চারটি বিভাগে এই পুরস্কার দেওয়া হবে (ক) যে সম্পাদক সরকার বা জন-সাধারণের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন (খ) যে সাংবাদিকের রচনা বৎসরের শ্রেষ্ঠ ভাষা

বা প্রবন্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে (গ) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট শ্রেণীর রচনা (ঘ) সংবাদভিত্তিক চিত্র বা কার্টুন যার ফলে সেই বিশেষ ঘটনার প্রতি পাঠক সমাজের এবং সাধারণভাবে দেশবাসীর নজর সার্বধিক আকৃষ্ট হয়েছে।

ঢাকায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জাতীয় সম্মেলন

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি বিধানের জন্য দেশবিদেশের বাংলা সাহিত্যের লেখক, অনুরাগী ও পৃষ্টপোষকদের সম্মেলনের ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে। এ ধরনের বলিষ্ঠ উদ্যোগ বাংলাদেশে এই প্রথম। বিশ্বের বাংলাভাষা ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদের এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতি রাজ্য থেকে একজন করে এবং পশ্চিমবাংলা থেকে প্রায় কুড়িজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। অধ্যাপক ডঃ মযহারুল ইসলাম, মহাপরিচালক বাংলা একাডেমি (ঢাকা) উদ্যোগে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সংকলক: মিনতি চক্রবর্তী –

ভ্রম সংশোধন

২০৮ পৃষ্ঠায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছুটির তালিকায় সালের ভুল আছে। ওটি এই বৎসরের অর্থাৎ ১৯৭৪ সাল হবে।

—সম্পাদক

বিয়োগ পঞ্জী

সৈয়দ মুজতবা আলি

১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হাসপাতালে সৈয়দ মুজতবা আলি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। ১৯০৪ সালে শ্রীহট্টের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ১৯২১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন এবং ওই বছরই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর তিনি প্রথমদলের ছাত্র হন। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, বেনোয়া বগদানফ, মৌলানা জিয়াউদ্দিন এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তিনি বিভিন্ন ভাষা ও শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর তিনি কাবুলে অধ্যাপনার চাকরী নিয়ে চলে যান। সেখান থেকে ফিরে জার্মানভে বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পান। বহু ভাষাবিদ আলি সাহেবের আগ্রহ বিচিত্র হলেও মূল পাঠ্যবিষয় ছিল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। সেই কারণেই তিনি কায়রোর বিখ্যাত আল আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। দেশে ফেরার পর তিনি বরোদার গায়কোয়াড় সয়াজি রাওয়ের আমন্ত্রণে বরোদায় গিয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি চল্লিশের দশকে 'সত্যপীর' ছদ্মনামে আনন্দবাজারে নিয়মিত লিখতে থাকেন। সেই লেখা এবং অন্যত্র 'টেকচাঁদ' ছদ্মনামে সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপরেও তিনি দিল্লী থেকে 'রায় পিথোরা' ছদ্মনামে আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে লেখেন। ইতিমধ্যে তিনি কিছুদিন মাদ্রাজের অরুণাচলে, রমন মহর্ষির আশ্রমে চলে যান। সেখান থেকে ফিরে কিছুদিন নয়াদিল্লীর স্বাধীন ভারতসরকারের শিক্ষামন্ত্রকে চাকরী করেন। এই চাকরী ছেড়ে দিয়ে অবসর সময়ে লিখতে থাকেন তাঁর কাবুল প্রবাসের অভিজ্ঞতা। এই লেখাই ১৯৪১ সালে 'দেশে বিদেশে' নামে দেশ সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়। তারপর একে একে লেখেন—পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠি, চাচা কাহিনী ও অবিশ্ব। পঞ্চাশের দশকে কিছুদিন তিনি আকাশবাণীতে ষ্টেশন ডিরেক্টারের কাজ করেন। তারপর আবার আসেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে কিছুদিন জার্মান ভাষায় অধ্যাপক ও ইসলামী অবিখ্যাত সংস্কৃতির প্রধানরূপে কাজ করেন। সেই সময় তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি, ১৯৪৯ সালে তিনি পূর্বপাকিস্তানের বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সেখানে এক সাহিত্য-সভার প্রশ্নের উত্তরে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বড় বলায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি নরসিং দাস পুরস্কার পান। ১৯৬০ সালে পান আনন্দ পুরস্কার। তাঁর বিখ্যাত কয়েকখানি বই শহর-ইয়ার, শবনম, হিটলার, বন্যধুম, পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, বড়বাবু ইত্যাদি তিনি প্রধানত রম্যরচনাও ভ্রমণ কাহিনী লিখলেও ছোট গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধও আছে। সুরসিক, আড্ডাবাজ হিসাবে তিনি সকল বয়সের লোকের কাছে প্রিয় ছিলেন।

পরলোকে ঔপন্যাসিক বেট্‌স্‌

খ্যাতনামা বৃটিশ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও গল্পলেখক হার্বার্ট-আর্নেষ্ট বেট্‌স্‌ গত ৩০শে জাঃ ক্যান্টারবেরী হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর।

বেটস্-এর উপন্যাস 'দি টু সিসটারস' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে আর শেষ উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের শেষভাগ 'দি ওয়ার্লড অব হাইপনেস' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি রয়্যাল এয়ার ফোর্সের একজন পাইলট ছিলেন এবং কয়েকটা অ্যাকশনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অন্তত তিনখানা গ্রন্থ—'দি গ্রেটেষ্ট পীপল ইন দি ওয়ার্লড' (নাটক) এবং 'হাউ স্লীপ দি ব্রেভ' ও 'ফেয়ার টুড দি উইণ্ড ফর ফ্রান্স' (উপন্যাস) বিশেষ করে সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতাকেই কেন্দ্র করেই রচিত। যুদ্ধোত্তরকালে রচিত তাঁর তিনখানা উপন্যাস 'দি পারপেল প্লেইন' 'দি স্নীপলেস মুন' ও 'এ মোমেণ্ট অব টাইম' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অন্তত পনেরোটি ভাষায় বেটস্-এর বিভিন্ন গ্রন্থ, বিশেষত যুদ্ধোত্তরকালের রচনাবলী অনূদিত হয়েছে। সাহিত্য ছাড়া চিত্রকলায়ও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল।

সংকলনে: মিনতি চক্রবর্তী

Vol. 23 No. 8—10 Nov. '73—Feb. '74

Research and Library by KRISHNA CHAKRAVARTY

In this article, Miss Chakravarty establishes the importance of library services for research works. In order to do it, she traces the history of libraries in India in the remote past to recent times, the development of research works and the nature of services rendered by a modern library to a research worker, she emphasizes the fact that without the help of a library, no research worker can cope with the problems of explosion of information coming out every moment regarding his/her subject. She opines that in the interest of saving the heritage of humanity librarians have to shoulder the responsibility & continuing the documentation services to the research workers.

[P 179]

Memorandum submitted to the Secretary, Department of Education Govt. of W. Bengal for the development and extension of free public library services supported by Legislation.

—The memorandum which was submitted by the Jt. Committee formed with representatives of three organisations viz. Bengal Library Association, W. B. Sponsored Library Assoeiation and National Library Employees' Association, emphasized the need for library legislation which is a longstanding just demand of library workers in West Bengal. Among the public libraries, it was stated that there were three categories of libraries. viz. Govt. libraries, Govt. sponsored libraries and subscription libraries. Among them District, Sub-divisional and rural libraries were registered under the Societies Registration Act of W. Bengal. This Act was not appropriate for organisation of a library system and several anomalies emerged. Financial liabilities of these libraries were bourne by the Govt. of W. Bengal but the Govt. had never been able to establish tis control over the libraries. As a result a diarchy set in.

Regarding acquisition of books it is found that the grant remains at 1956 level, as a tesult input of documents has gone down very much than previous.

At present there is no integration amongst the libraries. State library has no control over the District libraries, and the District libraries in its turn have no control over the Town/Sub-divisional/Rural libraries The mobile library service is almost disrupted.

The library workers are very much neglected by the Govt. in respect of pay, status and service rules.

The memorandum expressed as a matter of solurion that the library legislation is a must for ensuring free public library service to the people. In order to do that atleast 2·5% of state educational budget will be a necessary condition for a fair development of a public library system for the state.

In case of subscription libraries proper financial assistance from the Govt. end, should be given so that their present unhealthy condition be minimised. [P 182]

Manishi Rajendralal—a biography by GURUDAS BANDYOPADHAY

—Rajendralal Mitra was born in Calcutta on 16th February 1822. After completion of school education he took admission in the medical college in the year 1837. He directed himself to the studies of Sanskrit, Persian, Urdu, Latin, German, French and Greek. In 1846 he was appointed as Assistant Secretary and Librarian in Asiatic Society.

He spent many years in studying Science, Humanities, History, Geography, Religeon, Sociology, Zoology, Aonthropology, Journalism, Photography etc.

In 1856 he became the Principal in such institution as was mostly meant for the sons of the landlords.

In 1868 he was appointed as Archeologist and he brought out 'Antiquities of Orissa'. In 1876 he was an advisor of Bodh Gaya excavation.

The Govt. of India honoured him and conferred on him the title 'Rai Bahadur (1877)', 'CIE (1878)' and Raja in 1888.

He was the President of British Indian Association, Central School Book Committee, Land holders' Association, Calcutta School Book and Saraswat Samaj.

He was the editor of two Bengali periodicals. University of Calcutta awarded him the degree of Doctor of Law. He was also Councilor of the Corporation of Calcutta, and Justice of Peace. He was once President of the Second Session of Indian National Congress in 1886 held in Calcutta. [P 188]

He expired on 26th July 1891.

Library Day

On 20th December, Thursday, the Library Day '73 wa being obsserved in the Mahabodhi Society Hall. In the central meeting, Sri Prabir Roy Chowdhury explained the role of public library in Society. Proper development of Public libraries was ignored during British regime as well as present regine. Only ½% of the budget was being spent for libraries.

He stressed that without organised library movement nothing would be achieved.

Sri Tushar Kanti Sanyal moved the resolution which was supported by Sri Bijay Pada Mukherjee. Another resolution was moved by Sri Arun Roy and was supported by Sri Ajay Kumar Ghosh.

Dr. Asit Kumar Bandpadhay, Head of the Dept. of Bengali, Calcutta University presided over the meeting. He said that the library movement was as far as 150 years back. This movement was backed by the terrorists. At present authorities concern are not trying to build up the student community on the basis of reading habit. Students in their turn care little for the books. [P 196]

Convocation of certificate students

On 20th December '73 at 5 P. M. the convocation of B. L. A. students was being held at Mahabodhi Society Hall. Successful candidates of certificate in Library Science Examination '73 were awarded with the certificate. Sri Satyendra Mohah Chattopadhay, President of W. B. Board of Secondary Education distributed the certificates. Sm. Mukti Gangopadhay stood first in the Examination. She was awarded with 'Kumar Munindra Deb Roy Memorial Medal'. [P 199]

In memorium : Bani Bose

On 18th January 1974, the Association muourns the death of her pioneer worker Miss Bani Bose, who expired on 2nd January in cancer. Dr. Nihar Ranjan Roy presided over the meeting. Among the speakers were, Pramil Chandra Bose. Ranesh Podder, Baidyanath Banerjee Chowdhury, Prabir Roy Chowdhury. Sourindra Mohan Ganguli.

Everybody recalled her contribution in preparing Bangla Sishu Sahityer Granthapanji. [P 200]

News from the Libraries

Calcutta : Chinmayee Smriti Pathagar, Masterda Smriti Pathagar.
Nadia : Vivekananda Pathagar Kandoa.
Burdwan : Jaragram Makhanlal Pathagar, Nuthat Milan Pathagar.
Howrah : Samskriti.
Hoogly : Kamarpukur Ramakrishna Tarun Sangha, Kumud Smriti Sangha.

News and Views

Madhusudan Library at New York ; Costliest periodical of the world ; Nehru Memorial Meseum and library at New Delhi ; Durga-Ratan Prize for the Journalists ; Bengali Language and Literature Conference at Dacca. [P 213]

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মালিকানা ও প্রকাশন সংক্রান্ত বিবরণী

(ফর্ম ৪, নিয়মাবলী নং ৮)

প্রকাশনার স্থান : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

প্রকাশ কাল : মাসিক

মুদ্রাকরের নাম : শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়,

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : ১০০/১, ভূপেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৪

প্রকাশকের নাম : শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : ১০০/১, ভূপেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৪

সম্পাদকের নাম : বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : ১১৪ই, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, কলিকাতা-৪৭

পত্রিকার স্বত্বাধিকারী : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ঠিকানা : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

আমি, শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : সৌমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

তারিখ : ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৩

দ্বাবিংশতি বর্ষ ॥ একাদশ—দ্বাদশ সংখ্যা ফাল্গুন—চৈত্র ॥ ১৩৮০

॥ সূচী ॥

বার্ষিক মূল্য—১২·০০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী-সম্পাদক—সুবীর ঘোষ

বর্ষ ২৩, সংখ্যা ১১-১২ | ১৩৮০, ফাল্গুন—চৈত্র

সম্পাদকীয় :

সেন কমিটি ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী

ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে প্রায় ১৫ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ডঃ এস. আর রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে গঠিত গ্রন্থাগার কমিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে। এই সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম হল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও মর্যাদা দান। পরবর্তীকালে ইউ. জি. সি-র পক্ষ থেকে এই বেতনক্রম কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গত এক দশকে ইউ. জি. সি বেতনক্রম প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ব্যর্থ হয়েছে। রঙ্গনাথন কমিটির সুপারিশ গ্রহণকালে ইউ. জি. সির মূল উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে জড়িত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এমন একটি মৌলিক পরিবর্তন আনা যাতে শিক্ষা ও গবেষণার কাজে গ্রন্থাগার তার প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে যে সব কর্মপন্থা নেওয়া হয় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যেমন যথাযথ শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের এই বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট করা তেমনি এই বৃত্তিতে কর্মরত অথচ এতদিন পর্যন্ত বেতন পদমর্যাদার প্রশ্নে অবহেলিত কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দান। পঃ বঃ সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে সামান্য কয়েকটি পদ ছাড়া কোথাও ইউ. জি. সি বেতনক্রম প্রবর্তন হয়নি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রায় পাঁচশত গ্রন্থাগার কর্মী নিযুক্ত আছেন। এই কর্মীবাহিনীর মধ্যে প্রায় ২ শত কর্মীর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বৃত্তিগত শিক্ষা আছে অথচ এদের মধ্যে মাত্র ১২জন শিক্ষকদের সমতুল বেতন পাচ্ছেন। কলেজের অবস্থাও নৈরাশ্যজনক। তিনশতাধিক কলেজে যে পাঁচশতাধিক গ্রন্থাগারিক ও সহগ্রন্থাগারিক কর্মরত আছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র ৩০/৭০ জন ৩০ টাকা হারে এ্যাড হক হিসাবে পাচ্ছেন। ১-৪-৬৬ সালে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যে বেতনক্রম (৩০০-৮০০ টাকা) প্রবর্তন হয়েছে তা আজও কলেজের গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়নি। শুধু তাই নয় ১-৪-৬৬ সালের পরে যাঁরা কাজে যোগ দিয়েছেন শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এ্যাড হকও পাচ্ছেন না। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রেও দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবত সঠিক বেতন নির্ধারণের নীতি আজও স্থির হল না। এক কথায় কি কলেজ কি বিশ্ববিদ্যালয়, উভয়ক্ষেত্রেই সমগ্র অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে শিক্ষকদের বেতনক্রম সংশোধনের জন্য ইউ. জি. সি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন তখন স্বভাবতই গ্রন্থাগারিকদের মধ্যেও আশার সঞ্চার হয় যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালের দুর্ভোগের হয়ত আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এবং গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের বঞ্চনার অবসান ঘটবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সেন কমিটি গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা দানের প্রশ্নটি বিবেচনা করতে প্রস্তুত হন নি। সেন কমিটি একতরফাভাবে শিক্ষকদের জন্য সংশোধিত বেতনক্রম সুপারিশ করে তাঁদের কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগারিক ও ফিজিক্যাল ইন্‌স্ট্রাকটরদের বেতনক্রম বিবেচনা করার জন্য ডঃ সেনের সভাপতিত্বে আর একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির সুপারিশ এখনও পাওয়া যায় নি। শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধনের প্রশ্নটি বিবেচনা না করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে করি না। রঙ্গনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে যে নীতি সারা ভারতে অনুসৃত হচ্ছে তার থেকে পিছু হঠার এই নীতি শুধু আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকেই বিপর্যস্ত করবে না, শিক্ষার অগ্রগতিকেও ব্যাহত করবে। শিক্ষকদের সমতুল বেতন না দেওয়ার কারণ হিসাবে যে সব যুক্তি শোনা যাচ্ছে তার মধ্যে প্রধান হলো আমাদের গ্রন্থাগারগুলি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না বা আমাদের গ্রন্থাগারিকদের কাজের মানও এমন পর্যায়ের নয় যে তাদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন দেওয়া চলে। এই সব অযৌক্তিক বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য হলো (ক) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি বিধান শুধু মাত্র গ্রন্থাগারিকের উপর নির্ভর করে না। গ্রন্থাগার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু নীতি, গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান, বেতন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয় কর্মীবাহিনী, গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের স্বাধীনতা, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এই সব প্রশ্নে আমাদের দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আজও রক্ষণশীল ও পশ্চাদপট দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা আচ্ছন্ন। সুতরাং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক অগ্রগতি যদি কিছু না হয়ে থাকে তার জন্য গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীরা আদৌ দায়ী নয়। (খ) আমাদের দেশের সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কার্যক্রমের সঙ্গে তুলনা করলে বলা চলে যে গ্রন্থাগারের কাজের মান অন্যান্য সংস্থাগুলির তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। জাতীয় জীবনের সার্বিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে সমালোচনা আছে তা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের যদি বেতন ও মর্যাদার আবার বঞ্চনা করা হয় তাহলে তার চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কি হ'তে পারে! (গ) বলা হয় যে অনেক গ্রন্থাগারিক উচ্চমানের নয়। এখানে প্রশ্ন ভারতের শত শত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষক সমাজ নিযুক্ত আছেন এবং যাদের জন্য আবার সংশোধিত সুপারিশ করা হ'ল তারা সকলেই কি উচ্চমানের শিক্ষক? শিক্ষক সমাজের মধ্যে যেমন উচ্চমান বা যথাযথ মানের শিক্ষক আছে, তেমনি নিম্নমানের ব্যর্থ শিক্ষকের সংখ্যাও কম নয়। গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র তাহলে গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেই শুধু কাজের মান উচ্চ পর্যায়ের নয় এই বক্তব্যটি

(শেষাংশ ২৫৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির দর্শন

মৃদুলা চট্টোপাধ্যায়

1.1 মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ইন্দ্রিয় উপলব্ধি দ্বারা তার পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি সাড়া দেয় এবং এইভাবে কোন বিষয়ের অস্পষ্ট ধারণাকে ভাবমূর্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে। সেটা তার ভবিষ্যৎ ব্যবহারের উপযোগী পরীক্ষামূলক বা গবেষণামূলক কাজের উপাদান। যাই হোক, মানুষের পারিপার্শ্বিক জগৎ এতই বিপুলায়তন ও জটিল যে তাকে একটি বিশৃঙ্খল জট বলেই মনে হয়। সে সম্বন্ধে তার পূর্ণ উপলব্ধি কখনই সম্ভব নয় যদি না সে তার কোন একটি বিশেষ দিক বেছে নেয়। এই বিষয়ে কোন সহজ পদ্ধতি আছে কিনা তা বিতর্কের বিষয়; কিন্তু তার কাছে প্রথমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান কোন পদ্ধতি ছিল না। টমাস কার্লাইল একদা বলেছিলেন: 'জ্ঞানের বৃহত্তর অংশ হল সমস্ত বিষয়ের উপর সঠিক নাম দেওয়া'। যাই হোক এই পাথরকুঁচি হইতে মানুষ ভবিষ্যৎ ব্যবহারের ভিত্তিস্বরূপ ও আরও বৃহত্তর কাঠামো প্রস্তুতের জন্য জ্ঞানের একটি কাঠামো সৃষ্টি করেছে।

1.2 কার্ল পপার (Karl Popper) প্রমুখ ব্যক্তির দ্বারা একথা স্বীকৃত যে জ্ঞান এমন কি বিজ্ঞান-ভিত্তিক জ্ঞানও কোন অবশ্যম্ভাবী পদ্ধতি নয় এবং সত্যের বিকল্পও নয়। Aristotle-এর অনুমান অনুসারে বিন্যাস-প্রকৃতি সহজাত কিনা তা বিতর্কের বিষয়; কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায় শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থা আমাদের প্রভূত সাহায্য করে। কোন জ্ঞান-তাত্ত্বিকের (epistemologist) নিকট অর্থবিভাগত যুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে কৃত প্রমাণ জ্ঞান-প্রসারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে বিষয়টির সহিত সে সর্বদাই একমত তা হল প্রতিটি যুগ অবশ্যই জ্ঞানের শ্রেণীবদ্ধকরণের নিজস্ব প্রণালী সৃষ্টি করবে। এই জ্ঞান এমন একটি ব্যবস্থার জন্ম দেবে যাকে ঘিরে ধারণা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি গড়ে উঠবে। সময়ের অতিক্রমণে এই মত পরিবর্তিত হয়। 'Principles of Science'-এ জেভনস (Jevons) বলেছিলেন: বিষয়ানুসারে শ্রেণীবদ্ধকরণ করা সম্ভবপর হলে তা খুবই প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গেছে যে সেটা একটি অবাস্তব কল্পনা। বিজ্ঞানের বিবিধ দিকগুলিকে শ্রেণীবদ্ধকরণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার যেহেতু তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই জটিল। এমন কি আধুনিক দার্শনিক Cassirer ও Linnaeus কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বাভাবিক (natural) শ্রেণীবদ্ধকরণের পরিবর্তে কৃত্রিম (artificial) শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থার তাঁরা সমালোচনা করেছিলেন। কারণ তাঁদের মতে 'কৃত্রিম বিন্যাস'কে জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

Ledger, wood প্রমুখের মতে 'সংসামূলক সীমাতিক্রম' (referential transcendence) সমস্ত প্রকার জ্ঞানের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। কারণ 'all knowledge is of or about an actual or supposed object other than itself', সুতরাং শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থাকে যদি ব্যবহার যোগ্য করতে হয় তাহলে সেটা অবশ্যই এই বিষয়টিকে প্রতিফলিত করবে। তৎসহ ধারণাগুলি একে অপরের সহিত এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে যাতে তারা জ্ঞানের সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

1.3 Linneaus সম্পর্কে Cassirer-এর সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থার সঙ্গে Taxonomy ব্যবস্থার মিল ছিল। Taxonomy ও Aristotle-কৃত ন্যায়শাস্ত্র শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থাকে নমুনাসমূহের নির্দিষ্ট বিন্যাস পদ্ধতির ধারণার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। যাই হোক, তাঁরা স্থায়িত্বের ধারণা সম্বন্ধে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের বিভাগসমূহ (blocks) ভঙ্গুর প্রকৃতির—কারণ বিজ্ঞানের মধ্যে কোন স্থায়িত্ব নেই। উপরন্তু তাঁরা জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) হতে অন্যপথে চালিত হয়েছিলেন।

2.1 রঙ্গনাথনই প্রথম জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ-করণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে পুস্তক বিবরণী সংক্রান্ত শ্রেণীবদ্ধকরণ (bibliographical classification) এবং জ্ঞানবিকাশের বিবিধ ধারণা (নিরাবরণকরণ, বিশ্লেষণ, স্তরায়ণ (lamination) ও অসংসক্ত একীভবন (loose assemblage) সহিত সম্পর্কটি দেখিয়েছিলেন। গ্রন্থাগারিকতা (librarianship) বর্তমানে জ্ঞানতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান পরিচালনা ও ব্যবহারের বিশিষ্ট জ্ঞান। জ্ঞানতত্ত্বগত ভিত্তিভূমি সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকবে যদিও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীবদ্ধকরণের কাঠামোর সৃষ্টি হতে পারে।

2.2 এখন দেখা যাক কিভাবে রঙ্গনাথন এই জ্ঞানতত্ত্বীয় সত্যকে পুস্তক ও পাঠ্যবস্তুকে গ্রন্থাগারের শ্রেণীবিভাগের ব্যবহারিক কাজে লাগিয়েছেন। প্রথমে তিনি জ্ঞানের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে জ্ঞান হল সভ্যতার দ্বারা সংরক্ষিত তত্ত্ব ও তথ্যাদির সামগ্রিক যোগফল। সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের পরিধিও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং যে কোন মুহূর্তে আমরা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের কথা বলতে পারি। তাহলে জ্ঞানের জগৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নিয়ে গঠিত—অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত।

3.1 ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা এই সমস্ত জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করি। কিন্তু তাঁর মতে এই ধরণের একটি শ্রেণীছদ্ম-অস্তিত্ব-সম্পন্ন (paseudo-entity) মাত্র। জ্ঞানজগতের জন্য শ্রেণীবদ্ধ-করণ-পরিকল্পনা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সরবরাহ-ব্যবস্থা অবশ্যই নিশ্চিত করবে :

1. অসংখ্য রকমের শ্রেণীবিভাগ ;
2. প্রয়োজন অনুভূত হলেই যে কোন সংখ্যক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি (স্তরায়ণ, (lamination) নগ্নকরণ (denudation), অসংসক্ত সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে) ;
3. প্রচলিত শ্রেণী-সংখ্যায় কোন বাধা সৃষ্টি না করে নতুন শ্রেণীগুলির স্থান সঙ্কুলান করা ;
4. শ্রেণীসমূহের প্রতীক স্বরূপ সাঙ্কেতিক-চিহ্ন ব্যবহার।

3.2 রঙ্গনাথন-পরিকল্পনা কতকগুলি জটিল ধারণা (concepts) তালিকাভুক্তিকরণের প্রচেষ্টা নয়। বরং তা এমন কয়েকটি আদর্শ নির্মাণ-কাঠামো সরবরাহ করে যা হতে অন্যান্য অসংখ্য জটিল কাঠামো গঠন করা যেতে পারে। বিষয়বস্তুর সুচিন্তিত বিশ্লেষণ দ্বারা এই আদর্শ নির্মাণ-কাঠামোগুলি (ideal building blocks) সংগৃহীত হয়েছে। এগুলিকে শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং নিঃসন্দেহে, এক পরিভাষার মাধ্যমে মূর্ত করতে হবে। এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তিনি আলোচ্য বিষয়ের প্রধান প্রধান শ্রেণী বা দিকগুলি (facets) নির্ধারণ করেছেন। একটি সহজ

উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ; একজন পলিথিন-দ্রব্য প্রস্তুত কারক অবশ্যই কাঁচামাল, প্রস্তুত-করণ প্রক্রিয়া এবং উৎপাদিত দ্রব্য এই তিনটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক মনোযোগ দেবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহের জন্য উপরিউক্ত প্রধান তিনটি বিষয়কে আবার ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, সেগুলিকে পুনরায় আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে যে বিষয় তালিকা সৃষ্টি হবে সেগুলি দ্রুত অনুধাবনের জন্য এবং শ্রেণীবদ্ধকরণের নিয়ম (order) অক্ষুন্ন রাখার জন্য সেগুলিকে উপযুক্ত সাংকেতিক চিহ্ন প্রদান করা হয়। ফলতঃ জ্ঞানের সীমাহীনতা মানুষের কাছে একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ কারণ জ্ঞানের জগৎ বহুমুখী ; পক্ষান্তরে শ্রেণীসংখ্যার জগৎ একমুখী।

3.3 উদাহরণের সাহায্যে বোঝাবার জন্য আমরা একটি প্রকল্পিত বৈশ্লেষিক-সাংশ্লেষিক শ্রেণীবদ্ধকরণ পরিকল্পনা (hypothetical-analytico synthetic scheme) নিলাম যেটা Higher Mathematics in Library Science প্রক্রিয়ায় নথিসমূহের শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগে। আদর্শ নির্মাণ-কাঠামো জটিল ধারণা-সমূহ থেকে গঠন করা যেতে পারে। ধরা যাক, Ma Hi শব্দ দুইটি Higher Mathematics-এর অর্থবোধক, তেমনি Sc Lb শব্দ দুইটি Library Science-এর। তাহলে Ma Hi Sc Lb শব্দগুলি Higher Mathematics in Library Sciennce-এর প্রতীকরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার, আমরা আমাদের পাঠ্যবস্তুটিকে Sc Lb Ma Hi এই প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। এখন পূর্ববর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে Higher Mathematics Library Science Practised in India এই বৃহৎ শব্দ-সমষ্টিকে Ma Hi Sc Lb Id এই প্রতীক চিহ্নের দ্বারা সূচিত করতে পারি। এই সাংকেতিক চিহ্ন-প রিকল্পনাকে এখন নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে ;

Ma Hi ; Id ; Sc Lb
Sc Lb ; Id ; Ma Hi
Ma Hi ; Sc Lb ; Id
Sc Lb ; Ma Hi ; Id
Id ; Sc Lb ; Ma Hi
Id ; Ma Hi ; Sc Lb
Id ; Ma Hi ; Sc Lb

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তিনটি বিষয় সমৃদ্ধ জটিল সাংকেতিক চিহ্নকে রক্ষণের জন্য ছয়টি সম্ভাব্য পথ রয়েছে। অনুরূপভাবে চারটি বিষয় সম্বলিত সাংকেতিক চিহ্নের জন্য চব্বিশ (২৪) টি পথ থাকবে। সুতরাং অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ একতরফা লিপিবদ্ধ করণের দ্বারা সম্ভব নয়, অবাধ বিন্যাস (free permutation) পদ্ধতির সাহায্যে হয়ে থাকে।

3.4 Citation order বা Preferred order পদ্ধতির সাহায্যে রঙ্গনাথণ এই সমস্যার সমাধান করেছেন। এই পদ্ধতি গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। সেক্ষেত্রে

রঙ্গনাথন এমন একটি Facet formula সৃষ্টি করলেন যাহা বিভিন্ন দিকসমূহের একটি সঙ্গতিপূর্ণ অথচ সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ক্রম নির্দেশ করে। তিনি নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে পাঁচটি প্রধান শ্রেণীর সুপারিশ করেছেন। এগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে কোন বিষয় পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্নভাবে ব্যবহারে আসতে পারে।

১. ব্যক্তিত্ব (personality), ২. বিষয়বস্তু (matter), ৩. শক্তি (energy), ৪. ব্যাপ্তি (space). ৫. সময় (time) Facet formula-র 3 সাহায্য নিলে Creep structure of nickel alloy tubular structures of India in 1972' এই বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে: Tubular structure (personality) ; nickel alloy (matter), creep structure (energy) ; India (space) ও 1972 (time).

4.1 সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবস্থার এই গুরুত্ব সম্বন্ধে রঙ্গনাথনের বক্তব্য: '...it must be endowed with capacity to grow from everywhere. It should be like a tree with an infinity of apical buds scattered over all the twigs. It should be ilke a banyan tree and not like a palmyra tree. There should be no rigidity any where in its structure'.

4.2 উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে রঙ্গনাথন ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ভারতীয়দর্শনের মৌল বক্তব্য হইল এই যে 'এক এবং অদ্বিতীয়' ঈশ্বর জ্ঞানের বিভিন্ন দিকের মাধ্যমে 'তাঁহাকে, প্রকাশ করেন ; একতার অস্তিত্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে যে বৈচিত্র্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। এই অভিজ্ঞতা যখন প্রকৃতপক্ষে অনুভূত হয় তখন 'সত্য' বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। বুদ্ধিগত স্তরে আমরা কেবলমাত্র জ্ঞানের কয়েকটি বিশেষ দিগন্তের ধারণা লাভ করতে পারি অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা শ্রেণীবিন্যস্ত করে জ্ঞানকে প্রকাশ করতে পারি। একহিসাবে এই শ্রেণীগুলি ছদ্ম-অস্তিত্বসম্পন্ন (pseudo entity) কারণ তারা প্রকৃত অস্তিত্বের ছায়ামাত্র। যাইহোক জ্ঞানের প্রতিটি দিগন্তই 'সর্ব' জ্ঞানের জগতে যাত্রারম্ভের স্থল হতে পারে। সেজন্য শ্রেণীসমূহের একটি পারস্পরিক যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাঁর 'Prolegomena to Library Classification' নামক পুস্তকের 'Development of Universe of Knowledge,' নামক অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন: The vedic seers emphasied the inherent though hidden unity of the phenomenon world'. 'Mistress of Vision' নামক কবিতার ২১তম স্তবকের ভাবাবেশপূর্ণ লাইনগুলিতে Francis Thomson এই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বাণীরূপ দিয়েছেন :

All thing by mimortal power
Near or far
Hiddenly,
To each other linked are

That thou can’st not stir a slower
Without troubling of a star.

'Ekavakyata' 'একবাক্যতা' এই শব্দ দ্বারা উপরিউক্ত অভিন্ন আন্তর যোগের অবস্থাটিকে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে এর তাৎপর্য হল: "Whatever mind might do, no subject can be developed without its calling for some development in every other subject sooner or later in other words, the universe of knowledge is a continum."

Bibliography :— 1) Popper Karl—Logic of Scientific Discovery
2) Cassirer, Ernest—Problems of knowledge
3) Ranganathan S,R—Prolegomena to Library Classificetion
4) Jevons. W. Stanley—Principles of Science
5) Speng, Perry—Changing concepts of Classification in Ranganathan Festschrift :— vol. I

কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাস্তব দিক

রামকৃষ্ণ সাহা

শিক্ষাক্ষেত্রে একসময় বিদ্যার্থী ও শিক্ষকের মাঝখানে অন্য কারও অস্তিত্ব ছিলনা। কাল ক্রমশ: অগ্রসরমান এবং সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি সহজ হতে জটিল অবস্থা পেয়ে আসছে। জটিলতার ছাপ আবার সমাজের বিভিন্ন অংশে পরিদৃশ্যমান। তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে আর এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যাঁরা হলেন শিক্ষাকর্মী। শিক্ষণ এদের বৃত্তি না হলেও শিক্ষণ কার্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে এঁরা জড়িত। শিক্ষাজীবি এঁরা। এঁরাই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজার ঘট বসান, শিক্ষকমশাই শুধু পূজাটুকু সেরে চলে যান। আজকের দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আনুপাতিক হারে স্কুলে এঁদের সংখ্যা শিক্ষকদের তুলনায় কম। কলেজে সংখ্যা কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এঁদের অংশ সংখ্যার দিক থেকে বেশ প্রচুরই বলা চলে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিবেচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে এঁদের সংখ্যা মোটেই নগন্য নয়।

১৯৪৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে মন্তব্য করা ছাড়া এঁদের সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনা করেন নি যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই শ্রেণীর কর্মীদের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ণ হয় নি। পনের বছর পরে গঠিত ১৯৬৪ সালের শিক্ষা কমিশনও এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে আলোকপাত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বেতন ও পদমর্যাদার দিকথেকে এই শ্রেণীর কর্মীরা নিম্নস্তরের। এতকাল যাবৎ এঁরা অত্যন্ত অসংগঠিত ছিলেন। বিগত পাঁচ বছরের পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সুসংগঠিত হওয়ার চেষ্টায় থাকলেও সামগ্রিক ঐক্যবোধ এখনও এঁদের মধ্যে অবর্তমান। তবে এঁদের যা কিছু প্রতিষ্ঠা বা অর্থনৈতিক লাভ সবটাই এঁদের নিজস্ব আন্দোলনের ফলশ্রুতি যদিও সে আন্দোলন বিক্ষিপ্ত ভাবে পরিচালিত। আজ কিন্তু সময় এসেছে সামগ্রিকভাবে সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষাকর্মীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়ের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার।

শিক্ষাকর্মীদের একটি অংশ অফিসে পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করেন, একটি অংশ ল্যাবরেটারী বা পরীক্ষাশালায় অপর একটি অংশ গ্রন্থাগারে কর্তব্য পালনে রত।

জ্ঞান পিপাসুদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ কার্যধারার নাম শিক্ষা। যিনি এই কাজ করেন তিনি শিক্ষক। কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে যে ব্যক্তিরা কাজ করেন তাঁরা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার কাঠামোটা বজায় রাখলেও সোজাসুজি বা বকলমে কোনভাবেই জ্ঞান বিতরণ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন; যদিও এঁরা মূলতঃ শিক্ষাকর্মী। গ্রন্থাগারে ও পরীক্ষাশালায় যাঁরা কাজ করেন শিক্ষণ কার্যে বকলমে বা অনেকাংশে সরাসরি অবশ্যই তাঁরা জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজে এঁদের ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা অচল। এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের অভিমত হল "বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগারের এবং পরীক্ষা শালার কিন্তু কলাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারই একাধারে পরীক্ষাশালা ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা পালন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা ও বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এ মন্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হলেও, যেহেতু কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার অংশ বিশেষ সেজন্য এ মন্তব্য কলেজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

শিক্ষার্থীরা জ্ঞান সংগ্রহে তিনটি পদ্ধতি সচরাচর গ্রহণ করেন। শ্রবণ, দর্শন ও পাঠ। তৃতীয় কাজটির জন্য প্রয়োজন ঘটে তথ্যের। সংগৃহীত পাঠ্য বস্তুর আগারকে সহজ কথায় গ্রন্থাগার বলা হলেও পাঠকের প্রয়োজন অনুসারে তথ্য সরবরাহের দিকটা এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান। গ্রন্থাগারে যাঁরা কাজ করেন জিজ্ঞাসুদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হয় চাহিদানুসারে। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার ভিত্তি হিসাবে উপযুক্ত মানের শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে। আধুনিক যুগে তথ্য বিস্ফোরণের (literature explosion) তাগিদে এবং তথ্যের চাহিদা মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় গ্রন্থাগারকে গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক বেশী সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে এর জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত বৃত্তি কুশলী কর্মী বাহিনীর। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনা প্রকটভাবে দেখা গেলেও তার ঢেউ আছড়ে পড়ছে কলেজের দরজায়।

একটা সময় ছিল যাকে অবশ্যই সুদূর অতীত বলা যায় না যখন কিছু বই যে কোন ব্যক্তি, পিওন, বই-বাহক বা করণিকদের হাতে গচ্ছিত থাকতো যাতে তাঁরা সেগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। কোনক্রমে আলমারীস্থ বইগুলি চাহিদা অনুসারে বের করা সম্ভব হত আবার ফেরৎ এলে রেখে দেওয়া হত, কিন্তু সুষ্ঠু নিয়মবিহীন ভাবে। এ ব্যবস্থার প্রচলন এখনও বর্তমান কোথাও কোথাও। নিম্নোক্ত সারণী দ্রষ্টব্য—

কলেজ সৃষ্টি ও গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টির সময়ের পার্থক্য

১—৪ বৎসর	৫—১০ বৎসর	১১-২০ বৎসর বা ততোধিক	মোট
৩১টি কলেজ	১৭টি কলেজ	৯টি কলেজ	৫৭টি কলেজ
	মোট ২৬টি কলেজ		

এক্ষেত্রে অন্ততঃ বলা যায় ২৬টি কলেজ গ্রন্থাগারিক বিহীন ভাবে পরিচালিত হয়েছে ৫ থেকে ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত। ৩১ টি কলেজের গ্রন্থাগারিক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিযুক্ত হয়েছেন। এই কলেজ গুলির অধিকাংশই নতুন।

গ্রন্থাগারগুলির পাঠ্যবস্তুর পরিমাপ কালে লক্ষ্য করা গেছে যে, বেশীর ভাগ কলেজের গ্রন্থসম্ভার নীচুমানের, সংখ্যার দিক থেকে ত বটেই গুণগত বিচারেও। তবে ৬০ এর দশকের পর থেকে কলেজ গুলির অবস্থা কিঞ্চিৎ অদল বদল ঘটেছে ইউ জি সির দেওয়া টাকা পাওয়ার পরে। তাতে আর কিছু না হোক ছাত্রদের হাতে সামান্য কিছু বই তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে অন্ততঃ কিছু জায়গায়।

আগেই বলেছি যে কোন একজন লোক ধরে নিয়ে কাজ চালানোর রেওয়াজ এখনও বর্তমান, বহু ক্ষেত্রে তাই আমরা দেখতে পাই গ্রন্থাগারিকবিহীন গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকের পদে উপযুক্ত যোগ্যতা

বিহীন ব্যাক্তিদের। শুধু তাই নয় অনেক কলেজে আবার 'গ্রন্থাগারিক' পদের বদলে লাইব্রেরী ক্লার্ক লাইব্রেরীয়ান-কাম-ক্লার্ক প্রভৃতির ব্যাপার। আবার এও দেখা গেছে গ্রন্থাগারিক (যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তি হওয়া সত্বেও) সহ-গ্রন্থাগারিক, এবং গ্রন্থ গার করণিক এর সাথে সমবেতন পর্যায়ভুক্ত। এর দায় দায়িত্ব সবটাই কলেজ কর্তৃপক্ষের ; এ ধরনের মানসিকতার একটাই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে সেটি হলো গ্রন্থাগার সম্পর্কে সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। ব্যতিক্রম যেটুকু সে শুধু সরকারী ও স্পনসর্ড কলেজে যেখানে এখন পর্যন্ত কিছু গ্রন্থাগারিকের পদে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছে যদিও কোন ক্ষেত্রে ইউ জি সি প্রবর্তিত মান অনুসৃত হয় নি। প্রাইভেট কলেজের গ্রন্থাগারের যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে সব দায়িত্বটাই কলেজ কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে চাপান সঠিক নয়। কলকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও সেখানে কম নয়। আজকাল যে বিভিন্ন জায়গায় পরিকল্পনাবিহীনভাবে কলেজ সৃষ্টি হচ্ছে সেটা উচিত কি অনুচিত এ প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে কলেজগুলির অনুমোদনের সময় দেখা হয় কি গ্রন্থাগারের প্রকৃত অবস্থা ? সেটি কতটা ছাত্রস্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে ? ছাত্ররাই বা তার থেকে কি ফসল তুলছে ? পরিচালনায় কতজন ব্যক্তি আছেন বা যিনি আছেন তাঁর যোগ্যতা কি ? এ সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা কতটা করা হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কলেজের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কোন মানই আজ পর্যন্ত স্থির করেন নি। তাই আজ সর্বপ্রথমে প্রয়োজন কলেজ গ্রন্থাগারগুলির কার্য-ধারার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা। এবং গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যোগ্যতার মানের প্রয়োগ অবশ্য কর্তব্য। গ্রন্থাগারের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উচিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনগুলি কিভাবে চিন্তা করছেন সে দিকে লক্ষ্য রাখা। ১৯৪৮ সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেছেন "The Library is the heart of all the University's work..." ; "it was distressing to find that in most colleges and universities the library facilities are very poor indeed".

১৯৬৪ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নীতি কি হওয়া উচিত তার কয়েকটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। (১) কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা বিভাগ কখনই গ্রন্থাগার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী, বই, পত্র-পত্রিকা, প্রভৃতির দিকে বিবেচনা না করে প্রতিষ্ঠা করা চলবে না। (২) গ্রন্থাগারের প্রতি উপেক্ষা বা অগ্রাধিকার না দেওয়ার চিন্তার চেয়ে ক্ষতিকর অন্য কিছু নেই (পৃঃ২৮৭)। (৩) এ ছাড়াও গ্রন্থাগারের আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ, শিক্ষক-ছাত্র-গ্রন্থাগার সম্পর্ক, কর্মীসংখ্যা, টেক্সটবুক সংখ্যা, বিভাগীয় গ্রন্থাগার, প্রভৃতি বিষয়ে কমিশন বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু পঃ বঙ্গের অন্ততঃ কিছু কলেজ গ্রন্থাগার থেকে যে তথ্য আমরা পেয়েছি তাতে আমরা বলতে পারি এগুলি যথাসম্ভব কাগজে কলমেই রয়ে গেছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগার :—

কলেজ গ্রন্থাগার শিক্ষাক্ষেত্রে কি ভূমিকা নেবে সে সম্পর্কে দেখার দায়িত্ব কলেজ কর্তৃপক্ষের।

প্রাইভেট কলেজের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা কিছু কিছু যা হয়েছে তার থেকে বলা যায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে এক্ষেত্রে উপেক্ষা ও কারচুপি সবচেয়ে বেশী। গ্রন্থাগার বাজেট আছে হয়ত তবে নাম কা ওয়াস্তে। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক তার অস্তিত্ব আছে কিনা জানেন না। বহুক্ষেত্রে এ অভিযোগও শোনা গেছে যে বই কেনার সরকারী অনুদান অন্যখাতে নানা কায়দায় ব্যয় করা হয় যার সাক্ষী একমাত্র সেখানকার কর্মীরা। প্রতিবাদবিহীন বই বাঁধান কদাচিৎ হয়, পত্র-পত্রিকার ক্রয় সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল। স্পনসর্ড কলেজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। যদিও ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ যদিও বা কিছু আছে কিন্তু কতটা উপযোগীতামূলকভাবে কাজে লাগান যায় এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ বর্তমান। উল্লেখ করা হয়ত অনুচিত হবে না যে সরকারী অনুদানের সংবাদ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মার্চ মাসের ৩১ তারিখের বা তার ২।১ দিন আগে কলেজগুলো জানতে পারে। ফলে আর্থিক বছরের হিসেবজনিত কারণে পরিকল্পনা বিহীনভাবে হাতের কাছের দোকানে যে সমস্ত বই পাওয়া গেল তা কাজে লাগুক চাই না লাগুক কেনা হয়, এতে টাকাটা খরচ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ভোগে কতটা লাগছে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে পুস্তক নির্বাচন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকার অস্বীকারের প্রবণতা অনেক কলেজেই বর্তমান। গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কে পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় কর্তৃপক্ষের দিক থেকে আজও যে রয়েছে তার প্রমাণ টিচার-ইন-চার্জ প্রথা। গ্রন্থাগার সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে গ্রন্থাগার পরিচালনায় সঠিক ভূমিকা পালন করা যায় না। এছাড়াও রয়েছে পক্ষপাতিত্বের দিকটা। টিচার-ইন-চার্জের অধ্যয়নের বিষয়বস্তুর আনুপাতিক স্ফীতি অনেক স্থলেই পরিদৃশ্যমান। এই প্রথার একটি বিশেষ দিক হলো গ্রন্থাগারিকের উপর অযথা মানসিক চাপসৃষ্টি করায় কাজের পরিবেশের হানি ঘটায়।

গ্রন্থাগার কর্মী :—

কলেজ গ্রন্থাগারগুলির পরিবেশ কর্মীদের দিক থেকেও আশাপ্রদ নয়। একদিকে কর্মীসংখ্যা যেমন কম এবং গ্রন্থাগারের বাহ্যিক পরিবেশ অত্যন্ত নিম্নমানের; অপর দিকে কর্মীদের গ্রন্থাগারে কাজ করার শিক্ষাগত উপযুক্ততার মান অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। গ্রন্থাগার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর অস্পষ্টতা ও অন্যান্য কতগুলি গুরুতর কারণের জন্য যোগ্য শিক্ষাগত মান সম্পন্ন কর্মী নিয়োজিত হয় না। কিছুদিন আগে হলে বলা যেত উপযুক্ত মানসম্পন্ন কর্মীর অভাব। বর্তমানে কলিকাতা, যাদবপুর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অজস্র সুশিক্ষিত (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে) যুবক প্রতিবৎসর বেরিয়ে আসছে তাদের মধ্যে সবাই চাকুরী পেয়েছে এ কথা বলা যায় না। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে, ছোটবড় যে পদেই হোক না কেন স্বজন পোষণই (বৃহত্তর অর্থে) হয়ে উঠেছে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। বস্তুতঃ এ ধরনের নির্বাচনের ফলে গ্রন্থাগারের কর্মধারার মূল শিরদাঁড়াটাই নষ্ট হয়ে যায়।

আবার কর্মীদের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে শুধু কাজের অজস্র বাধা এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট তাদের মোহাচ্ছন্ন করে সবচেয়ে বেশী। এর চাপে দিনগত পাপক্ষয় করা এবং অন্যান্য ধান্দার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন পথ তাদের সামনে থাকে না।

গ্রন্থাগার বনাম ছাত্র :—

লক্ষ্য করা গেছে স্কুল থেকে কলেজে যখন ছাত্ররা পড়তে আসে সেই সময় অন্ততঃ তাদের মধ্যে পড়ার আগ্রহ কিছুটা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা কলেজে ঢুকে দেখে একটা প্রায়ান্ধকার দম বন্ধ করা দেওয়াল ঠাসা বইএর ঘর। তার মধ্যে ব্যাঙ্কের মত উঁচু কাউণ্টার গ্রীল দেওয়া। তার ভিতরে ন্যুব্জপৃষ্ঠ চশমাসংযুক্ত ক্ষীণকায় কোন এক ব্যক্তি পরিদৃশ্যমান যিনি সেখানকার অধিকর্তা। গ্রন্থাগারিক। পারস্পরিক সংযোগবিহীন। এ অবস্থা একটি বা দুটি কলেজে নয় বহু কলেজে। এই পারিপার্শ্বিকে আর যাই হোক না কেন পড়ার ইচ্ছাটা কম জাগে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক সংকটের চাপে পাঠ্যপুস্তক কেনা দুরূহ। তাছাড়া অজস্র প্রলোভন চার পাশে ছড়ানো। অর্থ-নৈতিক সংকটজনিত কারণে যে পরিমাণ বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে সে সম্পর্কে অনেকেই অবহিত হওয়ায় শিক্ষা সম্পর্কিত মূল্যবোধের হ্রাস প্রাপ্তি ঘটেছে। তাই বেকারীর হাত এড়াবার উদ্দেশ্যে (?) ছাত্রমহলের উল্লেখযোগ্য একাংশ ক্রমশঃ সহজ পথে আত্মনিয়োগ করার প্রচেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে ফলে গ্রন্থাগারের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়েছে। এর দায়িত্ব শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কেউই এড়াতে পারবে না, শিক্ষকদের একাংশ আবার নানাভাবেই ছাত্রদের মধ্যে নানাধরনের বিষাক্ত বীজ বপন করতে দ্বিধা করেন না যার ফলভোগ করেন সারা শিক্ষক সমাজ। এ সম্পর্কে শিক্ষক সংগঠনগুলির আশু সতর্কতমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এটাই সব নয়। একটু চেষ্টা বা সহানুভূতি সম্পন্ন মন নিয়ে সম্পর্ক রাখলে তার Dividend আসতে বাধ্য। কিন্তু যাঁরা পড়তে চান তাদের দেবার মত উপযুক্ত মান সম্পন্ন বই আছে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবুও সামগ্রিকভাবে বলা যায় ছাত্রদের মধ্যে পাঠস্পৃহা আছে এবং বাড়ছে। তারা আগের তুলনায় অনেকবেশী সংখ্যায় গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু কলেজগুলি তাদের পাঠাভ্যাস বাড়ানোর দিক থেকে ব্যর্থ হচ্ছে নানাবিধ কারণে। শুধু তাই নয় ছাত্রদের চাহিদা পূরণে অনেকক্ষেত্রে ব্যর্থ। এ অবস্থার উদ্ভব হঠাৎ হয় নি, দীর্ঘদিন ধরেই এ অবস্থা কলেজগুলিতে ছিল এবং আছে। গ্রন্থাগারিক ইচ্ছা করলে বা তার আগ্রহ থাকলেই এ অবস্থার নিরসন হবে এটা ভাবা ঠিক নয়। এ অবস্থা নিরসনের কাজ একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন। কারণ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন ছাড়া কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি সম্ভব নয়। এবং এই আন্দোলনের নামই গ্রন্থাগার আন্দোলন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ আন্দোলন করবে কারা ?

গ্রন্থাগারে কোন পাঠকের অসুবিধা দেখা দিলে বা অভিযোগ থাকলে সেটি প্রথমেই আসে গ্রন্থাগারিকের কাছে। শুধু তাই নয় গ্রন্থাগারের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি নিন্দা প্রশংসা সমস্তই তার ঘাড়ে এসে পড়ে সবদিক থেকেই এজন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান শক্তি হচ্ছে গ্রন্থাগারিক সহ গ্রন্থাগার কর্মীর। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ধারাই এমনি এবং পুরোনো ধ্যানধারণার স্থিতিজাড্যের পরিমাণ এত গভীর যে একক আন্দোলনের ফলে তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন যুক্ত আন্দোলনের। তার প্রধান সহায়ক শক্তি হবে ছাত্ররা। কারণ ছাত্রদের জন্যই কলেজ বা বিশ্ব-বিদ্যালয়। এ শ্রেণীর গ্রন্থাগার ছাত্রদের জন্যই। কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখা যায় বেশী সংখ্যক ছাত্ররা

যে কোন ধরণের ঝামেলা এড়ানোর পক্ষপাতি। বর্তমান অবস্থায় আমরা কখনই আশা করতে পারি না যে ছাত্ররা সোৎসাহে হঠাৎ গ্রন্থাগার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সঠিক আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করা সমগ্র কলেজ গ্রন্থাগার কর্মচারীর দায়িত্ব।

গ্রন্থাগার-শিক্ষক সম্পর্ক :—

একদিকে যেমন তরুণ অধ্যাপকদের মধ্যে গবেষণার আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহশীলতা দেখতে পাওয়া যায় অপরদিকে অধিকাংশই ছাত্রদের শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কে অনুৎসাহী বোধে শুধুমাত্র উঁচু প্লাটফর্মে তথ্য সমৃদ্ধ (তার অধিকাংশই মান্ধাতার আমলের) বক্তৃতায় অভ্যস্ত। এই অংশের অধ্যাপকদের মধ্যে পাঠস্পৃহা কম। আর এক দিক থেকে প্রাইভেট, টিউশনি, টিউটোরিয়াল হোম এবং নোটবই, সাজেশন, লাষ্টমিনিট সাজেশন প্রভৃতি পদ্ধতির ছড়াছড়ি। এগুলি ব্যবসায়ভিত্তিক পশ্চাদঘাব শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী লাভবান হন আর্থিক সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তিরা যারা প্রাইভেট টিউটর রেখে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রাখেন। কম আর্থিক সচ্ছলতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা টিউটোরিয়াল হোম থেকে ফসল তোলেন। আর আপামর জনগণের জন্য নোটবই, সাজেশন প্রভৃতির ব্যবস্থা। লক্ষ্য করবার বিষয় সমাজের অর্থবান ব্যক্তিরাই এর থেকে লাভবান হচ্ছে বেশী। এরই সঙ্গে প্রতিযোগিতাকল্পে বাদবাকীরা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আরও সহজতর পথ বেছে নেওয়ার শিক্ষকদের ভূমিকাও গৌণ হয়ে পড়েছে।

আবার গ্রন্থাগারের ভূমিকা গৌণ হওয়ার মূলে শিক্ষকদের ভূমিকা কম নয়। গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযোগবিহীন বলেই হোক বা ব্যবসায় জনিত কারণেই হোক শিক্ষণ কার্য থেকে গ্রন্থাগারকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় প্রায় সর্বত্রই। অথচ রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন যে Teaching is a co-operative enterprise. Teachers must have the necessary tools for teaching in the shape of libraries and laboratories as also the right type of students. কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা গৌণ হয়ে রয়েছে কেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে উপরিউক্ত ঘটনাগুলি আমাদের নজরে এসেছে। তবে এইটাই একমাত্র দিক নয়। সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তি সর্বত্রই কিছু কিছু আছেন যাঁরা এখনও পর্যন্ত সবটুকু নষ্ট হতে দেন নি। গ্রন্থাগার আন্দোলনে এঁরাই দ্বিতীয় শক্তি।

গ্রন্থাগার কর্মী ও অন্যান্য কর্মী :—

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীর সঙ্গে অন্যান্য অংশের কর্মীদের কাজের ধরণের কতকগুলি অমিল থাকলেও তাঁরা সামগ্রিকভাবে শিক্ষাকর্মী এবং তাঁদের স্বার্থ এক। কিন্তু সরকার আজ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ভূমিকা স্থির না-করায় তাঁদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এই উপেক্ষাতাড়িত কর্মীরা ক্রমশঃ বিক্ষোভের পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আবার গ্রন্থাগারকর্মীদের অধিকাংশ সরকারী আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত থাকলেও গ্রন্থাগারিক পদে আসীন যাঁরা তাঁদের ভাগ্যে ছিটেফোঁটা পড়ছে। এই ব্যবস্থা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এবং শিক্ষাগত মানোন্নয়ন তাদের সামনে আশু কর্তব্য হিসাবে দেখা দিয়েছে।

কলেজ গ্রন্থাগার ও সরকার :—

বর্তমান অবস্থায় লক্ষ্যনীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু টাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী-কমিশন মারফৎ কিছু প্রাইভেট ও স্পনসর্ড কলেজে আসছে। রাজ্য সরকারের অনুদান সরকারী কলেজ ব্যতীত অন্য কলেজে কৃপনের মত অনুদানের টাকাটাও আবার পরিকল্পনা বিহীনভাবে আসে। এই সবক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা দর্শকের ভূমিকা। দুই একটি কমিশন যা বসানো হয়েছিল তাদের সুপারিশগুলি প্রয়োগের উপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে বর্তমান।

এই দায়িত্ব আজ এসে পড়েছে গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর। গ্রন্থাগার আন্দোলনের চাবিকাঠি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তাঁদেরই। গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে। এই কাজ উপেক্ষিত থাকলে চারিদিক যে বিভিন্ন বাধার জাওলা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে তার থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। বরং এগুলি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে এবং আনুসঙ্গিক হিসেবে থাকবে অবমাননার শৃঙ্খল। এই পাঁকের ভেতর থেকে কোন ইউ জি সিই উদ্ধার করতে পারবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. লিব এসসি (১৯৭৩) পরীক্ষার ফলাফল

গুণানুসারে

প্রথম শ্রেণী

রোল নং	পরীক্ষার্থীর নাম	রোল নং	পরীক্ষার্থীর নাম
২১	দেবশ্রী ঘটক	২৭	অজিত কুমার ভট্টাচার্য
৫৬	ধীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী	৬৯	অরুণ সেন
১৬	মলয় রায়	৫৭	দিলীপ কুমার সরকার
৮	ভারতী দাসগুপ্ত		

দ্বিতীয় শ্রেণী

রোল নং	পরীক্ষার্থীর নাম	রোল নং	পরীক্ষার্থীর নাম
৪	উমা মুখার্জী (মিসেস ভট্টাচার্য)	৪৩	আনন্দ ব্যানার্জী
৬৯	সোমনাথ সাহা	৫৮	প্রদীপকুমার ঘোষাল
১১	ইন্দ্রাণী গুপ্ত	২২	জয়ন্তী চৌধুরী
৪৬	দীনবন্ধু ঘোষাল	৫২	রবিলোচন সিংহ
৭৮	অলক কুমার চক্রবর্তী	৩	ছন্দা চন্দ্র
৯	শীলা নন্দী	৫৫	দয়াল বিকাশ রায়
৬৭	রাধানাথ ঘোষ	১২	চন্দ্রা মুখার্জী
৫০	অরূপ কুমার চ্যাটার্জী	৫৩	প্রণতি সাহা (মিসেস চ্যাটার্জী)
৮৯	যাদবেন্দ্র নাথ মণ্ডল	৩৫	দেবকুমার ব্যানার্জী
৮১	সুরঞ্জন ঘোষ রায়চৌধুরী	৩৪	শেখ মবারুল ইসলাম
৩৩	সুভাষ চক্রবর্তী	৬৬	অমিয় কুমার ব্যানার্জী
৭২	বীরেন্দ্র কুমার ঘোষ	২৪	আরতী রায়
৬১	প্রণব কুমার রায়	৭০	অনিলকুমার ঘোষাল
৫০	রাসবিহারীলাল দাস	৫	শ্রীটিনা টিগগা
৬২	স্মৃতিকণা দে	৬৫	রতনলাল গুহ
৬	তন্দ্রা পালিত		

সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিংএর পরিভাষা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

—, pavement কৃত্রিম চিক্কণ, পাকারাস্তা চিক্কণ

marl মারমাটি

Marshall method মার্শাল প্রক্রিয়া

Mastic asphalt মেস্টিক এসফাল্ট

,, cooker কুকার এসফাল্ট

Material পদার্থ, বস্তু, উপাদান

—cubical বস্তু, ঘন

—elongated বস্তু, দ্রাঘিত, প্রলম্বিত

—filter বস্তু, পরিস্রবণ. ফিলটার

—flax বস্তু, পেঁজা

—gapgraded বস্তু, বিদার পর্যায়িত

—gritting বস্তু, গুটি

—joint sealing বন্ধ রোধক, ফাঁক রোধক

—pazzolonic পাজোলানিক

—single size সম আয়তনের, সম পরিমাপের

mean sea level গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ

mechanical mixer যান্ত্রিক মিশ্রক

—rammer যান্ত্রিক মুদ্গার

madian strip মধ্যভাগ, মাধ্যিক, মধ্যক ফালি

medium seed মধ্যম ক্রতি, মধ্যক ক্রতি

—strip মধ্যকা ফালি

merging মিশে যাওয়া, মিলে যাওয়া

mesh জালের ফাঁক, ফাঁদ, চালুনির ফাঁক

metal (road) ভাঙ্গা পাথর। খোয়ার রাস্তা

middle pil coal tar মধ্যগুণের আলকাতরা

mill pug পগমিল

mine খনি

mix-in-place method স্বস্থানে মিশ্র পদ্ধতি

mixed in place surface স্বস্থানে মিশ্রিত তল

modulus of deformation বিকৃতির মান

—, of elasticity স্থিতিস্থাপকতার মান

—of incompressibility অনমনীয়তা/অসঙ্কোচনের মান

moisture content আর্দ্রতার পরিমাণ

—equli briun আর্দ্রতার সমতা

—content, optimum উপযুক্ত আর্দ্রতার মান

—content, soil মৃত্তিকার আর্দ্রতা

—equivalent, centrifuge তুল্য/সমতুল আর্দ্রতা

—index আর্দ্রতার সংকেত, অনুক্রমণী, সূচক

molasses, stabilisation গুড় [illegible]

with moorum ম[illegible] দিয়ে [illegible]

mortar মশলা
—cubic test মশলার ঘনফল পরীক্ষা
motor grader মোটর গ্রেডার
motor way মোটর পথ
mounting height (of lights)
রাস্তা আলো লাগানোর উচ্চতা
muck কাদা, কর্দম
mud jackrung পঙ্কোত্তার, কর্দমোত্তার

'N'

name board নাম পট, নাম পটক
—sign নাম চিহ্ন
no entry প্রবেশ নিষেধ
no parking পার্কিং নিষেধ
no thorough fare সাধারণের নহে
non-cohesive soil অসংযোজনী মাটী
non-skid surface অপিচ্ছিল তল
North Dacota cone test নর্থ ডাকোটা শঙ্কু পরীক্ষা
non toxic tar অনবিষিত আলকাতরা
nozxle, ফোয়ারা মুখ

'O'

offset প্রশাখা, অন্তর্লব
—peg অন্তর্লব খোঁটা
oneway street একমুখী রাস্তা
—traffic একমুখী যাতায়াত
open graded এক বর্ণী
optimum moisture content উপযুক্ত আর্দ্রতা দ্যুতি
organic impurity জৈবিক অপদ্রব্য
osculating circle চুম্বক বৃত্ত, আশ্লেষী বৃত্ত
over bridge উত্তরণী সেতু
over-burden অতিভারিত, অতি বোঝাই
overhang ঝুলানো
over-haul জীর্ণ সংস্কার
overlay, rigid দৃঢ় অধ্যাস্তরণ
overpass উপরি পারক
overtaking পাশ কাটিয়ে এগোনো

'P'

packway ভারবাহী পশু চলার পথ
panel তালিকা
pan mixer কটাহ মিশ্রকে, কড়াইতে মিশানো
parapet আলম্ব, উন্নত বপ্র
park, car যান পার্কণ
parking angle কোণ পার্কণ
—, kerb রাস্তার উপান্ত পার্কণ
—, parallel সমান্তরাল পার্কণ
—, place পার্কণ ক্ষেত্র, পার্কণ স্থান
—, rigdt angled সমকোণিক পার্কণ
—studies, traffic পরিযান পার্কণ শিক্ষা
—vehicle যান পার্কণ
particlesize analysis কণার আকৃতি বিশ্লেষণ
distribution বিভিন্ন কণার বন্টন
passing zone অতিক্রম অঞ্চল
—place অতিক্রমণ স্থান
patching তালি দেওয়া, আংশিক সংস্কার

paveproad পাকারাস্তা
partially seperate system আংশিক পৃথক পদ্ধতি
paved dip (same as flush cause way) জল সেতু
pavement (paving) চাতাল, কুট্টিম
—, asphalt block এসফাল্ট কুট্টিম
—brick ইটের কুট্টিম
—, cement concrete সিমেন্ট কংক্রীট কুট্টিম
—, concrete কংক্রীট কুট্টিম
—, flexible নমনীয় কুট্টিম
—design কুট্টিম অভিকল্প
—, factors affecting কুট্টিম অভিকল্প প্রভাবী কারণ
—design, high type bituminous, উচ্চমান বিটুমেন কুট্টিম অভিকল্প
—design, ridi উচ্চমান, দৃঢ় কুট্টিম অভিকল্প
—evaluation কুট্টিম মূল্যায়ন
—, overlay চাপান, উপরিস্থাপন কুট্টিম
—, prestressed concrete পূর্ববলিত কংক্রীট কুট্টিম
—, rigid দৃঢ় কঠিন কুট্টিম
—stability কুট্টিম স্থায়িত্ব
—strengthening কুট্টিম প্রবলন
—stress distribution, rigid দৃঢ় কুট্টিম প্রতিবল বিতরণ
—tar আলকাতরা প্রস্তুত কুট্টিম
—, vitrified brick কাচিক ইষ্টক কুট্টিম
—wood কাষ্ঠ কুট্টিম
paving শান বাঁধান, কুট্টিম নির্মাণ
—, brick ইষ্টক কুট্টিম
— —, brick কুট্টিম প্রস্তুতের ইট
—mixture design কুট্টিম মিশ্রণ অভিকল্প
—, stone block পাথরের থানের কুট্টিম, প্রস্তরখণ্ড প্রস্তুত কুট্টিম
—, stone-set প্রস্তর-সেট কুট্টিম
—, wood block কাষ্ঠ খণ্ডক কুট্টিম
pay as-you-go method শুল্ক দিয়ে চলার বিধি
peat পীট,
pedestrain guardrail পথচারী রক্ষক রেল
pedelogy মৃদা বিজ্ঞান
pegmatite পেগমাটাইট
penetration বেধন, অন্তঃপ্রবেশন
—test বেধন পরীক্ষা
penetrometer test, cone শঙ্কুবেধ মাপক পরীক্ষা
perception time অনুভূতি কাল উপলব্ধিকাল
percolation অন্তঃস্রাবণ
permafrost স্থায়ী তুষার ভূমি
permeability পারগম্যতা
P. H. value pH মূল্য, pH মান
pick খনন
—axe গাঁইতা
Picket's formula পিকেটের সূত্র
picking খনন, গাঁইতা মেরে খোঁড়া
pier স্তম্ভ, পায়া
piev (perception, intellection

emotion volition) পীড় প্রক্রম
process
pile পাইল, পাইল
—, sheet লৌহ চাদরের পাইল
piping পাইপ লাগানো, নল লাগানো
pitching পিচিং, তীরে পাথর সাজানো
—stone সাজানোর পাথর পিচিং পাথর
planer পরিকারনিক
plant সংযন্ত্র
—, aspholt এ্যসফান্ট সংযন্ত্র
—, batching ব্যাচিং সংযন্ত্র
—, mixibg মিশ্রণ সংযন্ত্র
—, paving কুট্টিম কংক্রিট সংযন্ত্র
—, plastic limit নমনীয়তার সীমা
plasticity নমনীয়তা, নম্যতা
—index নম্যতাঙ্ক, প্রেষ্টবাঙ্ক
plate bearing test প্লেট ধারণ ক্ষমতা পরীক্ষা
„ vibretor প্লেট কম্পক
pneumatic hammer প্রেষিত বায়ু চালিত হাতুড়ি
—, roller বায়ুপ্রেষিত রোলার/বেলক
—tyred roller বায়ুপ্রেষিত চাকার বেলক/রোলার
point বিন্দু, অঙ্ক
—, change পরিবর্তন বিন্দু
—, fire অগ্নি বিন্দু
—, flash প্রজ্জ্বলন তাপাঙ্ক
—, freezing হিমাঙ্ক
—, ignition জ্বলন অঙ্ক
—, melting গলনাংক
—, softening মৃদু দ্রবণাঙ্ক
—, tangent স্পর্শবিন্দু
—, turning বর্তন বিন্দু
—, yield পরাভব বিন্দু
post খুঁটি, স্তম্ভ, থাম, খাম্বা
—, direction লক্ষ্য নির্দেশক খুঁটি
—, finger অঙ্গুলি নির্দেশক খুঁটি
—, guide পথ নির্দেশক খুঁটি
—, safety নিরাপত্তা খাম্বা, খুঁটি
porosity রন্ধ্রতা
—, ratio রন্ধ্রতার অনুপাত
porphyry পরিফীরি
portal frame তোরণের কাঠামো
possible সম্ভবপর, সাধ্য
—, life সম্ভাব্য আয়ু
pot hole গর্ত, গর্তিকা, খন্দ, খোঁদল
—, rammer শক্তি চালিত দুরমুষ
power shovel শক্তি চালিত খনক
pozzolanic or pozzuolanig mateirals পাৎসোলানিক উপাদান, বস্তু
precoating প্রাকলেপন, পূর্বলেপণ
pre coated chippings প্রাকলেপিত পাথরকুঁচি
premixing প্রাকমিশ্রণ
pressure চাপ
pressure, bearing ভারবাহিকা শক্তি, ক্ষমতা
primary signal face প্রাথমিক সংকেত মুখ
primer অস্তর
private street নিজস্ব বা বেসরকারী
probale সম্ভবপর রাস্তা
—, life সম্ভাব্য আয়ু

profile রূপরেখা, পরিচ্ছেদিকা
„ longitudinal অনুদৈর্ঘ্য রূপরেখা
„ soil মৃত্তিকার রূপরেখা
project preparation প্রযোজনা প্রস্তুতি
progressive system অগ্রগামী, উন্নয়নশীল ব্যবস্থা
prohibitory sign নিষেধক চিহ্ন, নিবারক বিজ্ঞপ্তি
proportioning সমানুপাতন
„ plant সমানুপাতিক সংযন্ত্র
protaction work সংরক্ষণ কার্য
public highway জনগণের মুখ্যপথ
public transport সার্বজনীন পরিবহন
—, service জনসেবা, সাধারণের সেবা
puddle কাদানো
„ clay কাদানো মাটি, কাদগক্ত
pug কাদা করা
pug mill কর্দম সংস্কারযন্ত্র
pugmill twin যুগল. দ্বৈত কর্দম সংস্কারযন্ত্র.
pulverising mixer প্রচূর্ণন মিশ্রক
pumping of joints জোড় পাম্পিং
punner পঙ্কের কাজের মিস্ত্রী
punning পঙ্কের কাজ

'Q'

quarry খনি, প্রস্তরখনি
quartering চৌখরীতি, পদ্ধতি
quarter pegs চৌখ প্রস্থ নির্ণয়ক খুঁটি
qurtz স্ফটিক
quartzite কোয়ার্টজাইট
quick sand চোরাবালি
quick setting portland cement দ্রুত দৃঢ়ীভবন পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট

'R'

Racking course সুবিন্যস্ত স্তর
radial road অরপথ
radius ব্যাসার্দ্ধ
—of a curve বক্ররেখার ব্যাসার্ধ
—, ruling নিয়ন্ত্রক ব্যাসার্ধ
—, minimum turning ন্যূনতম বর্তন ব্যাসার্ধ
rail guard রক্ষক রেল
„ sight দর্শন রেল
rainfall বৃষ্টিপাত, বারিপাত
intensity of rainfall বৃষ্টিপাতের আতিশয্য, তীব্রতা
rake আঁচড়ানো
ramp প্রবণী, ঢালপথ
ramming দুরমুষ করা
ratio অনুপাত
ratio, benefit লাভানুপাত
—, califoria bearing কেলিফোর্নিয়া
—method, california C. B. R. bearing কেলিফোর্নিয়া ধারণানুপাত, ভারবহন অনুপাত সি, বি, আর)
—, centrifugal কেন্দ্রাতিগ বা অপকেন্দ্রক অনুপাত
—, critical void ক্রান্তিকশূন্যতার অনুপাত
—, dust ধূলির অনুপাত
—, flocculation পিণ্ডনানুপাত
—; hydrostatic pressure দ্রবস্থৈতিক চাপের অনুপাত
—, lime-flyash চুর্ণ ও ভস্মের অনুপাত

—, shrinkage সংকোচন অনুপাত
—, void শূন্যতার অনুপাত, শূন্যতার অনুপাত
—, water-cement জল ও সিমেন্টের অনুপাত
rational method পরিমেয় বিধি যুক্তিসিদ্ধ বিধি
ravelling বিঘটন
reaction time প্রতিক্রিয়া বা বিক্রিয়া কাল
realignment পুনর্নির্দেশন, পুনর্নির্ণয়
reconditioning পুনর্ব্যবস্থাপন
reconnaissance আবেক্ষণ
recovery pegs পুনর্বিন্যাস খোঁটা
reduced level পরিবর্তিত তল
reference mark নির্দেশ বা নির্ণয় চিহ্ন
— object নির্দেশ বা নির্ণয় বস্তু
— peg নির্ণয় গোঁজ বা খোঁটা
refined tar পরিশুদ্ধ আলকাতরা
refuge আশ্রয়
regulating course নিয়ামক পর /পথ
registration tax পঞ্জীকরণ কর বা শুল্ক
reinforced concrete পুনর্বলিত কংক্রীট
reinforcement পুনর্বলন/পুনর্বলন উপাদান
rejects পরিত্যাজন
relative use theory আপেক্ষিক ব্যবহার সূত্র
—, compaction আপেক্ষিক পেষণ
remoulding index পুনর্গঠন সূচক
relief road সহায়ক/ত্রাণ পথ
renewal পুনর্নবীকরণ
repairing মেরামতি, সংস্কার কার্য
repaving পুনর্বাঁধানো, পুনর্কুট্টিম স্থাপন
repose, angle of বিরাম/বিশ্রাম কোণ
resin, bonding বন্ধক রজন
—, waterproofing বারিরোধক রজন
resinous bonding রজন জাত বন্ধন দ্রব্য/উপাদান
" material রজন দ্রব্য
resurfacing পুনঃপৃষ্ঠন
retarder মন্দক
revenue fund, general সাধারণ রাজস্ব খাত
—, sources রাজস্বের উৎস
revetment দৃঢ়ীকরণ, রিভেটমেন্ট
right of way পথের দাবী, চলার অধিকার
road পথ, মার্গ, সড়ক
—bay একসারি যান চলার রাস্তা
—bed রাস্তার তল
—breaker রাস্তা বিদীর্ণক
—, brick ইটের রাস্তা
—burner রাস্তা উত্তাপক
—, by pass উপমার্গ, বিকল্প রাস্তা
—, circumferential পরিধীয় রাস্তা/সড়ক
— claimed দাবী পথ
— classified পর্যায়ভুক্ত পথ/সড়ক
—, concrete কংক্রীট রাস্তা
delegated ভারার্পিত সড়ক
—, district জেলা সড়ক
—, earth মেঠো পথ, মাটির রাস্তা
—, forms রাস্তার ফর্মা
—, gravel নুড়ির রাস্তা

—, heater রাস্তা তাপক

—, kankar কাঁকুরে রাস্তা

—, land মার্গভূমি, রাস্তার জমি

—, laterite লেটারাইট রাস্তা

—life studies রাস্তার আয়ু অধ্যয়ন

—, lime stone চুণাপাথরের রাস্তা

—, local material স্থানীয় উপাদানের রাস্তা

—, loop লুপ রাস্তা, দীর্ঘায়িত রাস্তা

—, major district মুখ্য জেলা পথ

—metal রাস্তার উপাদান

minor district গৌণ জেলা পথ

—mix = mixed in place স্বস্থানে মিশ্রিত দ্রব্যে প্রস্তুত সড়ক

—mix surface মার্গে মিশ্রিত রাস্তা

—, moorum মোরামের রাস্তা

—, occupation দখলী রাস্তা

—, other district অন্যান্য জেলা রাস্তা/সড়ক

—, radial অরীয় পথ

—, relief ত্রাণ, উদ্ধার পথ

—, ring চক্রপথ, নেমিপথ, বেড়পথ

—, service সেবাপথ

—, side অন্তরথ্যা পরিপার্শ্ব

—side maintenance পরিপার্শ্ব সংরক্ষণ

—, single purpose একক উদ্দেশ্য ব্যবহৃত রাস্তা

—, stablised soil স্থায়ীকৃত মৃত্তিকা সড়ক

subsidiary সহযোগী রাস্তা

—surface classification রাস্তার কুট্টিম শ্রেণী করণ

—, — level সড়ক পৃষ্ঠ, পথ পৃষ্ঠ

—tar আলকাতরা বোলানো রাস্তা

—test রাস্তা পরীক্ষণ

—test, AASHO 'এসো'-মার্গ পরীক্ষণে (American Association of State Highway Officials).

—, trunk কাণ্ডপথ, মুখ্যপথ, মহামার্গ

—, village গ্রাম্যপথ, গ্রামীণ পথ

—way পরিমার্গ

—, wedge রাস্তার কীলক

—width পথের প্রস্থ, রাস্তার চওড়া

"বাংলা বিষয় শিরোনামা ও DRTC সেমিনার"

ডঃ জয়ন্তী রায়

০ DRTC সেমিনারে যাবার প্রেরণা

০'১ কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজে যোগদান করার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত গ্রন্থাগারের অন্যান্য কাজের সঙ্গে কয়েকটি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যবহারিক কাজ অর্থাৎ বর্গীকরণ, (classification) তালিকাকরণ, (cataloguing) বিষয়শিরোনামা লেখন (subjectheading writting) আমার দায়িত্বে হয়ে আসছে।' আমাদের এই গ্রন্থাগারে প্রধানত' Reference Library এবং এখানে ১৯৫৭ সাল থেকে দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ (colon classification) ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে এসে দেখলাম বিষয়শিরোনামা যেভাবে লেখা হয়, সেটা, আমরা যেভাবে পাঠক্রমে শিখে এসেছি ঠিক সেইমত নয়। এখানে বিষয়শিরোনামা লেখা হয় ডঃ রঙ্গনাথনের Chain Indexing পদ্ধতি অনুসারে। স্বভাবতই কাজ করতে গিয়ে প্রথম উপলব্ধি করলাম এই Chain Indexing এবং বিষয়শিরোনামা লেখন খুব সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন তত্ত্বগত শিক্ষা।

০'২ DRTC তে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং : গবেষণা হয়। ডঃ রঙ্গনাথন এবং DRTC-এর নামপরস্পর যুক্ত। তাই ডঃ রঙ্গনাথনের বক্তব্য যেখানে আমার কাজের মূল ভিত্তি, সেখানে যখন শুনলাম এবার DRTC-এর মধ্যবর্ষকালীন সেমিনারের বিষয়বস্তু "বিষয় শিরোনামা" তখন সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে অত্যন্ত উৎগ্রীব হয়ে উঠলাম কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলাম এবং আমার আবেদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কর্তৃপক্ষও আমার এই সেমিনারে যোগদান করার অনুমতি দিলেন /

০'৩ অফিসের কাজ ছাড়াও DRTC সেমিনার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল ছিল। ইতিহাসের ছাত্রী হিসেবে এবং ইতিহাসে গবেষণার কর্মসূত্রে পরে প্রতি বছরই আমি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বক্তাদের প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা শুনেছি। কিন্তু সেখানকার প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় গুরুত্ব থাকলেও একটা অভাব অনুভব করেছি সেটা হল এর ভিতর উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধির প্রয়োজনীয় গুরুত্ববোধসহ যোগদানের অভাব। ইতিহাস কংগ্রেস ছাড়াও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ও IASLIC-এর আলোচনা চক্রেও আমি যোগদান করেছি—তাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আলোচনা চক্র আর ইতিহাস কংগ্রেসের আলোচনা চক্রের পার্থক্য অনুভব করতে অসুবিধে হয়নি। DRTC এবং ডঃ রঙ্গনাথন সম্বন্ধে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় একটা ছিল অস্বীকার করবনা। ডঃ রঙ্গনাথনকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তাই DRTC দেখার এই সুযোগ এবং সেখানকার আলোচনা চক্রে যোগদান করা আমার এই সেমিনারে যোগ দেবার আর একটি কারণ।

০'৪ তৃতীয় কারণ পশ্চিমবাংলার বাইরের গ্রন্থাগারগুলি দেখার দীর্ঘ দিনের বাসনা। ব্যাঙ্গালোর সম্বন্ধে অনেক শুনেছি, অনেক পড়েছি। ব্যাঙ্গালোরকে কেন্দ্র করে মাদ্রাজ এবং মহীশূর দেখা এবং কয়েকটি গ্রন্থাগার দেখার এই সুযোগ আমার DRTC-র মধ্যবর্তকালীন আলোচনাচক্রে যোগদান করার অতিরিক্ত আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

১ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিষয় শিরোনামা শিক্ষণ পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন বিষয় যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তার মধ্যে বিষয় শিরোনামা একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু বিষয় শিরোনামা কোন পৃথক পত্র নয়। তালিকাকরণের (cataloguing) অন্তর্ভুক্ত স্বল্প গুরুত্বের একটি বিষয় মাত্র। কোন বিশেষজ্ঞের নির্বাচিত বিষয় শিরোনামের তালিকা (Authority File) থেকে বিষয় শিরোনামা নির্বাচন করে লেখাই এই শিক্ষণপদ্ধতির মূল ভিত্তি। বিভিন্ন প্রামাণিক বিষয় শিরোনামার তালিকাগুলির মধ্যে Sears' List of Subject Heading বহুল প্রচলিত। তাই এর ভিত্তিতেই "বিষয় শিরোনামা" তৈরী করতে আমরা শিখেছি। Sears যে যুগে এই তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন সেই যুগ থেকে আজকের জগতের অনেক পার্থক্য। তিনি তাঁর মতো করে ভেবে এই তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন তাও একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজিক অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে "বিষয়গুলি" বহুভাবে প্রসারিত করেছে। এই নতুন বিষয় এবং বিষয়াংশের অনেকগুলি নামই এই তালিকায় অনুপস্থিত। কোন বিষয় তালিকা দেখে বিষয় শিরোনামা নির্বাচন করতে হলে এই সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। কারণ, কারো পক্ষেই এই বিষয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রসার ও পরিবর্তনকে পূর্বেই উপলব্ধি করা বা বর্ণনা করা সম্ভব নয়; ফলে অন্যের প্রণীত তালিকা থেকে বিষয় শিরোনামা নির্বাচন করতে গেলে অসুবিধা হবেই হবে। পাঠ্যসূচীতে যে ভাবে শেখানো হয় তাতে, আমার মতে সমগ্র বিষয়টির এই গুরুত্বপূর্ণ দিক বা সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ খুবই কম।

২ অফিসের কাজে বিষয় শিরোনামা লেখন

২.১ পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমি যে গ্রন্থাগারে কাজ করি সেটি প্রধানতঃ একটি Reference Library। ব্যবসায়ী শ্রেণী ছাড়া শিক্ষক, গবেষক, ছাত্রছাত্রীগণ এই গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করেন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রেণী বই নেওয়ার চেয়ে তথ্য জানার জন্যেই প্রধানতঃ আসেন। এই সমস্ত তথ্যের খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দেবার একটি উপায় হল বইগুলির কার্ড ঠিকভাবে সাজানো। আমরা জানি এই কার্ড দুইভাবে সাজানো হয় (১) বর্গীকৃত ভাবে অর্থাৎ শ্রেণী সংখ্যা অনুযায়ী (Classified) (২) বিষয় শিরোনাম অনুযায়ী অর্থাৎ বর্ণানুক্রমে বিষয় অনুযায়ী

বর্গীকরণ পদ্ধতিতে বইগুলির বিষয়কে সংখ্যা দ্বারা অনুবাদ করা হয়; অর্থাৎ কয়েকটি সংখ্যার মাধ্যমে বইটির বিষয়কে নির্দেশ করা হয়। ডিউই দশমিক বর্গীকরণ এই ধরণের একটি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি। কিন্তু ডিউই পদ্ধতি নানা কারণে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ চরিতার্থ করতে পারে না। তাই আমরা এখানে দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ পদ্ধতি (Colon System of Classifica-

tion) অনুসরণ করি। এই পদ্ধতিতে একটি গ্রন্থের সম্পূর্ণ বিষয়টিকে তার সূক্ষ্মতর অংশ সমেত বর্গীকৃত করা যায়। বর্গীকরণ পদ্ধতি ছাড়া অপর পদ্ধতি—বিষয় হিসাবে কার্ড সাজানো অর্থাৎ কয়েকটি পদের সমষ্টি দ্বারা বইটিকে অনুবাদ করা। প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ সংখ্যার দ্বারা অনুবাদ সাধারণের কাছে বোধগম্য হয় না তাই বিষয় হিসাবে কার্ড সাজানোর প্রয়োজন। Chain Indexing পদ্ধতি দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয় পর্যন্ত বিষয় শিরোনামা লেখা অনেকাংশে সহজসাধ্য।

২.২ বিষয় শিরোনামা লেখায় উদ্ভূত সমস্যা

বিষয় শিরোনামা বলতে আমরা বুঝি কোন একটি পুস্তক একটি বইয়ের Chain Index অনুসরণ করেও শিরোনামা লেখার ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

২.২১ প্রথমতঃ ভাষার সমস্যা। বিষয় শিরোনামা লেখার ক্ষেত্রে ভাষা একটি সমস্যা। অর্থাৎ কোন ভাষা ব্যবহার করা হবে? কথ্য বা লিখিত সাধারণ ব্যবহারিক ভাষা অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি করা কোন কৃত্রিম ভাষা। সাধারণের ব্যবহৃত ভাষার কতকগুলি নির্দিষ্ট বিন্যাস পদ্ধতি আছে। এই বিন্যাস পদ্ধতি বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের। ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে পদবিন্যাস যেমন হয়, বাংলার ক্ষেত্রে তেমন নয়। এমনকি একই ভাষার ক্ষেত্রেও পদবিন্যাসের কোন সার্বজনীন রূপ নাও থাকতে পারে। কাজেই সাধারণের ব্যবহৃত ভাষা দিয়েও সব সময় বিষয় শিরোনামা লেখা সম্ভব হয় না তাতে ভাষার তারতম্যের ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়া, কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ব্যবহার না করলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা দিয়ে বিষয় শিরোনামা যদি লেখা হয় এবং তাকে যদি আঞ্চলিক নিয়ম অনুযায়ী সাজানো হয়, তবে একই বিষয়ের বিভিন্ন বইয়ের কার্ড বিভিন্ন সূচীলেখে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়বে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক একটি বই "জীবজগতের রাজা সিংহ"। এই বইটির বাংলায় বিষয় শিরোনামায় লেখা হবে

জীবজগৎ রাজা সিংহ

এবং ইংরেজিতে লেখা হবে

Lion King (of) animals

অর্থাৎ বাংলা ভাষায় সিংহের স্থান শেষে ইংরেজি ভাষায় সিংহের স্থান প্রথমে।

কোন অনুসন্ধানকারী যদি কোন বিষয়ে কতকগুলি বই আছে জানতে চান তখন যদি গ্রন্থাগারিক তাঁকে বিষয় তালিকা গুলি দেখতে বলেন, তিনি অথৈ জলে পড়বেন। প্রত্যেক ভাষার বিন্যাস পদ্ধতি ভিন্ন প্রকারের। পদবিন্যাস পদ্ধতির মধ্যে যদি সমতা বা ঐক্য না থাকে তবে পদগুলি ঠিক হলেও তার বিন্যাসের মধ্যে গোলমাল দেখা দিতে পারে।

২.২২ দ্বিতীয়তঃ পদনির্বাচন কি ভাবে করব? একই বিষয় বিভিন্ন নাম দিয়ে বোঝানো হয়। শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে চারভাবে শব্দের ব্যবহার হয়।

২.২২১ সমার্থক শব্দ Synonym

২.২২২ বিভিন্নার্থক শব্দ Homograph

২.২২৩ বাক্য বিন্যাস বৈচিত্র Syntactical peculiarity

২.২২৪ বিদেশী শব্দ Foreign words

২·২২১ অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও একই বিষয়ের বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন তত্ত্ব, নীতি, বিজ্ঞান, বিদ্যা ও শাস্ত্র —এই সব কটি শব্দের অর্থ এবং ব্যবহার এক, কিন্তু শব্দগুলি পৃথক। তর্কবিজ্ঞানে তর্ক, যুক্তি ও ন্যায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধনবিজ্ঞানে অর্থ এবং ধন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং গৃহস্থালী দুইটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন শব্দগুলির সাধারণ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে তবে; এক্ষেত্রে তারাই সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

২·২২২ একই অর্থের দুই বা ততোধিক শব্দ পরস্পর সম্পর্কিত। কিন্তু তাদের অর্থ ও উৎপত্তি পৃথক। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক "শিল্প"। এটির অর্থনীতির ক্ষেত্রে "শিল্প" কথাটির অর্থ এক ধরনের। আবার চারুকলার ক্ষেত্রে "শিল্প" কথাটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন সুতরাং বিষয় শিরোনামা গঠনে এটিও একটি সমস্যা।

২·২২৩ বাক্যবিন্যাস পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য—প্রথমতঃ বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হবার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ সন্ধি ও সমাসের ফলে বাক্যবিন্যাস পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য ঘটতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে জাপানী, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি।

২·২২৪ বিদেশী শব্দ—বাংলা ভাষায় বহু বিদেশী শব্দের প্রচলন আছে। ক্রমশঃ এই শব্দগুলির বাংলা অনুবাদ হচ্ছে। বিশেষ করে আইনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন খুব দ্রুত। কিন্তু যেগুলির বাংলা প্রতিশব্দ এখনো প্রচলিত হয়নি সেগুলি বিষয়শিরোনামা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। বিদেশী শব্দের সমস্যা প্রধানতঃ বাংলা বিষয়শিরোনামার ক্ষেত্রেই দেখা দেয়।

২·৩ সমস্যা সমাধানের উপায়।

উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের উপায় ছ'রকম।

২·৩১ প্রথমতঃ অভিধান অথবা বিষয়শিরোনামা তালিকা (Subject authority file) অবলম্বন করা। এতে প্রধান অসুবিধে হচ্ছে বাংলা ভাষায় কোন ভাল অভিধান বা বিষয়শিরোনামা তালিকা নেই। এর ফলে কয়েকটি পদ ক্ষেত্রে এগোতে হয় বিষয় নির্দেশক বাক্যগুলি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করতে হয়।

২·৩২ দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত পদ নির্বাচন।

২·৩৩ তৃতীয়তঃ নির্বাচিত পদগুলি পুনরায় বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন হয়।

২·৩৪ চতুর্থতঃ পূর্ব প্রকাশিত তালিকার উপর ভিত্তি ক'রেই এই বিষয় শিরোনামা নির্বাচন করা হয়।

২·৩৫ বর্গীকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত Chain Indexing পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বিষয়টিকে প্রথমতঃ সংখ্যা দ্বারা বর্ণনা করা হয় এবং তারপর সেই সংখ্যাগুলির জায়গায় তার জন্য নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ প্রথমে বইটির সম্পূর্ণ বিষয়কে প্রথমে সংখ্যা দিয়ে এবং পরে পদ দিয়ে অনুবাদ করতে হয়।

৩ বিষয় শিরোনামা ও বর্গীকরণ।

বর্তমানে লভ্য বিষয়শিরোনামের তালিকাগুলি প্রধানতঃ সূচীকরণ প্রকরণ বিভাগের (Cataloguing Department) কার্যক্ষেত্রে প্রস্তুত এবং সূচীকারক (Cataloguer) ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। একে প্রয়োজনমত পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জন করার কোন বৈজ্ঞানিক নীতি প্রণীত হয় নি। কাজেই কোন নতুন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটলে বা পুরোনো বিষয়টির পরিবর্তন ঘটলে বিষয়শিরোনামের সঙ্গে পুস্তক বা পুস্তিকার বিষয়টির দ্বন্দ্ব দেখা দিতে বাধ্য। এই ধরনের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কোন বিষয়তালিকার ব্যবহারকারীকে এ তালিকার প্রণয়নকারীদের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে হ'তে পারে, না হ'লে, তাঁদের বিষয়শিরোনামাগুলিকে ব্যক্তিগত দায়িত্বে পরিমার্জিত ক'রে নিতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের ব্যবহৃত পরিমার্জিত বিষয়-শিরোনামগুলি অল্পদিন বাদেই বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরনের রূপ নিয়ে দেখা দিতে থাকবে।

ব্যাপারটি অবৈজ্ঞানিক এবং অবাঞ্ছিত। এর ফলেই রঙ্গনাথনের মনে সন্দেহ আসে যে এই বিষয়শিরোনাম গঠন পদ্ধতি কোন মূলকে আশ্রয় করে নির্ধারিত হবে। এই চিন্তার ফলশ্রুতি দু'ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথমটি Chain Indexing পদ্ধতি মারফৎ গঠিত বিষয়শিরোনামা এবং অপরটি বিষয়বিশ্লেষণ (Facet Analysis) মাধ্যমে গঠিত বিষয়শিরোনামা।

Chain Indexing পদ্ধতিটি সোজাসুজি বর্গীকরণ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সাক্ষাৎ ভাবে তা না হ'লেও মূলতঃ তাইই। তবুও এই পদ্ধতিটি সাক্ষাৎভাবে কোন বর্গীকরণ পদ্ধতির সঙ্গে সংযুক্ত নয় ব'লে এই পদ্ধতি অনুসারে কোন এক বা একাধিক পুস্তকের বিষয়শিরোনামা সংগঠন অপেক্ষাকৃত সহজ বলেই মনে হয়। যাই হোক, এই পদ্ধতি এখনো পর্যন্ত ততটা ব্যাপক আকার ধারণ করতে সক্ষম হয় নি। Chain Index পদ্ধতি সেদিক থেকে এখন একটি সার্বজনীনরূপ পেয়েছে বলা যেতে পারে।

বিষয়শিরোনাম ও বিভিন্ন বিষয়

বিষয়শিরোনামের এই ধরনের বিষয় তালিকা (Authority File) সংগঠন এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্ব পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিষয়শিরোনাম গঠন বা নির্বা-চন পদ্ধতি বহুধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা একান্তই অনগ্রসর। এর একমাত্র কারণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সমাজের চাহিদার আপেক্ষিক গুরুত্ব। তাই দেখি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিষয়শিরোনামের চিন্তা অত্যন্ত অগ্রসর, সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক কম। এবং কলাবিদ্যার ক্ষেত্রে তা প্রায় নেই ব'ললেই চলে। যাঁরা DRTC সেমিনারে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মনে পড়বে যে সমস্ত আলোচনাই বিজ্ঞানের একাধিক বিষয় নিয়েই চালানো হয়েছিল। সমাজ বিজ্ঞান বা কলাবিদ্যা সম্বন্ধে কোন আলোচনার সুযোগ ঘটেনি। যে দুটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল তার একটি SHE (Subject Heading for Engineering) আর অপরটি MESH (Medical Subject Heading)। এর কারণ বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়, কাজেই তা' মূলতুবি রাখা হ'ল।

৫ বাংলা ভাষায় বিষয়শিরোনাম গঠন পদ্ধতি কোন পথে যাবে ?

বিভিন্ন ভাষার দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তবে সমাজের এই আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রদান আর এক ধরনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। সামাজিক প্রয়োজনে যে ভাষায় বা যে ভাষায় লেখা পুস্তকাদি বহুল ব্যবহারের প্রয়োজন ঘটে, সেই ভাষার ক্ষেত্রে এই ধরনের বিষয়শিরোনামের চিন্তাও বহু মনকে আকৃষ্ট করে, উদ্‌বুদ্ধ করে। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষা এখনো পর্যন্ত এই স্তরে উঠতে পারেনি, তবুও বিভিন্ন ধরনের চিন্তাজাত পুস্তকাদির ব্যবহারের জন্য বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম প্রণয়নের চিন্তা বিভিন্ন জনকে প্রভাবিত করেছে। তবে সবসময় একথা বলা চলে না। তবু প্রথম নিদর্শন হিসেবে শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বিষয় শিরোনাম" বইটি উল্লেখ করার দাবী রাখে। বইটি সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার কে আশ্রয় করে একজন অ-বিশেষজ্ঞের ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে রচিত কাজেই তা ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু, বাংলা দেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে তাঁদের চিন্তা করার কোন উল্লেখ যোগ্য নজির এখনো পর্যন্ত্য রাখতে পারেননি। এটাও দুঃখের কথা। ১৯৬৫ সালে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত নবম Indian Standard Convention-এ রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে বিভিন্ন ভাষাভাষী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যেই যেই ভাষায় বিষয় শিরোনাম গঠণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। তাতে বাংলা ভাষার বিষয় শিরোনামা সম্বন্ধে আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠান যুগ্মভাবে শ্রীফণি ভূষণ রায় এবং শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য্য। কিন্তু এটুকুই মাত্র। কেন জানিনা আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী হিসেবে এরপর ঐ বিষয়ে আরও কোনও চিন্তা করিনি। DRTC সেমিনার থেকে ফিরে এসে মনে হয়েছে বোধহয় আমাদের আরও একটু সক্রিয় ভাবে চিন্তা এবং কাজ করার প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এ বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত।

যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতিরক্ষা কমিটি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মানিত সদস্য সুসাহিত্যিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগলের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাসস্থান নববারাকপুরে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজ সেবীদের সমন্বয়ে যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু। এই কমিটি একখানি যোগেশচন্দ্র স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীকানাইলাল দত্তের সম্পাদনায় 'উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল' নামে এক খানি স্মারক গ্রন্থ গত ১লা বৈশাখ, ১৩৮১ প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর প্রতুল গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনায় সমৃদ্ধ ও যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী সমন্বিত ৫২৩ পৃষ্ঠার এই অমূল্য গ্রন্থখানির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ২৫ টাকা।

এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে গ্রন্থপ্রস্তুতির ব্যয় বাদ দিয়ে যে অর্থ উদ্‌বৃত্ত থাকবে তা যোগেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে বলে যোগেশচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বইখানির পরিবেশক আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, কলিকাতা ৯,

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার কালানুক্রমিক সূচী

অঞ্জলী রায়

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

পদ্মপাতার দিন। কলিকাতা, ভারবি। ১৯৬৭। ১৬৪। উপন্যাস

সাহিত্যে ছোট গল্প ; ৪র্থ সং ১৯৬৭। ৫,৪৩১।

সুনন্দর জার্নাল (দেশ ; ৩৪ ব ; ১৩৭৪, ১৯৬৭) রম্যরচনা।

আজকের একটি প্রশ্নে—২৫ ; ১১১-৭২ ভারতবর্ষ—২৬ ; ১২৭৫-৭৬

চিরকালীন—২৮ ; ২২৭-২৮ আরো তিন কাঠার জন্যে—২৯ ৩২১-৩২

ইমিউনিটি —৩০ ; ৪৩৫-৩৬ বাজেট চিন্তা—৩১ ; ৫৩৯-৫৪০

কালো জাম—৩২ ; ৬৪৩-৪৪ একটি বাড়তি দুঃখ—৩৩ ; ৭৪৭-৪৮

আবার সেই পরীক্ষা—৩৪ ; ৮৫১-৫২ সব পেয়েছির দেশ—৩৫ ; ৯৫৫-৫৬

নতুন অচলায়তন—৩৬ ; ১০৫৯-৬০ জলীয়—৩৭ ; ১১৬৩-৬৪

আত্মঘোষণা—৩৮ ; ১২৬৭-৬৮ শিশু সাহিত্যের পুরস্কার—৩৯ ; ৩৬৭-৬৮

ফ্যাশান—৪০ ; ১৯-২০ একটি রিপোর্ট—৪১ ; ১২৩-২৪

চল্লিশোর্ধের একটি ট্র্যাজিডি—৪২ ; ৩২৯-৩০ নেতি নাস্তি—৪৩ ; ৪৩১-৩২

ঠোঙা—৪৪ ; ৪৩৫-৩৬ রাঁচী সংবাদ—৪৫ ; ৫৩৫-৩৬

একটি একাধিকা— ৪৬ ; ৬৪ -৪৪

সহধর্মিণী। (উল্টোরথ। ১৩৭৪ শা ; ১৩৯-৪৪) । ছোটগল্প

সুনন্দর জার্নাল। (দেশ। ৩৪ ব ৪৭। ১৩৭৪, ১৯৬৭)

স্মরণীয় শারদ সাহিত্য। ৬ ; ৭৪৭-৪৮ জুভেনাইল ডেলিকোয়েন্সি ৪৮ ; ৮৫১-৫২

এবারের শরতে—৪৯ ; ৯৫৫-৫৬

শারদোৎসব-ঋণশোধ—৫০ ; ১৫৯ ৬০ জনৈক বাঙালী প্রসঙ্গে—৫১ ; ১১৬৩-৬৪

সুনন্দর জার্নাল। (দেশ, ৩৫ ব ; ১৩৭৪, ১৯৬৭)। রম্যরচনা

যোগানন্দ—১ ; ১৭-১৮ রবার্ট গ্রেভস উচাতে—২ ; ১২৩-২৪

বিসর্জনের বাজনা—৩ ; ২২৭-২৮ মার্জার দর্শন—৪ ; ৩৩১ ৩২

ক্ষুধিত বাঘ এবং মাংস খণ্ড—৫ ; ৪৫১-৫২ একটি নস্যদানী ৬ ; ৫৩১-৩২

বিদেশীর চোখে—৭ ; ৬৩৫-৩৬

কোন হাটে তুই বিকোতে চাস—৮ ; ৭৪৭ ৪৮ একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সম্পর্কে—৯ ; ৮৪৬-৪৭

সুনন্দর জার্নাল (দেশ, ৩৫ ব, ১৩৭৪ ; ১৯৬৮)। রম্যরচনা

শীত এবং সাহিত্য—১০ ; ৯৫ ,-৫২ নাইট ট্রেন টু চিটাগাং—১১ ; ১০৫০-৫১

আমার ভারত ভ্রমণ – ১২ ; ১১৫৯-৬০　　রবীন্দ্র চর্চা—১৩ ; ১২৬৩-৬৪

চাঁদা—১৪ ; ১৫-১৬　　আত্মহত্যা—১৫ ; ১১৫-১৬

নানাৎ—১৬ ; ২২১-২২　　মাতৃভাষা—১৭ ; ৩২১-২২

নিম—১৮ ; ৪২৭-২৮　　খইনি—১৯ ; ৫৩১-৩২

অরুন্ধতী —২০ ; ৬৩৫-৩৬　　হোমিওপ্যাথিজম— ২১ ; ৭৩৯-৪০

শাটিং—২২ ; ৮৪৩-৪৪　　আটাশে মার্চ ১৯৬৮-২৩ ; ৯৪৭-৪৮

মিথ্যাকল ২৪ ; ১০৫১-৫০

গ্রন্থ পরিচয় (বিশ্বভারতী পত্রিকা। মুকুন্দ পাবলিশার্স ; ১৩৭৪-৭৫ ; ৬৫-৬৮)

সুনন্দর জার্নাল (দেশ। ৩৫ ব ; ৩৭৫, ১৯৬৮)। রম্যরচনা

একজন মহত্তর ম্যালকম এক্স—২৫ ; ১১৪৯-৫০　　কলেজ সোস্যাল – ২৬ ; ১২৫৯-৬০

কালপুরুষ। (শনিবারের চিঠি। ৪০, ৭। ১৩৭৫ ; ১৪৭)। গল্প

চোখ। (যুগান্তর। ১৩৭৫ শা, সং। ৫৬-) গল্প

অচিন্ত্যকুমার : আমার কাছে (কথা সাহিত্য। ১৩৭৫ ; ১৪৩১) প্রবন্ধ।

সুনন্দর জার্নাল (দেশ। ৩৫ ব ; ১৩৭৫ ; ১৯৬৮) রম্যরচনা।

বিরাটের মুখোমুখি—২৭ ; ১৯।　　দাদাঠাকুর—২৯ ; ৩৩১-৩২

কিঞ্চিৎ লবণাক্ত ভাবনা—৩০ ; ৪৩৬-৩৭　　সুখ—৩১ ; ৫৩৯-৪০

সিনেমা বন্ধ—৩২ ; ৬৪৩-৪৪　　স্বদেশ—৩৩ ; ৭৪৭-৪৮

আধুনিকতার প্রেক্ষণে, (দেশ ১৩৭৫ , আ, ১৯৬৮, ৩৮১৮-১৯) প্রবন্ধ।

সুনন্দর জার্নাল (দেশ। ৩৫ বঃ, ৭৫ ; ১৯৬৮) রম্যরচনা।

ইন্দ্রলুপ্ত—৩৪ ; ৮৫১-৫২　　সেই বাড়ীটি—১৫ ; ৯৫৫-৫৬

কলকাতা আরেক-আর্ট—৩৬ ; ১০৫৯-৬০　　গোপনচন্দ্র অ্যাণ্ড কোং—৩৭ ; ১১৬৩-৬৪

হাতুড়ে সংক্রান্ত—৩৮ ; ৬৭-৬৮　　অ্যাডমিশন ক্লোজড—৯ ; ৭-৭

পূজো-ছুটি-আকাশ—৪০ ; ১৪৭৫-৭৬　　অ্যাকুয়াম—৪১ ; ৫৭৯-৮০

পেশোয়ার কি আমীর। (আজগুবি গল্প। গীতা দাস সম্পাদিত। এশিয়া পাবলিশিং কোং।
১৯৬৮, ১৮ সং ; ১২০-৩১) শিশু সাহিত্য

সুনন্দর জার্নাল (দেশ। ৩৫ ব ; ১৩৭৫ ; ১৯৬৮) রম্যরচনা।

প্রাকৃতিক ও মানবিক –৪২ ; ১৬৮৩-৮৪　　একাল এবং আমরা—৪৩ ; ১৭৮৩-৮৪

সুনন্দর জার্নাল (দেশ, ৩৬ বঃ, ১৩৭৫ ; ১৯৬৮)। রম্যরচনা

যথাং দেহি—১ ; ১৯ ২০। একটি ঘোর প্যাচের ব্যাপার ২ ; ১২৩-২৪।

আত্ম পরিচয়—৩ ; ২২৭-২৮।

ছোটগল্পের চিত্রনাট্য। (দেশ। ৩৬, বিনোদন সং। ১৩৭৫, ৯৭৪-৭৭)। প্রবন্ধ

বনবাংলো ; পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ। ১৩৭৫, অং, ১২০। ৪.০০, উপন্যাস

সুনন্দর জার্নাল (দেশ, ৩৬ বঃ ; ১৩৭৫ ; ১৯৬৮) রম্যরচনা।

যশং এবং তারপর—(৪ ; ৩৩১-৩২)। অকটয়র এবং বিবিধ—(৫ ; ৪৩৫-৩৬)।

আপটন সিনক্লেয়ারের কথায়—(৬ , ৫৩৯ -৪০)। অধ্যাপক তারাপদ চক্রবর্তী (৭ ; ৬৩৯-৪০)।

একটি অতীত সাধু সংকল্প। (৮ ; ৭৪৭-৪৮)।

নির্জন শিখর। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৬৮। ১৩২, ৪·০০। উপন্যাস

নতুন তোরণ। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ। ১৯৬৮। ১৫০, ৪·৫০। উপন্যাস

বোসর। (দেশ। ৩৬, ১৩৭৫ ; ৪৩৭—)। গল্প

তারা কোটবার সময়। (উল্টোরথ। ১৯, ৭ সং। ১৮৯২ শকাব্দ আ ; ১৩২-৪৩)।

টেনিদার গল্প। কলিকাতা, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ১৯৬৮। ২১৮। চিত্র। ৫·০০। শিশু সাহিত্য

চাঁপার গন্ধ। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী। ১৯৬৯। ২,১১১। উপন্যাস

সুনন্দার জার্নাল (দেশ ৩৬ বঃ, ১৩৭৫ ; ১৯৬৯) রম্যরচনা

অমর পঞ্জিকা। (সু. জা) (দেশ ১০ ; ১১০৭-৮)।

১৯৬৯ (সু. জা) (দেশ ১১ ; ১২১১ - ১২)

আলোক পর্ণা। (অমৃত। ৮, ৩ ১৩৭৫ ; ৯৫৬-৫৮)। উপন্যাস

বাংলার এম এ ও টিপসহিগণ। (সু. জা.) (দেশ। ৩৬, ১২। ১৩৭৫, ১৩১৫-১৬)। রম্যরচনা

আলোক পর্ণা। (অমৃত। ৮, ১৩৭৫ ; ১০৪৯-৫২)। উপন্যাস

আমি এবং আমার ইন্দ্রলুপ্ত। (সু. জা.) (দেশ। ৩৬, ১৩ ; ১৩৭৫।) রম্যরচনা

আলোক পর্ণা। (অমৃত। ৮ ; ১৩৭৫, ১১১৫-১৮)। উপন্যাস

সারস্বত। (সু. জা.) (দেশ। ৩৬, ১৪ ; ১৩৭৫, ১৯ ২০)।

আলোক পর্ণা। (অমৃত। ৮ ; ১৩৭৫, ৩১-৩৪)। উপন্যাস

পাঁচ মাথার অশ্বারোহী। (সু. জা.) (দেশ। ৩৬, ১৫ ; ১৩৭৫, ১২৩-২৪)। রম্যরচনা

আলোক পর্ণ (অমৃত ৮, ৩ ; ১৩৭৫, ১০৫-৮)। রম্যরচনা

মৃত্যু-মৃত্যুত্তীর্ণ। (সু. জা.) (দেশ। ৩৬, ১৬, ১৩৭৫, ২২৭ ২৮) রম্যরচনা

আলোক পর্ণা (অমৃত। ৮, ৩ ; ১৩৭৫, ১৮৯ ৯১) উপন্যাস

অসমাপ্ত রামায়ণ। (সু. জা.) (দেশ। ৩৬, ১৭ সং। ১৩৭৫, ৩৪১-৪২)। রম্যরচনা

আলোক পর্ণা (অমৃত। ৮, ৩ ; ১৩৭৫ ; ২৭০-৭২)। উপন্যাস

নির্বাচনে দাঁড়াব। (সু. জা.) (দেশ। ৩৬, ১৮ ; ১৩৭৫ ৪৪৩ ৪৪)। রম্যরচনা

আলোক পর্ণা। (অমৃত। ৮; ৩ ; ১৩৭৫, ৩৫৪-৫৭)। (উপন্যাস)

বরযাত্রা। (সু. জা.) (দেশ। ৩৬, ১৯ ; ১৩৭৫, ৫৪৭-৪৮) (রম্যরচনা)

আলোক পর্ণা। (অমৃত। ৮,৩ ; ১৩৭৫, ৪২৯ ৩১)। (উপন্যাস)

হ'য়ে মুরারে। (সু. জা.) (দেশ। ৩৬, ২০ ; ১৩৭৫, ; ৯৫১-৫২)।

সু. জা — সুনন্দর জার্নাল

ক্রমশঃ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

বার্ষিক সাধারণ সভা ও নবাগত কাউন্সিলের প্রথম সভা

গত ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ১৪ পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় মোট ১০২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে স্বর্গত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, বাণী বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সরোজেন্দ্র রায় চৌধুরী, বিজয়পাল চট্টোপাধ্যায়, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের জীবনাবসানে গভীর শোক প্রকাশ করে ও তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ও দু মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

অতঃপর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত বিজয় পদ মুখোপাধ্যায় ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক কার্য বিবরণী সাধারণ সভায় আলোচনার্থে ও অনুমোদনার্থে পেশ করেন।

বার্ষিক কার্য বিবরণীর উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সর্বশ্রী রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু প্রামানিক ও অন্যান্য অনেকে এবং বিস্তৃত আলোচনার পর বার্ষিক কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯৭২-৭৩ সালের পরীক্ষিত বিষয়ক আয় ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সভার অবগতির জন্য ও অনুমোদনের জন্য পেশ করেন পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন। এই হিসাবের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, সর্বশ্রী শশাঙ্ক বাগচী, ফণি ভূষণ রায় প্রমুখ অনেকে। আলোচনান্তে তাহাও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এদিনের তৃতীয় কর্মসূচী ছিল আগামী বৎসরের জন্য কাউন্সিল সদস্য ও কর্মকর্তা নির্বাচন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের বিভিন্ন কর্মকর্তা পদে ও কাউন্সিল সদস্যপদে নির্বাচিত হন

সভাপতি : সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সহসভাপতি : আদিত্য কুমার ওহদেদার, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণি ভূষণ রায়, প্রমীলচন্দ্র বসু।

কর্মসচিব : চঞ্চল কুমার সেন

যুগ্ম কর্মসচিব : তুষার কান্তি সান্যাল

সহকর্মসচিব : অজয় কুমার ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ : সত্যব্রত সেন

সম্পাদক গ্রন্থাগার : রামকৃষ্ণ সাহা

গ্রন্থাগারিক : বিমল চট্টোপাধ্যায়

ব্যক্তিগত কাউন্সিল সদস্য : প্রবীর রায়চৌধুরী, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিবেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন কুমার সেনগুপ্ত, অশোক কুমার বসু, গীতা

চট্টোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ. দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, অসীম ঠাকুর, কালীপ্রসাদ, প্রদীপ কুমার চৌধুরী, হিরণ কুমার দত্ত।

প্রতিষ্ঠানগত সদস্য :—

বাঁকুড়া : বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার, পোঃ মানাপুর

বীরভূম : খাড়ুন শক্তি সংঘ পাবলিক স্পনসর্ড রুর‍্যাল লাইব্রেরী পোঃ খাড়ুন

বর্ধমান : (ক) জাড়গ্রাম মাখন লাল স্মৃতি পাঠাগার, পোঃ জাড়গ্রাম।

(খ) চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির, পোঃ শ্রীখণ্ড।

কলিকাতা (ক) ইণ্টালী ইনষ্টিটিউট রাজলক্ষ্মী স্মৃর পাঠাগার ৫৭, দেব লেন্, কলিকাতা-১৪

(খ) মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী ১৭/১/২ মনসাতলা লেন, কলিকাতা-২৩

(গ) কানাই স্মৃতি পাঠাগার ৩৪, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬

কুচবিহার : প্রিন্স ভিক্টর নৃপেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব, পোঃ হলদিবাড়ী

দার্জিলিং : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী, পোঃ শিলিগুড়ি।

হুগলী : (ক) ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী, পোঃ ত্রিবেণী।

(খ) গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার, পোঃ গরলগাছা।

হাওড়া : (ক) সবুজ গ্রন্থাগার, পোঃ গড়বালিয়া

(খ) বিবেকানন্দ পাঠাগার, ৯৭।৩, নস্করপাড়া রোড, ঘুষুড়ী, হাওড়া-৭

জলপাইগুড়ি : মাণ্ডেলী পাবলিক লাইব্রেরী ও ক্লাব, পোঃ মাণ্ডেলী

মালদহ : প্রগতি সংঘ, গ্রাঃ ঋষিপুর, পোঃ গৌড়মারি।

মেদিনীপুর : জেলা গ্রন্থাগার, পোঃ তমলুক।

মুর্শিদাবাদ : দক্ষিণ গ্রাম পল্লী উন্নয়ন সমিতি লাইব্রেরী পোঃ দক্ষিণ গ্রাম।

নদীয়া : মদনপুর সাধারণ পাঠাগার, পোঃ মদনপুর।

পুরুলিয়া বিবেকানন্দ পাঠাগার, শ্রী রামকৃষ্ণ তারকমঠ, পোঃ কেন্তিকা।

চব্বিশপরগণা : (ক) তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার, পোঃ তারাগুনিয়া।

(খ) ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দির, পোঃ ভাটপাড়া

পশ্চিম দিনাজপুর : জেলা গ্রন্থাগার, পোঃ বালুরঘাট।

এই সাধারণ সভায় ১৩৭৮ ও ১৩৭৯ সালের গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য তিনকড়ি দত্ত স্মারকপদক দেওয়া হয় যথাক্রমে সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রাকমুদ্রণ, পূর্ণমুদ্রণ ও ডকুমেন্টেশন) ও প্রবোধ কুমার ভট্টাচার্যকে (পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কট ও তার প্রতিকার)।

এরপর সভায় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেন বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রবীর রায় চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী শশাঙ্ক বাগচী, তুষারকান্তি সান্যাল, অমর নাথ চট্টোপাধ্যায়,

সুশীল কুমার দে, কমলেশ ভট্টাচার্য, শুভ্রাংশু মিত্র, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু রায়, শীতল মুখোপাধ্যায়, অজয় ঘোষ অশোক দে, ফণি ভূষণ রায় প্রমুখ অনেকে।

১০ই ফেব্রুয়ারী ৭৪ পরিষদ ভবনেই নবনির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত করা হয়। মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, প্রবীর রায় চৌধুরী, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সুধেন্দু ভূষণ বন্দোপাধ্যায়, অশোক বসু, হিরণ কুমার দত্ত এবং বিজয় পদ মুখোপাধ্যায়।

এছাড়া নিম্নলিখিত উপসমিতি গুলির সভাপতি, সম্পাদক সহসম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

শিক্ষণ উপসমিতি : সভাপতি / পরিচালক : প্রমীল চন্দ্র বসু
সম্পাদক : অশোক বসু
সহসম্পাদক : কালী প্রসাদ

গ্রন্থাগার উপসমিতি : সভাপতি : মঙ্গল প্রসাদ সিংহ
সম্পাদক : বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহসম্পাদক : নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার পত্রিকা উপসমিতি : সভাপতি : সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা
সহযোগী সম্পাদক : সুধীর ঘোষ

অর্থ, প্রকাশন ও পরিষদ ভবন উপসমিতি : সভাপতি : পূর্ণেন্দু প্রামানিক
সম্পাদক : সত্যব্রত সেন
সহসম্পাদক : সুশীল কুমার দে

বেতন, পদমর্যাদা ও গ্রন্থাগার কর্মী কল্যাণ উপসমিতি : সভাপতি : দ্বিজেন গুপ্ত
সম্পাদক : সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহসম্পাদক : অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি : সভাপতি : রামরঞ্জন ভট্টাচার্য
সম্পাদক : অজয় ঘোষ
সহসম্পাদক : শশাঙ্ক বাগচী

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পঠন ও গবেষণা উপসমিতি : সভাপতি : ফণী ভূষণ রায়
সম্পাদক : বিজয় পদ মুখোপাধ্যায়
সহসম্পাদক : হিরণ দত্ত

পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং গ্রন্থাগার পত্রিকা রজত জয়ন্তী উপসমিতি :
সভাপতি : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক : প্রবীর রায় চৌধুরী
সহসম্পাদক : দেবদাস চট্টোপাধ্যায়

এই সভায় স্থির হয় উপসমিতির সদস্য মনোনয়ন করবে উপসমিতির সমূহের সম্পাদকদের সুপারিশ সাপেক্ষে কার্যকরী সমিতি।

এই কাউন্সিল সভায় সর্বশ্রী শশাঙ্ক বাগচী, কিরণ ভট্টাচার্য ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত সদস্য মনোনয়ন করা হয় সুবীর ঘোষকে "গ্রন্থাগার" পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

কাউন্সিল সভা ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য আয় ব্যয়ের একটি আনুমানিক হিসাব করেন কোষাধ্যক্ষ সত্যব্রত সেন যার সারমর্ম নিচে দেওয়া হল।

১৯৭৪-৭৫ সালের আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব

(সংক্ষিপ্তসার)

খরচ		আয়	
১। সাধারণ প্রশাসনে	১৫০০.০০	১। পূর্ব বৎসরের জের থাকতে পারে	১১,১৬৫.০৬
২। সংগঠন ও সমন্বয়ে	৫০০০.০০	২। চাঁদা আদায় হতে পারে	৬০০০.০০
৩। গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্যে	১৫০০০.০০	৩। দান পাওয়া যেতে পারে	৬০০০.০০
৪। অন্যান্য প্রকাশনের জন্যে	৪০০০.০০	৪। সরকার থেকে পাওয়া যেতে পারে	১০০০০.০০
৫। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণে	১৩০০০.০০	৫। গ্রন্থাগারের বিজ্ঞাপন, থেকে পাওয়া যেতে পারে	৩০০০.০০
৬। অন্যান্য	১৬৬৫.০৬	৬। অন্যান্য প্রকাশন বিষয় থেকে পাওয়া যেতে পারে	৫০০.০০
		৭। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া যেতে পারে	১৬,০০০.০৭
		৮। ব্যাঙ্কের সুদ ইত্যাদি থেকে	১০০০.০০
মোট	৫৩, ৬৬৫.০৬	মোট	৫৩,৬৬৫৬০

আনুমানিক হিসাবের এই রূপরেখা সর্বসম্মতি ক্রমে অনুমোদিত হয়।

সংকলনে : সত্যব্রত সেন

বিয়োগ পঞ্জী

পাঞ্জাবী সাহিত্যের কীটসের অকাল প্রয়াণ

মাত্র কয়েক মাস আগে এ-যুগের পাঞ্জাবী কাব্যের কীটস্ শিবকুমার ব্যাটালভি পরলোকগমন করেন। মাত্র ত্রিশবছর বয়সে ১৯৬৭ সালে তিনি আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। গত বছর ৬ইমে ছোট শহর বাতালায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতসর, জলন্ধর, চণ্ডীগড় এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য শহর নগর থেকেও দলে দলে মানুষ সাহিত্যপ্রেমিক নরনারী শিবকুমারের অন্তিম যাত্রায় যোগ দেন। অনেকের মতে প্রায় ৩০,০০০ হাজার নরনারী এই অন্তিম যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। স্বনামধন্য পাঞ্জাবী লেখক সন্ত সিং শেখন বলেছিলেন। 'শিব ছিল পাঞ্জাবী কাব্যের কীটস্' একটি সত্যিকারের জনজন্মা প্রতিভার অকালপ্রয়াণ হলো, এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়। শিবকুমার ক্ষয়রোগে ভুগছিলেন বলতে গেলে প্রায় কিশোর বয়স থেকেই। তাই অনেকটা আমাদের সুকান্তের মতো একটা বেপরোয়া ভাব তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্র ফুটে উঠতো বিশেষ করে এই ভাবটির জন্য পাঞ্জাবী কাব্যের সর্বাধুনিক রচয়িতাগণের মধ্যে তিনি পুরোগামী হিসাবেই গন্য হতেন।

ঐতিহাসিক ডঃ তারাচাঁদের জীবনাবসান

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিত ডঃ তারাচাঁদ গত ১৪ই অক্টোবর তাঁর এলাহাবাদস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ১৩৮৮ সালে শিয়ালকোটে ডঃ তারাচাঁদের জন্ম হয়। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এলাহাবাদের কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩৬ সাল থেকে '৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির অধ্যাপক পরে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই উপচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। উত্তর প্রদেশের হিন্দুস্থানী একাডেমীর সম্পাদক ডঃ তারাচাঁদ একসময় মাধ্যমিক শিক্ষা সম্মেলন এবং ভারতের ইতিহাস কংগ্রেসের পৌরহিত্য করেন। তেহরান, আলিগড়, হায়দ্রাবাদ এবং ইণ্ডিয়ান স্কুল অব ইন্টার ন্যাশনাল ষ্ট্যাডিজ এরও তিনি সম্মানসূচক অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন।

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগারে; ফাল্গুন - চৈত্র ১৩৮০ সনের ২৩৪ পৃষ্ঠার পর থেকে পৃষ্ঠা সংখ্যা ভুল ছাপা হয়েছে। ঐ পৃষ্ঠা সংখ্যা স্বভাবতই ২৩৫ থেকে ২৪২ পৃঃ হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বার্তা বিচিত্রা

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

১৯৭৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন অস্ট্রেলিয়ার ৬০ বছর বয়স্ক লেখক প্যাট্রিক হোয়াইট। পুরস্কারপ্রাপ্ত বইয়ের নাম আয়রনিক। ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম ইংরাজী ভাষার লেখক এই পুরস্কার লাভ করেন।

প্যাট্রিক ভিকটর হোয়াইটের জন্ম ১৯১২ সালের ২৮শে মে, লণ্ডনে। তাঁর শিক্ষালাভ কেমব্রিজের বিভিন্ন কলেজে। লণ্ডনে থাকাকালীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'হ্যাপি ভ্যালি' প্রকাশ লাভ করে ১৯৩৯ সালে। বৃটিশ বিমান বাহিনীর গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করেন এবং যুদ্ধের পর ফিরে যান অস্ট্রেলিয়ায়। ১৯৫৯ সালে হাজার পাউণ্ডের একটি সাহিত্য পুরস্কারও পেয়েছিলেন প্যাট্রিক হোয়াইট। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "দ্যা লিভিং এনং দ্যা ডেড' 'দ্যা ট্রি অব ম্যান' প্রভৃতি।

ফরাসী ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার

ফরাসী ভাষায় মৌল সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রতি বৎসরই একটি পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এটি গঁকুর পুরস্কার নামে খ্যাত। এবারে পুরস্কারটি লাভ করেন সুইস নাগরিক জ্যাক চেসেক্স। চেসেক্সর উপন্যাসের নাম 'লা ওগরে' বাংলা ভাবার্থ 'প্রেতাত্মা'।

প্রখ্যাত উপন্যাস রচয়িত্রী সু জন প্র তাঁর নতুন উপন্যাস 'লা ভেরেসা' দ্যেস ত্রেবনারদিনি, রচনার জন্য লাভ করেন সিয়োৎক্রস্ত পুরস্কার।

সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার

১৯৭৩ সালের সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার লাভ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ এবং ডঃ দিলিপ মালাকার, আসামের শ্রীদীননাথ শর্মা, অধ্যাপক নগেন ঠাকুর এবং উড়িষ্যার শ্রীলক্ষীনয়ন মহাপাত্র।

শ্রীসেহানবীশ নগত ৮ হাজার টাকা পেয়েছেন এবং দু সপ্তাহের জন্য বিনা খরচে সোভিয়েত ভ্রমন। শ্রীশর্মা ডঃ মালাকার এবং শ্রীমহাপাত্র এরা প্রত্যেকে ১৫০০ টাকা নগৎ পেয়েছেন। শ্রীসেহানবীশ তাঁর লেখা 'রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীর' জন্য এবং ডঃ মালকার যুগান্তর সংবাদপত্রে তাঁর লেখা রাশিয়ার জীবন ও মানুষের আলেখ্য 'আজকের রাশিয়ার' জন্য পুরস্কার পান।

জয়বাংলা পুরস্কার

কলকাতায় ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনে অন্নদাশঙ্কর রায়ের পৌরহিত্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমকে জয়বাংলা পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। পুরস্কারের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে সাহিত্যিক মনোজ বসু বলেন, দুই বাংলার সাহিত্যের

মধ্যে সেতু বন্ধনের জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ডঃ ইব্রাহিমকে এবছর এই পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলীর জন্য। সম্বর্ধনার উত্তরে ডঃ ইব্রাহিম বলেন সাহিত্যসেবীদের কাছে কখনও এপার বাংলা ওপার বাংলার ব্যবধান ছিলনা। তাই দুই বাংলার এই বন্ধনকে ভাঙ্গার ক্ষমতা কোন শক্তিরই নেই।

বই কেনার অভ্যাস

বার্লিনে একটি বইয়ের দোকান থেকে প্রত্যেহ গড়ে প্রায় ৪০০০ জন খুচরো ক্রেতা বই কিনে থাকেন। জার্মান গণতন্ত্রের রাজধানী বার্লিনের এই বইয়ের দোকান থেকে গত বছর মোট যত বই বিক্রী হয় তা নগরীর মোট জনসংখ্যার সমান। অর্থাৎ ১১ লাখ। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে এত অধিক সংখ্যায় নাগরিকদের বই কেনার অভ্যাস বিস্ময়কর ঠেকবে। প্রকাশন শিল্পের সাথে গোটা দেশের সাংস্কৃতিক জীবন জড়িত। কাজেই প্রকাশন শিল্পের প্রতি আমাদের কিছুটা দরদ থাকা উচিৎ। বলাই বাহুল্য যে বার্লিনের অধিবাসীরা বইকে নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতই গণ্য করেন, নতুবা সাধারণ বইয়ের অত ক্রেতা হতে পারেনা।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের কর্মধারা

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে ১৯৭২ সালের মে মাসে এই ফাউণ্ডেশন আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ আরম্ভ করে, এই ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান হলেন ডঃ নীহার রঞ্জন রায়। ডঃ রায় এক বৈঠকে বলেছেন গত বছরে এই ফাউণ্ডেশন কুড়িটি জেলান্তরের পাঠাগারে প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের বই পত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং আরো প্রায় তিন লক্ষ টাকার বই দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিয়মিত অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন। কেবল পশ্চিম বঙ্গের মধ্যেই এই ফাউণ্ডেশনের কর্মধারা সীমাবদ্ধ নয়, সারা দেশের পাঠাগার সমূহের উন্নতি সাধনই এই ফাউণ্ডেশনের লক্ষ্য।

মুদ্রণের উপযোগী কাগজের সমস্যা

বর্তমানে কাগজের সমস্যা চরমে উঠেছে। পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশকগণ অনেকেই যেন তেন ভাবে কিছু কাগজ সংগ্রহ করে কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু মনে হয় বেশীরভাগ প্রকাশকই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, প্রকাশকগণকে 'কন্ট্রোলড প্রাইস' এ কাগজ না দিলে শীঘ্রই এ রাজ্যের প্রকাশন শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। সরকার এ বিষয়ে অগ্রণী না হলে প্রকাশন শিল্পকে রক্ষা করবার আর উপায় থাকবে না।

সম্পাদনে—বিজয়তি চক্রবর্তী

ABSTRACTS

Vol. 23 No. 11—12 March,—May, '74

Philosophy & Colon Classification by MRIDULA CHATTOPADHAY.

The author states that it is the general nature of human being to approach a particular aspect of a being. Philosophoers have shown many ways to relate being and its idea and their classification.

Ranganathan was the pioneer who tried to construct classification schedule on the basis of pattern of knowledge structure. According to him knowledge is the cumulated thought preserved by civilisation. To classify different universe his approach was based an analysis, as a result concepts of 'facts' came in. There is a particular order among the faces. The sequence of facets is 'Personality Matter. Energy, Space Time'

The author concludes that Ranganathan was greatly influenced by Hindu Philosophy and he tried faithfully to adopt it in his Colon Classification scheme. [P 219]

College library movement : an objective approach by RAMKRISLMA SAHA.

States about the importance of educational workers in education, who are subject to continuous negligence of the authority. Library workers are educational workers engaged in dealing with present information explosion and have proved their efficacy in University and College education. But absence of proper motivation on the part of authorities about the role of Library in College education, leads the library service in College and University into stagnancy. The Universities themselves failed to estab'ish their control over structure and function of college libraries. College authorities of many private Colleges are responsible for the crippleness of their library. Appointment of non-professional personnel in the post of libraran etc. is a common feature. Students fo nd less interested in utilising college library. But it is the primary task of college library worker to consider them as a firm ally in launching library movement. Teacners and other educational workers are the second ally.

The author concludes with a great concern about the passive role of the state Govt. and asks the library workers to launch powerful library movement in all Collegess otherwise paesent dismal condition will remain unchanged. [P 224]

Subject heading in Bengali Language and the DRTC Seminar by

Dr. JAYATI RAY

The paper deals with the problem of selecting subject heading in Bengali Language. Subjects heading is nothing but the name of the subject of a particular document. The problem of giving subject heading which will be co extensive with or fully indicative of the subject of a document has been a problem for various reasons, such as (1) selection of terms in indicating the name of a subject, (2) need for determining the order or sequence in which the terms thus selected. For the selection of terms or choice in rendering of subject- heading, the practices of standardizing headings are in vogue in the pure and applied science subjects. In the subjects coming under the Humanities and Social-Science Groups, however, for various reasons such standardization of subject-heading terms and terms and their constant review and revision for keeping them up-to date has not been able to make much headway. As a result, rendering of subject heading for these two groups of subjects is still a major problem for any Document Finding System

The sequence of the terms in the subject heading cannot follow ordenary linguistic syntax. No serious attempt has yet been made to solve this problem by making an authentic authority file in Bengali language Basically the Mid-year Seminar of the DRTC that was held in August 1973, concentrated its discussion on various aspects of such problems. [P 236]

।। সম্মেলন সংবাদ ।।

ইতিপূর্বে স্থির হয়েছিল যে, ৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৫-২৭ মে, ১৯৭৪, দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াঙস্থ ব্লুমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগার এ অনুষ্ঠিত হবে।

কিন্তু অনিবার্য কারণবশত ঐ তারিখে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারলো না।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে কার্সিয়ঙে ব্লুমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ঐ স্থানে সম্মেলন অনুষ্ঠীত হতে পারে কী না, এই মর্মে উক্ত মহকুমা গ্রন্থাগারের অভিমত চাওয়া হয়েছে। তাদের মতামত জানতে পারলে পরিষদের কার্য নিবাহক সমিতি এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন

—সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

(২১৮ পৃষ্ঠার পর)

তুলে তাদেরকে বেতন ও মর্যাদার প্রশ্নে বঞ্চিত করা হবে কেন ? (ঘ) গত ১৫ বছর ধরে অনুসৃত নীতি থেকে সরে আসার কোন তথ্য নির্ভর বা যুক্তি নির্ভর যুক্তি আমরা শুনিনি। তাহলে সেন কমিটি কি মনে করেন যে ১৫ বছর আগের রঙ্গনাথন কমিটির সুপারিশ যা ডঃ দেশমুখের নেতৃত্বাধীন তদানীন্তন ইউ. জি. সি কমিটি গ্রহণ করেন তা এক ভুল সিদ্ধান্ত ছিল ? যদি সেন কমিটি তাই মনে করেন তাহলে খোলাখুলিভাবে সে বক্তব্য বলা হোক। আমরাও তাদের মানসিকতা স্পষ্ট করে বুঝতে পারব। (ঙ) শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নূতন সংশোধিত বেতনক্রম সুপারিশ করা কালে বলা হয়েছে যে দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সন্তানরা এবার থেকে প্রশাসনিক কাজের দিকে না ঝুঁকে শিক্ষার কাজে আসবেন।

ভাল কথা। তাহলে সেন কমিটির মাননীয় সদস্যরা কি চান যে শিক্ষার দিক দিয়ে উচ্চমানের ব্যক্তিদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আসার প্রয়োজনীয়তা নেই ? আসলে এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে কর্মভিত্তিক ও গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়া উচিত (যার কথা আমাদের দেশের শিক্ষাবিদরা হামেশাই বলেন) তাহলে কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আলাদা করে না চিন্তা করে উচ্চমানের ব্যক্তিদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য একই বেতনক্রমের কথা বিবেচিত হওয়া উচিত। (চ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ গ্রন্থাগার কর্মী যাদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা আছে তাদের ক্ষেত্রেও ইউ. জি. সি বেতনক্রম কার্যকর না করে শিক্ষাকর্তৃপক্ষ কি করে আশা করেন যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সম্ভব ?

এই প্রসঙ্গে সেন কমিটির প্রধান সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নিকট বিনীতভাবে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। বিশ্বের বৃহত্তম তথা ভারতের সর্বপ্রাচীন এবং সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বিগত দশ বৎসরেও ইউ. জি. সি বেতনক্রম চালু হল না কেন ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারসমূহে ইউ. জি সি বর্ণিত শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন যথেষ্ট কর্মী থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নাম কেন সুপারিশ করা হল না। ভারতবর্ষের এই পর্যায়ের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকের বেতন সবচেয়ে কম কেন ? আমাদের আশঙ্কা এই ধরণের মানসিকতাই সেন কমিটির কর্মধারাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে।

আমাদের দেশের শিক্ষাবিদেরা গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনেক সারগর্ভ ভাষণ দেন। অথচ কার্যক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করতে দেখা যায় না। আমাদের প্রশ্ন এর কারণ কি তাঁদের শিক্ষার দৈন্য না মানসিকতার দৈন্য ? গ্রন্থাগার তথা শিক্ষার স্বার্থে এই মনোভাবের দ্রুত অবসান একান্ত কাম্য।

পরিশেষে গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আমাদের আবেদন যে তাঁদের এই ন্যায্য দাবী আদায়ে একদিকে যেমন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন, অন্যদিকে গ্রন্থাগারের পাঠকদের সেবায় আরো কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে এই বৃত্তির সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করুন। গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই তাদের এবং তাদের বৃত্তির ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

গ্রন্থাগার ঃ নির্ঘণ্ট

দ্বাবিংশতি বর্ষ : ১৩৭৯

---

* গ্রন্থাগার ভাদ্র ১৩৭৯, ১৫১-৫২ পৃষ্ঠা সংখ্যাহীন

* আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার ক্রমিক নং ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা হবে।

* অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন পর্যন্ত সেই কারণে যথাক্রমে ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা হিসাবে পরিগণিত করতে হবে। চৈত্র সংখ্যা ১২শ সংখ্যা হিসাবে গণ্য করতে হবে।

* ফাল্গুন চৈত্রের মধ্যে ৩৬০পৃঃ সংখ্যা ছাপাতে ভুল হয়েছে।

নির্দেশিকা

১ম অংশ : লেখক-আখ্যা সূচী : বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম ও প্রকাশিত অন্যান্য আখ্যা সমূহ পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ নির্দেশিত।

২য় অংশ : বিষয় সূচী : নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধের আখ্যা বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।

৩য় অংশ : বিভাগ সূচী : গ্রন্থাগার পত্রিকায় নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত ; গ্রন্থাগার সংবাদ, পত্রিকা পর্যালোচনা, পুঁথির কথা, পুস্তক পর্যালোচনা, বার্তা বিচিত্রা; বিয়োগপঞ্জী ও সম্পাদকীয়।

সঙ্কলনে : নীতা চক্রবর্তী